Swami B.V. Narayan

Shri KESHABJI GOUDIYA MATH
Mathura (U.P.)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সৎক্রিয়াসার-দীপিকা

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ানুমোদিতা বৈষ্ণবদশসংস্কারপদ্ধতিঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবরেণ

শ্রীমদ্‌গোপালভট্টগোস্বামিনা

কৃতা

বঙ্গভাষানুবাদসমলঙ্কৃতা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-দশমাধস্তনপুরুষবর্য্যেণ শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকেণ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যেণ শ্রীরূপানুগবরেণ ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তর-শতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী** গোস্বামিপ্রভুণা

সম্পাদিতা

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠতো বিদ্যাভূষণোপাধিকেন
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারিণা প্রকাশিতা চ

ভৈক্ষ্যংসপাদরৌপ্যকম্]   গৌরাব্দাঃ ৪৪৯   [তৃতীয়-সংস্করণম্

ঢাকা, মনোমোহন প্রেসে
শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণব-স্মৃতি 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' সঙ্কলন করেন। বর্ত্তমান 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। এই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী "সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' নামক দশসংস্কারের একটি পদ্ধতি ও 'সংস্কার-দীপিকা' নামক বেষাশ্রয়-পদ্ধতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অবৈষ্ণব-স্মৃতিলেখক বন্দ্যঘটীয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস' সম্পাদনের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে তাঁহার 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' নামক স্মৃতিপ্রবন্ধ রচনা করেন। তাহার পূর্ব্ব হইতেই 'ভবদেব-পদ্ধতি' ও 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' সংস্কার-বিধি বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের সংস্কার-তত্ত্ব-নিবন্ধ কোন দিন ব্যবহার-জগতে প্রচলিত ছিল না। স্মার্ত্ত বিচারের প্রাবল্যে 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'রও বহুল প্রচলনের অভাব ছিল। কমলাকরভট্ট-রচিত অবৈষ্ণব-বিচারপর 'নির্ণয়-সিন্ধু' প্রভৃতি গ্রন্থের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যের 'নৃসিংহ-পরিচর্য্যা' ও শ্রীকেশব ভট্টের 'স্মৃতি-নিবন্ধ' গ্রন্থের প্রচার থাকিবার কথা জানিতে পারা যায়।

যেরূপ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের লেখনীতে অবৈষ্ণবপর স্মৃতির বিচার বৈষ্ণবপর বিচার হইতে পৃথগ্রূপে নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ বৈষ্ণবপর শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিচার হইতেও অবৈষ্ণবপর স্মৃতির বিচারের পৃথগ্রূপে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবৈষ্ণবপর স্মৃতির প্রচলন-হেতু বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রচলনে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। বহুদেব-যাজন, প্রেতশ্রাদ্ধ ও একাদশ্যাদি ব্রতবিষয়ক বিচারে বৈষ্ণব-স্মৃতির সহিত অবৈষ্ণব-স্মৃতির মিল নাই। বৈষ্ণব-সদাচার-সম্পন্ন গৃহস্থের অভাব-নিবন্ধন কিছুদিন হইতে স্মার্ত্তাচারই বৈষ্ণবাচার বলিয়া গৃহীত হইতেছে। বৈষ্ণব-সংসারে অবৈষ্ণবাচার আদরের বস্তু নহে, ইহার শাস্ত্রীয় যুক্তিপূর্ণ আলোচনাও ভোগী ভক্তিবিরোধী সমাজে অপ্রীতিকর হওয়ায় বৈষ্ণব-সদাচার-বিষয়ক গ্রন্থের প্রচার রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল। ভক্তিবিরোধী ব্যক্তিগণের আশা-ভরসা এই গ্রন্থের পুনঃ প্রচারে

নির্ম্মূলিত হইবে, সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রসার যাহাদের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করে, তাহারাই ভক্তির কথাকে আদর করিতে পারিবে না, কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণব-সমাজে সদাচার-প্রথাই অমানিশার অন্ধকারে গন্তব্য-পথের পরম প্রয়োজনীয় ধ্রুবতারা-সদৃশ।

বহির্ম্মুখ কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-প্রকোপ কেবল যে বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব-সংসারে অবৈধভাবে প্রবেশ করিয়াছিল—এরূপ নহে; পরন্তু ভারতের সর্ব্বত্র বৈষ্ণব-স্মৃতির বিচার ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছিল। এজন্যই সৎক্রিয়াসারের বহুল প্রচার ছিল না। শুদ্ধভক্তিস্রোতের পুনঃ প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চেষ্টায় এই গ্রন্থের একটি সংস্করণ অনেক দিন পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় বৈষ্ণব-বিশ্বাসের অনুকূলে ভক্তিসদাচার স্থাপনের সুযোগ ঘটিয়াছে।

বহুদিন হইতেই এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা এবং এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার পর গ্রন্থের অভাব সদাচারপালনকামী ব্যক্তিগণের নিকট বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছিল। শ্রীযুক্ত অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী সেবাবান্ধব মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে মহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম্‌-এ. বি-এল মহোদয় সৎক্রিয়াসারের এই বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের জন্য প্রচুর পরিমাণে যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার এতাদৃশী চেষ্টা না থাকিলে এই গ্রন্থের এইরূপ সুষ্ঠু সংস্করণ প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি এই গ্রন্থ-সম্পাদন-কার্য্যের সহায়তা করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'-গ্রন্থের সহিত 'বেষাশ্রয়-পদ্ধতি'-গ্রন্থটীও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত হইল।

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠ, ময়মনসিংহ
১লা বৈশাখ, ১৩৪২

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা

গ্রন্থতাৎপর্য্যশ্লোকা

বিষয়সম্বন্ধপ্রয়োজনাত্মকাঃ

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং জগতাং সেব্যমীশ্বরম্ ।
শ্রীকৃষ্ণং পরমানন্দমনন্যাভীষ্টদায়কম্ ॥১॥
বক্তি গৃহিদ্বিজাদীনামনন্যানাং বিশেষতঃ ।
পদ্ধতিং তাং বিবাহাদেঃ সৎক্রিয়াসারদীপিকাম্ ॥২॥
শ্রীমদ্গোপালভট্টোঽয়ং সাধূনামাজ্ঞয়া ভৃশম্ ।
ভগবদ্ধর্ম্মরক্ষার্থং ভক্তানাং বৈদিকী তু যা ॥৩॥

সর্ব্বজগতের সেব্য, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, ঐকান্তিকগণের অর্থাৎ একমাত্র শ্রীগোবিন্দোপাসকগণের অভীষ্টদায়ক, রসিকভক্তগণের নিত্যানন্দকন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক শ্রীমদ্গোপালভট্টগোস্বামী সাধুদিগের আজ্ঞাক্রমে একান্তগোবিন্দোপাসক গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদি ও অন্যান্য বর্ণ-সঙ্করাদি ভক্তগণের সর্ব্বতোভাবে **ভগবদ্ধর্ম্মরক্ষার উদ্দেশ্যে** ভগবদ্ধর্ম্মের উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের জন্য সৎক্রিয়াসার-দীপিকানাম্নী বৈদিকী বিবাহাদি-সংস্কারপদ্ধতি বলিতেছেন ॥ (১-৩) ॥

কৃতা যাপ্যনিরুদ্ধেন ভীমভট্টেন যা কৃতা।
শ্রীমদ্‌গোবিন্দানন্দেন কর্ম্মিণাং পদ্ধতিঃ কৃতা ॥৪॥
শ্রীনারায়ণভট্টেন কর্ম্মঠানান্তু বৈদিকী।
ভট্টশ্রীভবদেবেন ছন্দোগানান্তু যা কৃতা ॥৫॥
বর্ণাশ্রমান্ত্যজাদীনাং বেদৈঃ পৌরাণিকাদিভিঃ।
মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রোক্তৈর্বচনৈঃ সপ্রমাণকৈঃ ॥৬॥
শ্রীমদ্‌গোবিন্দভক্তানাং সেবা-নামাপরাধতঃ।
কৃতেয়ং পদ্ধতিঃ কিন্তু পিতৃ-দেবার্চ্চনং বিনা ॥৭॥

তত্র সম্বন্ধশ্লোকার্থঃ

নন্বপরগ্রন্থকারবদ্ গ্রন্থকর্ত্তৃত্বেনাস্মদ্বিধস্য স্বনাম নিবদ্ধুমনুচিতং, "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" ইতি দোষ-শ্রবণ-ভয়াৎ. তথাপি স্বযূথ্যানাং সাধুনামাজ্ঞয়া স্বনাম নিবন্ধন,

শ্রীঅনিরুদ্ধভট্ট, শ্রীভীমভট্ট ও শ্রীগোবিন্দানন্দভট্ট কর্ম্মিগণের জন্য বৈদিকী-পদ্ধতিসমূহ রচনা করিয়াছেন। শ্রীনারায়ণভট্ট মহাকর্ম্মশালি-গণের এবং শ্রীভবদেবভট্ট সামবেদীয় কর্ম্মিগণের জন্য বৈদিকী পদ্ধতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই পদ্ধতিও তদ্রূপ বৈদিকীই ॥ (৪, ৫) ॥ বর্ণাশ্রমান্তর্গত ও অন্ত্যবর্ণোৎপন্ন শ্রীগোবিন্দভক্তগণের জন্য বেদ, পুরাণ ও মন্বাদি-ধর্ম্মশাস্ত্রের সপ্রমাণ বাক্যসমূহের দ্বারা **সেবা-নামাপরাধবর্জ্জনে** লক্ষ্যপূর্ব্বক **পিতৃ-দেবার্চ্চন বর্জ্জন** করিয়া এই পদ্ধতিগ্রন্থ রচিত হইল ॥ (৬, ৭) ॥

"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম ব্যক্তি 'আমি—কর্ত্তা' এইরূপ মনে করে"—শ্রীগীতোক্ত এই বাক্য হইতে শ্রুত অপরাধের ভয়ে সাধারণ গ্রন্থকারের ন্যায় গ্রন্থকাররূপে আমাদিগের নিজ নাম উল্লেখ করা অনুচিত। তথাপি

—শ্রীমদ্‌গোপালভট্টনামায়ং কোঽপি জীবঃ। শ্রীমদ্‌গোপাল-ভট্টত্বেন জ্ঞাপিতং (যদয়ং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণারবিন্দ-মকরন্দ-সততপায়িত্বেন সদৈব সাধুনিদেশবর্ত্তীতি।

প্রণামশ্লোকার্থঃ

এবংবিশিষ্টোঽয়ং শ্রীকৃষ্ণং প্রণম্য। শ্রীকৃষ্ণশব্দার্থঃ পুরৈব (অন্যত্র) ব্যাখ্যাতঃ। কিংবিশিষ্টং ?—সচ্চিদানন্দং গুণাতীতানির্ব্বচনীয়পরমমনোহরলাবণ্যঘনং সুখস্বরূপমতএব জগতাং সেব্যম্। তত্রায়ং ভাবঃ,—জগৎসেব্যত্বেন নিত্যাণিমাদি-সকলবৈভবসুখপরিপূর্ণতয়া ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানাং ব্রহ্মাদীনাং সর্ব্বেষাং তথা শ্রীবিরাডাদিসর্ব্বাবতারাণাঞ্চ সেবনীয়ং, যত ঈশ্বরং জগদীশ্বরমিত্যর্থঃ। গুণাতীতত্বাৎ ষড়্‌গুণশালী শ্রীভগ-

---

নিজসম্প্রদায়ী সাধুদিগের আজ্ঞাক্রমে নিজনাম প্রদত্ত হইল। এই ব্যক্তি শ্রীমান্ গোপালভট্ট-নামক কোন এক জীব। ইনি সতত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-পাদপদ্মসুধাপানকারী বলিয়া সর্ব্বদাই সাধুদিগের আজ্ঞার বশবর্ত্তী—এই ভাব শ্রীমদ্‌গোপালভট্টপদের দ্বারা সূচিত হইতেছে।

এতাদৃশ এই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক (বলিতেছেন)। শ্রীকৃষ্ণশব্দের অর্থ পূর্ব্বেই (অন্যত্র) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিরূপ শ্রীকৃষ্ণ ?—সচ্চিদানন্দ; গুণাতীত, অনির্ব্বচনীয়, পরমমনোহর লাবণ্যের মূর্ত্তি; সুখস্বরূপ;—অতএব জগতের সেব্য। ভাবার্থ এই:—'জগতের সেব্য' এই বিশেষণ হইতে তিনি নিত্য অণিমাদি সকল বৈভব-সুখে পরিপূর্ণ বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ব্রহ্মাদি সকলের এবং শ্রীবিরাট্ প্রভৃতি সকল অবতারগণের সেবনীয়, যেহেতু তিনি ঈশ্বর

বান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বাবতারাণাং মৎস্যাদীনামপি সেব্যঃ। অপরং কিং বক্তব্যং—নিত্যং পরপদধাম্নঃ বৈকুণ্ঠস্যেশ্বরস্য শ্রীমহাবিষ্ণোরপি সেবনীয়ঃ, অন্যেষাং ব্রহ্মাদিদেবানাং কা বার্ত্তা। যতঃ, পরমানন্দং পরমাণাং জগন্নিবাসিনাং মধ্যেঽতিশয়োত্তমশ্লোক-লোককাষ্ঠানাং রসিকভক্তানাং সততসুখানুভবস্বরূপ আনন্দো যস্মিন্ তং, অতঃ কারণাদনন্যাভীষ্টদায়কমনন্যানাং শ্রীকৃষ্ণৈক-চিত্তানাং বাঞ্ছিতকৃষ্ণসুখবৈভবপ্রদং, ন ত্বন্যবৈষ্ণবানাং—কা কথাঽপরেষাম্ ॥১॥

প্রয়োজনশ্লোকার্থঃ

শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকায়ামনন্যানাং কেবলং শ্রীগোবিন্দো-পাসকানাং গৃহিদ্বিজাদীনামিত্যনেন **গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-**

অর্থাৎ জগদীশ্বর ; ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গুণাতীত বলিয়া সকল অবতারগণের, মৎস্যাদি অবতারেরও সেব্য ; অধিক কি বলিব ?—তিনি পরপদধাম বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর শ্রীনারায়ণ এবং কারণশায়ী মহা-বিষ্ণুরও সেবনীয়,—ব্রহ্মাদি অপর দেবতাগণের কি কথা ? যেহেতু, তিনি পরমানন্দ—'পরম'-গণের অর্থাৎ জগদ্বাসিগণের মধ্যে একান্তরূপে উত্তমশ্লোকধামনিষ্ঠ রসিকভক্তগণের নিত্য সুখানুভবস্বরূপ 'আনন্দ' যাঁহাতে বর্ত্তমান তাদৃশ, এই কারণে তিনি অনন্যাভীষ্টদায়ক—অনন্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণৈকতানগণের অভিলষিত কৃষ্ণসুখবৈভবপ্রদানকারী, অন্য বৈষ্ণব-গণের নহেন—অবৈষ্ণবদিগের ত কথাই নাই ॥১॥

সৎক্রিয়াসারদীপিকাগ্রন্থে অনন্যগণের অর্থাৎ একমাত্র শ্রীগোবিন্দের উপাসক গৃহিব্রাহ্মণাদির—[**গৃহিদ্বিজাদিপদের দ্বারা কেবল**

শূদ্র-সঙ্করান্ত্যজাদীনাং ভক্তানাং কেবল-সদ্‌গুরূপদিষ্ট-শ্রীভগবন্মন্ত্রদীক্ষিতানাং ভৃশমত্যর্থং বিশেষতশ্চ (১) যথা স্যাত্তথা শ্রীভগবদ্ধর্ম্মরক্ষার্থং পদ্ধতিং বক্তি (২)। অয়মর্থঃ,—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম্ম-পিতৃদেবার্চ্চনকর্ম্মভ্যোঽতিশয়ঃ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মঃ। (স চ) **শ্রীসদ্‌গুরুশ্রীভগবন্নামমন্ত্রদীক্ষিতবন্তং** বর্ণাশ্রমাদিলোকং যথা ন ত্যজতি তন্নিমিত্তং বিশেষত ইয়ং মতা। নন্বু সর্ব্বকর্ম্মিমতেভ্যঃ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মনৈষ্ঠিকমতং শ্রেষ্ঠম্। অতঃ (৩) শ্রীভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠিতা বৈদিকী পদ্ধতিঃ কর্ম্মিপদ্ধতিভ্যোঽতিশয়শ্রেষ্ঠতমা॥ (২-৩)।

শ্রীসদ্‌গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-সঙ্কর-অন্ত্যজাদি ভক্তগণকে বুঝিতে হইবে]—ভৃশ অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে শ্রী**ভগবদ্ধর্ম্ম-রক্ষার** জন্য উহার বিশেষ বা বৈশিষ্ট্যহেতু এই পদ্ধতি বলিতেছেন। তাৎপর্য্য এই—শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য কর্ম্ম ও পিতৃদেবার্চ্চন কর্ম্মসকল হইতে বিলক্ষণ; **শ্রীসদগুরুর নিকট শ্রীভগবান্নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত** বর্ণাশ্রমাদি লোকগণকে সেই ভগবদ্ধর্ম্ম যাহাতে ত্যাগ না করে তদুদ্দেশ্যে ইহা বিশেষভাবে অভিপ্রেত; সকলকর্ম্মিগণের মত অপেক্ষা শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম-নিষ্ঠগণের মত শ্রেষ্ঠ, অতএব শ্রীভগবদ্ধর্ম্মে অনুষ্ঠিত বৈদিকী পদ্ধতি কর্ম্মি-পদ্ধতিসমূহ হইতে অতিশয় শ্রেষ্ঠ॥ (২—৩)॥

---

(১) বিশেষতো বিশেষাৎ, ভগবদ্ধর্ম্মস্যান্য অন্যেভ্য উৎকর্ষাদ্ধেতোঃ—ভগবদ্ধর্ম্মের বিশেষ অর্থাৎ অন্যান্য অপেক্ষা উৎকর্ষহেতু; বিশেষ অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যে লক্ষ্য রাখিয়া।

(২) ভগবদ্ধর্ম্মরক্ষার্থং তাং পদ্ধতিং বক্তি যা বৈদিকী তু বৈদিক্যেব ইত্যন্বয়ঃ

(৩) যত ইতি পাঠান্তরম্।

বিষয়-শ্লোকার্থঃ

শ্রীভগবদ্ধর্ম্মরক্ষা—তৎকথা বিশিষ্যতে। পূর্ব্বে ঋক্সামাথর্ব্ব-যজুর্বিদাং মতানুযায়িনী যা (বৈদিকী) পদ্ধতিঃ কর্ম্মিণা শ্রীমদনিরুদ্ধভট্টেন কৃতা; অতঃপরং শ্রীভীমভট্টেন কর্ম্মিণা সদা-মত্তবৎ কর্ম্মৈকান্তিনা যা পদ্ধতিঃ কৃতা; তথা শ্রীমদ্-গোবিন্দানন্দভট্টেন যা পদ্ধতিঃ কৃতা, কর্ম্মিণাং সর্ব্বকর্ম্ম-নিপুণানাং; অতঃপরং শ্রীনারায়ণভট্টেন কর্ম্মঠানামতিশয়-বেদজ্ঞ-ত্বেন মহাকর্ম্মশালিনাং যা পদ্ধতিঃ কৃতা; শ্রীভবদেবভট্টেন ছন্দোগানাং সামবেদোক্তকর্ম্মনিপুণানাং যা পদ্ধতিঃ কৃতা; অতঃপরং শ্রীদ্রাবিড়ীয়ৈঃ ঋক্সামযজুর্ব্বেদবিদ্ভিঃ পুরাণনানা-শাস্ত্রজ্ঞৈর্ভট্টবৃন্দৈর্যা যা কর্ম্মিণাং পদ্ধতিঃ কৃতা। যথা বেদৈ-র্বেদোক্তপ্রমাণবচনৈঃ, পৌরাণিকাদিভিরিত্যনেন পুরাণোপ-

---

শ্রীভগবদ্ধর্ম্মরক্ষার বৈশিষ্ট্য বিবৃত হইতেছে। পূর্ব্বে কর্ম্মী শ্রীমদনিরুদ্ধ ভট্ট ঋক্-সাম-অথর্ব্ব-যজুর্ব্বিদ্গণের মতানুসারে বৈদিকী পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন; তৎপরে উন্মত্তপ্রায় একান্ত কর্ম্মী শ্রীভীমভট্টও পদ্ধতি লিখিয়াছেন; শ্রীগোবিন্দানন্দভট্টও সর্ব্বকর্ম্মনিপুণগণের জন্য পদ্ধতি করিয়া গিয়াছেন; অতঃপর শ্রীনারায়ণভট্ট একান্ত বৈদিক মহাকর্ম্মি-গণের জন্য পদ্ধতি বিধান করিয়াছেন; শ্রীভবদেবভট্ট সামবেদীয় কর্ম্ম-নিপুণগণের জন্য পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছেন; তৎপরবর্ত্তিসময়ে ঋক্-সাম-যজুর্ব্বেদবিদ্ পুরাণাদি-নানাশাস্ত্রজ্ঞ দ্রাবিড়দেশীয় ভট্টবৃন্দ কর্ম্মিগণের জন্য পদ্ধতি করিয়াছেন। যেরূপ বেদোক্ত প্রমাণবাক্য, সপ্রমাণ পুরাণ-উপপুরাণ-ভাগবত-আগম-যামল-রামায়ণ-অপরশাস্ত্রাদি-বাক্য ও মন্বাদি-

পুরাণ-ভাগবতাগম-যামল-রামায়ণাপরশাস্ত্রাদিবচনৈস্তথা মন্বাষ্ট-ষ্টাদশধর্ম্মশাস্ত্রোক্তবচনৈঃ সপ্রমাণকৈস্তথা তাভ্যঃ পদ্ধতিভ্যঃ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মরক্ষানুরূপৈঃ সারাতিসারৈঃ সপ্রমাণবচনৈর্ময়া শ্রীমদ্‌-গোবিন্দভক্তানাং বর্ণাশ্রমান্ত্যজাদীনাং,—আদিপদেন কানীন-গোলক-জারজাদীনাং গ্রহণং, শ্রীমদ্‌গোবিন্দভক্তত্বেনানন্যশরণানাং গ্রহণং—সেবা-নামাপরাধতঃ (১) নিবৃত্তি-চতুর্থ্যর্থে তসি,—পদ্ধতিরিয়ং কৃতা,—কিন্তু **পিতৃ-দেবার্চ্চনং বিনা** ॥(৪-৭) ॥

পিতৃদেবার্চ্চননিষেধপ্রমাণবাক্যেষু

প্রথমং শ্রীনারায়ণোপনিষদ্বাক্যং

শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রাদীক্ষিতবর্ণশ্রমাদি-শৈবশাক্ত-সৌর-গাণপত্যাদি-ব্যতিরেকেণা**নন্যশরণবর্ণাশ্রম সঙ্করান্ত্যজাদীনাং** গৃহস্থ-ভক্তানাং **পিতৃ-দেবার্চ্চনাদিকং ক্বাপি বেদে লোকে**

অষ্টাদশ-ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বাক্যের দ্বারা, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিসমূহ হইতেও ভগবদ্ধর্ম্মরক্ষানুরূপ সারাতিসার সপ্রমাণ বাক্যসমূহের দ্বারা বর্ণাশ্রমান্তর্গত ব্রাহ্মণাদি ও অন্ত্যজ-কানীন-গোলক-জারজাদি শ্রীগোবিন্দভক্তগণের অর্থাৎ অনন্যশরণগণের জন্য **সেবা-নামাপরাধ-নিবারণে** লক্ষ্য রাখিয়া—(সেবা-নামাপরাধ শব্দে নিবৃত্তিচতুর্থী-অর্থে তস্‌-প্রত্যয়)—এই পদ্ধতি বিহিত হইল,—কিন্তু **পিতৃ-দেবার্চ্চন বর্জ্জনপূর্ব্বক** ॥ (৪-৭ ॥

শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত বর্ণাশ্রমস্থিত শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্যাদি ব্যতীত **অনন্যশরণ** (**একান্ত গোবিন্দোপাসক**) বর্ণাশ্রমী, সঙ্কর

---

(১) সেবা-নামাপরাধতঃ সেবা-নামাপরাধেভ্যঃ সেবা-নামাপরাধনিবারণায়েত্যর্থঃ, মশকায় ধূম ইতিবচ্চতুর্থী। নিবৃত্তিচতুর্থী—তাদর্থ্যে চতুর্থীত্যর্থঃ। সেবা-নামাপরাধ-নিবারণের নিমিত্ত। নিমিত্তচতুর্থীতি পাঠান্তরম্।

ধর্ম্মশাস্ত্রাগমস্মৃতিপুরাণাদৌ চ নাস্তি। এতেষামেতেষাম্ কৃতে সত্যপি সেবা-নামাপরাধো জায়তে।

তত্র প্রথমমথর্ব্ববেদ-শ্রীনারায়ণোনিষদ্‌প্রমাণমাহ, —

"ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি প্রজাঃ সৃজেরন্। নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ, সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে। নারায়ণে প্রলীয়ন্তে।" "অথ নিত্যো দেব একো নারায়ণো ব্রহ্মাচ নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ শক্রশ্চ নারায়ণো রুদ্রাশ্চ নারায়ণো বসবোঽশ্বিনৌ চ নারায়ণঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ নারায়ণঃ কালশ্চ নারায়ণো

ও অন্ত্যজাদি গৃহস্থ **ভক্তগণের পিতৃ-দেবার্চ্চনাদিকর্ম্ম** বেদশাস্ত্রে ধর্ম্ম-শাস্ত্র, আগম, স্মৃতি, পুরাণাদিতে ও লোকব্যবহারে (বা লৌকিকশাস্ত্রে) **কোথাও বিহিত হয় নাই**। **বরং** পিতৃ-দেবার্চ্চনাদি অনুষ্ঠিত হইলে অনন্যশরণগণের **সেবা-নামাপরাধ** ঘটে।

(পিতৃ-দেবার্চ্চননিষেধে প্রথম প্রমাণ) এই বিষয়ে প্রথমে অথর্ব্ববেদীয় শ্রীনারায়ণোপনিষদের প্রমাণ কথিত হইতেছে—

"পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণ কামনা করিয়াছিলেন—"প্রজা সৃষ্টি করিব", তাহাতে প্রজাসমূহ সৃষ্ট হইল। নায়ায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন, নারায়ণ হইতে ইন্দ্র উৎপন্ন হন; নারায়ণ হইতেই দ্বাদশ আদিত্য, রুদ্রগণ, সকল দেবতা, সকল ঋষি, ও সকল প্রাণী উদ্ভূত হন এবং নারায়ণেই বিলীন হন। অতএব একমাত্র নারায়ণই নিত্য দেবতা, ব্রহ্মাও নারায়ণ, শিবও নারায়ণ; ইন্দ্র, রুদ্রগণ, বসুগণ, অশ্বিদ্বয়, সকল

দিশশ্চ নারায়ণোঽধশ্চ নারায়ণ ঊর্দ্ধঞ্চ নারায়ণো মূর্ত্তোঽমূর্ত্তশ্চ নারায়ণোঽন্তর্ব্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। অথ নিত্যো নিষ্কলো নিরাখ্যাতো নির্ব্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ। য এবং বেদ,

বোধঞ্চ সারথিং কৃত্বা মনঃপ্রগ্রহবান্ পুমান্।
প্রয়াতি পরমং পারং বিষ্ণ্বাখ্যং পদমব্যয়ম্।
বিষ্ণ্বাখ্যং পদমব্যয়মিতি" ॥১॥ (ক)

ঋষি, কাল, সকল দিক্, অধঃ, ঊর্দ্ধ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, অন্তঃ ও বাহ্য—সকলে নারায়ণ। এই সমগ্র বিশ্ব,—যাহা হইয়াছে ও হইবে, তৎসমস্ত—নারায়ণ। এই নারায়ণ নিত্য, নিষ্কল, নিরাখ্যাত (অনির্ব্বচনীয়), নির্ব্বিকল্প, নিরঞ্জন, বিশুদ্ধসত্ত্বময় দেবতা, এক বা অদ্বিতীয়—অপর কেহ দ্বিতীয় নাই। যিনি এরূপ অবগত হন তিনি বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে প্রগ্রহ করিয়া 'পরম', 'পার', 'অব্যয়', 'পদ' বিষ্ণুকেই সুনিশ্চিত প্রাপ্ত হন" ॥১॥

(ক) গ্রন্থান্তরে এই উপনিষদের পাঠভেদে ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়। তথা কঠোপনিষদি চ—

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ১।৩।৯—১১ ॥

নারায়ণোপনিষদ্বাক্যব্যাখ্যা

নন্বু সর্ব্বমূলভূতত্বেনানন্ততয়া সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং স্থিতিসময়ে মহাপ্রলয়ে চ সদাস্থায়িতয়া শ্রীমন্নারায়ণো নিত্যঃ, শ্রীব্রহ্মাদীনাং সর্ব্বলোকানাং সেবনীয়ো নান্যোঽপরঃ। অত্র প্রমাণত্বেনাথর্ব্ববেদে শ্রীমদঙ্গিরসা যা শ্রীনারায়ণোপনিষৎ স্পষ্টীকৃতা তস্যা অর্থমাহ—ওঁ অথ পুরুষ ইতি। ইহ সংসারে, বৈ নিশ্চিতং ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানকালত্রয়ে প্রণবশ্ছন্দসামহমিতি বচনাৎ "ওঁ" স্বয়মেব নারায়ণঃ। অয়মর্থঃ,—নরি ভবা যে পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ তে নরাঃ, তেষাং নরাণাং মনুষ্যমাত্রাণাময়নমাশ্রয়ো যঃ

সকলের মূলস্বরূপতা ও অনন্ততাহেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে, স্থিতিকালে, মহাপ্রলয়েও নিত্যস্থায়ী বলিয়া শ্রীনারায়ণ নিত্য, এবং ব্রহ্মাদি সর্ব্বলোকের সেবনীয়, অপর কেহই নহে। এই বিষয়ে প্রমাণস্বরূপে শ্রীমদঙ্গিরা অথর্ব্ববেদে যে নারায়ণোপনিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অর্থ কথিত হইতেছে ঃ—'ছন্দোগণের মধ্যে আমিই প্রণব' এই বাক্যানুসারে এই সংসারে ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমান-কালত্রয়ে 'ওঙ্কার' স্বয়ংই সুনিশ্চিত নারায়ণ।

পুনস্তত্রৈব—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্ ॥
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥
অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥ ২।৬।৭,৮ ॥

এবং গোপালপূর্ব্বতাপিন্যাং—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনোনামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তং পীঠগং যেঽনুভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥
এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং, যে নিত্যোদ্যুক্তাস্তং যজন্তি ন কামাৎ।
তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ প্রকাশয়েদাত্মপদং তদেব ॥

পুরুষঃ স স্বামিতুল্যতয়া প্রভুঃ সেব্যঃ স্তুত্যঃ পূজ্যঃ স্মরণীয় ইত্যাদি, কোঽপ্যপরো নাস্তি প্রভুঃ, স নারায়ণঃ পুরুষোঽথ মহাপ্রলয়ানন্তরং যদাঽকাময়ত মনসা সিসৃক্ষা ক্রিয়তে। তৎ কিং ?—প্রজাঃ সৃজেয় ইতি। এবং মনসি কৃতে সতি ততস্তদা তস্মান্নরায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে ভবতি, তেন ব্রহ্মণা প্রজাঃ সৃজেরন্। প্রজা ইতি বহুবচনেনৈব ব্রহ্মণো মানস-দেহজাদ্যাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা ভবন্তীত্যর্থঃ। এবং নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে সগণস্তথা সপরিবারা দ্বাদশাদিত্যা জায়ন্তে, তথা রুদ্রাঃ স্বভূতগণসহিতা রুদ্রাণীভিঃ সমমেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে। অপরা গণেশাদিদেবতা-স্ত্রয়স্ত্রিংশৎ-কোটয়ো নারায়ণাৎ ক্রমশো ভবন্তি। তথা সর্ব্বে ঋষয়ো দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষ্যাদ্যাঃ শ্রীনারায়ণাৎ সৃষ্টাঃ। তথা স্থাবরজঙ্গমাদীনি ভূতানি সর্ব্বাণি শ্রীনারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে

নৃ অর্থাৎ পুরুষে পুত্রপৌত্রাদিরূপে জাতগণ 'নর', সেই নরগণের অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রের 'অয়ন' বা আশ্রয় যে পুরুষ তিনিই স্বামিতুল্য বলিয়া প্রভু, সেব্য, স্তুত্য, পূজ্য, স্মরণীয় ইত্যাদি,—অপর কোন প্রভু নাই। সেই নারায়ণ-'পুরুষ' মহাপ্রলয়ের অন্তে কামনা করিলেন অর্থাৎ 'আমি প্রজা সৃষ্টি করিব' এইরূপ মনে সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। এইরূপ ইচ্ছা হইলে তখন সেই নারায়ণ হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, নারায়ণ সেই ব্রহ্মার দ্বারা লোক সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার মানস ও দেহজ সর্ব্বপ্রকার প্রজা সৃষ্ট হয়—ইহা বহুবচনান্ত প্রজা-শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে। এইরূপে নারায়ণ হইতে সগণ ইন্দ্র, সপরিবার দ্বাদশ আদিত্য, স্বভূতগণ ও রুদ্রাণী সহিত একাদশ রুদ্র উৎপন্ন হন। গণেশাদি তেত্রিশকোটী অপর দেবতা-গণ নারায়ণ হইতে ক্রমশঃ উৎপত্তি লাভ করেন। তদ্রূপ দেবর্ষি-

সম্যক্‌প্রকারেণোৎপন্নানি। ভবন্তি। অতঃপরং শ্রীনারায়ণে প্রলীয়ন্তে। অয়ং ভাবঃ,—সৃষ্টেরনন্তরং স্থিতয়ে তেন পরিপালিতা ভবন্তি; অথানন্তরং শ্রীনারায়ণে প্রলীয়ন্তে, মহাপ্রলয় একস্মিন্নেব শ্রীনারায়ণে শ্রীব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বজীবমাত্রা অক্ষয়ত্বেন প্রকর্ষেণ লীনা ভবন্তি পুনরাবৃত্তেঃ। অত্র প্রমাণমাহ শ্রীমহাভারতে,—

যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে।
যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে॥

আদিযুগাগমে জগৎসৃষ্টেঃ প্রথমম্। যতঃ শ্রীনারায়ণাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদ্যখিলজীবা ভবন্তি, যস্মিংশ্চ নারায়ণে — চকারাৎ স্থিতিসময়ে ততঃ পরিপালিতাঃ সন্তস্তিষ্ঠন্তি, পুনরেব যুগক্ষয়ে মহাপ্রলয়ে যস্মিন্ শ্রীনারায়ণে প্রলয়ং যান্তি পুনরাবৃত্তয়ে প্রবিশন্তি।

মহর্ষি-রাজর্ষিবৃন্দ নারায়ণ হইতে সমুদ্ভূত হন। স্থাবরজঙ্গমাদি প্রাণিসকল নারায়ণ হইতে সম্যক্‌প্রকারে উৎপত্তি লাভ করে। পরে সকলেই শ্রীনারায়ণে লয় প্রাপ্ত হয়। ভাবার্থ এই—সৃষ্টির পরে স্থিতিকালে নারায়ণ-দ্বারা পালিত হইয়া মহাপ্রলয়ে একমাত্র নারায়ণেই ব্রহ্মাদি সকল জীব-মাত্রই অক্ষয়ত্বহেতু পুনরাবৃত্তিকালপর্য্যন্ত প্রকৃষ্টরূপে বিলীন হইয়া থাকে।

এস্থলে শ্রীমহাভারতের প্রমাণ—'কল্পপ্রারম্ভে সত্যযুগে ভূতসকল যাঁহা হইতে জন্মগ্রহণ করে, পুনঃ কল্পশেষে প্রলয়ে যাঁহাতে লীন হয় (তিনিই শ্রীনারায়ণ)।' আদিযুগাগমে অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির প্রথমে যে শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মাদি অখিল জীব জন্ম গ্রহণ করে; চ-কার হইতে—স্থিতিকালে পরিপালিত হইয়া যে নারায়ণে অবস্থান করে; পুনরায় পুনরাবৃত্তির জন্য যুগক্ষয়ে মহাপ্রলয়ে যে নারায়ণে প্রবিষ্ট হয়।

নারায়ণস্ত বিশ্বরূপত্বং

এবংবিশিষ্ট একো দেবঃ শ্রীনারায়ণঃ সর্ব্বলোকে সর্ব্বদা-পূজ্যত্বেন বিরাজমানো, যতো নিত্যোঽবিনাশী মহাপ্রলয়েঽপি সদাস্থায়ীতি শেষঃ। অতো ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ। অয়মর্থঃ,—শ্রীব্রহ্মাদিসর্ব্বারাধ্যত্বেন শ্রীনারায়ণাৎ **শ্রীব্রহ্মা,—চকারাৎ গণেশাদয়স্ত্রিংশৎকোটিদেবতাগণাঃ,—অপরমানস-দেহ-জাদিপুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাদিসহিতঃ পৃথগীশ্বরো ন ভবতি।** এবং সর্ব্বত্রান্বেষ্টব্যমিতি। শিবশ্চ নারায়ণঃ, শিবো মহা-প্রলয়কর্ত্তা, চকারাৎ স্বকীয়গণসহিতঃ। তথা শক্রশ্চ নারায়ণঃ, শক্রো মহেন্দ্রশ্চকারাৎ সর্ব্বপরিবারযুক্তঃ। তথা রুদ্রাশ্চ নারায়ণঃ, রুদ্রা—একাদশ রুদ্রাশ্চকারাৎ স্বভূতগণ-রুদ্রাণী-বৃন্দসহিতাঃ। বসবোঽশ্বিনৌ চ নারায়ণঃ, বসবোঽষ্টবসবঃ সগণাঃ, অশ্বিনৌ চ অশ্বিনীকুমারৌ চকারাৎ সঙ্গিসহিতৌ। তথা সর্ব্বে ঋষয়শ্চ নারায়ণঃ, সর্ব্বর্ষিত্বেন দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষ্যাদয়শ্চকারাৎ মুনিতপস্বিবালখিল্যগণাঃ সিদ্ধসাধ্যচারণ-

---

এতাদৃশ একমাত্র দেবতা শ্রীনারায়ণ অখিল জগতে নিত্যপূজ্যরূপে বিরাজমান, যেহেতু তিনি নিত্য, অবিনাশী, মহাপ্রলয়েও নিত্যস্থায়ী। অতএব ব্রহ্মাও নারায়ণ। তাৎপর্য্য এই—শ্রীনারায়ণ শ্রীব্রহ্মাদি-সকলের আরাধ্য বলিয়া, অন্যান্য মানস-দেহজ-পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাদিসহিত **ব্রহ্মা ও গণেশাদি তেত্রিশকোটি দেবতাগণ কেহই স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন।** এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। স্বকীয়গণ-সহিত মহাপ্রলয়কর্ত্তা শিব, সর্ব্বপরিবারসহিত ইন্দ্র, স্বভূতগণ ও রুদ্রাণীসহিত একাদশ রুদ্র,

গন্ধর্ব্বদৈত্যযাতুধানকিন্নরাদয়শ্চ। তথা কালশ্চ নারায়ণঃ, কালস্বরূপপুরুষশ্চকারাৎ চতুর্দ্দশযম-চিত্রগুপ্তাদিসহিতঃ। এবং দিশশ্চ নারায়ণঃ, দিশঃ—পূর্ব্বাগ্নিযাম্যনৈঋ‌র্তপশ্চিমবায়ব্যোত্তরেশানা অষ্টৌ দিশশ্চকারাৎ ইন্দ্রানলযমনৈঋ‌র্তবরুণবায়ুকুবেরেশাস্তত্তদ্দিক্‌পালাঃ সগণাঃ। অধশ্চ নারায়ণঃ, অধোঽতলবিতলসুতলতলাতলমহীতলরসাতলপাতালানি সপ্ত ভুবনানি, চকারাদতলাদিসপ্তভুবনবাসিলোকাঃ সগণাঃ,অপরে তত্র লোকেশ্বর-শ্রীমদনন্তকূর্ম্মাদি-ভগবন্মূর্ত্তি-বরুণ-নাগপুরুষ-নাগকন্যাদয়ঃ। তথোর্দ্ধঞ্চ নারায়ণঃ, ঊর্দ্ধং—ভূর্লোক-ভুবর্লোক-মহর্লোক-জনলোক-তপোলোক-সত্যলোকনামানি সপ্ত ভুবনানি, চকারাৎ সত্যলোকাদিসপ্তভুবনেশ্বরাঃ স্বকীয়গণসহিতাঃ শ্রীব্রহ্মেন্দ্রাদয়ঃ। এবং মূর্ত্তামূর্ত্তৌ চ নারায়ণঃ, মূর্ত্তো—গণ্ডকীজ-শালগ্রামা অপরো

সগণ অষ্টবসু, সঙ্গিসহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সকল দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষিগণ, মুনি-তপস্বি-বালখিল্যগণ, সিদ্ধ-সাধ্য-চারণগণ, গন্ধর্ব্ব-দৈত্য-যাতুধান-কিন্নর প্রভৃতি নারায়ণ। সেইরূপ চতুর্দ্দশযম-চিত্রগুপ্তাদি-সহিত কাল-পুরুষ, পূর্ব্ব-অগ্নি-দক্ষিণ-নৈঋ‌র্ত-পশ্চিম-বায়ু-উত্তর-ঈশান অষ্ট দিক্, সগণ ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ—নারায়ণ। অধঃ নারায়ণ,—অধঃ অর্থাৎ অতল-বিতল-সুতল-তলাতল-রসাতল-পাতাল সপ্ত ভুবন, অতলাদি-সপ্তভুবনবাসী লোকগণ সগণে, এবং সেই লোকের অধীশ্বর শ্রীঅনন্তদেব, কূর্ম্মাদি-ভগবন্মূর্ত্তি, বরুণ-নাগপুরুষ-নাগকন্যা-প্রভৃতি। ঊর্দ্ধ নারায়ণ,—ঊর্দ্ধ অর্থাৎ ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ-মহঃ-জন-তপঃ-সত্য এই সপ্ত ভুবন, স্বগণ-সহিত সপ্ত ভুবনের অধীশ্বর শ্রীব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি। মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্তও নারায়ণ; মূর্ত্ত—গণ্ডকীজাত

ঘটাদিস্তথাশৈলাদ্যষ্টপ্রতিমাস্বরূপদেবতা-বৃন্দং চকারাদুপদেবতা-গণসহিতম্। অমূর্ত্তঃ—পরলোকগত-শ্রাদ্ধার্হপিতৃলৌকিকী ক্রিয়া, চকারাৎ কব্যবালাদ্যর্চ্চা, তথা বলি-বৈশ্বদেবতর্পণাদিক্রিয়া। তথান্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ, অন্তঃ—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতসপ্তলোক-পাতালস্থ-শ্রীব্রহ্মেন্দ্রাদিনানাদেবতাসুরর্ষি-মুনিতপস্বিসিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বকিন্নরা-প্সরোগণদানব-পুণ্যজন প্রেতভূতপিশাচাদিগণ-নাগসর্পোরগস্থাবর-জঙ্গমজীবভূতমনুষ্য গবাদিচতুষ্পদপশু-পঞ্চনখদ্বিশফৈকশফ-স্বেদজ-ক্রিমিশলভাদয়শ্চ পৃথিবীজলাদিসপ্তস্বপি লবণাদিসপ্তসমুদ্র-জম্বাদিসপ্তদ্বীপস্থ-নদনদীচরা অপরলোকাদয়শ্চকারাৎ লোকা-লোকপর্ব্বত-কাঞ্চনভূমি-তিমিরভূম্যাদয়ঃ ; বহিঃ—ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহি-রন্ধকারসমূহ-মহত্তত্ত্বাহঙ্কার-বীজ-কারণরূপাকাশ-বায়ুতেজোবারি-

---

শালগ্রাম, ঘটাদি, শৈলাদি অষ্টপ্রকার প্রতিমাস্বরূপ দেবতাবৃন্দ ও উপ-দেবতাগণ ; অমূর্ত্ত—পরলোকগত শ্রাদ্ধার্হ পিতৃগণের ক্রিয়া, কব্য-বালাদি-অর্চ্চা, বলি, বৈশ্বদেবতর্পণাদি ক্রিয়া। অন্তঃ, বহিঃ—নারায়ণ ; অন্তঃ—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সপ্ত ভুবনে ও সপ্ত পাতালে অবস্থিত ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি নানা দেবতা, অসুর, ঋষি, মুনি, তপস্বী, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরোগণ, দানব, পুণ্যজন, যক্ষ, প্রেত, ভূত, পিশাচ, নাগ, সর্প, উরগ, স্থাবর-জঙ্গম জীব, মনুষ্য, গবাদি চতুষ্পদ পশু, পঞ্চনখ, দ্বিশফ, একশফ, স্বেদজ, ক্রিমি, শলভাদি, জলে স্থলে লবণাদি সপ্ত সমুদ্র ও জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপস্থ নদ-নদীবাসী অপর লোকসমূহ, লোকালোকপর্ব্বত, কাঞ্চনভূমি, তিমিরভূমি প্রভৃতি ; বহিঃ—ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে অন্ধকারসমূহ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, বীজ, কারণরূপ আকাশ-বায়ু-তেজ-বারি-ভূমি প্রভৃতি,

ভূম্যাদয়ঃ, চকারাচ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব-তত্তৎকারণপঞ্চভূতমাত্রাদ্বয়ঃ ; এতে শ্রীনারায়ণ এব।

সর্ব্বমিদং নারায়ণ ইত্যস্যার্থঃ

শ্রীনারায়ণাৎ সর্ব্বমিদং বিশ্বং যদ্ভূতং যদভূৎ, চকারাৎ যদ্ ভবতি, যদ্ ভাব্যং যদ্ভবিষ্যতি। তথানন্তরং কিঞ্চিন্মাত্রমপি ভিন্নতরং বস্তু নাস্তি,—অতএব নারায়ণঃ, নারায়ণস্যায়ং নারায়ণো ব্রহ্মাদিঃ। অথ নিত্যঃ কোটি-কোটিমহাপ্রলয়েঽপি বিরাজমানত্বেন; তথা নিষ্কলঃ, অয়মর্থঃ—সর্ব্বে ইমে শ্রীনারায়ণস্য কলাঃ, স্বয়ং তু পূর্ণস্বরূপঃ।

যথা শ্রীভাগবতে (১।৩।২৭)—

কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ সুরা ইত্যাদি।

তথা নিরাখ্যাতঃ সর্ব্বত্র বিরাজমানত্বেঽপি স্বমায়য়া লোকানাম-প্রকটঃ। তথা নির্ব্বিকল্পঃ কিঞ্চিন্মাত্রমপি বিকল্পভাবরহিতত্বা-

---

চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, উহাদের কারণ, পঞ্চভূত ও মাত্রাদি ; ইহারা সকলেই নারায়ণ।

শ্রীনারায়ণ হইতে এই সমগ্র জগৎ—যাহা অতীত, যাহা বর্ত্তমান, ও যাহা ভাবী। অতঃপর নারায়ণ হইতে ভিন্ন কিছুমাত্র বস্তু নাই, অতএব নারায়ণ অর্থাৎ এই ব্রহ্মাদি সমস্ত নারায়ণের বলিয়া—নারায়ণ। কোটিকোটি মহাপ্রলয়েও বিরাজমান বলিয়া শ্রীনারায়ণ নিত্য ; তিনি নিষ্কল অর্থাৎ অপর সমস্ত শ্রীনারায়ণের কলা, কিন্তু তিনি স্বয়ং পূর্ণস্বরূপ। যথা শ্রীভাগবতে (১।৩।২৭)—প্রজাপতিবৃন্দ-সহিত দেবগণ সকলে শ্রীহরির কলা, ইত্যাদি। তিনি নিরাখ্যাত অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিরাজমান

দদ্বৈতঃ সর্ব্বেশ্বরঃ। অতো নিরঞ্জনোঽঞ্জনশূন্যত্বাৎ ব্রহ্মস্বরূপঃ। তথা শুদ্ধঃ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপঃ। (১) অতো দেব একঃ শ্রীনারায়ণঃ। অত্রায়ং ভাবঃ,—**সর্ব্বজগন্নিবাসিনাং ব্রহ্মেন্দ্রাদিসকল-দেবতাসুর মনুষ্যাদীনাং পূজনীয়াদিত্বেনেষ্টদেব একঃ শ্রীনারায়ণ এব, ন দ্বিতীয়ঃ কোঽপ্যপরোঽস্তীত্যর্থঃ।**

পরম-পার-অব্যয়-পদানি বিষ্ণুঃ

এবমনেন প্রকারেণ দেবাসুরমনুষ্যাদীনাং মধ্যে যঃ কশ্চিৎ দারপুত্রাদিকলিলো মহাগৃহস্থোঽপি পুমান্ যদি মনঃপ্রগ্রহবান্ সন্ বোধঞ্চ সারথিং কৃত্বা তং শ্রীনারায়ণং বোদ্ধুং শ্রীসদ্‌গুরুং করোতি, পশ্চাৎ সাধুসঙ্গতঃ সদ্ব্যবসায়ী ভবতি, তদা স পুমান্ শ্রীনারায়ণং তত্ত্বাদিকঞ্চ বেদ জানাতি। পশ্চাদন্তকালে বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পারং অব্যয়ং পদং প্রয়াতি। অত্রায়মর্থঃ,—যদ্যনন্তস্য পুরুষস্য সাযুজ্যাদিমুক্তিচতুষ্টয়েচ্ছা মনসি বর্ত্ততে

হইয়াও স্বমায়ায় লোকের নিকট অপ্রকট। তিনি নির্ব্বিকল্প—বিকল্প-ভাবের লেশমাত্র-রহিত বলিয়া সর্ব্বেশ্বর অদ্বৈত। তিনি নিরঞ্জন—অঞ্জনশূন্য ব্রহ্মস্বরূপ, শুদ্ধ—শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। অতএব শ্রীনারায়ণ অদ্বয় দেবতা। ভাবার্থ এই—**সর্ব্বজগন্নিবাসী ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি সকল দেবতা-অসুর-মনুষ্য প্রভৃতির পূজনীয়াদি বলিয়া শ্রীনারায়ণই একমাত্র অভীষ্টদেব—দ্বিতীয় অন্য কেহ নাই।**

এই প্রকারে দেবতা-অসুর-মনুষ্যাদির মধ্যে যে-কোন স্ত্রী-পুত্রাদি-

---

(১) পাঠান্তরে সুখঃ—**স**র্ব্বদেবাসুরমনুষ্যাদিবৎ দুঃখী ন ভবতীতি সদৈব পূর্ণানন্দ-ময়ত্বেন সুখী। অর্শ-আদিত্বাদচ্-প্রত্যয়েন সুখ আনন্দময় ইত্যর্থঃ।

তদা তত্তদাচরণং কুর্ব্বন্ তত্তন্মুক্তিরূপং পদং প্রাপ্নোতি। তদ্বিশেষাৎ—**সাযুজ্যাভিলাষী** যঃ কশ্চিদ্ যোগী স তু যোগাভ্যাসেন **বিষ্ণ্বাখ্যমব্যয়ং** প্রয়াতি,—অবিনাশিনি শ্রীমন্নারায়ণে (জ্যোতির্ব্রহ্মরূপে) প্রবিশতি নির্ব্বাণহেতুত্বাৎ; তথা **সারূপ্যাভিলাষী** যঃ কশ্চিদ্ যোগী পুরুষঃ স তু তদ্‌যোগাভ্যাসেন বিষ্ণ্বাখ্যং **পরমং** প্রয়াতি,—সর্ব্বাবয়বালঙ্কারাদিভিঃ শ্রীনারায়ণমনোহরস্বরূপতাং প্রাপ্নোতি; তথা **সালোক্যাভিলাষী** যঃ কশ্চিদ্ যোগী পুমান্ স তু তদ্‌যোগাভ্যাসেন বিষ্ণ্বাখ্যং **পদং** প্রয়াতি,—শ্রীমন্নারায়ণলোকং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং পরং পদং প্রাপ্নোতি, যথা "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদেব পরমং পদমিতি"; **সান্নিধ্যাভিলাষী** যঃ কশ্চিদ্ যোগী জনঃ স তু

সম্বন্ধক্লিষ্ট (বা স্ত্রী-পুত্রাদিসমন্বিত) গৃহস্থ ব্যক্তিও যদি মনকে প্রগ্রহ ও বুদ্ধিকে সারথি করিয়া সেই শ্রীনারায়ণকে জানিবার জন্য **শ্রীসদ্‌গুরু-পদাশ্রয়** করেন এবং পরে সাধুসঙ্গে সাধু-অধ্যবসায়-বিশিষ্ট হন, তখন তিনি শ্রীনারায়ণ ও তাঁহার তত্ত্বাদি অবগত হইতে পারেন এবং পরে 'পরম', 'পার', 'অব্যয়', 'পদ' বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন।

ইহার অর্থ এই—যদি অনন্ত পুরুষের সহিত সাযুজ্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়ের ইচ্ছা মনে থাকে, তখন তিনি তদনুসারে আচরণ করিয়া সেই সেই মুক্তিরূপ পদ প্রাপ্ত হন। তাহার বিশেষ এই—যে যোগী **সাযুজ্যাভিলাষী,** তিনি যোগাভ্যাসদ্বারা **'অব্যয়'** বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ নির্ব্বাণহেতু অবিনাশী শ্রীনারায়ণে প্রবিষ্ট হন; সেইরূপ **সারূপ্যাভিলাষী** যোগী পুরুষ তদনুরূপ যোগাভ্যাসদ্বারা **'পরম'** বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সর্ব্ব অঙ্গ ও

তদ্‌যোগাভ্যাসেন বিষ্ণ্বাখ্যং **পারং** প্রয়াতি,—শ্রীমন্নারায়ণ-সান্নিধ্যপার্ষদতাং প্রাপ্নোতি।

অপরং বিষ্ণ্বাখ্যং পদমব্যয়মিত্যস্যায়মর্থঃ,—

যে কেচিৎ সদ্‌গুরুদীক্ষানন্তরং সৎসঙ্গশ্রীভগবদ্ধর্ম্মশিক্ষাতিশয়-শুদ্ধান্তঃকরণ শ্রীকৃষ্ণৈকতানাদিমহামহিমানন্যশরণাসক্তভাবুকা ইহলোকে শ্রীভগবচ্ছ্রবণাদিনানাবিধিভক্তিসাধনৈর্নৈষ্কর্ম্যভাবেন তদ্দাসানুদাসবদাচরণং কুর্ব্বন্তঃ পশ্চাদ্দেহে পঞ্চত্বং প্রাপ্তে সতি বিষ্ণ্বাখ্যং পদমব্যয়ং প্রয়ান্তীতি যৎ (তৎ) কিম্?—ইহৈবৈবং-বিধাঃ শ্রীকৃষ্ণৈকতানাদয়োঽনন্যভক্তা জীবদ্দশায়াং শ্রবণাদিভক্তি-নৈষ্ঠিকত্বেন যথোচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তথা তত্তদুপাসনাপ্রভাবত-স্তত্তদব্যয়মবিনাশি পদং শ্রীবৃন্দাবনাদি বৈষ্ণবং ধাম প্রাপ্য তত্র তত্র ধাম্নি দাসবদনিশং শ্রীভগবৎসেবাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ।

অলঙ্কারাদি সহিত শ্রীনারায়ণের মনোহরস্বরূপ প্রাপ্ত হন; যিনি **সালোক্যাভিলাষী** যোগী পুরুষ, তিনি তাদৃশ যোগাভ্যাসের দ্বারা **'পদ'** বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাখ্য পরপদ শ্রীনারায়ণধামে গমন করেন, যথা "যথায় গমন করিয়া পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না, তাহাই পরম **পদ**"; যে যোগী পুরুষ **সান্নিধ্যাভিলাষী**, তিনি সেই যোগাভ্যাসবলে **'পার'** বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের সান্নিধ্যে পার্ষদতা লাভ করেন।

'বিষ্ণ্বাখ্য অব্যয় পদ'—এই দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ এই—যাঁহারা সদ্‌-গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণানন্তর সাধুসঙ্গ ও শ্রীভগবদ্ধর্ম্মশিক্ষার দ্বারা অতিশয় **শুদ্ধান্তঃকরণ**, শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠাদিহেতু মহামহিম অনন্যশরণ আসক্ত ভাবুক, তাঁহারা ইহলোকে শ্রীভগবৎকথাশ্রবণাদি বিবিধ বিধিভক্তিসাধনের দ্বারা

ভগবৎপূজনেন সর্ব্বেষাং পূজা তুষ্টিশ্চ

অতএব শ্রীনারায়ণে ব্রহ্মেন্দ্রাদিত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিদেবতাবৃন্দার্চ্চনাদিকন্তু নিরূপিতমতি নিশ্চিতং, যতোঽভ্যর্চ্চিতে শ্রীনারায়ণে সতি ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষিভূতাদয়শ্চ সর্ব্বেঽপি পিতৃলোকাশ্চ পূজিতা ভবন্তি, সর্ব্বতোভাবেন সন্তুষ্টাশ্চ স্যুঃ।

তত্র প্রথমং প্রমাণম্

তদাহ শ্রীবিষ্ণুযামলসংহিতায়াং—

যৎপূজনেন বিবুধাঃ পিতরোঽর্চ্চিতাশ্চ
তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূতসলোকপালাঃ।
সর্ব্বে গ্রহাস্তরণিসোমকুজাদিমুখ্যা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ক ॥

নৈষ্কর্ম্ম্য-ভাবে শ্রীভগবানের দাসানুদাসের ন্যায় আচরণপূর্ব্বক দেহের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তিতে যে 'অব্যয়পদ বিষ্ণু'কে প্রাপ্ত হন, তাহা কিরূপ? এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠ অনন্যভক্তগণ এই সংসারে জীবদ্দশায় যেরূপ শ্রবণাদিভক্তি-সাধননিষ্ঠ হইয়া ভগবদুচ্ছিষ্টভোজী দাসরূপে অবস্থান করেন, সেইরূপ সেইসকল উপাসনাপ্রভাবে তাদৃশ অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশী পদ অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনাদি বৈষ্ণবধাম লাভ করিয়া তথায় দাসরূপে অহর্নিশ ভগবৎ-সেবা করিয়া থাকেন।

অতএব ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি তেত্রিশকোটি দেবতার অর্চ্চনাদি শ্রীনারায়ণের পূজারই সুনিশ্চিত অন্তর্গত, সুতরাং শ্রীনারায়ণ সম্যক্ অর্চ্চিত হইলে ব্রহ্মাদি সকল দেবতা, দেবর্ষি, ভূতগণ এবং পিতৃলোকও পূজিত ও সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

যস্তু শ্রীভগবতঃ পূজনেন বিবুধাঃ পিতরশ্চেতি বহুবচনেনৈব সর্ব্বাঃ দেবতা সর্ব্বে পিতরোঽর্চ্চিতা ভবন্তি, শ্রীমদ্‌গোবিন্দ-পূজনতস্তুষ্টাঃ সন্তুষ্টাশ্চ স্যুঃ। চকারাদসুরদানবযক্ষরাক্ষসপ্রেত-ভূতপিশাচোপদেবাদয়ঃ। এতে সর্ব্বে ঋষয়ো ভূতাঃ সর্ব্ব-প্রাণিনঃ, সলোকপালা ইত্যনেন ইন্দ্রাদিলোকপালা এতেষাং গণাস্তথা সূর্য্যচন্দ্রমঙ্গলাদয়ো নবগ্রহাঃ স্বগণসহিতাঃ; অপরে যে বৈনায়ক-শকুনী-পূতনা-মুখমণ্ডিকা-ক্ষুরা-রেবতী-বৃদ্ধরেবতী-বৃদ্ধি-কোগ্রা-মাতৃগ্রহ-বালগ্রহ-বৃদ্ধগ্রহাদয়ঃ সর্ব্বে গ্রহাঃ—কেবলমাত্রৈক-শ্রীমন্নারায়ণপূজনে সসন্তোষপূজিতাঃ স্যুস্তং গোবিন্দমহং ভজামি। কথম্ভূতং—আদিপুরুষং যৎপরঃ কোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ।

(উক্ত বিষয়ে অর্থাৎ ভগবৎপূজাতেই সকলের পূজা ও তুষ্টি বিষয়ে এস্থলে চারিটী প্রমাণ (ক-ঘ) উল্লেখ করা হইতেছে)—

শ্রীবিষ্ণুযামল-সংহিতায় কথিত আছে,—'যাঁহার পূজার দ্বারা দেবতাসকল, পিতৃসকল, ঋষিসকল, ভূতসকল, লোকপালসকল এবং সূর্য্য-চন্দ্র-মঙ্গলপ্রমুখ গ্রহগণ পূজিত ও তুষ্ট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি'। (ক)।

যে শ্রীভগবান্ গোবিন্দের পূজার দ্বারা বিবুধগণ, পিতৃগণ এবং সকলদেবতা অর্চ্চিত ও সন্তুষ্ট হন। চ-শব্দে—অসুর-দানব-যক্ষ-রাক্ষস-প্রেত-ভূত-পিশাচাদি উপদেবতাগণ। ইহারা সকলে, ঋষিগণ, ভূত অর্থাৎ সকলপ্রাণী, সলোকপাল-শব্দে ইন্দ্রাদি-লোকপাল—ইঁহাদের গণ, স্বগণসহিত সূর্য্যচন্দ্রমঙ্গলাদি নবগ্রহ, বৈনায়ক-শকুনী-পূতনা-মুখমণ্ডিকা-ক্ষুরা-রেবতী-বৃদ্ধরেবতী-বৃদ্ধিকোগ্রা-মাতৃগ্রহ-বালগ্রহ-বৃদ্ধগ্রহাদি অন্য গ্রহ-

দ্বিতীয়ং প্রমাণম্

কিঞ্চ, শ্রীভাগবতে (৪।৩১।১৪)—

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথাচ সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ খ ॥

তরোর্ব্বৃক্ষস্য মূলনিষেচনেন মূলে অতিশয়পূর্ণজলাভিষেকেন তৎস্কন্ধভুজোপশাখাস্তস্য বৃক্ষস্য স্কন্ধো বৃহচ্ছাখা তদুদ্ভবা ভুজা মহত্তরশাখা, উপশাখা ইত্যনেন বৃহত্তরশাখাভ্যঃ ক্রমতঃ কিঞ্চিন্ন্যূনাস্ততঃ কিঞ্চিন্ন্যূনতরাস্ততঃ কিঞ্চিন্ন্যূনতমাঃ পত্রান্তা উপশাখাঃ কথ্যন্তে ; যথৈতাঃ সর্ব্বাস্তু তৃপ্যন্তি। প্রাণোপহারাৎ দশপ্রাণানাং প্রাণাপানোদান-সমান-ব্যান-নাগ-কূর্ম্ম-কৃকর-দেবদত্ত ধনঞ্জয়ানামুপহারাৎ ভোজনপ্রথমত একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চষট্সপ্তধা

সকল কেবলমাত্র শ্রীনারায়ণপূজায় পরমসন্তোষে পূজিত হন। সেই গোবিন্দকে আমি ভজন করি। গোবিন্দ কিরূপ?—যিনি আদিপুরুষ, যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই।

-শ্রীমদ্ভাগবতেও (৪।৩১।১৪)—'মূলে জলসেকদ্বারা বৃক্ষের স্কন্ধ, ভুজ ও উপশাখাসকল যেরূপ তৃপ্ত হয়, প্রাণে উপহার প্রদানদ্বারা ইন্দ্রিয়সকলের যেরূপ তৃপ্তি হয়, সেইরূপ ভগবান্ অচ্যুতের পূজাতে সকল দেবতারই পূজা হইয়া থাকে।' (খ)।

বৃক্ষের মূলে জল-নিষেক অর্থাৎ অতি পূর্ণভাবে জলাভিষেকের দ্বারা বৃক্ষের স্কন্ধ বা বৃহচ্ছাখা, উহা হইতে বহির্গত ভুজ বা মহত্তর শাখা,

সত্ত্বসম্পূর্ণভোজনসন্তোষাৎ (১) স্বান্তাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং যথা চ সন্তৃপ্তির্ভবতি। তথৈব—এবশব্দস্যার্থোঽতিনিশ্চয়ং—অচ্যুতেজ্যা অচ্যুতঃ ক্বাপি চ্যুতো ন ভবতি কোটিকোটিমহাপ্রলয়েঽপি সদা নিত্যস্থায়ী আদিপুরুষত্বাৎ—তস্যেজ্যা পূজা সর্ব্বার্হণং ভবতি অয়মর্থঃ,—তস্মিন্নেকস্মিন্ শ্রীমদচ্যুতে সম্পূজিতে সতি দেবতা-পিত্রাদয়ঃ সর্ব্বেঽতিশয়সন্তুষ্টত্বপূজিতাঃ স্যুঃ—নাত্র সন্দেহঃ।

তৃতীয়ং প্রমাণম্

কিঞ্চ উত্তরগীতায়াং (মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বণি)—

দেবাদীনাঞ্চ পূজ্যোঽহং বর্ণাদীনাং ধনঞ্জয়।
মৎপূজনেন সর্ব্বার্চ্চা স্যাদ্ধ্রুবং নাত্র সংশয়ঃ ॥ গ ॥

উপশাখা অর্থাৎ বৃহত্তর শাখা হইতে ক্রমশঃ কিছু কিছু ন্যূন, ন্যূনতর, ন্যূনতম পত্র পর্য্যন্ত শাখাসকল—ইহারা সকলেই তৃপ্তি লাভ করে; প্রাণোপহার হইতে—প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান-নাগ-কূর্ম্ম-কৃকর-দেবদত্ত-ধনঞ্জয় এই দশ প্রাণে উপহার হইতে অর্থাৎ ভোজনের প্রথম হইতে এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত ভাবের রসপরিপূর্ণ-ভোজন জনিত সন্তোষ হইতে মন প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ের যেরূপ সম্যক্ তৃপ্তি হয়; সেইরূপই—এব-শব্দের অর্থ অতিনিশ্চয়—অচ্যুতের অর্থাৎ আদিপুরুষ বলিয়া যিনি কোটি কোটি মহাপ্রলয়েও নিত্যস্থায়ী এবং কোথাও চ্যুত হন না, তাঁহার পূজাতে সকলের পূজা হয়। ভাবার্থ এই—সেই একমাত্র অচ্যুত সম্যক্ পূজিত হইলে সকল দেবতা ও পিতৃগণ নিঃসন্দেহে অতিশয় সন্তোষের সহিত পূজিত হন।

---

(১) সত্ত্বং রসঃ, সত্ত্বসম্পূর্ণং রসপূর্ণম্।

দেবানাং ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটীনাং বহুবচনত্বাৎ, আদিপদেন ঋষিপিতৃদৈত্যাদীনাং গ্রহণম্। তথা বর্ণাদীনাঞ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাণামাদিপদেনাশ্রমাণাং ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থ-সন্ন্যাসীনাং, চকারাৎ সঙ্করান্ত্যজাদীনাং সর্ব্বেষামহং পূজ্যো নাপরঃ কোঽপি। অতএব হে অর্জ্জুন! ধ্রুবমিতি নিশ্চয়ং মৎপূজনেন ময়ি পূজিতে সতি সর্ব্বার্চ্চা সকলদেবতর্ষিপিতৃবর্ণাশ্রমাদীনাং পূজা ভবত্যত্র সংশয়ো নাস্তীতি ভাবঃ।

চতুর্থং প্রমাণম্

কিঞ্চ, যথা ঋগ্বেদে কৃষ্ণোপনিষদি—

ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কর্ম্মাদিমূলং, কৃষ্ণঃ স হ সর্ব্বৈকার্য্যঃ,

---

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে উত্তরগীতায়—'আমি দেবাদির ও বর্ণাদির পূজ্য। আমার পূজাতে নিশ্চয় সকলের পূজা হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই'। (গ)।

দেব-শব্দে বহুবচনহেতু তেত্রিশকোটি দেবতা, আদি-পদে ঋষি-পিতৃ-দৈত্য প্রভৃতি, বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, আদি-শব্দে ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস চারি আশ্রম, চ-কার হইতে সঙ্কর-অন্ত্যজাদি,—সকলের আমিই পূজ্য, আর কেহই নহে। অতএব হে অর্জ্জুন! আমি পূজিত হইলে সকল দেবতা-ঋষি-পিতৃ-বর্ণাশ্রমাদির নিশ্চিত পূজা হয়—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদে কৃষ্ণোপনিষদেও এইরূপ—'ওঁ কৃষ্ণই সচ্চিদানন্দঘন, কৃষ্ণ আদিপুরুষ, কৃষ্ণ পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ কর্ম্মাদিমূল, কৃষ্ণ সকলের একমাত্র

কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণোঽনাদিস্তস্মিন্নজাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতীতি ॥ ঘ ॥

ইহ সংসারে, বৈ অতিসত্যং, কৃষ্ণশব্দস্যার্থঃ পুরৈব ব্যাখ্যাতঃ; সচ্চিদানন্দঘনঃ স হি—শুদ্ধসত্ত্বং (সৎ), অদ্বয়জ্ঞানং (চিৎ), অনির্ব্বচনীয়সুখরসসন্দোহলাবণ্যাদি (আনন্দং) ইতি সর্ব্ববৈভবাঃ,—এতৈর্ঘনো নবীনমেঘপুঞ্জবৎ শ্রীমচ্ছ্যামসুন্দরবিগ্রহঃ। যতঃ শ্রীকৃষ্ণোঽনাদির্ন বিদ্যতে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বাহ্যে আদির্যস্মাৎ সঃ। অতএব স শ্রীকৃষ্ণ আদিপুরুষো যৎপরঃ সর্ব্বারাধ্যঃ কোঽপি পুরুষো নাস্তি। অতঃ কারণাৎ স শ্রীকৃষ্ণঃ (এব) পুরুষোত্তমো নান্যঃ। যথা শ্রীপুরুষোত্তমত্বমাহ শ্রীভগবদ্গীতায়াং (১৫।১৮)—

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

প্রভু, কৃষ্ণ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি ঈশ্বরপ্রমুখ দেবগণের প্রভু ও পূজ্য, কৃষ্ণ অনাদি, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে যত মঙ্গল, কৃষ্ণসেবক কৃতী ব্যক্তি তৎসমস্ত মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণেই লাভ করিয়া থাকেন।' (ঘ)।

এই সংসারে, বৈ অতিনিশ্চয়, কৃষ্ণশব্দের অর্থ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সচ্চিদানন্দঘন—কৃষ্ণ সৎ বা শুদ্ধসত্ত্ব, চিৎ বা অদ্বয়জ্ঞান, আনন্দ বা অনির্ব্বচনীয়-সুখরস-সন্দোহলাবণ্যাদি, এই সকল বৈভব;—এই সকলের দ্বারা ঘন অর্থাৎ মূর্ত্তিমান, নূতনমেঘপুঞ্জের ন্যায় শ্রীশ্যামসুন্দর-বিগ্রহ। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ অনাদি—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে যাঁহার আদি নাই; অতএব তিনি আদিপুরুষ—যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য কোন পুরুষ নাই। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম—আর কেহ নহে।

যস্মাৎ ব্রহ্মেন্দ্রাদীন্দ্রগোপপর্য্যন্তসর্ব্বভূতাত্মকঞ্চ কৃৎস্নং জগৎ ক্ষরং বিনাশি, অহং তদতীতো নিত্যত্বাত্তদ্ভিন্নো যতো নিত্যধামস্থায়ী সদৈব। তথা অক্ষরাদপি অবিনাশিনো মহাপ্রলয়েঽপি মদংশকলাস্বরূপ-শ্রীমদ্‌বিরাডাদি-সর্ব্বাবতারাদপ্যুত্তমোঽহং, যতঃ সর্ব্বাবতারী বিরাট্‌, তস্মাদহং শ্রেষ্ঠঃ ;—এতৎপ্রকটলীলয়োক্তম্‌। চকারাদন্তর্লীলয়া তু ভবদ্রথারোহান্মত্তোঽপি (১) মম পরমানন্দসন্দোহোঽবিরতাপরিমিততৌর্য্য-নিষেবিত-রস-সুখস্বরূপানন্দমন্দির-সুখধামা। তত্রাহং বিশুদ্ধসত্ত্বেন শ্রীমৎপরমানন্দময়ঃ সততং শ্রীমদঙ্গবিহারী ভূত্বা নিবসামি। তত্র (অহং) কৈশ্চিত্তত্তৎসুখভজননিষ্ঠৈর্মদ্রসিকভক্তৈর্জ্ঞেয়ো ন তু সর্ব্বৈঃ। অতঃ কারণাৎ লোকে চতুর্দ্দশভুবনে বেদে ঋক্‌সামাথর্ব্বযজুঃসারে, চকারাৎ ভারতপুরাণোপপুরাণাগম-রামায়ণ-ধর্ম্মশাস্ত্র-বেদান্তাদিষট্‌সিদ্ধান্তশাস্ত্রাদিসারে

যেমন শ্রীভগবদ্গীতায় (১৫।১৮) শ্রীকৃষ্ণের পুরুষোত্তমত্ব কথিত হইয়াছে—'যেহেতু আমি ক্ষরবস্তুর অতীত, অক্ষরবস্তু হইতেও উত্তম, অতএব বেদে ও লোকে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ'। যেহেতু ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি হইতে ইন্দ্রগোপকীট পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতাত্মক সমগ্র জগৎ ক্ষর বা বিনাশশীল, আমি নিত্য বলিয়া উহার অতীত, সর্ব্বদা নিত্যধামস্থায়ী। সেইরূপ অক্ষর অর্থাৎ মহাপ্রলয়েও অবিনাশী আমার অংশকলাস্বরূপ শ্রীবিরাডাদি সকল অবতার হইতেও উত্তম, সর্ব্বাবতারী বিরাট্‌ হইতেও আমি শ্রেষ্ঠ। ইহা প্রকটলীলানুসারে কথিত হইল। কিন্তু চ-কারদ্বারা

(১) ভবদ্রথারূঢ়াদিতি পাঠান্তরম্‌।

চেত্যুক্তং যাথার্থ্যেন। কিং তৎ?—মাম্বতে চতুরশীতিলক্ষ-যোনিভ্রমণসংসৃতিবন্ধনাদুদ্ধর্ত্তা সেব্যসেবকত্বেন ভজনমার্গে কোঽপ্যন্যঃ সেব্যো নাস্তীতি নিশ্চিত্য মদ্ভজননিষ্ঠোপাসকানামানন্যশরণানাং (১) প্রোৎসাহায় নাম্না শ্রীপুরুষোত্তমঃ প্রথিতঃ প্রকর্ষেণ খ্যাতোঽস্মি। অত্রায়ং ভাবঃ,—হে অর্জ্জুন! মদনন্য-ভক্তস্তু শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ-নারায়ণ-বাসুদেব-মুকুন্দানন্তাচ্যুতাদি-নামধেয়শ্রবণমাত্রেণ বাহ্যান্তঃপরমানন্দিতো ভবতি। অতএব তৎসেব্য-প্রভুত্বেনাহমেব শ্রীপুরুষোত্তমো নান্যঃ কোঽপ্যপর ইত্যর্থঃ।

জ্ঞাপিত নিত্য অপ্রকট অন্তর্লীলানুসারে—তোমার (অর্জ্জুনের) রথারূঢ় আমার স্বরূপ অপেক্ষা আমার পরমানন্দরাশি অবিরাম অশেষ-তৌর্য্য-সম্বৰ্দ্ধিত রসময়, সুখস্বরূপ আনন্দনিকেতন, সুখের আধার। আমার বিশুদ্ধসত্ত্বতাহেতু আমি পরমসৌন্দর্য্যানন্দময়স্বরূপে নিত্যবিগ্রহে উহাতে সর্ব্বদা অবস্থিত। নিত্যানন্দবিগ্রহস্বরূপে আমি সুখস্বরূপের ভজননিষ্ঠ কোন কোন রসিকভক্তগণের মাত্র জ্ঞেয়—সকলের নহি। এই কারণে চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে, ঋক্‌সামাথর্ব্বযজুঃসারে, ভারত-পুরাণ-উপ-পুরাণ-আগম-রামায়ণ-ধর্ম্মশাস্ত্র-বেদান্তাদিষট্-সিদ্ধান্তশাস্ত্রাদিসারে, বেদেও ইহা যথার্থরূপে উক্ত হইয়াছে যে, ভজনমার্গে আমি ভিন্ন অপর কেহ চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণরূপ সংসারবন্ধন হইতে উদ্ধারকর্ত্তা নাই—ইহা নিশ্চয় করিয়া আমার ভজননিষ্ঠ অনন্যশরণ উপাসকগণের প্রকৃষ্ট উৎসাহের জন্য আমি শ্রীপুরুষোত্তম বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভাবার্থ

(১) সদ্ভজননিষ্ঠ......

অতএব শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মাদিমূলং, হা উ ইতি গানবিশেষেণ বেদবিদ্ভির্গীয়তে। কর্ম্মাণি,—নিত্যনৈমিত্তিককাম্যানি, কর্ম্মত্রয়ার্থঃ পূর্ব্বৈব ব্যাখ্যাতঃ। আদিপদেন গণেশাদিনানাদেবতোপদেবতাদিপূজা, পিতৃলোকশ্রাদ্ধতর্পণাদিক্রিয়া, অপরযাগযজ্ঞদানব্রতহোমতপোযোগাদয়শ্চ। এতেষাং সর্ব্বকর্ম্মণাং মূলং মূলস্বরূপঃ। যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণ একস্মিন্নভ্যর্চ্চিতে সতি নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য-বিবুধাদিপূজন-পিতৃশ্রাদ্ধাদি-যাগযজ্ঞদান-ব্রত হোমতপোযোগাদি সকলং পরিপূর্ণং স্যাৎ, তত্তৎ-কর্ম্ম-ফলোদয়শ্চ শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনাৎ ভবতি, নাত্র সন্দেহঃ।

এই—হে অর্জ্জুন! আমার একান্ত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ-নারায়ণ-বাসুদেব-মুকুন্দ-অনন্ত-অচ্যুতাদি নাম শ্রবণমাত্রে অন্তরে বাহিরে পরমানন্দিত হন। অতএব তাঁহার সেব্য প্রভুরূপে আমিই শ্রীপুরুষোত্তম—অপর কেহ নহেন।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মাদিমূল। হা উ প্রভৃতি শব্দ বেদগানে গীত হইয়া থাকে। কর্ম্মসকল—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য; কর্ম্মত্রয়ের অর্থ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; আদি-পদে—গণেশাদি নানা-দেবতা-উপদেবতা-পূজা, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়া, অন্যান্য যাগ-যজ্ঞ-দান-ব্রত-হোম-তপো-যোগাদি; এই সকল কর্ম্মের মূলস্বরূপ। এক শ্রীকৃষ্ণ যথাবিধি অভ্যর্চ্চিত হইলে নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-দেবতাদিপূজা, পিতৃশ্রাদ্ধাদি-যাগ-যজ্ঞ-দান-ব্রত-হোম-তপো-যোগাদি সমস্তই পূর্ণতা লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন হইতেই সেই সেই কর্ম্মসকলের ফলোদয়ও হইয়া থাকে—সন্দেহ নাই।// সর্ব্বৈকার্য্য—সকল দেবতা-ঋষি-পিতৃ-মনুষ্য-দৈত্যাদির একমাত্র আর্য্য বা পূজনীয় প্রভু।

কৃষ্ণস্য সর্ব্বৈকপূজ্যত্বং

সর্ব্বৈকার্য্যঃ সর্বেষাং সকলদেবতর্ষিপিতৃমনুষ্যদৈত্যাদীনামেকঃ (আর্য্যঃ) স প্রভুঃ পূজনীয়ঃ। অন্যেষাং কা বার্ত্তা—স শ্রীকৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ। কো ব্রহ্মা, অকারো বিষ্ণুঃ, শংকৃৎ মহাদেবো, গুণত্রয়-সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াধিকারিণামেতেষাম্। আদি-পদেন সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমার-মরীচ্যঙ্গিরঃ-পুলস্ত্য-পুলহ-ক্রতু-ভৃগু-বশিষ্ঠ-দক্ষ-নারদ-স্বায়ম্ভুব-মন্বাদীনাং ব্রহ্মপুত্রাণাং, এতৎ-পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রবৃদ্ধপ্রপৌত্রাদ্যুদ্ভবানামখিল প্রজাপতি-দেবতর্ষি-মুনি-মনুষ্যাসুরাদি তির্য্যগ্‌যোন্যাদিসম্ভবানাং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানাং স্থাবরজঙ্গমাদীনাং গ্রহণং, তেষামীশো বিরাট্‌স্বরাডাদির্মুখঃ আদির্যেষাং তেষাং—বিরাডাদীনাং, শ্রীমদনন্ত-কারণার্ণবশায়ি-ক্ষীরোদশায়ি-গর্ভোদশায়ি-মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নরসিংহ-বামন-রামত্রয় বুদ্ধ-কল্ক্যপরবিধাপরিমিতাবতারাণাং, তথা পরমপদস্থায়িনঃ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথস্যাপি, তথা গোলোকধাম্ন ঈশ্বরস্য প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ।

অপরের কি কথা ?—সেই শ্রীকৃষ্ণ কাশংকৃদাদীশপ্রমুখ প্রভুগণেরও পূজ্য। ক ব্রহ্মা, অ বিষ্ণু, শংকৃৎ মহাদেব—ত্রিগুণের অধিষ্ঠানে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী ইঁহাদের ; আদিপদে—সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমার-মরীচি-অঙ্গিরা-পুলস্ত্য-পুলহ-ক্রতু-ভৃগু-বশিষ্ঠ-দক্ষ-নারদ-স্বায়ম্ভুব-মনু প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রগণ, ইঁহাদের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র-বৃদ্ধপ্রপৌত্র-তদ্বংশীয়গণ, সকল প্রজাপতি-দেবতা-ঋষি-মুনি-মনুষ্য-অসুরাদি-তির্য্যগ্‌-যোনি প্রভৃতি হইতে জাতগণ ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত স্থাবর-জঙ্গমাদি। ইহাদের ঈশ্বর বিরাট্ মুখ বা আদি যাঁহাদের, সেই বিরাডাদি শ্রীঅনন্ত-

অতো ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বাহ্যস্থিতানাং সর্বেষাং পূজ্যঃ। অতস্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে অভ্যর্চ্চনপ্রসন্নে সত্যণ্ডাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং যদ্যৎ (তৎসর্ব্বমিত্যর্থঃ); **অন্যকর্ম্মাকরণেন প্রত্যবায়ো ন ভবতি তস্য কৃতিনঃ**, —কিন্তু স হি কৃতী মননশীলোঽনন্যশরণো (১) বিবেকী সর্ব্বার্থপরিপূর্ণং যন্মঙ্গলং সর্ব্বকল্যাণং তল্লভতে।

পিতৃদেবার্চ্চননিষেধে দ্বিতীয়ং প্রমাণং

কিঞ্চ স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

সঙ্কল্পঞ্চ তথা দানং পিতৃ-দেবার্চ্চনাদিকম্।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেন্ন কুর্য্যাৎ কুশধারণম্ ॥২॥

চেদ্ যদি বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টো লোকমাত্রস্তদা পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং ন কুর্য্যাৎ। পিতৃপদেন সকলপিতৃমাতৃলোকস্য গ্রহণং, তস্যার্চ্চনমিত্যোক্তেন শ্রাদ্ধতর্পণাদিকৃত্যং, দেবার্চ্চনমিত্যোক্তেন

কারণার্ণবশায়ি-ক্ষীরোদশায়ি-গর্ভোদশায়ি-মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নরসিংহ-বামন-রামত্রয়-বুদ্ধ-কল্কি ও অপরাপর অসংখ্য অবতারগণের, তদ্রূপ পরমপদস্থায়ী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথেরও, তদ্রূপ ভগবৎস্বরূপ গোলোকধামেরও প্রভু—শ্রীকৃষ্ণ। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত সকলের পূজ্য। সুতরাং সেই শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল অর্চ্চনের দ্বারা প্রসন্ন হইলে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু মঙ্গল, -[**অন্য কর্ম্মসকলের অকরণে কৃষ্ণসেবী কৃতীর কোন প্রত্যবায় হয় না**]-সেই সমস্ত সর্ব্বাভীষ্টপরিপূর্ণ কল্যাণ অনন্যশরণ মননশীল বিবেকী কৃতী জন লাভ করিয়া থাকেন।

(পিতৃদেবার্চ্চননিষেধে দ্বিতীয় প্রমাণ) –স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে—'যদি

(১) মননশীলঃ।

গণেশাদিসর্ব্বদেবানাং পূজনং, আদিপদেন নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যাদ্যপরং **নামাপরাধজনকং সমস্তং কর্ম্ম**; তথা সঙ্কল্পং—তত্তৎকর্ম্মফলোদ্দেশকারকমনোঽনুসন্ধারণং ; তথা দানং—ফলাকাঙ্ক্ষত্বেন বাক্যরচনয়া যদ্দানং ; তথা কুশধারণং,—চকারাদপরাণি **শ্রীভগবদ্ধর্ম্মনিষিদ্ধানি** যানি যানি কর্ম্মাণি তান্যপি ন কুর্য্যাদিত্যন্বয়ঃ।

অত্র পূর্ব্বপক্ষঃ

নন্বু মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রোক্তবচনপ্রমাণতয়া বর্ণাদিমনুষ্যমাত্রস্য ঋণানি ষট্ তদধীনত্বঞ্চ ভবতি। যথা বিষ্ণুঃ,—

দেবতাপিতৃবন্ধূনামৃষিভূতনৃণান্তথা।
ঋণী স্যাত্তদধীনশ্চ বর্ণাদির্জন্মমাত্রতঃ॥

মানব বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি সঙ্কল্প, দান, পিতৃদেবার্চ্চনাদি ও কুশধারণ করিবেন না' ॥২॥

লোকমাত্রই যদি বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্ট হন, তখন তিনি পিতৃদেবার্চ্চনাদি করিবেন না। পিতৃশব্দে—সকল পিতৃমাতৃলোকের গ্রহণ, তাহার অর্চ্চন—অর্থাৎ শ্রাদ্ধতর্পণাদি কৃত্য; দেবার্চ্চন-পদে গণেশাদি সকল দেবতার পূজা; আদি-শব্দে—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যাদি **নামাপরাধ-জনক অপর যাবতীয় কর্ম্ম**; সঙ্কল্প—বিবিধ কর্ম্মফলের উদ্দেশ্যে মনঃস্থাপন; দান—ফলাকাঙ্ক্ষিরূপে বাক্যরচনাপূর্ব্বক দান; কুশধারণ, এবং চ-কার হইতে ভগবদ্ধর্ম্মে নিষিদ্ধ যে-সকল কর্ম্ম, তৎসমস্তও করিবেন না।

উত্তরপক্ষে মুকুন্দসেবয়া সর্ব্বানৃণ্যং

তত্তু শ্রীভগবন্নামমন্ত্রোপদিষ্টানন্যশরণগৃহস্থাদি-নরমাত্রস্য ন স্যাদিত্যাহ শ্রীভাগবতে (১১।৫।৪১)—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং নায়ং কিঙ্করো ন ঋণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

যঃ কশ্চিদ্ বর্ণাশ্রমাদিস্থো মানুষমাত্রঃ, সর্ব্বাত্মনা (ইত্যস্য) অয়মর্থঃ,—**শ্রীসদ্গুরু-পঞ্চসংস্কারপূর্ব্বক শ্রীভগবন্নামমন্ত্রোপদিষ্টানন্যশরণত্ব** শ্রীভগবদ্ধর্ম্মশিক্ষাদৃঢ়তরনিষ্ঠাবিবেকত্ব-সদাভজনপ্রতাপনির্ভয়তে (১) বেদস্মৃতিপুরাণাদ্যুক্ত-সংসারিক-নিত্য-নৈমিত্তিককাম্যাত্মপরসর্ব্বকর্ম্মস্থু তত্তৎসর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তৃত্বং বিহায়, যত

(এস্থলে আপত্তি)—কিন্তু মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বচন-প্রমাণে চতুর্ব্বর্ণাদি মনুষ্যমাত্রের ছয়প্রকার ঋণ ও তাহার দায়িত্ব আছে। যথা, বিষ্ণু-সংহিতায়—'বর্ণাদি জীব জন্মমাত্রই দেবতা-পিতৃ-বন্ধু-ঋষি-প্রাণি-মনুষ্যের নিকট ঋণী ও তাহাদের অধীন হয়।'

আপত্তির খণ্ডন)—কিন্তু **শ্রীভগবানের নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত অনন্যশরণ গৃহস্থাদি মনুষ্যমাত্রের তাহা হয় না।** শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৪১) এই কথা বলেন,—'হে রাজন্! যিনি অপর কর্ম্ম পরিহার করিয়া শরণ্য মুকুন্দের সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হন, তিনি দেবতা, ঋষি, ভূত, আপ্ত, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট ঋণী ও কিঙ্কর হন না।'

বর্ণাশ্রমাদিতে অবস্থিত যে-কোন মনুষ্য, সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ **শ্রীসদ্গুরুর নিকট পঞ্চসংস্কারে শ্রীভগন্নাম-মন্ত্রে দীক্ষালাভ-**

---

(১) নির্ভয়তা (?), নির্ভয়ত্বাৎ, নির্ভরতঃ।

অকর্ত্তা—অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ইতি ন্যায়াৎ, কেবলং শ্রীভগবান্ মুকুন্দ এব পূজ্যতয়া শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যঃ সেব্যো বন্দনীয় ইত্যাদি, এতদ্ব্যতিরেকেণ তু সর্ব্বং কর্ম্ম ব্যর্থং নশ্বরত্বাদিতি শুদ্ধান্তঃকরণত্বমিতি বিচারেণ (২) কর্ত্তুং সেবা-নামাপরাধজনকং নিত্যাদি সমস্তং কর্ম্ম, পরিহায় সর্ব্বতোভাবেন ত্যক্ত্বা, অস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বাহ্যে শ্রীমুকুন্দং বিনা কোঽপি শরণ্যো নাস্তি ব্রহ্মেন্দ্রাদীনাং সর্ব্বলোকানামতঃ শরণ্যং শরণযোগ্যং, শ্রীমদ্‌গুরুদীক্ষাসময়তঃ স্বয়ং বিক্রীতভৃত্যত্ব আত্মসাৎকৃন্মহিমং (৩) কৈবল্যৈকং শ্রীমন্মুকুন্দং,—মুকুন্দশব্দস্যার্থঃ পুরা ব্যাখ্যাতো যথাবসরং,—শরণং গতো ভববন্ধনান্মুক্তো ভবন্ ভৃত্যবৎ সেবাং কর্ত্তুং তদ্দাসত্বেনোপস্থিতঃ, স দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং—দেবত্বেন

পূর্ব্বক অনন্যশরণতাদ্বারা, শ্রীভগবদ্ধর্ম্মশিক্ষাফলে দৃঢ়তর নিষ্ঠা-বিবেকদ্বারা ও নিত্যভজন-প্রভাবে নির্ভয় হইয়া বেদ-স্মৃতি-পুরাণাদিতে উপদিষ্ট সাংসারিক নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য প্রভৃতি সকল কর্ম্মে সেই সেই কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব পরিহার করিয়া ;—কারণ, 'অহঙ্কারবিমূঢ় ব্যক্তি আপনাকে কর্ত্তা মনে করে'—এই বিচারে স্বয়ং অকর্ত্তা। একমাত্র পূজ্য বলিয়া শ্রীভগবান্ মুকুন্দই শ্রবণ-কীর্ত্তন-সেবা-বন্দনাদির একমাত্র বিষয় এবং এতদ্ব্যতীত নশ্বরতাহেতু সমস্ত কর্ম্মই ব্যর্থ, ইহাই শুদ্ধান্তঃকরণতা—এই বিচারে সেবা-নামাপরাধজনক নিত্যাদি সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া ; এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে শ্রীমুকুন্দ বিনা ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি

---

(২) শুদ্ধান্তঃকরণমিতি বিচারেণ (?), শুদ্ধান্তঃকরণমতিবিচারেণ।

(৩) বিক্রীতভৃত্যত্বাত্মসাৎকৃন্মহিমং (?)

ব্রহ্মেন্দ্রাদিত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিনাং, ঋষিত্বেন দেবর্ষিমহর্ষিরাজর্ষ্যাদীনাং, ভূতত্বেন স্থাবরজঙ্গমাদীনাং জীবানামাপ্তত্বেন দারকন্যাপুত্রপৌত্রাদিসহোদরসগোত্রাদীনাং, নৃণামিত্যনেন মনুষ্যমাত্রাণাং, পিতৃণামিত্যনেন সকলপিতৃলোকানাং, চকারাদুপদেবতাদীনাং, ন ঋণী নাধমর্ণো, ন কিঙ্করো ন সেবক ইত্যতিনিশ্চয়তঃ।

ঋণিকিঙ্করশব্দতাৎপর্য্যম্

হে রাজন্ পরীক্ষিৎ! ঋণিকিঙ্করয়োর্নির্গলিতার্থঃ কথ্যতে তৎ শৃণু,—দেবতানাং তর্পণপূজাদিকে কৃতে সতি লোকস্তেষাং কিঙ্করো ভবতি, এবং সর্ব্বত্র; তথা ঋষীণাং তর্পণপূজনে, তথা ভূতানাং সর্ব্বজীবমাত্রাণাং অন্নজলাদিভিঃ সন্তর্পণমাপ্তানাং স্বকীয়-

---

অপর কেহ সর্ব্বজীবের শরণ্য নাই—অতএব শরণার্হ; সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষালাভের সময় হইতে দীক্ষিতজনকে বিক্রীতভৃত্যরূপে স্বয়ং আত্মসাৎ-কারি-মহিমময়, কৈবল্যের একমাত্র বিষয় শ্রীমুকুন্দের—মুকুন্দ-শব্দের অর্থ যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—শরণলাভ-পূর্ব্বক ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের দাসরূপে সেবা করিতে উপস্থিত; তিনি ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি তেত্রিশকোটি দেবগণের, দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষিগণের, স্থাবর-জঙ্গমাদি ভূতগণের, স্ত্রী-কন্যা-পুত্র-পৌত্রাদি-সহোদর-সগোত্রাদি-গণের, মনুষ্যমাত্রের, সকল পিতৃপুরুষের ও উপদেবতাদির সুনিশ্চিতই ঋণী ও সেবক হন না।

হে রাজন্! **ঋণি-কিঙ্কর-শব্দের তাৎপর্য্য** বলিতেছি, শ্রবণ কর। লোক দেবতাদির তর্পণ-পূজাদি করিলে তাঁহাদের কিঙ্কর হয়, তদ্রূপ সকলের। ঋষিগণের তর্পণ-পূজা, অন্ন-জলাদির দ্বারা সকল

জনানাং দারপুত্রকন্যাদীনাং পরিপোষণপূর্ব্বকপুত্রকন্যা-জাত-কর্ম্মাদিসর্ব্বসংস্কারাদিকং কর্ম্ম, নৃণাং মনুষ্যমাত্রাণামতিথ্যভ্যাগত-স্বরূপেণ যথাবিধি সেবনং, তথা পিতৃণাং জীবতঃ পিতুঃ সেবাদি-পূর্ব্বকং পশ্চাৎ তৎপঞ্চত্বে সতি শ্রাদ্ধতর্পণাদিকম্; সকলৈতৎ কর্ম্মণ্যকৃতে ঋণী, কৃতে তু কিঙ্কর ইত্যর্থঃ।

নন্বনন্যশরণাচরণং কেবলশ্রীভগবৎপূজাদিকং বিনা কর্ম্ম-লোলুপকর্ম্মঠানাং পিতৃ-দেবার্চ্চনাদিতিরবশ্যমেব পশ্চাৎ পঞ্চত্বে সতি তত্তদ্দেবতা-পিতৃলোকাদিগমনং ততঃ পুনরাবর্ত্তনং নশ্বরত্বাৎ। অত্র শ্রীভগবদ্বচনেনৈব প্রমাণয়তি,যথা শ্রীভগবদ্গীতায়াং (৯।২৫)—

অন্যার্চ্চনস্য নশ্বরফলকত্বং

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

ব্রহ্মেন্দ্রাদিসর্ব্বদেবেষু ব্রতং পূজাজপযজ্ঞহোমতর্পণাদি-নৈকান্তভাবো যেষাং তে পশ্চাদন্তকালে দেবান্ তত্তদ্দেবলোকান্ যান্তি, পুনরাবর্ত্তনং প্রাপ্নুবন্তি (চ)। এবং বিশিষ্টানাং মম

জীবমাত্রের তৃপ্তি-বিধান, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি নিজ-জনের পরিপোষণ-পূর্ব্বক পুত্র-কন্যাদির জাতকর্ম্মাদি সংস্কার-কার্য্য, অতিথি-অভ্যাগতরূপে সমাগত জীবমাত্রের যথাবিধি সেবা, পিতার জীবনকালে সেবাদি বিধান ও তাঁহার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তিতে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি,—এই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হইলে ঋণী, অনুষ্ঠিত হইলে কিঙ্কর হয়।

কিন্তু অনন্যশরণগণের আচরণীয় কেবল শ্রীভগবৎপূজাদি ব্যতীত

সেবাবহির্ম্মুখানাং মহাপ্রলয়কালপর্য্যন্তম্। তত্তদ্দেবতোপাসকানামপি (তান্) বিহায় অপরোপদেবতাদিসেবনাপরানেকশতশতনিন্দ্যকর্ম্মকর্ত্তৃত্বেন মন্মায়ামোহিতধিয়াং তেষাং চতুরশীতিলক্ষযোনিভ্রমণমবশ্যমেব ভবতি, নাত্র সন্দেহঃ। তথা মহাগুরৌ পিতরি জীবতি সতি ভক্ত্যা তৎসেবনাদিকং বিনা, তস্মিন্ যথাকালে যথাতথা পঞ্চত্বমাপন্নে সতি তন্মৃতাহং প্রাপ্য বর্ণাশ্রমাদিষু সর্ব্বজীবেষু ভূরিভোজনাচরণব্যতিরেকেণ,—যদি তু মদ্ভক্তাস্তদা ব্রাহ্মণাদিজীবমাত্রেষু বিশেষতো বৈষ্ণবেষু চ সহজেনান্নজলাদিনিবেদনং বিনা, **তেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ শ্রীমন্মহাপ্রসাদচরণোদকাদিনিবেদনবাক্যং বিনা** চ—মদ্বহির্ম্মুখভাবতস্তর্পণশ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরত্বেন বাক্যরচনাসংঘাতব্রতং যেষাং তর্পণশ্রাদ্ধাদিবাক্যরচনাসংঘাতক্রিয়াপরাণাং কর্ম্মিণাং তে তথা পিতৃলোকান্ যান্তি

পতৃদেবার্চ্চনাদিদ্বারা কর্ম্মলোলুপ কর্ম্মিগণের মৃত্যুর পরে স্বর্গাদিলোকগমন এবং নশ্বরত্বহেতু তথা হইতে পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইহা শ্রীভগবদ্বাক্য হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। যথা শ্রীগীতায় (৯।২৫)—'দেবব্রতগণ দেবলোক, পিতৃব্রতগণ পিতৃলোক, ভূতযাজিগণ ভূতলোক, আমার সেবকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়।' পূজা-জপ-যজ্ঞ-হোম-তর্পণাদিদ্বারা ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবতাগণে একান্তভাববিশিষ্ট দেবব্রতগণ অন্তকালে সেই সকল দেবতার ধামে গমন করে এবং তথা হইতে পুনরাবৃত্তও হয়। আমার সেবাবহির্ম্মুখ এতাদৃশ বিবিধ দেবোপাসকগণ আমার মায়ায় মোহিতবুদ্ধি হইয়া সেই সকল উপাস্যকেও পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অপর দেবাদির সেবা ও অপরাপর বহু শতশত নিন্দ্য কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বহেতু

তৎকর্ম্মবশাৎ। তথা ভূতেষু ভূতপ্রেতপিশাচ-বিনায়ক-মাতৃগণ-ডাকিনী-যোগিনীগণ-ক্ষেত্রপালাদিগণ-কবন্ধপগণ-ভৈরবগণাদ্যুপ-দেবতাবৃন্দেষু নানামূর্ত্তিবিবিধপ্রকারেষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি ভূতাদীনাং যানি যানি স্থানানি তানি যান্তি। তথাঽনন্যশরণত্বেন কেবলমেকং মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্‌-যাজিনো মদ্দাসভক্তাঃ, তে তু মাং নিত্যমব্যয়ং নিজধামবিরাজ-মানং পরমানন্দসন্দোহার্ণবঘনশ্যামসুন্দরস্বরূপবিগ্রহং যান্তি। অয়মর্থঃ,—যতোঽহনন্যশরণানাং সেব্যোঽহং ন তু দৈবমিশ্রাণাং,

---

মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত চৌরাশীলক্ষযোনি অবশ্যই ভ্রমণ করিয়া থাকে—ইহাতে সন্দেহ নাই। **আমার ভক্তগণ** পরমপূজ্য পিতার জীবিতকালে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার সেবাদি, পরে পিতার মৃত্যুতে ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রকে—বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণকে সহজলভ্য অন্ন-জলাদি এবং **সেই পিতাকে শ্রীমহাপ্রসাদ ও শ্রীভগবচ্চরণামৃত প্রদান করিয়া থাকেন।** অপরে পিতার জীবিতকালে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার সেবাদি, পরে যথাকালে যথাতথা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে পিতার মৃতাহে বর্ণাশ্রমী প্রভৃতি সকল জীবকে ভূরিভোজন করাইয়া থাকে। অধিকন্তু তাহারা ভগবৎসেবাবিমুখতাবশতঃ শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি বাক্যরচনাসংঘাতক্রিয়াপরায়ণ কর্ম্মী হয়। ইহারা পিতৃব্রত—তাদৃশকর্ম্মফলে পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকে। ভূতেজ্যাগণ অর্থাৎ নানাপ্রকার মূর্ত্তিবিশিষ্ট ভূত-প্রেত-পিশাচ-বিনায়ক-মাতৃগণ-ডাকিনী-যোগিনী-ক্ষেত্রপাল-কবন্ধ-ভৈরবাদি উপদেবতা-বৃন্দের পূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভূতাদির বিবিধ স্থান প্রাপ্ত হয়। অনন্তশরণ-ভাবে কেবল আমার যজনশীলগণই—মদ্‌যাজী আমার দাস ভক্ত। ইঁহারা নিজ-ধামে বিরাজমান পরমানন্দরাশি-বারিধি ঘনশ্যামসুন্দর নিত্য

অতএব মন্নিজসেবকত্বেন মদ্ধামোপেত্য যথৈবেহ মদ্‌যাজিনস্তথা মন্নিজধাম্নি তে মদ্দাসা মম তত্তৎসেবাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ—নাত্র সন্দেহঃ।

পিতৃদেবার্চ্চননিষেধে তৃতীয়ং প্রমাণং

তথা বশিষ্ঠসংহিতায়াং—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী ॥৩॥

দৈবং দেবপূজাদিকং কৃত্যং, পৈত্রং পিতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদিকৃত্যম্; ব্রহ্মচার্য্যাদীনাং করণাকরণয়োঃ কো বিচারঃ?—কিন্তু গৃহী গৃহস্থোঽপি **বৈষ্ণবঃ সদ্‌গুরুকেবলবিষ্ণুনামমন্ত্রোপদিষ্টঃ** অনন্য-শরণত্বেন কেবলশ্রীবিষ্ণুপূজাদিকং বিনা নিত্যাদিকং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম ন করিষ্যতীত্যন্বয়ঃ।

অব্যয় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আমার নিকট গমন করেন। অর্থ এই—যেহেতু আমি অনন্যশরণগণের সেব্য,—দেবমিশ্রগণের সেব্য নহি; অতএব তাঁহারা আমার সেবক বলিয়া ইহলোকে আমার ধাম আশ্রয়-পূর্ব্বক যেমন আমার সেবা করেন, আমার নিজ-ধামে আগমন-পূর্ব্বকও সেইরূপ আমার বিবিধ সেবা করিয়া থাকেন—সন্দেহ নাই।

(পিতৃদেবার্চ্চন-নিষেধে তৃতীয় প্রমাণ)—বশিষ্ঠসংহিতায় আছে,—'বৈষ্ণব-গৃহী নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সঙ্কল্প, দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম করিবেন না॥' ৩॥ দৈব-অর্থে—দেবপূজাদি কৃত্য, পৈত্র-অর্থে—পিতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কৃত্য। ব্রহ্মচারী প্রভৃতির করা-না-করা বিচারের কি কথা? **সদ্‌গুরুর নিকট কেবল বিষ্ণু নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত গৃহস্থ-বৈষ্ণবও**

পিতৃদেবার্চ্চননিষেধে চতুর্থং প্রমাণং

তথা রুদ্রযামলে চ—

ইতরেষাঞ্চ দেবানাং মনসা যদি পূজনম্।
বিষ্ণুভক্তস্তু কুরুতে হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥৪॥

ইতরেষাং শ্রীবিষ্ণোর্দেবাধিদেবাৎ ভিন্নতরগণেশাদীনাং, মনসা—আবাহনবিসর্জ্জনাদিভিস্তত্তদ্দেবতামূর্ত্ত্যাদিপূজা দূরে তিষ্ঠতু, কেবলং মানসেন দেবতাপূজনং, চকারাৎ তথা নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যাপরপিতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদিকং কর্ম্ম চ। অন্যেষাং কা কথা—শ্রীবিষ্ণুভক্তস্তু মোহাৎ ভ্রম-প্রমাদাদ্বা যদি কুরুতে তদা **সেবা-নামাপরাধতো**ঽধঃপততি। কিং তৎ ?—তত্তৎকর্ম্মরজ্জুভির্বদ্ধস্তু পুনঃপুনর্জ্জন্মমরণতঃ কদাপ্যূর্দ্ধগমনং কদাপ্যধোগমনম্। স এবং-বিধো ভবতি।

অনন্যশরণতাহেতু কেবল শ্রীবিষ্ণুপূজাদি বিনা নিত্যাদি কিছু কর্ম্মই করিবেন না।

(পিতৃদেবার্চ্চন-নিষেধে চতুর্থ প্রমাণ)—তদ্রূপ রুদ্রযামলেও—'বিষ্ণুভক্ত যদি মনেও অপর দেবতার পূজা করেন, তাহা হইলে অপরাধহেতু পতিত হন ॥' ৪ ॥ অপরের অর্থাৎ দেবাদিদেব শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্নতর গণেশাদি দেবগণের; মনে অর্থাৎ আবাহন-বিসর্জ্জনাদিপূর্ব্বক সেই সকল দেবতার মূর্ত্ত্যাদিপূজা দূরে থাকুক, কেবল মানসেও অন্যদেবতার পূজা; চ-কার হইতে—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য, অন্যান্য পিতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কর্ম্ম। অন্য কি কথা—বিষ্ণুভক্ত যদি মোহ, ভ্রম বা প্রমাদ-বশতঃ এই সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি **সেবা-**

পিতৃদেবার্চ্চননিষেধে পঞ্চমং প্রমাণং

পাদ্মে—

বৈষ্ণবস্য ন সঙ্কল্পো নো দানং ন চ কামনা।
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ নো যাগঃ সদ্ভুদেবাদিপূজনম্ ॥
শুদ্ধপূতঃ সদা কার্ষ্ণঃ কুশধারণবর্জ্জিতঃ।
কামসঙ্কল্পরহিতশ্চান্তর্বাহ্যহরির্যতঃ ॥
বৈষ্ণবো নান্যবিবুধানর্চ্চয়েত্তাংশ্চ নো নমেৎ।
ন পশ্যেত্তান্ন গায়েচ্চ ন নিন্দেন্ন স্মরেত্তথা ॥
তেষাং ন ভক্ষেদুচ্ছিষ্টমনন্যো নৈষ্ঠিকো মুনিঃ।
ন তজ্জনানাং দেবর্ষে সঙ্গং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥৫॥

বৈষ্ণবানাং স্মার্ত্তকল্পিতপ্রায়শ্চিত্তনিষেধঃ

অনন্তশরণত্বেন শ্রীবিষ্ণুরেব সেব্যো যস্য তস্য তু সঙ্কল্পো নাস্তি, দানং নাস্তি, কামনা বিবিধমানসেপ্সিতক্রিয়া নাস্তি। চকারাৎ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যদেবতাপূজা-পিতৃ-শ্রাদ্ধতর্পণাদিহোম

নামাপরাধক্রমে অধঃপতিত হন। তাহা কিরূপ ?—সেইসকল কর্ম্মরজ্জুদ্বারা বদ্ধ ব্যক্তির কখনও ঊর্দ্ধগমন, কখনও অধোগমন হয়। ঐ সকল কর্ম্মকারী তাদৃশ অবস্থাপন্ন হয়

(পিতৃদেবার্চ্চন-নিষেধে পঞ্চম প্রমাণ)—পদ্মপুরাণে—'বৈষ্ণবের সঙ্কল্প, দান, কামনা, প্রায়শ্চিত্ত, যাগ নাই। কিন্তু বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণাদির সেবা অবশ্য কর্ত্তব্য। কৃষ্ণসেবক সর্ব্বদা শুদ্ধ, পবিত্র, কুশধারণ-রহিত, কাম-সঙ্কল্পশূন্য—কারণ, তাঁহার অন্তরে বাহিরে শ্রীহরি। বৈষ্ণব অন্যদেবতাকে পূজা করিবেন না, তাঁহাদিগকে প্রণাম ও দর্শন করিবেন না, তাঁহাদিগের

ব্রতযজ্ঞাদীনি বিবিধকর্ম্মাণি ন সন্তি। যাগো নাস্তি। সঙ্কল্প-দানযাগশব্দস্যার্থঃ পূর্ব্বং কল্পিতঃ। দৈববশান্মহাপাতকপাতকাতি-পাতকোপপাতকানুপাতকাদি-কর্ম্মপ্রত্যবায়-পরিহারার্থং যৎ প্রায়শ্চিত্তং তদপি বৈষ্ণবস্য নাস্তি।

সাত্বতপ্রায়শ্চিত্তবিধানং

কিন্তু চকারাদেব তৎ প্রাপ্যতে। কিং তৎ?—কেবলং শ্রীগুরুগোবিন্দতস্তদভাবে তৎপত্ন্যাস্তদভাবে তৎপুত্রাৎ, তদভাবে সতীর্থগুরুভ্রাতুস্তদভাবে সজাতীয়ানন্যশরণসাধুতঃ পুনঃপঞ্চসংস্কার-পূর্ব্বক শ্রীভগবন্নামমন্ত্রগ্রহণং, পুনঃসংস্কারাতিশয়শুদ্ধস্য তস্য শ্রীবিষ্ণুপূজনং, তন্নামাদিশ্রবণকীর্ত্তনস্মরণবন্দনাদিপূর্ব্বক মহোৎ-

---

গান, নিন্দা, স্মরণ ও উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণ করিবেন না। 'হে দেবর্ষে! অনন্য, নিষ্ঠাবান্, মুনি, বৈষ্ণব অন্যদেবসেবকের সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক করিবেন না ॥'৫ ॥

(বৈষ্ণবের পক্ষে স্মার্ত্তকল্পিত প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ)—অনন্যশরণতাহেতু শ্রীবিষ্ণুই যাঁহার সেব্য, তাদৃশ বৈষ্ণবের সঙ্কল্প, দান, কামনা অর্থাৎ মনের অভিলষিত বিবিধ ক্রিয়া নাই। চ-কার হইতে—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-দেবতাপূজা-পিতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি-হোমব্রত-যজ্ঞাদি বিবিধ কর্ম্মও নাই, যাগ নাই। সঙ্কল্প, দান ও যাগ-শব্দের অর্থ পূর্ব্বে বিচারিত হইয়াছে। দৈব-বশতঃ সংঘটিত মহাপাতক, পাতক, অতিপাতক, উপপাতক, অনুপাতকাদি কর্ম্মের প্রত্যবায় পরিহারের জন্য যে-সকল (স্মার্ত্তবিধানোক্ত) প্রায়শ্চিত্ত, তাহাও বৈষ্ণবের নাই। কিন্তু চ-শব্দের দ্বারা **অন্যবিধ প্রায়শ্চিত্তের** প্রাপ্তি সূচিত হইতেছে। তাহা এই—শ্রীগুরুগোবিন্দ, তদভাবে তৎপত্নী, তদভাবে তৎপুত্র, তদভাবে সতীর্থ

সবাদিকং করণীয়ম্—(১) তথা সদ্ভূদেবাদিপূজনং সতামনন্য-কাঙ্ক্ষাদীনাং ভূদেবানাং শ্রীহরিনামমন্ত্র-গায়ত্রীমন্ত্রপূতানাং পূজনং স্নানভোজনপান-তাম্বূলস্রক্‌চন্দনবস্ত্রাদিভির্যথাবিধিসেবনম্।

গুরুভ্রাতা, তদভাবে স্বজাতীয়াশয় অনন্যশরণ সাধু হইতে পুনঃ পঞ্চ-সংস্কার-পূর্ব্বক শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্র-গ্রহণ, পুনঃসংস্কারে অতিশয় শুদ্ধ হইয়া শ্রীবিষ্ণুপূজা এবং শ্রীভগবন্নামের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-বন্দনাদিপূর্ব্বক মহোৎসবাদি কর্ত্তব্য।

[নারদপঞ্চরাত্রে ভরদ্বাজসংহিতায় **সাত্বত-প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা** এইরূপ আছে,—একমাত্র শরণাগতিই পরম প্রায়শ্চিত্ত। অথবা, শ্রীবাসুদেবকে স্মরণ-পূর্ব্বক কর্ম্মাত্মক প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। বিষ্ণুভক্তের দর্শন, স্পর্শন, সেবা, স্মরণ, অন্ন-পানাদি, বাক্য, পদরজঃ, পদজল, শ্রীভগবন্মহাপ্রসাদ ও ভগবৎকীর্ত্তনাদির দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে। ইহাতে এইরূপে অবৈষ্ণবের দর্শন-স্পর্শন প্রভৃতির পরিশুদ্ধি বিশেষভাবে হইয়া

---

(১) নারদপঞ্চরাত্রে ভরদ্বাজসংহিতায়াং সাত্বতপ্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা এবং বর্ত্ততে,—প্রায়শ্চিত্তং তু পরমং প্রপত্তিস্তস্য কেবলম্। কুর্য্যাৎ কর্ম্মাত্মকং বাপি বাসুদেবমনুস্মরন্ ॥ বিশুদ্ধ্যেদ্বিষ্ণুভক্তস্য দৃষ্ট্যা স্পর্শেন সেবয়া। স্মরণেনান্নপানাদ্যৈর্গিরাপাদরজোঽম্বুভিঃ ॥ বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নাদ্যৈস্তথা তৎকীর্ত্তনাদিভিঃ। অভাগবতদৃষ্ট্যাদেঃ শুদ্ধিরেষা বিশেষতঃ ॥ কৃতা যজ্ঞাঃ সমস্তাশ্চ দানানি চ তপাংসি চ। প্রায়শ্চিত্তমশেষেণ নিত্যমর্চ্চয়তা হরিম্ ॥—(৩।২২-২৫)॥ বৃত্তির্ভাগবতানাং হি সর্ব্বা ভগবতঃ ক্রিয়াঃ। প্রায়শ্চিত্তিরিয়ং তস্যাঃ সৈব যৎ ক্রিয়তে পুনঃ ॥—(পরিঃ ২।৫৯) ॥ পূর্ব্বেষামুত্তরেষাঞ্চ ন্যাসো নাশায় পাপ্মনাম্। সর্ব্বেষামপরাধাণাময়ং হি ক্ষমাপণং পরম্ ॥ (পরিঃ ৩।৭৩) ॥

পক্ষান্তরে শ্রীভাগবতে (৬।১।১৬)—প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণ-পরাঙ্মুখম্। ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ ॥

আদিপদেন যথাপরিমিতং যথাশক্তি মনুষ্যাদিসর্ব্বজীবসন্তর্পণমন্ন-জলাদিভিরিত্যর্থঃ। এবমনেন প্রকারেণ বৈষ্ণবঃ সদা শুদ্ধঃ সদা পূতঃ, যতোঽন্তর্বাহ্যহরিরনন্যাশ্রয়ত্বাৎ। অতঃ কামসঙ্কল্প-রহিতঃ কুশধারণবর্জ্জিত।

অনন্যশরণতাবিবেকঃ

কাষ্ণেঽপি এবম্ভূতোঽনন্যঃ শ্রীকৃষ্ণং বিনা যস্যান্যো নাস্তি সেব্যত্বেন, তথা নৈষ্ঠিকঃ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মনিষ্ঠানিপুণঃ, তথা মুনি-

---

থাকে। শ্রীহরির নিত্য অর্চ্চনকারী ব্যক্তিসকল যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও প্রায়শ্চিত্ত অশেষভাবে করিয়া থাকেন। ভগবৎসম্বন্ধিনী যাবতীয় ক্রিয়া ভাগবতগণের বৃত্তিই বটে। ঐ সকলের পুনরনুষ্ঠানই প্রায়শ্চিত্ত। শ্রীভগবানে ন্যাস বা আত্মসমর্পণ তাদৃশ সমর্পণের পূর্ব্বকালীন ও উত্তর-কালীন সকল পাপের ধ্বংস করিয়া থাকে। এইরূপ আত্মসমর্পণই সর্ব্বপ্রকার অপরাধের পরম প্রায়শ্চিত্ত।

পক্ষান্তরে শ্রীভাগবতে (৬।১।১৬)—হে পরীক্ষিৎ! নারায়ণ-পরাঙ্মুখ ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠান করিলে পবিত্র হয় না। মদ্যভাণ্ড জলে ধুইলে পবিত্র হয় না।]

শম্ভুদেবাদিপূজা—সৎ অর্থাৎ অনন্যকাষ্ণ শ্রীহরিনাম-মন্ত্র-গায়ত্রীপূত ব্রাহ্মণগণের (বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের) পূজা অর্থাৎ স্নান-ভোজন-পান-তাম্বূল-মালা-চন্দন-বস্ত্রাদিদ্বারা যথাবিধি সেবা। আদিপদে—শক্ত্যনুসারে যথা-পরিমাণে অন্ন-জলাদিদ্বারা মনুষ্যাদি সকলজীবের সন্তোষ-বিধান। এইপ্রকারে বৈষ্ণব সর্ব্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র, অনন্যশরণ বলিয়া অন্তরে বাহিরে হরিময়। অতএব কামসঙ্কল্প-রহিত, কুশধারণ-বর্জ্জিত।

র্মননশীল কর্ত্তব্যবিবেকী, এবং বিশিষ্টঃ কার্ষ্ণো বৈষ্ণবশ্চান্য-বিবুধান্ গণেশাদিনানাদেবান্ নার্চ্চয়েৎ (তেষাং) পূজাং ন কুর্য্যাৎ, তান্ দেবান্ নো নমেৎ (তেভ্যো) নমস্কারাদিকং ন কুর্য্যাৎ; তান্ দেবান্ন পশ্যেৎ তত্তদ্ঘটাদিমূর্ত্তিদর্শনং ন কুর্য্যাৎ; তান্ন গায়েৎ তত্তদ্দেবতাগীতং ন কুর্য্যাৎ; তথা তান্ন স্মরেৎ তত্তদ্দেবানাং স্মরণমাত্রমপি ন কুর্য্যাৎ; কদাপি তান্ন নিন্দেৎ তত্তৎসর্ব্বদেবানাং নিন্দাং ন কুর্য্যাৎ। দেবতস্তিষ্ঠন্তু—ব্রহ্মাণ্ডা-ন্তর্গতানাং স্থাবরজঙ্গমাদীনাং কেষাঞ্চিৎ (অপি) সর্ব্বদৈব নিন্দা-বাক্যং কার্ষ্ণাদীনামনুচিতম্। তথা তেষাং দেবানামুচ্ছিষ্টং নৈবেদ্যাদিকং ন ভক্ষেৎ। তজ্জনানাং তত্তদ্দেবোপাসকানাং দেবর্ষে হে নারদ! প্রযত্নতোঽতিশয়ত্বেন সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ। এবংবিধ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মনিষ্ঠাবৃত্তিত্বেনানন্যশরণো ভবতি।

(অনন্যশরণতা বিচার)—কৃষ্ণভক্ত এইরূপ অনন্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিনা সেব্যরূপে অপর কেহ যাঁহার নাই, নৈষ্ঠিক অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মনিষ্ঠায় নিপুণ, মুনি বা মননশীল কর্ত্তব্যবিধায় বিবেকবান্। এইরূপে বিশিষ্ট কৃষ্ণসেবক ও বিষ্ণুসেবক অন্য দেবতার অর্থাৎ গণেশাদি নানা দেবতার পূজা করিবেন না, তাঁহাদিগকে নমস্কারাদি করিবেন না, তাঁহাদিগের ঘটাদি মূর্ত্তিসকল দর্শন করিবেন না, তাঁহাদিগের গান করিবেন না, তাঁহাদিগের স্মরণমাত্রও করিবেন না; কদাপি তাঁহাদিগের নিন্দাও করিবেন না। দেবতাদের কথা ত' দূরে—স্থাবর-জঙ্গমাদি কোন জীবেরই নিন্দাকথন কৃষ্ণভক্ত প্রভৃতির সর্ব্বদাই অনুচিত। সেই সকল দেবতার উচ্ছিষ্ট-নৈবেদ্যাদি ভক্ষণ করিবেন না। হে দেবর্ষে! সেই দেবতাবৃন্দের

পিতৃদেবার্চ্চননিষেধে ষষ্ঠং প্রমাণং

কিঞ্চ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

ন দর্ভধারণং কুর্য্যান্ন চ সঙ্কল্পমাচরেৎ।
ন কাম্যং সাত্বতো মার্গং শম্ভুদেবাদিপূজনম্ ॥৬॥

সাত্বতঃ সত্ত্বাবলম্বী কেবলশ্রীবিষ্ণূপাসকঃ। কাম্যামিত্যনেন চকারাৎ (চ) নিত্যনৈমিত্তিকদৈবপৈত্রাদিকং কর্ম্ম নাচরেৎ ন কুর্য্যাৎ। সর্ব্বমপরং স্পষ্টম্। *

উপাসকগণের সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক অর্থাৎ অধিকভাবে করিবেন না। জীব এইরূপ শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম-নিষ্ঠাময়-বৃত্তিবিশিষ্ট হইলে **অনন্যশরণ** হয়।

(পিতৃদেবার্চ্চন-নিষেধে ষষ্ঠ প্রমাণ)—আরও শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে আছে,—'সাত্বত ব্যক্তি কুশধারণ করিবেন না; সঙ্কল্পের আচরণ, কাম্যমার্গের অনুসরণ ও শম্ভুদেবাদির পূজার অনুষ্ঠান করিবেন না॥' ৬॥ সাত্বত সত্ত্বাবলম্বী কেবল শ্রীবিষ্ণূপাসক; 'কাম্য' ও 'চ'—এই পদদ্বয় হইতে নিত্যনৈমিত্তিক-দৈব-পিতৃকর্ম্মাদি করিবেন না। অন্য সকল স্পষ্ট।

---

* তথা শ্রীভাগবতে (১।২।২৫,২৭)—ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্। সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ॥ রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ। পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ॥

এই কারণে সাত্ত্বিকপ্রকৃতি মুনিগণ পুরাকালে বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাধীশ্বর বিষ্ণুর ভজন করিয়াছেন। এই সংসারে সেই সকল মুনির অনুবর্ত্তনকারিগণ পরম-কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হন॥২৫॥ রাজসিকপ্রকৃতি ও তামসিকপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহাদের উপাস্য দেবতা পিতৃ-ভূত প্রভৃতির সহিত সমস্বভাববিশিষ্ট বলিয়া লক্ষ্মী-বিত্ত-পুত্রাদি-কামনায় পিতৃ-ভূত-প্রজেশাদি দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন॥২৭॥

ননু যদ্যপি নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাদিদেবতাপিতৃকর্ম্মিণাং সর্ব্বে বিবুধাঃ পিতরশ্চ পৃথক্ পৃথক্ পূজ্যাঃ কর্ম্মবশাৎ, তত্র সন্দেহঃ,—কিং তৎ? গণেশাদিত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিদেবানাং প্রত্যেকং সর্ব্বেষামর্চ্চনঞ্চেৎ ক্রিয়তে তদা বিবুধার্চ্চনং ভবতি? এবং তথা স্বপিতৃমাত্রাদিতঃ সৃষ্টিকর্ত্তুর্ব্রহ্মণঃ সকাশাজ্জাতবীজীভূত-পিতৃপিতামহপ্রপিতামহপুরুষাদিতত্তন্মৃতপুরুষ পর্য্যন্তং শ্রাদ্ধং যদি ক্রিয়তে তদা পিত্রাদ্যর্চ্চনং ভবতি? ন ত্বন্যথা দোষো জায়তে?

ন্যূনত্বে কর্ম্মিণাং সর্ব্ববৈফল্যং তত্র প্রমাণচতুষ্টয়ং

তত্র শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

পূজ্যাঃ সর্ব্বে তু লোকানাং বিবুধাঃ পিতরশ্চ বৈ।
সর্ব্বকর্ম্মসু রাজেন্দ্র সর্ব্বং চেৎ ব্যর্থমন্যথা ॥১॥

লোকানাং বেদাদ্যুদিতসদসৎকর্ম্মাবিচারাতিশয় দেব-পিতৃ-পিতামহাদিবর্ত্মাচরতাং সংসারিণাং, বৈ নিশ্চিতং, সর্ব্বকর্ম্মসু নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাপরদৈবপৈত্রমাঙ্গল্যাদিষু, সর্ব্বে গণেশাদি-

---

যদিও নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যাদি-দেব-পিতৃকর্ম্ম অনুষ্ঠানকারীর কর্ম্মাধীনতাহেতু সকল দেবতা ও পিতৃগণ পৃথক্ পৃথক্ পূজ্য, তাহাতে সন্দেহ এই,—গণেশাদি তেত্রিশকোটি দেবতার প্রত্যেকের অর্চ্চন করা হইলে কি দেবপূজা হয়? তদ্রূপ নিজ-পিতা-মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন বীজস্থানীয় পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ প্রভৃতি যাবতীয় মৃত পূর্ব্বপুরুষ পর্য্যন্ত সকলের শ্রাদ্ধ করা হইলে কি পিতৃগণের অর্চ্চন হয়? অন্যথা দোষ ঘটে কি?

ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিবিবুধাস্তথা সর্ব্বে পিতরঃ স্বমাতৃপিত্রাদিতঃ সৃষ্টিকর্ত্তুঃ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ জাতবীজীভূতপুরুষাদিতত্তন্মর্য্যাদা-পর্য্যন্তাঃ, চকারাৎ সগোত্রসকলকুটুম্বলোকাঃ। সর্ব্বে তে সর্ব্বতোভাবেন বিধিবদবশ্যমেব পূজ্যা ভবন্তি, হে রাজেন্দ্র ! হে যুধিষ্ঠির ! অন্যথা এতদ্ব্যতিরেকেণ সর্ব্বেষাং দেবতা-পিতৃ-সগোত্র-সকল-কুটুম্বলোকানাং মধ্যে কেচিদর্চ্চিতাঃ কেচিদনর্চ্চিতাঃ সন্তি চেৎ, তত্তৎ সর্ব্বং কর্ম্ম ব্যর্থং ভবতীতি নির্গলিতার্থঃ।

তথা চ শ্রুতিঃ,—

ওঁ কর্ম্মফলাপ্তঃ কর্ম্মী যজেৎ হব্যকব্যময়ৈঃ কামবান্ সর্ব্বাংশ্চ দেবান্ পিতৄনতিথীংশ্চ, পূর্ণং বিফলং নো যজন্তর্বৈ ইতি ॥২॥

এই বিষয়ে চারিটী প্রমাণ। যথা—শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে আছে,— 'হে রাজেন্দ্র ! সকল কর্ম্মে সকল দেবতা ও পিতৃগণ সকলের পূজ্য; যদি অন্যথা হয়, তাহা হইলে সমস্তই ব্যর্থ॥' ১॥ লোকগণের—অর্থাৎ বেদাদিকথিত সদসৎ কর্ম্মের অবিচারহেতু পিতৃগণের, দেবতাগণের ও পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষের মার্গানুসরণকারী সংসারী লোকের; বৈ-অর্থে নিশ্চয়, সর্ব্বকর্ম্মে অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-অপর-দৈব-পৈত্র-মাঙ্গল্যাদি কর্ম্মে, গণেশাদি তেত্রিশকোটি দেবতা, নিজ-পিতা-মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধে সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট হইতে জাত বীজস্থানীয় পূর্ব্বপুরুষগণের সীমা পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষসকল, চ-কার হইতে—সগোত্র সকল কুটুম্বলোক। ইঁহারা সকলে সর্ব্বতোভাবে যথাবিধি অবশ্যই পূজ্য। হে রাজেন্দ্র ! হে যুধিষ্ঠির ! অন্যথা অর্থাৎ এতদ্ব্যতীত সকল দেবতা, পিতৃগণ ও সগোত্র সকল কুটুম্ব-লোকের মধ্যে কেহ পূজিত, কেহ বা অপূজিত যদি হয়, তাহা হইলে সেই সকল বিবিধ কর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়—ইহাই বিশদার্থ।

ইহলোকে বৈ অতিনিশ্চয়ং যঃ কোঽপি কামবান্ সদা কামাভিলাষী কামী লোকঃ, তত্রাপি কর্ম্মী কর্ম্মনৈষ্ঠিকো, হব্যকব্যময়ৈঃ সর্ব্বদেবতা-পিতৃলোকার্হদ্রব্যনিবহৈঃ সর্ব্বান্ দেবান্ তথা অতিথীন্ পূর্ব্বমনাগতান্, চকারাৎ সগোত্রাদিকুটুম্বলোকান্ ; অপরচকারাদভ্যাগতাদিসর্ব্বজীবমাত্রান্, কর্ম্মীত্যনেন নিত্য-নৈমিত্তিককাম্যদৈবপৈত্রমাঙ্গল্যাদিষু সর্ব্বকর্ম্মসু। যদি যজেৎ,—যজ্ ধাতোরনেকার্থত্বাৎ দেবানাং পূজাদিকং, পিতৄণাং শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিকং, অতিথীনাং যথাবিধিমিলনপূর্ব্বকমন্নজলাদিভির্গুরুবৎ যথাবিধি শক্তি সেবনং, এবং সর্ব্বসগোত্রাদিকুটুম্বলোকানাং তথাঽভ্যাগতাদি-সর্ব্বজীবমাত্রাণাং যথাবিধিমিলনপূর্ব্বকং যথা-শক্তিব্যবহারকুশলসেবনং, তথান্নজলাদিভিঃ সর্ব্বজীবসন্তর্পণং—

সেইরূপ শ্রুতিতে—'কর্ম্মফলাভিলাষী কর্ম্মী লোক হব্য-কব্যময় দ্রব্যাদির দ্বারা সকল দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিগণের যজন করিবে, তাহা হইলে কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবে ; পূর্ণভাবে যজন না হইলে সেই কর্ম্ম নিশ্চয় বিফল।' ২॥ এই সংসারে নিশ্চয়ই যে-কোন সকাম কর্ম্মনৈষ্ঠিক ব্যক্তি, হব্য-কব্যময় অর্থাৎ সকল দেবতা ও পিতৃপুরুষের সেবার যোগ্য দ্রব্যরাশির দ্বারা ; সকল দেবতা ও অতিথি, চ-কার হইতে—সগোত্র কুটুম্বাদি লোক, দ্বিতীয় চ-কার হইতে—সকল অভ্যাগতাদি জীব-মাত্র ; কর্ম্মিপদ হইতে—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-দৈব-পৈত্র-মাঙ্গল্যাদি সকল কর্ম্মে; যদি যজন করে—যজ্ ধাতুর অনেক অর্থ-হেতু যজন-শব্দে দেবগণের পূজা, পিতৃগণের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, যথাযোগ্যরূপে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক অন্ন-জলাদিদ্বারা অতিথিগণের যথাবিধি যথাশক্তি গুরুর ন্যায় সেবা,

যদি কুর্য্যাৎ, তদা কর্ম্মফলাপ্তঃ (অর্থাৎ) অবশ্যমেব কৃতকর্ম্মণাং স কর্ম্মী ফলং প্রাপ্নোতি। অন্যথা চেৎ, পূর্ণং নো যজন্ বিফলং। অয়মর্থঃ,— যদি কেষাঞ্চিদ্দেবানামর্চ্চনং কৃতং কেষাঞ্চিন্ন কৃতং, এবং পিতৃলোকানাং কেষাঞ্চিৎ শ্রাদ্ধতর্পণাদিকং কৃতং কেষাঞ্চিন্ন কৃতং,তথাঽতিথিসগোত্রাদিকুটুম্বলোকাভ্যাগতাদি-সর্ব্বজীবমাত্রাণাং মধ্যে কেষাঞ্চিদন্নজলাদিভির্যথাবিধি যথাশক্তি ব্যবহারসন্তর্পণ-পূর্ব্বকং সেবনং কৃতং কেষাঞ্চিৎ ন কৃতং, তদা (অপূর্ণত্বাৎ) তৎ কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বং বিফলং ভবতীত্যর্থঃ।

কিঞ্চ দেবীপুরাণে—

সর্ব্বেষাং পিতৃদেবানাং মাঙ্গল্যাদিষু কর্ম্মসু।
তন্নো কৃতে প্রত্যবায়ী পূজনং কর্ম্মঠো নরঃ ॥৩॥

মাঙ্গল্যাদিষ্বত্যত্রাদিপদেন নিত্যনৈমিত্তিককাম্যদৈবপৈত্রাদি-

যথাযোগ্য সম্ভাষণ-পূর্ব্বক সকল সগোত্রাদি কুটুম্বলোকের ও অভ্যাগতাদি সর্ব্বজীবমাত্রের যথাশক্তি ব্যবহারকুশলরূপে সেবা এবং অন্ন-জলাদিদ্বারা সকল জীবের তৃপ্তিবিধান; যদি এইরূপ কেহ করে, তবে কর্ম্মফলাপ্ত অর্থাৎ সেই কর্ম্মী কৃতকর্ম্মের ফল অবশ্য প্রাপ্ত হয়। যদি অন্যথা হয়, তাহা হইলে পূর্ণ যজন্ হয় না বলিয়া বিফল; অর্থাৎ যদি দেবগণের মধ্যে কাহারও অর্চ্চন হইল, কাহারও হইল না; পিতৃলোকের মধ্যে কাহারও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি হইল. কাহারও হইল না; অতিথি-সগোত্রাদি কুটুম্বলোক ও অভ্যাগতাদি জীবমাত্রের মধ্যে কাহারও যথাবিধি যথাশক্তি ব্যবহার দ্বারা তৃপ্তিবিধানপূর্ব্বক সেবা করা হইল, কাহারও হইল না; তাহা হইলে অপূর্ণতাহেতু সেই কৃতকর্ম্ম সমস্ত বিফল হয়।

সকলকর্ম্মসু, (কর্ম্মঠঃ) কর্ম্মতৎপরতয়াতিনিপুণো নরো বর্ণাদি-মনুষ্যমাত্রঃ সর্ব্বেষাং দেবানাং পিতৄণাং পূজনং—দেবানামর্চ্চনাদিকং পিতৄণাং শ্রাদ্ধতর্পণাদিকং—কুর্য্যাৎ। তৎ নো কৃতে; অয়ং ভাবঃ,—(তৎ তস্মিন্) তেষাং গণেশাদিত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিদেবানাং সর্ব্বেষাং পূজনে নো কৃতে সতি, তথা সকলপিতৃলোকানাং স্বপিতৃমাত্রাদি-বিশ্বসৃক্‌সকাশজাতবীজীভূতপুরুষাণাং পঞ্চত্বগতানাং শ্রাদ্ধতর্পণা-দিকে ন কৃতে সতি চ প্রত্যবায়ী—(স্যাৎ), তত্তৎকর্ম্মাকরণত্ব-দোষাদিকং প্রাপ্নোতি।

তথা চ রুদ্রযামলে—

দেবতাঃ পিতরঃ সর্ব্বে শিবে পূজ্যাঃ প্রযত্নতঃ।
ন্যূনাঃ স্যুর্নিস্ফলং কেচিৎ গৃহিভির্যদি কর্ম্মসু ॥৪॥

হে শিবে! কল্যাণদায়িনি দুর্গে! কর্ম্মসু—বহুবচনান্তত্বেন

আরও দেবীপুরাণে—'কর্ম্মনিপুণ ব্যক্তি মাঙ্গল্যাদি কর্ম্মে সকল দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিবেন। তাহা না হইলে কর্ম্মী প্রত্যবায়ী হন ॥' ৩॥ মাঙ্গল্যাদি-শব্দের আদি-পদে—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-দৈব-পৈত্রাদি সকল কর্ম্মে কর্ম্মতৎপরতাহেতু নিপুণ বর্ণাদি মনুষ্যমাত্র সকল দেবতার অর্চ্চন ও সকল পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিবে। তাহা না করা হইলে অর্থাৎ সেই কর্ম্মে গণেশাদি তেত্রিশকোটি দেবতা পূজিত না হইলে এবং নিজ-পিতা-মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধে বিশ্বস্রষ্টা হইতে জাত বীজভূত পঞ্চত্বগত সকল পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি অনুষ্ঠিত না হইলে সেই ব্যক্তি প্রত্যবায়ী হয় অর্থাৎ সেই সকল কর্ম্মের অকরণ-জনিত দোষাদি প্রাপ্ত হয়।

নিত্যনৈমিত্তিককাম্যদৈবপৈত্রমাঙ্গল্যাদিষু সর্ব্বকর্ম্মসু, গৃহিভি-র্বর্ণাদিভির্গৃহস্থমাত্রৈঃ প্রযত্নতঃ প্রকৃষ্টযত্নেন সর্ব্বে দেবাস্তথা সর্ব্বে পিতরঃ পূজ্যাঃ স্যুর্ভবেয়ুঃ। যদ্যেতেষু কর্ম্মসু (দৈবপৈত্রেষু) কেচিন্ন্যুনাঃ (স্যুঃ), অয়মর্থঃ—গণেশাদিত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিদেবানাং মধ্যে যদি কেচিৎ পূজিতাঃ কেচন ন পূজিতাস্তথা সকলপিতৃ-লোকানাং মধ্যে কেষাঞ্চিৎ শ্রাদ্ধতর্পণাদিক্রিয়া কৃতা কেষাঞ্চিন্ন কৃতা তদ্গৃহিভিরিতি, তদা কর্ম্মকর্তৃণাং গৃহস্থানাং তেষাং কৃতং, তত্তৎ সর্ব্বং কর্ম্ম নিষ্ফলং ভবতীত্যন্বয়ঃ। অপরং গ্রন্থবাহুল্যান্ন লিখিতম্।

কর্ম্মিণামসম্পূর্ণক্রিয়াকরণে প্রত্যবায়ো ভক্তানান্ত তত্তৎকর্ম্মকরণে সেবানামাপরাধঃ

নন্বু শ্রীহরিনামমন্ত্রাদীক্ষিতবর্ণাদিগৃহস্থানাং নিত্যাদিসর্ব্বকর্ম্মসু পুরাণবেদোপপুরাণাগমাদ্যুক্তপ্রমাণবচনৈর্গণেশাদিত্রয়স্ত্রিংশৎকোটি-দেবতার্চ্চনে সম্পূর্ণমকৃতে সতি, তথা স্বপিতৃমাত্রাদি-ব্রহ্মসকাশ-জাতবীজীভূতপুরুষান্তানাং সম্পূর্ণং শ্রাদ্ধতর্পণাদাবকৃতে সতি

রুদ্রযামলেও—'হে শিবে! গৃহিগণ সকল কর্ম্মে সকল দেবতা ও পিতৃপুরুষের যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে। যদি কাহারও ন্যূনতা হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম নিষ্ফল হয়॥' ৪॥ হে কল্যাণদায়িনি দুর্গে! কর্ম্ম-শব্দের বহুবচনদ্বারা—নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্য-দৈব-পৈত্র-মাঙ্গল্যাদি কর্ম্মসকল; গৃহিগণের অর্থাৎ বর্ণাদি গৃহস্থমাত্রের সকল দেবতা ও পিতৃপুরুষ অতিযত্নে পূজনীয়। যদি এই সকল কর্ম্মে কেহ ন্যূন হন অর্থাৎ যদি সেই গৃহিগণকর্ত্তৃক তেত্রিশকোটি দেবগণের মধ্যে কেহ পূজিত, কেহ বা অপূজিত হন এবং পিতৃপুরুষগণের মধ্যে কাহারও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি

তত্তৎ সর্ব্বং কর্ম্মং ব্যর্থং, প্রত্যবায়জনক-নিষ্ফলতাদিদোষশ্রবণঞ্চ। তথা শ্রীসদ্গুরু-শ্রীভগবন্নামমন্ত্রোপদিষ্টবর্ণাদিসর্ব্বলোকানাং নিত্য-নৈমিত্তিককাম্যদেবতার্চ্চনাদি-পিতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদিসর্ব্বকর্ম্মকরণে(১) সেবা-নামাপরাধ-দোষশ্রবণম্।

অতঃ কারণাৎ বর্ণাশ্রমসঙ্করান্ত্যজাদীনাং তথা শ্রীকাষ্ণ´-বৈষ্ণবাদীনাঞ্চ শ্রীভগবান্ হরিরেব পূজ্যঃ সর্ব্বেশ্বরত্বান্নান্য ইতি নিশ্চয়ঃ। তথাপি কেচিৎ বর্ণাদয়ো লোকাঃ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং বিষ্ণ্বেকতানং কেবলশ্রীবিষ্ণ্বেকারাধ্যং ন বুদ্ধা—

অনুষ্ঠিত, কাহারও অননুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মী গৃহস্থগণের কৃত সেই সকল কর্ম্ম নিষ্ফল হয়।

গ্রন্থবাহুল্যভয়ে অপর প্রমাণ ও ব্যাখ্যা লিখিত হইল না।

(কর্ম্মিগণের অসম্পূর্ণ ক্রিয়াকরণে প্রত্যবায়, ভক্তগণের সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে সেবা-নামাপরাধ)—শ্রীহরিনাম-মন্ত্রে অদীক্ষিত বর্ণাদি-গৃহস্থগণের নিত্যাদি সকল কর্ম্মে গণেশাদি তেত্রিশকোটি দেবতার অর্চ্চন সম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত না হইলে, তদ্রূপ নিজ-পিতা-মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধে ব্রহ্মা হইতে জাত বীজপুরুষ পর্য্যন্ত পিতৃগণের প্রত্যেকের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি সম্পূর্ণ সম্পাদিত না হইলে, পুরাণ-বেদ-উপপুরাণ-আগমাদ্যুক্ত প্রমাণ-বাক্যানুসারে সেই সকল কর্ম্ম সমস্তই ব্যর্থ হয় এবং প্রত্যবায়জনক নিষ্ফলতাদি দোষের কথা শ্রুত হয়। পক্ষান্তরে,—শ্রীসদ্গুরু হইতে শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত চতুর্ব্বর্ণাদি সকল লোকের নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্য-দেবতার্চ্চনাদি-পিতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে **সেবা-নামাপরাধের** কথা শুনা যায়।

---

(১) ······সর্ব্বকর্ম্মণি কৃতে সতীতি বা পাঠঃ।

বিষ্ণুময়ং সর্ব্বং জগৎ, সর্ব্বজগদেব বিষ্ণুরিতি মত্বা সর্ব্বদেবতাদীনামর্চ্চনাদৌ কৃতে সতি শ্রীবিষ্ণুপূজনাদিকং ভবতি (ইতি মন্যন্তে)। (যৎ) ইদং মতং নো বিধিঃ, কেবলনিষেধমাত্রং নশ্বরত্বাৎ (তৎ) শ্রীভগবদ্বচনেনাত্র প্রমাণয়তি।

দেবতান্তরযজনস্য অবিধিত্বে তুচ্ছত্বে চ প্রমাণপঞ্চকম্

ভগবদ্বাক্যতাৎপর্য্যং—অন্যদেবযজনমবিধিপূর্ব্বকং ভগবদ্ভজনমেব

শ্রীভগবদ্গীতায়াং (৯।২৩)—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি **মামেব** কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥১॥ *

অতএব এই কারণে **বর্ণাশ্রম-সঙ্কর-অন্ত্যজাদি সকলের, তদ্রূপ কার্ষ্ণ-বৈষ্ণবাদি সকলের সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরিই পূজ্য, অপর কেহ নহে—ইহাই সিদ্ধান্ত**। তথাপি বর্ণাদি কোন কোন লোক মনে করিয়া থাকে যে,—সমগ্র জগৎ বিষ্ণুময়, অতএব সমস্ত জগৎই বিষ্ণু—এই বিচারে সকল দেবতাদির অর্চ্চনাদি করা হইলেই শ্রীবিষ্ণুর পূজাদি কৃত হয়। কিন্তু নশ্বরতাহেতু এই মত যে বিধি নহে, কেবল নিষেধ-মাত্র, তাহা শ্রীভগবদ্বাক্যের দ্বারা এই স্থলে প্রমাণিত হইতেছে।

(অন্য দেবতার পূজা যে অবিধি ও তুচ্ছ,—এই বিষয়ে পাঁচটী প্রমাণ)—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯।২৩ শ্লোক)—'যে-সকল ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য

---

* অত্র শ্রীমদ্ভট্টগোস্বামিচরণকৃতব্যাখ্যানুসারতস্ত্রিবিধঃ শ্লোকান্বয়ো যথা,—

(১) যেঽপি ভক্তাঃ (মদ্ভক্তা ইত্যর্থঃ) (ময্যেব) শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ (কিন্তু) অন্যদেবতা যজন্তে, হে কৌন্তেয়! তেঽপ্যবিধিপূর্ব্বকং (অবিধিরত্র কদাচিৎ দেবতান্তরপূজানিষেধ-

যে অপি নিশ্চিতং, ভক্তা মদ্ভক্তজনাঃ, শ্রদ্ধয়ান্বিতা অস্তিক্যশ্রদ্ধাযুক্তাঃ শ্রীসদ্গুরূপদেশসময়াৎ পঞ্চত্বেন ভৌতিকদেহপাতপর্য্যন্তং, অবিধিপূর্ব্বকং কদাপি নিষেধমাত্ররহিতত্বেন (কিন্ত্বন্যথা)

দেবতার যজন করেন, হে কৌন্তেয়! তাঁহারাও অবিধি-পূর্ব্বক আমারই যজন করিয়া থাকেন॥'১॥ ভক্ত অর্থাৎ আমার ভক্তগণ যাঁহারাই শ্রদ্ধান্বিত

হেলনমাত্রং, নত্বন্যথা সবিঘ্নং) মামেব যজন্তি (ন তু দেবতান্তরং, ময্যনন্যশরণত্বাৎ)। ইত্যেকঃ॥

(২) হে কৌন্তেয়! যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ (মদভক্তাঃ) তেঽপি (তাস্বেব দেবতাসু) শ্রদ্ধয়ান্বিতা অবিধিপূর্ব্বকং (অবিধিরত্র তাসু স্বতন্ত্রদেবতাপরিজ্ঞানং) (তাঃ) যজন্তে। (তেন যজনেন) যজন্তি মামেবেতি কাকুঃ (মামেব যজন্তি কিম্? নহি মামিত্যর্থঃ)। ইত্যপরঃ॥

(৩) হে কৌন্তেয়! যেঽপ্যন্যদেবতাঃ (কিন্তু পশ্চান্ময়ি) শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো মামেব যজন্তে, অবিধিপূর্ব্বকমিতি কাকুঃ (অবিধিপূর্ব্বকং কিম্? নহীত্যর্থঃ) তেঽপি ভক্তাঃ সন্তো (মাং) যজন্তি। ইতি তৃতীয়ঃ॥

অবিধি তিন প্রকার ঃ—(১) বিষ্ণুভক্তের পক্ষে অন্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ। সেই নিষেধকে অবহেলামাত্র করা হয়, কিন্তু এতদতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার দোষ বিষ্ণু-সেবাতে প্রবেশ করে না। ইহাতে বিষ্ণুসেবা হইতে একান্তভাবে বিচ্যুতি ঘটে না। তথাপি ইহা অবিধি, সুতরাং পরিত্যাজ্য।

(২) বিষ্ণুভক্তিবিহীন অন্যদেবোপাসকগণ বিষ্ণু ভিন্ন অপরাপর দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহাদেরই পূজা করে,—বিষ্ণুভজন করে না। ইহা গুরুতর অবিধি (নামাপরাধ)। এইরূপ অবিধিতে কোনক্রমেই বিষ্ণুসেবা হয় না, সুতরাং ইহা অতি নিন্দনীয় ও সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাজ্য।

(৩) বিষ্ণুর ভজনও করে, অন্য দেবতার পূজাও করে—তুল্যবুদ্ধিতে অথবা ইতর-স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। ইহাও অবিধি ও নামাপরাধ—সুতরাং পরিত্যাজ্য।

তাৎপর্য্য—গীতোক্ত 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ' (৯।২৪) এবং

সবিঘ্নং যথা ন ভবতি তথা, এবম্ভূতাঃ সন্তঃ তেঽপ্যতিনিশ্চলতয়া-নন্যশরণত্বেন মামেব ভজন্তে, ন তু দেবতান্তরম্। অয়মর্থ এব-

---

অর্থাৎ শ্রীসদ্‌গুরূপদেশ-সময় হইতে পাঞ্চভৌতিক দেহপাত পর্য্যন্ত অতিশয় শ্রদ্ধাযুক্ত, অবিধি-পূর্ব্বক অর্থাৎ কদাচিৎ নিষেধমাত্ররহিতরূপে অথচ বিঘ্নযুক্ত যাহাতে না হয়, সেইভাবে; এইরূপ হইয়া তাঁহারাও অতিনিশ্চলভাবে অনন্যশরণতাহেতু আমাকেই ভজন করেন,—অন্য দেবতাকে নহে। এব-শব্দ হইতে এই অর্থ প্রতীত হইতেছে। অতএব সেব্য-সেবকধর্ম্মক্রমে একমাত্র আমার ভজনদ্বারাই তাঁহাদের পুনরাবর্ত্তন হয় না। এতদ্ব্যতীত (অন্যদেবোপাসক, অতএব) আমাতে বহির্ম্মুখ যে-সকল অভক্ত, তাঁহারাও শ্রদ্ধান্বিত অর্থাৎ কামনাবশতঃ শীঘ্র ফলপ্রাপ্তির আশায় অতি দৃঢ়চিত্ত হইয়া কেবল অন্যদেবতার যজন করেন—আমার

শ্রীভাগবতোক্ত 'তথাচ সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা' (৪।৩১।১৪)—এই তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হইতে শ্রীভগবানের সেবায় ও অপর দেবতার পূজায় লোকের যে স্বতন্ত্রতাবুদ্ধি বা প্রয়োজনবোধ, তাহাই অবিধি। উক্ত ত্রিবিধ অবিধি—ইহারই প্রকাশভেদ। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ও সর্ব্বময় প্রভু, তাঁহার সেবাতেই অপর সকলেরই অর্চ্চন ও তৃপ্তি হয় এবং তাঁহারই অধীন ও অবয়বরূপে অপর সকল দেবতা অর্চ্চনীয়—এই বিচারে শ্রীকৃষ্ণের ও অপর দেবতার যজনই একমাত্র বিধি। এই বিচারে অন্য দেবতার যজন-সত্ত্বেও বিধিপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনের তথা বিধিপূর্ব্বক অন্যদেবতা যজনের আদর্শ শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত (৫।৭ম অঃ) মহাভাগবত রাজা ভরতের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা ভরত নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীবাসুদেবেরই যজন করিয়াছিলেন, তিনি—শ্রীবাসুদেবই একমাত্র কর্ত্তা জানিয়া সকল যজ্ঞের ফল শ্রীবাসুদেবেই সমর্পণ করিতেন এবং যজ্ঞভাগী ইন্দ্রাদি অপর দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতিপ্রদানকালে সেই সকল দেবতাকে পরদেবতা শ্রীবাসুদেবেরই অবয়বরূপে জ্ঞান করিতেন। অন্যদেবতা-যজনের ইহাই বস্তুতঃ প্রকৃত রহস্য।

কারাজ্ জ্ঞাতঃ। অতঃ সেব্যসেবকত্বেন কেবলমন্তজনেনৈব তেষাং পুনরাবর্ত্তনং নাস্তি।

অতঃপরং এতদ্ভিন্না যেঽপি (অন্যদেবতাভক্তা অতো মম) অভক্তা মদ্বহির্ম্মুখাস্তেঽপি শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ কামনয়া ক্ষিপ্রং ফল-প্রাপ্ত্যাতিদৃঢ়াঃ সন্তোঽন্যদেবতাঃ কেবলং যজন্তি, ন মামেব। কথং ?—যতোঽন্যদেবতাযজনাদিকং তেষামবিধিপূর্ব্বকং(অবিধিরত্র তাসু স্বতন্ত্রদেবতাজ্ঞানং) যথা ভবতি তথা ক্রিয়তে। অত্রায়ং ভাবঃ,—হে কৌন্তেয়! অর্জ্জুন! মচ্ছ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-যজনাদিকঃ সর্ব্বোঽয়ং বিধিঃ, সত্যত্বেন সংসারবন্ধনমোচনত্বাৎ। এতদ্ভিন্নোঽন্যঃ সর্ব্বদেবতাযজন-যাগযজ্ঞাদিকো নিষেধো, মদ্ভজনং বিনা নশ্বরত্বেন পুনঃ পুনরাবর্ত্তনত্বাৎ, অতএব মদ্ভজনাদিকং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠম্। এতদ্ব্যতিরেকেণ মর্ত্ত্যাদীনামন্যেষাং কা বার্ত্তা—পুরাঽমৃতপানেনামরব্রহ্মেন্দ্রাদীনাং কেষাঞ্চিৎ সংসৃতিবন্ধনতো মুক্তিরূপাঽন্যা নিষ্কৃতির্নাস্তীত্যর্থঃ।

যদ্বা, যেঽপ্যন্যদেবতা ব্রহ্মেন্দ্রাদয়ো অন্যা দেবতা যেষাং তে

যজন করেনই না। কেন?—কারণ, তাঁহাদের অন্যদেবতা যজনাদি অবিধিপূর্ব্বক যাহাতে হয় সেইরূপেই অনুষ্ঠিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই—হে অর্জ্জুন! আমার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-যজনাদি নিত্যত্বহেতু সংসারবন্ধনমোচনের কারণ বলিয়া সমস্তই বিধি। এতদ্ব্যতীত সকল দেবতার যজন-যাগ-যজ্ঞাদি অন্য কিছু—নিষেধ। কারণ, আমার ভজন ব্যতীত এই সমস্তই নশ্বর ও পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনের হেতু। অতএব আমার ভজনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা ব্যতিরেকে পূর্ব্বে অমৃতপানে

জন্মতো মদ্বহির্মুখাঃ শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্যাদ্যাঃ, পশ্চাদ্ গুরূপদেশতঃ সাধুসঙ্গতশ্চাবিরতং শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ অতিশয়শ্রদ্ধাবন্তঃ সন্তঃ, হে কৌন্তেয় ! হে পার্থ ! যদাঽনন্যাশ্রয়ত্বেন মামেব যজন্তে নান্যান্, তদা তেঽপি নিশ্চয়মেব ভক্তা মদ্ভক্তা ভবন্তি মদ্ভজন-প্রতাপাৎ। কিন্তু (ন) যদ্যবিধিপূর্ব্বকমর্থার্থায় যজন্তি। কিং তৎ ?—**মাং ভজন্তে, অন্যা দেবতা অপি পূজয়ন্তি, তদা অবিধির্ভবতি। অতঃ সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নত্বেন মাং বিনাঽন্যস্য যজনাদিকং কিঞ্চিৎ—সহজেন যথাকালে তিষ্ঠতু—নিদ্রা-বস্থায়ামপি যদি ন কুর্ব্বন্তি তদা শুদ্ধসত্ত্বত্বেন মদ্ভক্তা ভবন্তীতি নির্গলিতার্থঃ।**

অমর ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি কাহারই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিরূপ অন্য নিষ্কৃতি নাই, মর্ত্ত্যগণের কি কথা ?

ব্যাখ্যান্তরে—যাঁহারা অন্যদেবতাপরায়ণ অর্থাৎ ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি অন্য-দেবতা যাঁহাদের ভজনীয়, সেই সকল আজন্ম আমার বহির্ম্মুখ শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্যাদি, পশ্চাৎ গুরূপদেশে ও সাধুসঙ্গফলে নিত্য অতি-শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যখন অনন্যশরণভাবে আমাকে যজন করেন—অপরকে নহে, তখন তাঁহারা আমার ভজন-প্রভাবে নিশ্চয়ই আমার ভক্ত হন—কিন্তু যদি অবিধি-পূর্ব্বক অর্থাৎ স্বার্থপ্রয়োজনে ভজন না করেন। উহা কিরূপ ?—আমাকে ভজন করে, অন্য দেবতারও পূজা করে, তখন অবিধি হয়। অতএব, সময়ে সময়ে সহজভাবে পূজার কথা থাকুক—**আমার ভজন সর্ব্বদা নিরাপদ বিচার করিয়া অন্যের যজনাদি কিঞ্চিন্মাত্রও নিদ্রাবস্থাতেও যদি না করে, তখন শুদ্ধসত্ত্বময় হইয়া আমার ভক্ত হয়**—ইহা বিশদার্থ।

দেবতান্তরার্চ্চনস্য তুচ্ছত্বং

নন্বু ভগবদারাধনং বিনান্যৎ সর্ব্বং নশ্বরং তুচ্ছত্বেন হেয়ম্। অত্র দেবানাং স্তুতিবচনেনাহ শ্রীভাগবতে (৬।৯।২২)—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্ ॥২॥

তং গোবিন্দং বিনা যো বর্ণাদিলোকোঽপরং বহিরঙ্গাদি-দেবতান্তরং উপসর্পত্যুপাসনং করোতি ভজতে (ইত্যর্থঃ) স এব বালিশো মহাজ্ঞতমঃ। কিংভূতং—স্বেনৈব লাভেন স্বকীয়াণিমা-দ্যষ্টগুণবৈভবপূর্ণতমত্বেন সমং সহ পরিপূর্ণকামং পরিপূর্ণো-ঽভিলাষঃ কামো যত্র তম্। যতঃ শ্রীভগবতি হরাবস্মিন্ অনন্যশরণো ভক্তো জনঃ সর্ব্বানভিলষিতকামানবাপ্নোতি। অতঃ-পরং ক্বাপি কোঽপি সর্ব্বতোভাবেন পূর্ণকামো নাস্তীত্যর্থঃ। অতএবাবিস্মিতং নিত্যত্বেন কিঞ্চিদপি বিস্ময়ো নাস্ত্যত্র শ্রীমদ্-গোবিন্দে। অতঃ প্রশান্তং স্বকীয়ভক্তানাং বাঞ্ছনীয়রূপম্।

শ্রীভগবানের আরাধনা ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছু নশ্বর, তুচ্ছ বলিয়া হেয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৯।২২) দেবগণের স্তুতিবাক্যে ইহা কথিত হইয়াছে—'যে ব্যক্তি অবিস্ময়ে অর্থাৎ সুনিশ্চিতরূপে স্বীয়লাভে পরিপূর্ণ-কাম ও প্রশান্ত শ্রীগোবিন্দ বিনা অপরকে উপাসনা করে, সেই মূর্খ নিশ্চয়ই কুক্কুরের লাঙ্গুল অবলম্বনে সিন্ধু অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করে' ॥২॥ যে বর্ণাদি লোক সেই গোবিন্দ ব্যতীত অন্য বহিরঙ্গাদি দেবতাকে উপাসনা করে, সে বালিশ অর্থাৎ মহামূর্খ। সেই গোবিন্দ কিরূপ ?— স্বীয় লাভের সহিত অর্থাৎ নিজ-অণিমাদি অষ্টগুণবৈভবের পূর্ণতমতার

শ্রীভগবন্তমেব শ্রীগোবিন্দং বিহায় যঃ কোঽপি বর্ণাদিঃ শ্রীভগবন্মায়ামোহিতধীঃ সন্ দেবতান্তরং ভজতে তস্য বালিশত্বং দর্শয়তি,—যথা অতিশয়মজ্ঞজনঃ শ্বলাঙ্গুলেন কুক্কুরস্য পুচ্ছেন অর্থাৎ কুক্কুরস্য পুচ্ছং বিধৃত্য সিন্ধুং সমুদ্রমতিতিতর্ত্তি অতিশয়েন তর্ত্তুমিচ্ছতি, তথা শ্রীভগবদ্বহির্ম্মুখো বর্ণাশ্রমসঙ্করান্ত্যজাদির্নরোঽতিতুচ্ছকামনয়া (অন্যদেবতাঃ) সেবতে, কিন্তু কর্ত্রায়ত্তত্বাৎ ফলমপি ন প্রাপ্নোতি, পুনঃ পুনর্জন্মমরণত্বেন সংসৃতিবন্ধনতো (তস্য) নিষ্কৃতিশ্চ নাস্তীত্যর্থঃ।

পাদ্মে—

যথা ধৃত্বা শুনঃ পুচ্ছং তর্ত্তুমিচ্ছেৎ সরিৎপতিম্।
তথা ত্যক্ত্বা হরিং সেব্যমন্যোপাসনয়া ভবম্ ॥৩॥

সহিত পরিপূর্ণকাম; যেহেতু অনন্যশরণ ভক্ত ভগবান্ শ্রীহরিতে সকল অভিলষিত কামনা লাভ করেন, সুতরাং ইঁহা অপেক্ষা কেহ কোথাও সর্ব্বতোভাবে পূর্ণকাম নাই; অতএব অবিস্মিত—নিত্যত্বহেতু শ্রীগোবিন্দে কিছুমাত্র বিস্ময়ের অবকাশ নাই; অতএব প্রশান্ত—স্বকীয় ভক্তগণের বাঞ্ছনীয় রূপবিশিষ্ট। ভগবন্মায়ায় মোহিতবুদ্ধি যে-কোন বর্ণাদি ব্যক্তি শ্রীভগবান্ গোবিন্দকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবতান্তর ভজন করে, তাহার বালিশত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—যেমন অতিশয় অজ্ঞজন কুক্কুরের পুচ্ছ ধরিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে; সেইরূপ শ্রীভগবদ্বহির্ম্মুখ বর্ণাশ্রম-সঙ্কর-অন্ত্যজাদি ব্যক্তি অতিতুচ্ছকামনাবশে অন্য দেবতা ভজন করে, কিন্তু (তৎসমস্তের ফল) কর্ত্তার অধীন বলিয়া ফলও প্রাপ্ত হয় না,—পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণহেতু সংসারবন্ধন হইতে তাহার নিষ্কৃতিও নাই।

অন্যেষাং বহিরঙ্গতটস্থাদীনামুপাসনয়া দেবানামর্চ্চনাদিসেবয়া ভবং সংসারং তর্ত্তুমিচ্ছতীত্যর্থঃ। সর্ব্বমপরং স্পষ্টম্। তস্মাৎ শ্রীহরিব্যতিরেকেণ সংসারেঽস্মিন্ ভজনীয়ঃ কোঽপি নাস্ত্যপরঃ।

তত্র শ্রীনারদং প্রতি সদাশিববচনেনাহ, যথা—

ভুবনে সর্ব্বলোকানাং নারাধ্যো বৈ হরিং বিনা।
ভবার্ণবচ্ছিন্নকোঽপি সর্ব্বকামদকামদঃ ॥ ৪ ॥

ভুবনে চতুর্দ্দশভুবনে সর্ব্বলোকানাং ব্রহ্মাদীনামারাধ্যো হরিব্যতিরেকেণ কোঽপি ক্বাপি ন বর্ত্তত ইতি নিশ্চয়ঃ। কিন্তু যদ্যপি বেদস্মৃতিপুরাণাগমাদীনাং মতেন বহিরঙ্গতটস্থাদীনাং দেবতানাং পূজাদিকং করোতি কোঽপি বর্ণাদিলোকঃ সকলফলকামনয়া, তত্রাপি সর্ব্বকামদকামদঃ সর্ব্বান্ কামান্

পদ্মপুরাণে—'লোক যেরূপ কুক্কুরের পুচ্ছ ধারণ করিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ সেব্য শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের উপাসনাবলে সংসার উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে।' অন্যের—বহিরঙ্গ তটস্থাদির উপাসনা অর্থাৎ দেবাদির অর্চ্চনাদি-সেবাদ্বারা সংসার উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে। অপর সমস্ত স্পষ্ট। অতএব **শ্রীহরি ব্যতীত এই সংসারে ভজনীয় অপর কেহ নাই।**

এই বিষয়ে নারদের প্রতি সদাশিবের বাক্য-প্রমাণে কথিত হইতেছে —'এই ভুবনে সকল লোকের হরি বিনা আর কেহ আরাধ্য নিশ্চয়ই নাই; (ভগবান্ শ্রীহরি ব্যতীত) আর কেহই কামদগণের কামদ ও ভবার্ণবছেত্তা নহেন ॥৪॥ ভুবনে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবনে ব্রহ্মাদি সকল লোকের আরাধ্য শ্রীহরি ব্যতীত কেহ কোথাও নাই—ইহা নিশ্চিত।

দদাতি কোঽপি দেবস্তস্য কামদোঽভীষ্টপ্রদোঽপি শ্রীহরিঃ। অতএব তেষু বহিরঙ্গতটস্থাদিষু দেবেষু কোঽপি ভবার্ণবস্য সংসারসমুদ্রস্য ছিদ্ সংসৃতিবন্ধনত্বেন পুনঃপুনরাবর্ত্তনস্য ছেত্তা ন ভবতীত্যর্থঃ। অতএব ঘোরসংসারমহাভয়নিবারণকর্ত্তা শ্রীভগবন্তং বিনা কোঽপি নান্য ইতি নিশ্চয়ঃ।

কৃষ্ণস্য শরণ্যৈকত্বং

অতঃ শ্রীভগবন্তং প্রত্যুদ্ধববাক্যেনাহ শ্রীভাগবতে (১১।১৯।৯)—

তাপত্রয়েণাপি (১) হতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাদ্ ॥৫॥

হে ঈশ প্রভো! অস্মিন্ ঘোর অনিবারণমহাভয়ঙ্করে ভবাধ্বনি সংসারপথে তাপত্রয়েণ আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকময়েন, অপি নিশ্চিতং, সন্তপ্যমানস্য গর্ভযাতনাদিমহাকষ্টভোগত্বাপরি-

---

কিন্তু যদি কোন বর্ণাদি লোক সর্ব্বপ্রকার ফলকামনাবশতঃ বেদ-স্মৃতি-পুরাণ-আগমাদির মতে বহিরঙ্গ-তটস্থাদি দেবতাগণের পূজাদি করে, সেই স্থলেও যেকোন সর্ব্বকামদাতা দেবতার অভীষ্টদাতা শ্রীহরি। অতএব সেই সকল বহিরঙ্গ-তটস্থাদি দেবগণের মধ্যে কেহই সংসার-সমুদ্রের ছেদনকর্ত্তা অর্থাৎ সংসারবন্ধনস্বরূপ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনের ছেদন-কারী নহেন। অতএব শ্রীভগবান্ বিনা অন্য কেহ ঘোর সংসারের মহাভয়নিবারণকারী নাই—ইহা নিশ্চিত।

(একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ্যতা)—অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৯।৯) শ্রীভগবানের প্রতি উদ্ধবের বাক্যে কথিত আছে—'হে ভগবন্! ঘোর

---

(১) তাপত্রয়েণাভিহতস্যেতি পাঠান্তরম্।

মিতক্লেশদহ্যমানস্য, অতো হতস্য হন্ধাতোর্গত্যর্থত্বাৎ পুনঃ পুনর্জন্মমরণত্বাগণিতগতাগতস্য, লোকমাত্রস্যাশরণস্য তবাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাৎ চরণযুগলাতপত্রং বিনাঽন্যচ্ছরণমহং ন পশ্যামি। অয়ং ভাবার্থঃ—লোকে আতপত্রং ছত্রং, তস্মাৎ যথা মহারৌদ্রসন্তাপজলবৃষ্ট্যাদিষু পথিকাদিকস্য রক্ষা ভবতি, তথা সংসৃতিরজ্জুবন্ধনবদ্ধস্য লোকমাত্রস্য ত্বচ্চরণযুগলাৎ ভববন্ধোদ্ধারকভূতাচ্ছত্রাৎ, অতএবামৃতাভিবর্ষাৎ,—অমৃতং সাযুজ্যাদিমুক্তিচতুষ্টয়ং তথা ভববন্ধমোক্ষস্বরূপ-শ্রীভগবৎপদারবিন্দসেবা তত্তদ্ধামপ্রাপ্তিশ্চ,—এতস্য অভি সর্ব্বতোভাবেন বর্ষং অবিরতানন্দসন্দোহপ্রবাহবৃষ্টির্যস্মাৎ তৎ তস্মাৎ। এতেন শ্রীভগবচ্চরণযুগলাৎ কোটিকোটিমুক্তিবৃন্দমগণিতবৃষ্টিধারাবদ্ভবতীতি ভাবঃ। তস্মাদেতস্যাং জগত্যাং দেবতাসুরমনুষ্যাদিলোকমাত্রস্যানন্যশরণত্বেন শ্রীমদ্ভগবত-

---

সংসার-পথে ত্রিতাপের দ্বারা দহ্যমান্ ও গতাগতিবিশিষ্ট জনের আপনার অমৃতবর্ষী চরণযুগলছত্র ব্যতীত অন্য আশ্রয় দেখিতে পাইতেছি না ॥৫॥

হে ঈশ্বর! এই ঘোর অর্থাৎ অনিবার্য্যতাহেতু মহাভয়ঙ্কর সংসারপথে আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিক-আধিদৈবিক তাপত্রয়ের দ্বারা অপি অর্থাৎ নিশ্চিত সন্তপ্যমান অর্থাৎ গর্ভযাতনাদি মহাকষ্টভোগরূপ অপরিমিত ক্লেশে দগ্ধীভূত, অতএব পুনঃ পুনঃ জন্মমরণহেতু অগণিত গতাগতিবিশিষ্ট নিরাশ্রয় লোকমাত্রের আপনার চরণযুগলছত্র ব্যতীত অন্য আশ্রয় আমি দেখিতে পাইতেছি না। ভাবার্থ এই—সংসারে ছত্রদ্বারা যেমন অতিশয় রৌদ্র-তাপ-জলবৃষ্টি প্রভৃতি হইতে পথিকাদির রক্ষা হয়, সেইরূপ সংসাররজ্জুতে বদ্ধ লোকমাত্রের ভববন্ধন হইতে উদ্ধারক আপনার চরণ-

স্তব চরণযুগলভজনব্যতিরেকেণ ভববন্ধমোচনরূপনিষ্কৃতির্ন লভ্যত ইত্যর্থঃ। যতস্ত্বচ্চরণসেবী লোকো জীবনে পঞ্চত্বে বা সতি সর্ব্বদৈব সুখীসংসারবন্ধনরহিতত্বাৎ।

অনন্যশরণতাবিবেকঃ *

দেবতাদিপূজাদিব্যতিরেকেণ বর্ণাদিকস্যানন্যশরণত্বং দর্শয়তি, যথা শ্রীসনৎকুমারসংহিতায়াং—

অনন্যশরণো নিত্যং তথৈবানন্যসাধনঃ।
অনন্যসাধনার্থশ্চ স্যাদনন্যপ্রয়োজনঃ॥
নান্যঞ্চ পূজয়েদ্দেবং ন নমেত স্মরেন্নচ।
ন পশ্যেন্ন চ গায়েচ্চ ন চ নিন্দেৎ কদাচন॥

যুগলরূপ ছত্রদ্বারা (রক্ষা হয়); অমৃতাভিবর্ষী—অমৃত অর্থাৎ সাযুজ্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় এবং ভববন্ধন হইতে মুক্তিস্বরূপ শ্রীভগবৎপদারবিন্দসেবা ও তদীয়ধামপ্রাপ্তি,—এইরূপ অমৃতের সর্ব্বতোভাবে বর্ষণ অর্থাৎ অবিরত আনন্দ-সন্দোহের ধারাবৃষ্টি যাহা হইতে হয়, তাদৃশ ছত্র। কোটি কোটি মুক্তিরাশি অগণিত বৃষ্টিধারার ন্যায় শ্রীভগবানের চরণ হইতে প্রবাহিত হয়—উক্ত বাক্য হইতে ইহা সূচিত। অতএব হে ভগবন্! এই জগতে দেবতা-অসুর-মনুষ্যাদি জীবমাত্রের একমাত্র শরণ বলিয়া আপনার চরণ-যুগলভজন ব্যতিরেকে ভববন্ধন হইতে মুক্তিরূপ নিষ্কৃতি লভ্য হয় না। যেহেতু আপনার চরণসেবী জন জীবনে বা মরণে সংসার-বন্ধন-রহিত বলিয়া সর্ব্বদাই সুখী।

---

* ৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নান্যোচ্ছিষ্টঞ্চ ভুঞ্জীত নান্যশেষঞ্চ ধারয়েৎ।
অবৈষ্ণবানাং সম্ভাষাবন্দনাদি বিবর্জ্জয়েৎ॥

শ্রীসদ্‌গুরুভগবন্নামমন্ত্রদীক্ষিতো বর্ণাদিরনন্যশরণো নিত্য-মতিনিশ্চয়মেব স্যাদ্‌ ভবেদিত্যর্থঃ,—শ্রীমদ্‌গোবিন্দং বিনা ন বিদ্যতে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বাহ্যে অন্যঃ কোঽপি শরণং সেব্যত্বেনেষ্টং যস্য সোঽয়ম্‌। এবং সর্ব্বত্র (স্যাদিত্যস্যান্বয়ঃ)। যথাঽনন্যশরণ-স্তথৈবাবশ্যমনন্যসাধনঃ—ন বিদ্যন্তে শ্রীভগবদ্ধর্ম্মনিষ্ঠাবৃত্তিত্বেনা-বিরতশ্রীগোবিন্দপাদসেবনপূজনবন্দনসখ্যাত্মনিবেদনেন তন্নাম-শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণমননাদিকং বিনাঽন্যানি নিত্যনৈমিত্তিককাম্য-দৈবপৈত্রমাঙ্গল্যাদিকর্ম্মাণি সাধনানি যস্য স তাদৃশঃ স্যাৎ,—শ্রীভগবদ্ভজন-ধর্ম্মনৈষ্ঠিকত্বেন নৈষ্কর্ম্ম্যবত্ত্বাৎ। অতএবানন্য-সাধনার্থশ্চ (স্যাৎ),—অনন্যসাধনানাং মহামহিমভাগবতোত্তমানাং

অন্য দেবতাদির অর্চ্চনাদি বর্জ্জনদ্বারা বর্ণাশ্রমিগণের **অনন্যশরণতা** প্রদর্শিত হইতেছে, যথা শ্রীসনৎকুমারসংহিতায়—'**সর্ব্বদা** অনন্যশরণ, অনন্যসাধন, অনন্যসাধনার্থ ও অনন্যপ্রয়োজন হইবে। কখনও অন্য দেবতার পূজা, প্রণাম, স্মরণ, দর্শন, স্তুতি, নিন্দা, উচ্ছিষ্টভোজন ও অবশেষ-নির্ম্মাল্য ধারণ করিবে না এবং অবৈষ্ণবগণের সহিত সম্ভাষণ-বন্দনাদি বর্জ্জন করিবে।

শ্রীসদ্‌গুরুর নিকট শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত বর্ণাশ্রমি-প্রভৃতি ব্যক্তি অতিনিশ্চয় **অনন্যশরণ হইবে**—অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে শ্রীগোবিন্দ ব্যতীত অপর কেহ শরণ বা সেব্যরূপে অভীষ্ট যাহার নাই, তাদৃশ হইবে। স্যাৎ-পদের সর্ব্বত্র এইরূপে অন্বয় হইবে।

সম্প্রদায়িনামেব,— ন তু শ্রীসদ্গুরুদীক্ষারহিতদৃষ্টশ্রুতছদ্ম-বেশিনাং,—সেবায়া ইত্যর্থঃ, অর্থো ধনাদি যস্যাস্তীতি শেষঃ অর্থাৎ **সোঽনন্যশরণসেবীতি জ্ঞেয়ম্**। অস্য ব্যাখ্যা,— অনন্যশরণকৃষ্ণৈকতানাদিব্যতিরেকেণ অন্যশৈবশাক্তসৌরগাণ-পত্যাদি-**শ্রীগোবিন্দবহির্ম্মুখানাং** কেবলাতিথ্যভ্যাগত-জীবমাত্র-বৃন্দানামন্নজলাদিদ্রব্যং সহজদেয়ং বিনা **সেব্যসেবকবৎ সেবা ন কার্য্যা—শ্রীনামাপরাধভয়াদিতি**। তথাঽনন্যপ্রয়োজনঃ স্যাদ্ভবেৎ,—ন বিদ্যতে বর্ণাশ্রমাদিযুক্তবিষয়িবৎ শ্রীভগবচ্চরণ-যুগলসেবাদিব্যতিরেকেণান্যৎ কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং যস্য **স** শ্রীহরিদাসত্বাৎ।

যেমন অনন্যশরণ, সেইরূপ অনন্যসাধন হইবে—শ্রীভগবদ্ধর্ম্মে নিষ্ঠাময়ী বৃত্তিবশতঃ অবিরত শ্রীগোবিন্দের পাদসেবন-পূজন-বন্দন-সখ্য-আত্মনিবেদন-দ্বারা শ্রীগোবিন্দের নামের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-মননাদি ভিন্ন অন্য নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-দৈব-পৈত্র-মাঙ্গল্যাদি কর্ম্ম যাহার সাধন নহে,—তাদৃশ হইবে; কারণ, ভগবদ্ভক্তিধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি নৈষ্কর্ম্ম্যবান্। অতএব অনন্যসাধনার্থও হইবে অর্থাৎ অনন্যসাধন মহামহিম সম্প্রদায়ী উত্তম-ভাগবতগণের সেবার নিমিত্ত—(কিন্তু শ্রীসদ্গুরুর নিকট দীক্ষারহিত অথচ দেখিয়া বা শুনিয়া অনুকরণকারী ছদ্মবেশিগণের জন্য নহে)— অর্থ বা ধনাদি যাহার, তাদৃশ; অর্থাৎ **অনন্যশরণসেবী**। ইহার ব্যাখ্যা এই—অনন্যশরণ কৃষ্ণৈকতানাদি ব্যতীত অপর শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্য প্রভৃতি শ্রীগোবিন্দ-**বহির্ম্মুখ** কেবল অতিথি-অভ্যাগত **জীবগণের** অনায়াসে দেয় অন্নজলাদি দ্রব্যদান ভিন্ন **সেব্য-সেবকভাবে সেবা**

এবংভূতোঽনন্যশরণঃ কাষ্ণাদিরন্যদেবং ন পূজয়েৎ। চকারাৎ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যপিতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদিকমপি ন কুর্য্যাৎ। কদাচনেত্যস্য সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। তথান্যদেবং ন নমেৎ ন নমস্কুর্য্যাৎ। অন্যদেবং ন স্মরেৎ তত্তন্নামধেয়েন স্মরণমপি ন কুর্য্যাৎ। চকারাৎ প্রদক্ষিণং চ ন কুর্য্যাৎ। ন পশ্যেৎ বিবুধানাং ঘটাদিমূর্ত্তীনাং দর্শনং ন,কুর্য্যাৎ, চকারাৎ তত্তদ্দেবতা-মূর্ত্তিস্পর্শনমপি ন কুর্য্যাৎ। তথা ন গায়েৎ তত্তদ্দেবতানাং গানং ন কুর্য্যাৎ, চকারাৎ তত্তদ্দেবতানাং কথোপকথনঞ্চ ন কুর্য্যাৎ। তথা ন চ নিন্দেৎ তত্তদ্দেবতানাং নিন্দাং চকারাৎ তত্বন্দনমপি ন কুর্য্যাৎ। অন্যোচ্ছিষ্টঞ্চ ন ভুঞ্জীত—অন্যদেবতানাং নির্ম্মাল্যং চকারাৎ তন্নির্ম্মাল্যপুষ্পজলাদীনাং গ্রহণভোজনাদীনি ন কুর্য্যাৎ।

কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহাতে নামাপরাধের ভয় আছে। তদ্রূপ অনন্যপ্রয়োজন হইবে—শ্রীহরিদাস বলিয়া শ্রীভগবানের চরণযুগলের সেবা ব্যতিরেকে বর্ণাশ্রমাদিযুক্ত বিষয়ীর ন্যায় অন্য কোন প্রয়োজন যাহার নাই, তাদৃশ হইবে।

এইরূপ অনন্যশরণ কৃষ্ণভক্তাদি অন্যদেবতার পূজা করিবে না এবং নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-পিতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদিও করিবে না। 'কদাচ' এই পদের সর্ব্বত্র অন্বয়। তদ্রূপ অন্য দেবতাকে নমস্কার করিবে না, অন্য দেবতার নাম-গ্রহণ-পূর্ব্বক স্মরণও করিবে না। চকার হইতে—অন্য দেবতাকে প্রদক্ষিণও করিবে না। অন্য দেবতাদির ঘটাদি মূর্ত্তি দর্শন ও স্পর্শন করিবে না। অন্য দেবতার গান, তাঁহাদের বিষয়ে কথোপকথনও করিবে না। অন্য দেবতার নিন্দা এবং বন্দনাও করিবে না। কখনও

তথান্যশেষং চ ন ধারয়েৎ, অন্যদেবতানির্ম্মাল্যপুষ্পমাল্যবস্ত্র-গন্ধচন্দনাদিধারণং ন কুর্য্যাৎ। চকারাৎ শ্রীকার্ষ্ণাদীনাং প্রসাদ-পুষ্পমাল্যচন্দনাদিব্যতিরেকেণাপরশৈবশাক্তসৌরগাণপত্যাদীনাং বর্ণাদীনাং শ্রীভগবদ্বহির্ম্মুখানাং দত্তাপাদীনাং বা তেষাং প্রসাদীয়-পুষ্পমাল্যগন্ধচন্দনবস্ত্রাদীনাং ধারণং ন কুর্য্যাৎ। পূর্ব্বাবস্থায়াং শৈবশাক্তসৌরগাণপত্যাদি-বহির্ম্মুখব্যবহারব্যবসায়ত্বেন যান্যু-পার্জ্জিতানি দ্রব্যাণি, পশ্চাৎ শ্রীসদ্গুরুশ্রীগোবিন্দনামমন্ত্র-দীক্ষিতো ভবন্ পুনর্জ্জন্মসংস্কারশুদ্ধাশয়ত্বেন তেষাং শ্রীগোবিন্দ-কার্ষ্ণাদিসেবানিমিত্তং বিনা গার্হস্থ্য-সংগৃহীতত্বেন ধারণং নো কুর্য্যাদিত্যর্থঃ, তদ্দ্রব্যং শ্রীকৃষ্ণকার্ষ্ণাদিসম্বন্ধে অপরত্বাৎ (অর্পিতত্বাৎ)। তথা চাবৈষ্ণবানাং শ্রীভগবদ্বহির্ম্মুখানাং বর্ণাশ্রমাদিশৈবশাক্তসৌরগাণপত্যাদীনাং সম্ভাষা সন্তোষা-

---

অন্য দেবতার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না—অন্য দেবতার নির্ম্মাল্য-পুষ্প-জলাদি গ্রহণ ও ভোজন করিবে না। সেইরূপ অন্যের অবশেষ অর্থাৎ অন্য দেবতার নির্ম্মাল্য-পুষ্পমাল্য-গন্ধ-বস্ত্রাদি ধারণ করিবে না। চ-কার হইতে—শ্রীকার্ষ্ণগণের প্রসাদ-পুষ্প-মাল্য-চন্দনাদি ব্যতিরেকে ভগবদ্বহির্ম্মুখ অপর শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমিগণের প্রদত্ত জলাদি বা প্রসাদীয় পুষ্প-মাল্য-গন্ধ-চন্দন-বস্ত্রাদি ধারণ করিবে না। অথবা – পূর্ব্বাবস্থায় শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্য প্রভৃতি বহির্ম্মুখগণের ন্যায় ব্যবহার-চেষ্টায় উপার্জ্জিত যে-সকল দ্রব্য, তৎসমস্ত পরে শ্রীসদ্গুরুর নিকট শ্রীগোবিন্দের নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পুনর্জ্জন্ম ও সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ-চিত্ততা-হেতু শ্রীগোবিন্দ ও কার্ষ্ণাদির সেবোদ্দেশ্য ভিন্ন গার্হস্থ্যধর্ম্মের

ভাষ্যত্বেন সম্মেলনং তেষাং বন্দনং নমস্কারং স্তুতিঞ্চ,—আদিপদেন তৎস্পর্শ সহোপবেশনভোজনাদিকং, ভোজন-পানার্থং তদন্নজলাদিকঞ্চ সর্ব্বমেতদ্বিবর্জ্জয়েৎ, অতিবিশেষযত্নতঃ পরিত্যজেদিত্যন্বয়ঃ ।

অন্যদেবার্চ্চনে অবৈষ্ণবানামপ্যপরাধঃ

নন্বনন্যশরণ-কাষ্ণ´বৈষ্ণবাদীনামিত্যুপলক্ষণং, **শ্রীবিষ্ণুনাম-মন্ত্রাঽদীক্ষিত-ব্রাহ্মণানামপ্যন্যদেবার্চ্চনে মহান্ দোষঃ।** তথাহ শ্রীনারদীয়পুরাণে, যথা—

ব্রাহ্মণোঽপি মুনির্জ্ঞানী দেবমন্যং ন পূজয়েৎ ।
মোহেন কুরুতে যস্তু সদ্যশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥
সদান্যদেবতাভক্তির্ব্রাহ্মণানাং গরীয়সী ।
বিদূরয়তি বিপ্রত্বং চাণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি ॥

জন্য সংগৃহীতরূপে ধারণ করিবে না। কারণ, সেই সকল দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সম্বন্ধ হইতে বিচারে—'অন্য'। তদ্রূপ অবৈষ্ণব অর্থাৎ শ্রীভগবদ্বহির্ম্মুখ বর্ণাশ্রমাদি শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্য প্রভৃতির সম্ভাষণ অর্থাৎ কর্ত্তব্যরূপে সম্বোধন-পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া সম্মেলন, বন্দন, নমস্কার, স্তুতি,—আদি-পদে তাহাদের স্পর্শ, সহোপবেশন, ভোজনাদি, ভোজন-পানার্থ অন্নজলাদি—এই সমস্ত বিশেষ যত্নে পরিত্যাগ করিবে।

(অন্যদেবার্চ্চনে অবৈষ্ণবেরও অপরাধ)—'অনন্যশরণ কাষ্ণ´, বৈষ্ণব প্রভৃতি' —ইহা উপলক্ষণমাত্র। **শ্রীবিষ্ণুনাম-মন্ত্রে অদীক্ষিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণাশ্রমীরও অন্যদেবতার অর্চ্চনে মহাপরাধ হয়।** এ বিষয়ে শ্রীনারদপুরাণে কথিত আছে, যথা—'মুনি ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণও অন্যদেবতার

ব্রাহ্মণো গায়ত্রীজ্ঞঃ,—ব্রহ্ম গায়ত্রী শ্রীমন্নারদোপদিষ্টা—মহাভাগো তত্ত্বজ্ঞত্বেন, অপি নিশ্চিতং, শ্রীবিষ্ণুজ্ঞাতা ভবতি। তস্মাদ্ধি বৈষ্ণবো বিষ্ণুঃ কলের্মধ্যে বিশেষত ইতি প্রমাণশ্রবণেন শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবয়োরভিন্নত্বাৎ—**ব্রাহ্মণ এব আদিবৈষ্ণবঃ।** তত্রাপি মুনিঃ মননশীলঃ সদসদ্বিবেকবান্, জ্ঞানী আহারভয়-মৈথুননিদ্রাদ্যসজ্‌জ্ঞানব্যতিরেকেণ সদ্বিশিষ্টজ্ঞানঃ এবং বিশিষ্টো ব্রাহ্মণোঽন্যং দেবং দেবতামাত্রং ন পূজয়েৎ। স চ যদি মোহেন কর্ম্মবশভ্রষ্টজ্ঞানেন কুরুতে তদা পুনশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ। অয়মর্থঃ,—পঞ্চত্বে সতি তস্য পুনরাবর্ত্তনং যদ্ভবেৎ তৎ কিং বক্তব্যং—**ইদানীং সাক্ষাদ্ব্রাহ্মণাচারভ্রষ্টত্বাৎ চাণ্ডালবদ্ভবতি।** অতঃ কারণাদন্যদেবতাভক্তিঃ কেবলশ্রীপরমভাগবতগায়ত্র্যুপাসনা-

---

পূজা করিবেন না। যিনি মোহবশতঃ করেন, তিনি সদ্যঃ চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণগণের অন্যদেবতায় বিশেষ ভক্তি সর্ব্বদা বিপ্রত্ব দূর করিয়া চাণ্ডালত্ব প্রদান করে।'

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ গায়ত্রীজ্ঞ; ব্রহ্ম-অর্থে গায়ত্রী—যাহা শ্রীনারদকর্ত্তৃক উপদিষ্ট; মহাভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া নিশ্চয়ই বিষ্ণুতত্ত্বজ্ঞাতা। 'সেই হেতু অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বিশেষতঃ কলিকালে বৈষ্ণব বিষ্ণু', —এই প্রমাণানুসারে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের অভেদ-নিবন্ধন **ব্রাহ্মণই আদি-বৈষ্ণব।** তাহাতে আবার মুনি অর্থাৎ মননশীল সদসৎ বিচার-পরায়ণ ও জ্ঞানী অর্থাৎ আহার-ভয়-মৈথুন-নিদ্রাদি অসৎ জ্ঞান ব্যতিরেকে বিশিষ্ট সজ্‌জ্ঞানী। এইরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্রাহ্মণ অন্য দেবতামাত্রকে **পূজা** করিবেন না। তিনি যদি মোহবশতঃ অর্থাৎ কর্ম্মবশে ভ্রষ্টজ্ঞানহেতু

ব্যতিরেকেণ অন্যদেবতাসেবা তদ্বৃত্তির্বা ব্রাহ্মণানাং গরীয়সী গরিষ্ঠা অভিনন্দিতা (অপি) এষাং বিপ্রত্বং ব্রহ্মত্বং বিদূরয়তি বিনাশয়তি, চাণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি প্রকর্ষেণ দদাতীত্যর্থঃ।

ননু ব্রাহ্মণস্যেত্যুপলক্ষণং,—**বর্ণাশ্রমাদীনাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণুং বিহায়ান্যদেবতার্চ্চনে মহান্ দোষ**। তত্রাহ স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে, যথা—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষম্ ॥

যঃ কশ্চিন্মনুষ্যমাত্রো বর্ণাশ্রমাদির্বাসুদেবমিত্যনেন শ্রীজগদীশ্বরত্বেন পরংপদাখ্যধামস্থায়িনং বিহায়ান্যদেবং দেবতামাত্রমুপাসত (ইত্যার্ষমুপাস্ত ইত্যর্থঃ) সেবনীয়ত্বেনোপাসনাং কুরুতে

তাহা করেন, তাহা হইলে পুনঃ চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য্য এই—মৃত্যুর পরে তাঁহার যে পুনরাবর্ত্তন হয়, সেই বিষয়ে আর কি বলিব? **বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণাচার হইতে ভ্রষ্ট বলিয়া সাক্ষাৎ চাণ্ডালসদৃশ হন**। এই কারণে অন্যদেবতা-ভক্তি অর্থাৎ পরমভাগবতী গায়ত্রীর উপাসনা ব্যতীত অন্যদেবতার সেবা বা তাঁহার দ্বারা বৃত্তি (অন্যথা) গরীয়সী অর্থাৎ অতি প্রশংসনীয়া হইলেও তাহা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বিদূরিত করে এবং চাণ্ডালত্ব প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করিয়া থাকে।

ইহা ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে উপলক্ষণ-মাত্র। **বর্ণাশ্রমী সকলেরই বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অন্যদেবতার অর্চ্চনে মহাপরাধ হয়**। এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে আছে, যথা—'বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া যে অন্যদেবতার উপাসনা করে, সেই মূঢ়াত্মা অমৃত ত্যাগপূর্ব্বক

সোঽমৃতং ত্যক্ত্বা হালাহলং কালকূটং বিষং ভুঙ্‌ক্তে। যতো মূঢ়াত্মা অতিশয়াজ্ঞতমত্বেনাব্যবসিতচিত্তঃ। অয়ং ভাবঃ—শ্রীবাসুদেববহির্ম্মুখত্বেন যো মূঢ়াত্মা সোঽমৃতং সংসৃতিবন্ধন-বিনাশকারকত্বেন মোক্ষস্বরূপং শ্রীমদ্বাসুদেবভজনং ত্যক্ত্বা হালাহলমবশ্যাতিনিশ্চয়বিনাশিত্বেন বিষতুল্যং মহাঘোরতমং সংসারবদ্ধতা--চতুরশীতিলক্ষযোনিভ্রমণ--বিবিধযাতনা-কর্ম্মভোগং করোতি,—'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভমি'ত্যাদি-বচনপ্রমাণাৎ।

তথা শ্রীমহাভারতে হরিবংশে, যথা—

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি॥

হলাহল বিষ পান করে।' যে-কোন বর্ণাশ্রমী মনুষ্যমাত্র যদি পরমপদ-ধামে শ্রীজগদীশ্বরস্বরূপে বিরাজমান শ্রীবাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতামাত্রকে উপাসনা করে, সে অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল বা কালকূট বিষ ভক্ষণ করে। কারণ, সে মূঢ়াত্মা অর্থাৎ অতিশয় অজ্ঞতম অস্থিরচিত্ত। ভাবার্থ এই—শ্রীবাসুদেব-বিমুখতাহেতু যে ব্যক্তি মূঢ়াত্মা, সে অমৃত অর্থাৎ সংসার-বন্ধনের বিনাশ-কারিত্ব-নিবন্ধন মোক্ষস্বরূপ শ্রীবাসুদেবভজন পরিত্যাগ করিয়া হলাহল অর্থাৎ সুনিশ্চিত বিনাশকারী বলিয়া বিষতুল্য মহাঘোরতম সংসারবন্ধন-চৌরাশীলক্ষযোনি-ভ্রমণ-বিবিধ-যাতনা-কর্ম্ম ভোগ করে। 'স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে'—ইত্যাদি শাস্ত্র এই স্থলে প্রমাণ।

শ্রীমহাভারতে হরিবংশেও, যথা—'যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণুকে

মোহাৎ শ্রীবিষ্ণুমায়াভ্রান্তত্বাৎ, যস্ত ইত্যনেন যঃ কোঽপি নরমাত্রঃ, বিষ্ণুং সর্ব্বব্যাপিনং শ্রীজগদীশ্বরং, পরিত্যজ্য অনন্য-শরণাচরণেষ্টসেব্যত্বেন ত্যক্ত্বা, অন্যং দেবোপদেবাদিকং উপাসত (উপাস্তে) ইষ্টত্বেনাথবা কাম্যকর্ম্মাদিফলদাতৃত্বেন সেবতে, স হেমরাশিং-কনকসমূহমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং ধূলীনাং প্রাচুর্য্যং জিঘৃক্ষতি গ্রহীতুমিচ্ছতি। যদ্বা যস্ত্বিতি—অনেকজন্ম গোবিন্দ-ভজনপ্রতাপাৎ য ইহ মনুষ্যজন্ম পুনঃ প্রাপ্য শ্রীসদ্গুরূপদিষ্ট শ্রীভগবন্নামমন্ত্রোঽনন্যো ভবন্ অন্যবিবিধবিবুধবৃন্দং পরিত্যজ্য কায়-বাঙ্মনোভির্দূরীকৃত্য কেবলৈকং শ্রীমদ্বিষ্ণুমুপাসতে স্বামিব্রতত্বেন ভজতে স পাংশুরাশিং অপরিমিতধূলিবৎ * বিবিধযোনিভ্রমণ-গতাগতি-জন্মমরণসংসারবন্ধনপদ্ধতিমুৎসৃজ্য সর্ব্বতোভাবেন-ত্যক্ত্বা হেমরাশিং কনকনিধিপ্রাপ্তিবৎ **শ্রীগোবিন্দনিজদাস-**

পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে হেমরাশি ত্যাগপূর্ব্বক ধূলিরাশি গ্রহণের ইচ্ছা করে।' মোহবশতঃ অর্থাৎ বিষ্ণুমায়াতে ভ্রান্ত বলিয়া যে-কোন মনুষ্য সর্ব্বব্যাপী জগদীশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ অনন্যশরণগণের আচরণানুযায়ী ইষ্ট সেব্যরূপে গ্রহণ না করিয়া অন্য দেবতা-উপদেবতাদিগকে অভীষ্টরূপে অথবা কাম্যকর্ম্মাদির ফলদাতৃ-রূপে সেবা করে, সে কনকরাশি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রচুর ধূলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। অথবা ব্যাখ্যান্তরে—অনেক জন্মের গোবিন্দভজন-প্রভাবে যে-ব্যক্তি এই সংসারে পুনঃ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া সদ্গুরুর নিকট শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক অনন্য হইয়া অপর নানাবিধ দেবতাবৃন্দকে

---

* ধূলীনামপরিমিতবৎ

পদবীং জিঘৃক্ষতি প্রাপ্নোতি—ধাতুনামনেকার্থত্বাদিতি প্রামাণ্যাৎ (১)। অতএব শ্রীগোবিন্দৈকতানভক্তানাং সদসদ্বিচারকত্বেন সর্ব্বকর্ম্মসু **শ্রীভগবদ্ধর্ম্মোক্তসদ্গ্রহণম**পরসকলপরিত্যাগঃ।

সচ্ছব্দবিবেকঃ

এতস্মিন্ প্রস্তাবে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনং প্রতি সৎ**শব্দস্যার্থং** শ্লোকদ্বয়েনাহ, যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (১৭।২৬-২৭)—

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ **সদি**ত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা **সচ্ছ**ব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥

(ক) **সদ্ভাবে** সতা সত্ত্বগুণেন ভাবো জন্ম যস্য স তস্মিন্

কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ-করিয়া পতিনিষ্ঠরূপে একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করে, সে পাংশুরাশি অর্থাৎ অপরিমিত ধূলিরাশির ন্যায় বিবিধ-যোনিভ্রমণ-গতাগতি-জন্মমরণ-সংসারবন্ধন-প্রবাহ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া হেমরাশি অর্থাৎ স্বুবর্ণ-নিধিপ্রাপ্তির ন্যায় **শ্রীগোবিন্দের নিজদাস-পদবী** প্রাপ্ত হয়। ধাতুর অনেক অর্থ—এই বচন-প্রমাণে জিঘৃক্ষতি-পদের প্রাপ্তি-অর্থ হইল।)

---

(১) তথা শ্রীভাগবতে (১১।৫।২-৩)

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

নারদপঞ্চরাত্রে (২।৭।৩৭)—চতুর্ণামপি বর্ণানাং গুরুকৃষ্ণার্চ্চনং পরম্।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

শ্রীগোবিন্দভক্তবিবুধে গায়ত্রীপূতভূসুরে চ; তথা সতা শুদ্ধসত্ত্বেন ভাবঃ আবির্ভাবঃ স্বরূপপ্রভবো যস্য যস্মাদ্বা স তস্মিন্ শ্রীমদ্**বিরাড্রূপনারায়ণে চ দ্বিবিধাবতারে**; এবং সরসত্ত্বেন সতি ভাবঃ—পরংপদাখ্যং বৈকুণ্ঠধাম সৎ, তস্মিন্ সততস্থায়িত্বেনাবির্ভাবো যস্য স তস্মিন্ **শ্রীমন্নারায়ণাখ্যবাসুদেবে**; অপরঞ্চ সতা অতিবিশুদ্ধসত্ত্বত্বেন ভাবঃ স্বাণিমাদিবিবিধসুখবিভব-নাম-গুণকর্ম্মলীলাদি-স্বেচ্ছাময়প্রাকট্যং যস্য স তস্মিন্ **শ্রীমৎকৃষ্ণে**

[শ্রীভাগবতে (১১।৫।২-৩) বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে সত্ত্বাদি-গুণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের সহিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ নিজ-পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্ব-স্ব স্থান অর্থাৎ বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।]

অতএব একনিষ্ঠ গোবিন্দভক্তগণের সদসদ্বিচার-পরায়ণতা-নিবন্ধন সকল কর্ম্মে শ্রীভগবদ্ধর্ম্মে উপদিষ্ট **'সদ্'-গ্রহণ** ও অপর সমস্তেরই বর্জ্জন বিধেয়।

(সৎশব্দ বিচার)—এই প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে **দুইটী** শ্লোকে **'সৎ'-শব্দের অর্থ** উপদেশ করিয়াছেন, যথা শ্রীভগবদ্গীতায় (১৭।২৬-২৭)—'হে পার্থ! সদ্‌ভাবে ও সাধুভাবে 'সৎ'—এই শব্দ প্রযুক্ত হয়। তদ্রূপ প্রশস্ত কর্ম্মেও 'স'চ্ছব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।'

(ক) **সদ্ভাবে**—সৎ অর্থাৎ সত্ত্বগুণের দ্বারা ভাব বা **জন্ম** যাঁহার, তাদৃশ শ্রীগোবিন্দভক্ত দেবতা ও গায়ত্রীপূত **ব্রাহ্মণে** এবং সৎ বা বিশুদ্ধ ভাব অর্থাৎ আবির্ভাব বা স্বরূপ-প্রকাশ যাঁহার বা যাঁহা হইতে, সেই **শ্রীবিরাট্ ও দ্বিবিধ নারায়ণাবতারে**; এই প্রকারে সরসত্ত্ব-নিবন্ধন সৎ-এ ভাব যাঁহার—পরমপদাখ্য বৈকুণ্ঠধাম সৎ, তাহাতে নিত্যবিরাজমানরূপে আবির্ভাব যাঁহার, সেই **শ্রীনারায়ণ-সংজ্ঞক বাসুদেবে**;

তদ্ধাম্নি **শ্রীমদ্বৃন্দাবনে** চ; তথা সতাং কার্ষ্ণাদীনাং—পিত্রুপাত্ত-ভৌতিকদেহজন্ম শৌক্রং পূর্ব্বার্জ্জিতসংস্কারতঃ—অস্মাদন্যো ভাবঃ শ্রীভগবন্নামমন্ত্রোপদেশ-তত্তদ্ধর্ম্মশাস্ত্রাদিশিক্ষাদিতোঽত্যন্তাশ্চর্য্যং পুনর্জন্ম যস্মাৎ স তস্মিন্ **শ্রীগুরৌ**। তথা (খ) **সাধুভাবে** চ সাধূনাং শ্রীমৎকৃষ্ণৈকতানাদীনামনন্যভক্তানাং ভাবঃ পরমোৎকৃষ্টঃ—স্বভাবোঽতিশয়মনোনৈর্ম্মল্যং যস্মাৎ স তস্মিন্ **শ্রীভগবন্নামমন্ত্রগুণ কর্ম্মলীলাদৌ**, তথা **শ্রীভগবদ্ধর্ম্মোক্ত**শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোপপুরাণাগমসিদ্ধান্তপঞ্চরাত্র**শাস্ত্রাদৌ চ**, তথা **সাধুসঙ্গাদৌ চ**, তথা শ্রবণাদিসকল **ভক্তিবিষয়ে তদঙ্গে চ**। সদিত্যেতৎ, রজস্তমোগুণব্যতিরেকেণ কেবলশুদ্ধ-সত্ত্ব-পরসত্ত্ব-বিশুদ্ধসত্ত্বতো নিত্যত্বাৎ সত্যত্বাচ্চ দেবব্রাহ্মণাদিষে-

---

আরও, সৎ বা অতিবিশুদ্ধসত্ত্বময়তাহেতু ভাব অর্থাৎ নিজ-অণিমাদি বিবিধ সুখবৈভব, নাম, গুণ, কর্ম্ম, লীলা প্রভৃতির সহিত স্বেচ্ছাময় প্রাকট্য যাঁহার, সেই **শ্রীকৃষ্ণে** ও তদীয়ধাম **শ্রীবৃন্দাবনে**; আরও, সৎ বা কার্ষ্ণাদির—পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার-বশতঃ পিতা-মাতার নিকট প্রাপ্ত ভৌতিকদেহলাভরূপ শৌক্রজন্ম হইতে ভিন্ন ভাব অর্থাৎ শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রোপদেশ ও সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রাদিশিক্ষাপ্রভাবে অতি আশ্চর্য্য পুনর্জ্জন্ম যাঁহা হইতে, সেই **শ্রীগুরুদেবে**; (খ) **সাধুভাব**—সাধুগণের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠ অনন্যভক্তগণের ভাব অর্থাৎ পরমোৎকৃষ্ট স্বভাব —মনের অতিশয় নির্ম্মলতা—যাঁহা হইতে, সেই **শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্র-গুণ-কর্ম্ম-লীলাদি**, তদ্রূপ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মোক্ত শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণোপপুরাণ-আগম-সিদ্ধান্ত-পঞ্চরাত্র **শাস্ত্রাদি, সাধুসঙ্গাদি**, শ্রবণাদি সকল **ভক্তি-**

তেষু শ্রীভগবদাশ্রয়পরেষু বস্তুষ্বপি প্রকর্ষেণ যুজ্যতে বর্ত্ততে—তেষু তাৎপর্য্যাৎ। তথা (গ) **প্রশস্তে কর্ম্মণি** শ্রীগোবিন্দ-বহির্ম্মুখ-কর্ত্তৃব্যতিরেকেণ পরমমঙ্গলাতিমঙ্গলে **সাত্ত্বিক-কর্ম্মণি**, যথাবিধানোক্তযাবচ্ছ্রী**ভগবৎসকলসেবাদৌ**, তথা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকার্ষ্ণব্রাহ্মণাদীনাং বিধিবৎ **সর্ব্বসেবনে**, তথা শ্রীমদ্-গোবিন্দস্য সকল **যাত্রামহোৎসব-নামকীর্ত্তনসংকীর্ত্তনাদৌ চ**। হে পার্থ! অর্জ্জুন! এতেষু অপর **শ্রীভগবৎকৃষ্ণ-কার্ষ্ণাদি-সকলকর্ম্মসু সচ্ছব্দঃ** যুজ্যতে সঙ্গত ইত্যর্থঃ।

কিঞ্চ (১৭।২৭)—

> যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ **সদিতি** চোচ্যতে।
> কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং **সদিত্যে**বাভিধীয়তে॥

যজ্ঞে (ঘ) **শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞে** ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলবন্দনাদি-শয়ন-

---

বিষয় ও ভক্ত্যঙ্গে; রজস্তমোগুণরহিত কেবল শুদ্ধসত্ত্ব-পরসত্ত্ব-বিশুদ্ধসত্ত্বময় বস্তুর নিত্যত্ব ও সত্যত্বহেতু উক্ত সকল বিষয়ে, শ্রীভগবদা-শ্রয়পর দেবতা-ব্রাহ্মণাদি ও বস্তুসকলে 'সৎ' এই পদ প্রকৃষ্টরূপে প্রযুক্ত হয়—কারণ, ঐ সকল বিষয়েই সৎ-শব্দের তাৎপর্য্য। তদ্রূপ (গ) **প্রশস্ত** কর্ম্মে অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ-বহির্ম্মুখ-কর্ত্তৃ-বিরহিত পরম মঙ্গলাতিমঙ্গল **সাত্ত্বিক-কর্ম্মে**, যথাবিধানোক্ত যাবতীয় **ভগবৎসেবাদি কার্য্যে**, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কার্ষ্ণ-ব্রাহ্মণাদির বিধিমত **সর্ব্ববিধ সেবায়**, শ্রীগোবিন্দের **যাত্রা-মহোৎসব-নামকীর্ত্তন-সংকীর্ত্তনাদি সকল ব্যাপারে** এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণগণের সকল **কর্ম্মে**, হে পার্থ! সচ্ছব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হয়।

পুষ্পাঞ্জলিকৃত্যপর্য্যন্তে শ্রবণাদিভক্তিপূর্ব্বকে শ্রীভগবৎসকলসেবনকর্ম্মণি ; তথা (ঙ) **তপসি** নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাদিত্যাগেন কেবল শ্রীভগবদ্ভজননিষ্ঠানন্যাচারাচরণকর্ম্মণি ; (চ) **দানে** চ ভক্তিশ্রদ্ধয়া কায়বাঙ্মনোভির্যথাশক্তি শ্রীমন্মহাভাগবতকার্ষ্ণাদিসকলসেবাকর্ম্মণি ; চকারাৎ ব্রাহ্মণাদিসর্ব্বজীবানুকম্পয়া যথাশক্ত্যন্নজলাদিভিঃ সন্তোষকারকত্বেন জীবসন্তর্পণকর্ম্মণি। অথবা যজ্ঞো বিষ্ণুস্তস্মিন্ সেব্যসেবকত্বেন যথাবিধ্যুক্ততদনন্যভজনকর্ম্মণি। এতদাশ্রয়া স্থিতিশ্চ (১) তত্তদাচরণকর্তৃত্বেন নিষ্ঠাবস্থিতিঃ—এতদবশ্যমেবকর্ত্তব্যং নান্যদিতি। স্থাদিতি শব্দ এষু

আরও—'যজ্ঞ, তপঃ ও দানে স্থিতি অর্থাৎ অবিচলিত অবস্থানও সৎ-শব্দে অভিহিত হয়। তৎ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্ম্মও সৎ-শব্দে কথিত হয়' (গীঃ ১৭।২৭)।

যজ্ঞ-অর্থে (ঘ) **শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞ**—শ্রবণাদি-ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলবন্দনাদি হইতে রাত্রিতে শয়নপুষ্পাঞ্জলি পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের সকল সেবাকার্য্য ; (ঙ) **তপঃ** অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যাদি কর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক কেবল শ্রীভগবদ্ভজননিষ্ঠার অনন্য আচারের অনুষ্ঠান-কার্য্য ; (চ) **দান**-অর্থে ভক্তি-শ্রদ্ধায় কায়মনোবাক্যে যথাশক্তি মহাভাগবত কার্ষ্ণগণের সর্ব্বপ্রকার সেবাকার্য্য ; চ-কার হইতে—ব্রাহ্মণাদি সকল জীবের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ অন্নজলাদি দ্বারা যথাশক্তি সন্তোষবিধায়ক জীবসন্তর্পণকার্য্য। অথবা যজ্ঞ-অর্থে—বিষ্ণু, সেব্যসেবকরূপে যথাবিধানোক্ত তাঁহার ভজন-কর্ম্ম। এই সকলের আশ্রয়ে স্থিতি অর্থাৎ ইহা অবশ্যই কর্ত্তব্য,

(১) এষু স্থিতিরাশ্রয় ইত্যর্থঃ।

যজ্ঞাদিষু তৎস্থিতৌ চোচ্যতে কথ্যতে, নত্বপরযাগযজ্ঞাদিসর্ব্ব-কর্ম্মসু, যতস্তত্তদ্‌যাগাদিকং সকলং কর্ম্মাসৎ। তথা (ছ) **তদর্থীয়মেব**--তত্তৎযজ্ঞতপোদানাদিনির্ব্বাহার্থং কায়ক্লেশোঽঙ্গীকৃতঃ, কৃষীবলাগ্যবেতন ভিক্ষাসেবাদিভিঃ তদর্থং দ্রব্যোপার্জ্জনাদিকং, কূপবাপীখাততড়াগদীর্ঘিকারামপুষ্পোদ্যানবিবিধবৃক্ষ-রোপণ-মন্দিরাদিকঞ্চ যত্তদর্থং তৎ **তদর্থীয়ংকর্ম্ম** চ সকলং বিদ্বদ্ভিঃ সদিত্যেব নিশ্চিতমভিধীয়তে সর্ব্বতোভাবেন কথ্যতে ইতি নাত্র সন্দেহঃ।

অতএব শ্রীভগবন্নামমন্ত্রোপদিষ্টোঽনন্যকার্ষ্ণাদিগৃহস্থঃ সদ্ভাবগৃহীতত্বেন সর্ব্বকর্ম্মসু শ্রীভগবৎপূজামাত্রং কুর্য্যাৎ, ন দেবতাপিত্রন্তরাদীন্‌। যতঃ শ্রীমদ্‌গোবিন্দে পূজিতে সতি সর্ব্বে দেবাঃ পিতরশ্চ পূজিতা ভবন্তি।

অন্য কিছু নহে—এই বিচারে সেই সকলের আচরণকারিরূপে নিষ্ঠা-পূর্ব্বক অবস্থান। 'সৎ' এই শব্দ এই সকল যজ্ঞাদি ও তৎস্থিতিতে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু অপর যাগ-যজ্ঞাদি সকল কর্ম্ম 'অসৎ' বলিয়া সেই সকলে প্রযোজ্য হয় না। সেই প্রকারে (ছ) **তদর্থীয়** অর্থাৎ সেই সকল যজ্ঞতপোদানাদি নির্ব্বাহের জন্য অবলম্বিত কায়ক্লেশ, কৃষীবলাদির নিকট হইতে অবৈতনিক ভিক্ষাসেবাদি দ্বারা তদুদ্দেশ্যে দ্রব্য-সংগ্রহাদি, তদুদ্দেশ্যে কূপ-বাপী-খাত-তড়াগ-দীর্ঘিকা-আরাম-পুষ্পোদ্যান বিবিধ বৃক্ষরোপণ-মন্দিরাদি—এই সকল **তদর্থীয় কর্ম্ম** 'সৎ' বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিতরূপে কথিত হইয়াছে—ইহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব শ্রীভগবানের নাম-মন্ত্রে উপদিষ্ট অনন্য কৃষ্ণভক্ত

গোবিন্দপূজয়া সর্ব্বপূজনং

তত্রাহ শ্রীস্কন্দপুরাণে—

অর্চ্চিতে দেবদেবেশ অব্জশঙ্খগদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ পিতরোদেবা যতঃ সর্ব্বময়ো হরিঃ ॥

দেবানাং ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটীনাং অমরাবতীশ্বরস্তদধিকারী ইন্দ্রো-দেবস্তস্য দেবো বন্দনীয়ো ব্রহ্মা তস্যাপীশঃ প্রভুঃ শ্রীহরিঃ, তথা সর্ব্বপিতৄণামপি। অতস্তস্মিন্নব্জশঙ্খচক্রগদাধরে বাসুদেব অর্চ্চিতে পূজিতে সতি,—দেবাঃ পিতরশ্চেত্যনেন সর্ব্বেষু নিত্য-নৈমিত্তিককাম্যমাঙ্গল্যাদিকর্ম্মসু দেবাঃ পিতরশ্চ প্রত্যবায়-পরিহারার্থং পূজ্যাঃ,—সর্ব্বে ত অর্চ্চিতাঃ ভবন্তি। যতঃ সর্ব্বময়ঃ সকলদেবতাপিত্রাদীনাং মূলং সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ, অতএব শ্রীহরিরনন্য-নিজসেবকানামাধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়হর্ত্তেতি।

গৃহস্থ সদ্ভাবগৃহীত অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছেন বলিয়া সকল কর্ম্মেই শ্রীভগবৎপূজামাত্রই করিবেন—অন্য দেবতা-পিতৃবর্গের নহে। কারণ, শ্রীগোবিন্দ পূজিত হইলে সকল দেবতা ও পিতৃগণ পূজিত হন।

(শ্রীগোবিন্দ-পূজাতে সকলের পূজা)—স্কন্দপুরাণে কথিত আছে—'পদ্ম-শঙ্খ-গদাধর দেবদেবেশ শ্রীভগবান্ অর্চ্চিত হইলে দেবগণ ও পিতৃগণ অর্চ্চিত হন, যেহেতু হরি সর্ব্বময়।' তেত্রিশকোটি দেবতার অধীশ্বর দেবতা ইন্দ্র, তাঁহারও দেবতা বা বন্দনীয় ব্রহ্মা, তাঁহারও ঈশ বা প্রভু শ্রীহরি ; সেইরূপ সকল পিতৃপুরুষেরও প্রভু। সেই পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধারী শ্রীবাসুদেব অর্চ্চিত হইলে দেবগণ, পিতৃগণ—(নিত্য-নৈমিত্তক-কাম্য-মাঙ্গল্যাদি সকল কর্ম্মের

নন্বু কলিযুগে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনপূজাদিপরায়ণবর্ণাদয়ো লোকযাত্রানিত্যাদিকর্ম্মাকরণত্বেনাপি সম্পূর্ণকর্ম্মকর্ত্তারো ভবন্তীত্যত্রাহ বৃহন্নারদীয়ে—

হরিনামপরা যে চ হরিকীর্ত্তনতৎপরাঃ।
হরিপূজাপরা যে চ তে কৃতার্থাঃ কলৌযুগে ॥

যে চ শ্রীসদ্‌গুরুশ্রীভগবন্নামগ্রহণসৎসঙ্গশ্রীভগবদ্ধর্ম্মশিক্ষাতিশয়শুদ্ধাশয়ত্বেন কায়বাঙ্মনোভিঃ **কেবলশ্রীহরিনামপরা** ইত্যয়ং ভাবঃ **শ্রীহরিকীর্ত্তনতৎপরত্বেন** শ্রীহরিনামগুণকর্ম্মলীলাদিস্মরণানুমোদনমননশ্রবণসঙ্কীর্ত্তনমহোৎসব শ্রীভাগবত-শ্রীভগবদ্‌গীতা-শ্রীকৃষ্ণোপনিষচ্ছ্রীনারায়ণোপনিষদাদ্যপর-শ্রীভগবদ্ধর্ম্মোক্তবেদাগমপুরাণোপপুরাণস্মৃতিভারতাদ্যপর-বৈষ্ণবশাস্ত্রপাঠ-তচ্ছ্রবণ-তত্তৎপক্ষানুসারবিচার-সৎকর্ম্মকরণব্যতিরেকেণ সংসারবন্ধসকলকর্ম্মকর্ত্তৃত্বেনাবশ্যমেব রহিতাঃ; তথা **হরিপূজাপরা**

প্রত্যবায় পরিহারার্থ দেবতা ও পিতৃগণের পূজা কর্ত্তব্য)—অর্চ্চিত হন। কারণ, শ্রীহরি—নিজ অনন্য সেবকগণের ত্রিতাপহারী শ্রীভগবান্—সর্ব্বময় অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর বলিয়া সকল দেব-পিতৃপুরুষের মূল।

কলিযুগে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন-পূজাদিপরায়ণ বর্ণাশ্রমী প্রভৃতি ব্যক্তি লোকযাত্রা-নিত্যাদি কর্ম্মের অকরণেও সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা হইয়া থাকেন। এই বিষয়ে বৃহন্নারদীয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—'যাঁহারা হরিনাম-পরায়ণ, হরিকীর্ত্তনে তৎপর ও হরিপূজা-পরায়ণ, তাঁহারা কলিযুগে কৃতার্থ।' যাঁহারা শ্রীসদ্‌গুরু হইতে শ্রীভগবন্নামগ্রহণ, সৎসঙ্গ ও শ্রীভগবদ্ধর্ম্মশিক্ষার দ্বারা অতিশয় শুদ্ধচিত্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে **কেবল**

পিতৃ-দেবাদ্যর্চ্চনসর্ব্বকর্ম্মাদিকমৃতে কেবলশ্রীহরিপূজায়াং পরাঃ একান্তভজনতৎপরাঃ, চকারাৎ শ্রীকৃষ্ণৈকতানাদিসেবাপূর্ব্বকজীব-দয়াসর্ব্বপ্রাণিসন্তর্পণরতাঃ; এবংবিশিষ্টা যে জনাঃ সংসৃতাবপি স্থিতাঃ সন্তঃ; কলৌযুগ ইত্যনেনায়ং ভাবার্থঃ,—সত্যত্রেতা-দ্বাপরযুগে তু তপোযজ্ঞার্চ্চনদানাদিভির্বিবিধশ্রীভগবদ্ভজনপ্রকারৈঃ শ্রীভগবদুপাসনাং কুর্ব্বন্তোঽনেককালেন সম্পূর্ণার্থা ভবন্তি লোকাঃ, ইহ কলিযুগে তু শ্রীমদ্গোবিন্দসম্বন্ধীয়তয়া যজ্ঞব্রতদানকূপবাপী-তড়াগখাতারামবিবিধপুষ্পোদ্যানসেতুবন্ধনোত্তমমন্দিরনির্ম্মাণদ্বাদশ-মাসীয়যাত্রামহোৎসবস্রবদ্রসসংযুতান্নজলাপূপপায়সবিবিধবস্ত্রালঙ্কার স্মগন্ধিপুষ্পগন্ধমলয়জাগুরুকর্পূরতাম্বূলধূপদীপবন্দাপনীয়শঙ্খঘণ্টাদি নানাবাদ্যপ্রাতঃসায়ংসঙ্কীর্ত্তনাদিভিঃ প্রত্যহং শ্রীভগবৎ-সেবায়াং

শ্রীহরিনাম-পরায়ণ, এই ভাবার্থ; **হরিকীর্ত্তনতৎপরতাহেতু** শ্রীহরির নাম-গুণ-কর্ম্ম-লীলাদির স্মরণ, অনুমোদন, মনন, শ্রবণ, সংকীর্ত্তন-মহোৎসব, শ্রীভাগবত-শ্রীগীতা-শ্রীকৃষ্ণোপনিষদ্-শ্রীনারায়ণোপনিষদাদি ও শ্রীভগবদ্ধর্ম্মোক্ত অপর বেদ-আগম-পুরাণ-উপপুরাণ-স্মৃতি-ভারত ও অন্যান্য বৈষ্ণব-শাস্ত্রের শ্রবণ এবং সেই সকল পক্ষানুসারী বিচারে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-ব্যতীত সংসার-বন্ধনের হেতুভূত সকল কর্ম্মের অবশ্যই কর্ত্তৃত্ব রহিত হইয়া; **হরিপূজাপরায়ণ** পিতৃ ও দেবাদির অর্চ্চন এবং সকল কর্ম্মাদি ব্যতীত কেবল শ্রীহরিপূজাপর অর্থাৎ একান্তভজনতৎপর; চ-কার হইতে—শ্রীকৃষ্ণৈকতানগণের সেবাপূর্ব্বক জীবদয়াবশে সর্ব্বপ্রাণীর সন্তর্পণে রত। এইরূপে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সংসারে স্থিত হইয়াও; কলিযুগে, ইহার ভাবার্থ এই, লোকসকল সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-যুগে তপো-যজ্ঞ-অর্চ্চন-

যদ্ভবতি তদ্‌ব্রহ্মাদীনামপ্যগোচরসুখকৃত্যম্। এতন্নিষ্ঠাস্তু যে নিত্যাদিসকলং কর্ম্মবিহায় কেবলানন্যশরণত্বাৎ শ্রীহরিনাম-তৎকীর্ত্তনতৎপূজাপরায়ণা ভবন্তি তে কৃতার্থা **সেবানামাপরাধ-রহিততা**বিরত শ্রীহরিনামস্মরণতৎপূজানিষ্ঠাবৃত্তিত্বেন কৃতো নিত্যনৈমিত্তিকাদ্যপরসর্ব্বকর্ম্মসমস্তদেবতা--পিতৃপূজাযাগযজ্ঞদান-ব্রতাদিকোঽর্থঃ প্রয়োজনং যেষাং তাদৃশা ভবন্তি। তে অবশ্যমেব ভববন্ধনরজ্জুতো মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ।

তথা পাদ্মে শ্রীদুর্গাং প্রতি সদাশিববাক্যং—

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ।
বাসুদেবপরা মর্ত্ত্যাস্তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥

দানাদি ভগবদ্ভজনের বিবিধ প্রকার দ্বারা ভগবদুপাসনা করিয়া দীর্ঘকালে পূর্ণাভিলাষ হন; কিন্তু এই কলিযুগে শ্রীগোবিন্দের সম্বন্ধ-নিবন্ধন যজ্ঞ-দান-ব্রত-কূপ-বাপী-তড়াগ-খাত-আরাম, বিবিধ পুষ্পোদ্যান, সেতুবন্ধন, উত্তম মন্দির নির্ম্মাণ,দ্বাদশ মাসের যাত্রা-মহোৎসব,রসপ্রবাহযুক্ত অন্ন-জল-অপূপ-পায়স, বিবিধ অলঙ্কার, সুগন্ধি পুষ্প, গন্ধ-মলয়জ-অগুরু-কর্পূর ও তাম্বূল-ধূপ-দীপ, বন্দাপনীয় শঙ্খ-ঘণ্টাদি নানা বাদ্যের সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় সঙ্কীর্ত্তনাদিদ্বারা প্রত্যহ শ্রীভগবৎসেবায় যাহা অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন হয়, সেই সকল কৃত্য ব্রহ্মাদিরও আগোচর আনন্দময়। ঈদৃশ-ভজননিষ্ঠ যাঁহারা, তাঁহারা কেবল অনন্যশরণতাবশতঃ নিত্যাদি সকল কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া শ্রীহরির নামকীর্ত্তন ও পূজাপরায়ণ হইয়া কৃতার্থ হন অর্থাৎ **সেবা-নামা-পরাধ-রাহিত্যের** সহিত অবিরত শ্রীহরির নাম-স্মরণ ও পূজায় নৈষ্ঠিকবৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া নিত্য-নৈমিত্তিকাদি অপর সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত

ঘোরে মহাভয়ঙ্করে সামান্যতঃ, অথবা সংসাররজ্জুবন্ধনানিবার্য্য-জালসঙ্কটসঙ্কুলে, এবম্ভূতে কলিযুগে প্রাপ্তে, দ্বাপরশেষকলিযুগ-প্রাপ্তত্বেন দ্বাত্রিংশৎসহস্রবৎসরাধিকং চতুর্লক্ষং জ্ঞাপিতং—সর্ব্ব-ধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ,—শ্রীগোবিন্দৈকতানতয়া পিতৃদেবতার্চ্চন নিত্য-নৈমিত্তিককাম্যকর্ম্মাদিকরণত্যাগস্য কাবার্ত্তা—বর্ণাশ্রমাদিসর্ব্বধর্ম্ম-বিশেষরহিতা অপি মর্ত্ত্যা মরণধর্ম্মবন্তো যে, কেবলং যদ্যপি বাসুদেবপরাঃ কৃতার্থাস্তে ভবন্তীত্যর্থঃ সংশয়ো নাস্তি কশ্চন। *

দেবতা-পিতৃপূজা-যাগ-যজ্ঞ-দান-ব্রতাদি অর্থ বা প্রয়োজন যাঁহাদের সিদ্ধ, তাদৃশ হন। তাঁহারা অবশ্যই ভববন্ধনরজ্জু হইতে মুক্ত হন।

পদ্মপুরাণে শ্রীদুর্গাদেবীর প্রতি শ্রীসদাশিবের বাক্য এই—'ঘোর কলিযুগ সমাগত হইলে সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত বাসুদেবপরায়ণ মর্ত্ত্যগণ নিঃসংশয়ে কৃতার্থ হইয়া থাকেন।' ঘোর অর্থাৎ সাধারণতঃ মহাভয়ঙ্কর, অথবা সংসার-রজ্জুর বন্ধনহেতু অনিবার্য্য জাল-সঙ্কট-সঙ্কুল, এইরূপ কলিযুগ উপস্থিত হইলে,—(দ্বাপরশেষে কলিযুগের পরিমাণ ৪৩২০০০ বৎসর);—সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দৈকতানতাহেতু পিতৃ-দেবতা-অর্চ্চন, নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান ত্যাগের কি কথা—বর্ণাশ্রমাদি সর্ব্বপ্রকার বিশেষধর্ম্মরহিত হইয়াও মরণশীল জীবগণ যদি কেবল বাসুদেবপরারণ হয়, তাহা হইলে কৃতার্থ হইয়া থাকে—কোন সন্দেহ নাই। [পদ্মপুরাণে—সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম হইতে চ্যুত, কিন্তু একমাত্র

---

* তথা পাদ্মে—

সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥

শ্রীহরিনামাদিপরত্বেন শ্রীবাসুদেবপরত্বং জ্ঞাতং জ্ঞাপিতঞ্চ কৃতার্থত্বমপি তথা, পূর্ব্বং বৈ তদ্‌দ্বয়ং ব্যাখ্যাতম্‌। তথা চ স্কান্দে

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত ॥

শ্রীব্রহ্মা স্বয়ং বদতি,—হে কেশব! তব যো ভক্তঃ সামান্যতঃ কোঽপি বর্ণাশ্রমাদিলোকস্ত্বাং বিনাঽন্যং ন যদি ভজতে তদা ত্বদ্ভক্তত্বাৎ সর্ব্বধর্ম্মাণাং কর্ত্তা ভবতি। অয়মর্থঃ—কেবলৈকান্তোঽনন্যত্বাত্ত্বৎপূজনাদিকর্ত্তৃত্বেন বর্ণাশ্রমাদিস্বস্বধর্ম্মাবশ্যকর্ত্তব্যানি পিতৃদেবতাদিপূজন-নিত্যাদীনি যানি তানি সর্ব্বাণি করোত্যসংশয়ম্‌।* তথা হে অচ্যুত! তব যো **ন ভক্তঃ শ্রীসদ্‌গুরুত্বন্নামমন্ত্রো-**

শ্রীবিষ্ণুর নাম-মাত্র কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি সুখে যে গতি প্রাপ্ত হন, তাহা সর্ব্ব উপধর্ম্মের যাজনকারিগণ প্রাপ্ত হন না।]

শ্রীবাসুদেবপরায়ণতা তথা কৃতার্থতাও শ্রীহরিনামাদিপরায়ণতারূপে পরিজ্ঞাত ও জ্ঞাপিত হইয়াছে এবং এই দুই বিষয় পূর্ব্বে ব্যাখ্যাতও হইয়াছে।

সেইরূপ স্কন্দপুরাণে—'হে কেশব! যিনি তোমার ভক্ত, তিনি সর্ব্বধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। হে অচ্যুত! যিনি তোমার ভক্ত নহেন, তিনি সর্ব্বপাপের অনুষ্ঠানকারী।' ব্রহ্মা স্বয়ং বলিতেছেন,—হে কেশব! তোমার ভক্ত যে-কোন বর্ণাশ্রমী প্রভৃতি ব্যক্তি তোমা ভিন্ন অপর কাহাকেও যদি ভজন না করেন, তখন তোমার ভক্ত বলিয়া সর্ব্বধর্ম্মের

* তথা নারায়ণীয়ে—

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥

পদেশসদ্ধর্ম্মাচারাচরণব্যতিরেকবহির্ম্মুখত্বেন সততং কর্ম্মাভিলাষঃ কর্ম্মী লোকঃ স সর্ব্বপাপানাং কর্ত্তা ভবতি। কথমেতৎ ?—কেবলশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপত্বদনন্যশরণভাবার্চ্চনাদিরহিততা-পাতিব্রত্যধর্ম্মপরিত্যাগেন শুদ্ধরাজসতামসশ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদ্যুক্ত-বিবিধযোগযজ্ঞহোমদানব্রতবিবুধার্চ্চনাদিকর্ম্মাচরণং বেশ্যাবৃত্তিবৎ কুর্ব্বন্ যথাকালে পঞ্চত্বে সতি স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমানিতি প্রমাণত-স্তত্তৎকর্ম্মফলভোক্তৃত্বেন চতুরশীতিলক্ষযোনিভ্রমণঃ স্যাৎ। তত্র তত্র **মনুষ্যজন্ম** প্রাপ্যাপি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতকর্ম্মদ্বারা তানি তানি সর্ব্বপাপানি করোতীত্যর্থঃ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মাচারাচরণরহিতত্বাৎ।

অনুষ্ঠানকারী হন। অর্থ এই—শুদ্ধ একান্তী ভক্ত অনন্যতাহেতু তোমার পূজাদির অনুষ্ঠাতা বলিয়া নিজ-নিজ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মে অবশ্যকর্ত্তব্য যে-সকল পিতৃ-দেবতাদির পূজা ও নিত্যাদি কর্ম্ম, তৎসমস্ত অসংশয়ে করিয়া থাকেন। [ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থ লাভের জন্য যে সাধন-সম্পদ্, তদ্ব্যতীতও নারায়ণাশ্রিত ব্যক্তি তৎসমস্ত লাভ করিয়া থাকেন।] হে অচ্যুত! যে তোমার **ভক্ত নহে** অর্থাৎ **শ্রীসদ্গুরু হইতে তোমার নাম-মন্ত্রে দীক্ষালাভপূর্ব্বক সদ্ধর্ম্মাচারের আচরণ ব্যতিরেকে বহির্ম্মুখতাবশতঃ সতত কর্ম্মাভিলাষী কর্ম্মী,** সে সকল পাপের কর্ত্তা হয়। ইহা কি প্রকারে সম্ভব ?—একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ তোমার অনন্যভাবে অর্চ্চনাদির অভাবে পাতিব্রত্যধর্ম্ম-পরিত্যাগহেতু কেবল রাজস-তামস শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-কথিত বিবিধ যোগ-যজ্ঞ-হোম-দানব্রত-দেবার্চ্চনাদি কর্ম্ম বেশ্যাবৃত্তির ন্যায় আচরণ করিয়া পুরুষ কালে-কালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, সে 'স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্'—এই প্রমাণানুসারে ঐ সকল কর্ম্মের ফলভোক্তৃরূপে

কিঞ্চ তত্র—

পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তব ভক্তৈঃ কৃতং হরে।
নিঃশেষকর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে পতেৎ ॥

ভক্তাভক্তয়োরর্থ পূর্ব্বশ্লোকে ব্যাখ্যাতঃ। হে হরে! তব ভক্তৈঃ কৃতং পিতৃগীর্ব্বাণাদিযজন-নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাত্মপর-বেদাদ্যুক্ত সাংসারিককর্ম্মাদ্যকরণে প্রত্যবায়জনিতং * যৎ পাপং তদপি নিশ্চিতং ধর্ম্ম শ্রীভগবদ্ধর্ম্মো ভবতি—শ্রীভগবদে-কান্তানন্যভজননিষ্ঠাচরণত্বাৎ। বা পক্ষান্তরে যদি তবাভক্তে নিঃশেষকর্ম্মকর্ত্তাপি (নরকে পতেৎ) অয়ং ভাবার্থঃ,—নিত্যাদি কর্ম্মণাং কা কথা, অথ রজস্তমোব্যবহারপ্রমাণবেদাদ্যুক্তসোম-যাগবাজপেয়-ষড়ঙ্গাদি-চান্দ্রায়ণব্রতাদি - মহামহোত্তম-কষ্টসাধন-

---

চৌরাশীলক্ষযোনিভ্রমণকারী হয়। সেই সকল যোনিভ্রমণের মধ্যে মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মদ্বারা বিবিধ পাপকর্ম্মসকল আচরণ করে—যেহেতু সে ভগবদ্ধর্ম্মাচারের আচরণ-রহিত।

স্কন্দপুরাণে আরও—'হে হরি! তোমার ভক্তগণকর্ত্তৃক আচরিত পাপও ধর্ম্ম হয়। অভক্ত ব্যক্তি নিঃশেষে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও নরকে পতিত হয়।' ভক্ত ও অভক্তের অর্থ পূর্ব্বশ্লোকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। হে হরি! তোমার ভক্তগণের অনুষ্ঠিত পাপকর্ম্ম অর্থাৎ পিতৃ ও দেবতাদির যজন, নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য প্রভৃতি ও বেদাদি-কথিত অন্যান্য সাংসারিক কর্ম্মাদির অকরণে প্রত্যবায়জনিত যে পাপ, তাহাও একান্ত ভগবদ্ভক্তগণের অনন্যভজননিষ্ঠায় আচরিত বলিয়া নিশ্চয়ই

---

* প্রত্যবায়জনকং (?)

পঞ্চাগ্নিসাধন-বায়ুভোজনাছপরাশ্বমেধাদি-পশুহিংসাযজ্ঞ-যাগব্রত-হোমবিবিধবিবুধার্চ্চনাদিসকলকর্ম্মাণি ইহলোকে কৃত্বা পরত্র তত্তৎকর্ম্মফলভোক্তৃত্বেন কদাপি তত্রলোকে নিবসতি, কদাপি স্বর্গে তিষ্ঠতি কদাপি নরকে পততি (তবাভক্ত ইত্যর্থঃ) 'হে হরে'—ইতি সম্বোধনপদদ্বয়েনাতিশয়ত্বেন সত্যবচননিবেদনোক্ত্যা বিধাত্রা শ্রীভগবান্ নিজদাসানুদাস কলিভয়েনোক্তঃ।

কিঞ্চ তত্রৈব পুনঃ—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥

ক্রমেণ বর্ণতঃ শ্রেষ্ঠত্বং

বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তস্য সর্ব্বোত্তমোত্তমত্বেন বর্ণাশ্রমান্ত্যজাদীনাং

শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যদি তোমার অভক্ত নিঃশেষে সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠাতাও হয়, তথাপি নরকে পতিত হয়। ভাবার্থ এই—(তোমার অভক্ত জনগণ)—নিত্যাদি কর্ম্মের কি কথা, রাজস-তামস ব্যবহারিক ও বেদাদি-কথিত সোমযাগ-বাজপেয়-ষড়ঙ্গ প্রভৃতি, চান্দ্রায়ণ-ব্রতাদি, মহামহোত্তম কষ্টসাধন-পঞ্চাগ্নিসাধন-বায়ুভোজনাদি, অশ্বমেধাদি, পশুহিংসাময় যাগ-যজ্ঞ-ব্রত-হোম, বিবিধ দেবার্চ্চনাদি কর্ম্মসকল এই সংসারে অনুষ্ঠান করিয়া পরে সেই সকল কর্ম্মের ফলভোক্তৃরূপে কখনও ইহলোকে বাস করে, কখনও স্বর্গে অবস্থান করে, কখনও নরকে পতিত হয়। 'হে হরে!' সম্বোধনের এই পদদ্বয়ের দ্বারা ভগবানের নিজদাসানুদাস কলির ভয়ে ব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে অতিশয় সত্যবাক্যে নিবেদন করিয়াছিলেন।

সর্ব্বেষাং (বিষ্ণুভক্তানাং) সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তং, সর্ব্বতোভাবেন তেষাং পিতৃ-দেবতাপূজাদ্যপরবিবিধরাজসতামসবেদপুরাণাদ্যুক্ত-সর্ব্বকর্ম্মনিত্যনৈমিত্তিক কাম্যাদিকর্ম্মাণ্যপি দূরীকৃতানি চ,অত্রায়ং ভাবার্থঃ। বেতি ক্রমে, পক্ষে যদি। সঙ্করান্ত্যজাদীনাং শূদ্রবদাচারব্যবহারস্তথাপি সংসৃতিবন্ধনজনকসর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ কেবলৈকান্তভক্তিদ্বিজসেবিত্বেন তেষাং উত্তমত্বং বিপ্রক্ষত্রিয়বিশাং সেবকাত্তস্মাৎ ভক্তদ্বিজসেবী শূদ্র উত্তমঃ।

শূদ্রস্তু জাত্যা একাদশ। তত্র প্রমাণং যথাহ হারীতঃ,—

পলগণ্ডস্তন্ত্রবায়ো মালাকারশ্চ তৈলিকঃ।
কর্ম্মকারস্তাম্বূলিকো মোদকো থালিকো নরঃ।

অধিকন্তু পুনঃ স্কন্দপুরাণেই কথিত আছে—'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্য যে-কেহ যদি বিষ্ণুভক্তিসমন্বিত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া জানিতে হইবে।'

(যথাক্রমে বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব)—বিষ্ণুভক্তি-সমাযুক্ত ব্যক্তির সর্ব্বোত্তমতা-নিবন্ধন বিষ্ণুভক্ত বর্ণাশ্রমান্ত্যজাদি সকলের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের পিতৃ-দেবতাপূজাদি, অপর নানাবিধ রাজস-তামস বেদপুরাণাদ্যুক্ত সকল কর্ম্ম, নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যাদি কর্ম্মসকল সর্ব্বতোভাবে নিরাকৃত হইয়াছে—এই স্থলে ইহা ভাবার্থ। বা-পদ ক্রম-অর্থে, যদি-পদ পক্ষ-অর্থে। সঙ্কর-অন্ত্যজাদির শূদ্রবৎ আচার-ব্যবহার; তথাপি সংসারবন্ধনজনক সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল একান্ত ভক্তিপরায়ণ দ্বিজগণের সেবক বলিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। কেবল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সেবক শূদ্র হইতে ভক্ত দ্বিজসেবী শূদ্র উত্তম।

তাম্বূলীকৃত্তথা শূদ্রাঃ সৎশূদ্রৌ গোপনাপিতৌ ॥

পলগণ্ডঃ কুম্ভকারঃ। অপরং সর্ব্বং স্পষ্টম্।

তথা দ্বিজসেবিনঃ শূদ্রাৎ স্বর্গনরকভোগফলপ্রাপ্তিকর্ম্ম ব্যতিরেকেণ কৃষিবাণিজ্যগোপালনাদিপূর্ব্বকং কেবলবিপ্রক্ষত্রিয়সেবী বৈশ্য উত্তমঃ। তথৈবম্ভূতাদ্বৈশ্যাৎ পুনঃ সংসারার্ণবানুদ্ধারকর্ম্মকর্ত্তব্যরহিতত্বেন শূরবীরত্বক্ষত্রধর্ম্মদৃঢ়তরনিপুণস্বাশ্রম-সর্ব্বলোক-গোদ্বিজপরিপালনপূর্ব্বকং কেবলৈকান্তশ্রদ্ধাভক্তিবিপ্রসেবী ক্ষত্রিয় উত্তমঃ। তথৈবম্ভূতাৎ ক্ষত্রিয়াৎ ভবরজ্জুবন্ধনাশেষযোনিভ্রমণ-জন্মমরণস্বোপার্জ্জনাসংখ্যনরকভোগবিবিধগর্হিতকর্ম্মকর্তৃত্বব্যতিরেকেণ কেবলব্রহ্মগায়ত্রী-ভাগবতীয়াষ্টদ্বাদশগুণযুক্তো ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।

শূদ্র জাতিতে একাদশ প্রকার। এই বিষয়ে হারীতসংহিতার প্রমাণ, যথা—'পলগণ্ড (কুম্ভকার), তন্ত্রবায়, মালাকার, তৈলিক, কর্ম্মকার, তাম্বূলী, মোদক, থালীকর ও তাম্বূলীকৃৎ—ইহারা শূদ্র, গোপ ও নাপিত সৎ-শূদ্র।' পলগণ্ড-অর্থে কুম্ভকার, অপর সমস্ত স্পষ্ট।

স্বর্গ-নরকভোগরূপ-ফলপ্রদ কর্ম্ম ব্যতীত কৃষি-বাণিজ্য-গোপালনাদি-পূর্ব্বক শুধু বিপ্র ও ক্ষত্রিয়ের সেবক বৈশ্য দ্বিজসেবী শূদ্র অপেক্ষা উত্তম। সংসার-সমুদ্র হইতে পুনঃ অনুদ্ধারের হেতুভূত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান-রহিত এবং শূর-বীরত্বাদি ক্ষাত্রধর্ম্মের দ্বারা দৃঢ়তররূপে নিপুণ হইয়া নিজ-আশ্রমে সর্ব্বলোক-গো-দ্বিজ পরিপালন-পূর্ব্বক কেবল একান্ত শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন বিপ্রের সেবক ক্ষত্রিয় উক্ত প্রকার বৈশ্য অপেক্ষা উত্তম। তদ্রূপ এতাদৃশ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা সংসার-রজ্জুর দ্বারা

দ্বাদশগুণাঃ যথা (মহাভারতে সনৎসুজাতোক্তাঃ)—

ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ হ্যমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়া।
যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥*

বৈ নিশ্চিতং, শ্রীগায়ত্রীপূতব্রাহ্মণস্য দ্বাদশ ব্রতান্যেতানি

বন্ধন, অশেষ যোনি-ভ্রমণ, জন্ম-মরণ ও স্বোপার্জ্জিত অসংখ্য নরক-ভোগের কারণীভূত বিবিধ নিন্দিত কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বব্যতিরেকে কেবল ব্রহ্ম-গায়ত্রী, ভাগবতোক্ত অষ্টগুণ ও দ্বাদশ গুণে অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণ উত্তম।

---

* ভাগবতীয়াষ্টগুণাঃ,—

ধৃতা তনূরুশতী মে পুরাণী যেনেহ সত্ত্বং পরমং পবিত্রম্।
শমো দমঃ সত্যমনুগ্রহশ্চ তপস্তিতিক্ষানুভবশ্চ যত্র ॥ (ভাঃ ৫।৫।২৪)

ভাগবতীয়দ্বাদশগুণাঃ,—

মন্যে ধনাভিজন-রূপ-তপঃ-শ্রুতৌ জ-
স্তেজঃ- প্রভাব-বল-পৌরুষ-বুদ্ধি-যোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥ (ভাঃ ৭।৯।৯)

অথবা,—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্ত্যার্জ্জববিরক্ততাঃ।
মৌনবিজ্ঞানসন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যে দ্বিষড়্ গুণাঃ ॥ (স্বামিটীকাধৃত)

উক্ত অষ্ট বা দ্বাদশ গুণ ব্রাহ্মণের সাধারণ গুণমাত্ররূপে শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত সাত্ত্বিক দৈব-বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণের লক্ষণ এই,—

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ (ভাঃ ৭।১১।২১)

বস্তুতঃ অচ্যুতাত্মতা অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাপরায়ণতাই ব্রাহ্মণের মুখ্য লক্ষণ—

ব্রাহ্মণানাং স্বধর্ম্মশ্চ সততং কৃষ্ণসেবনম্।
নিত্যং তে ভুঞ্জতে সন্তস্তন্নৈবেদ্যং পাদোদকম্ ॥ (নাঃ পঃ ১।২।৪২)

ভবন্তি। এতেষু ধর্ম্ম, চকারাৎ যৎকিঞ্চিন্মাত্রাধর্ম্ম ক্রিয়াব্যতিরেকেণ শিষ্টাচারধর্ম্মব্রতত্বম্। তথা সত্যং, চ-কারাৎ প্রাণান্তেঽপি মিথ্যাকথাভাষণরহিতত্বেন সদা সত্যবাদিত্বম্। তথা দমো জিতেন্দ্রিয়ত্বম্। তথা তপঃ চকারাৎ কায়বৃহৎকষ্টসাধনকাম্যতপো বিনা ব্রহ্মণো নিত্যাচারতপোনিষ্ঠত্বম। তথা হ্রীঃ অতিশয়-শিষ্টতয়া নিন্দাকর্ম্মপ্রবৃত্তিলোকলজ্জাভীতিতঃ সর্ব্বদৈব লজ্জা-

---

দ্বাদশগুণ, যথা (মহাভারতে সনৎসুজাত-কথিত)—'ধর্ম্ম, সত্য দম, তপঃ, অমৎসরতা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি ও শ্রুত—এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণের ব্রত।'

[যে ব্রাহ্মণ ইহলোকে আমার নিত্য ও বিশুদ্ধ বেদতনু ধারণ করেন, যে ব্রাহ্মণে পরম পবিত্র সত্ত্বগুণ, শম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপস্যা, সহিষ্ণুতা ও বেদার্থ-জ্ঞান—ভাগবতোক্ত এই অষ্ট গুণ বিদ্যমান। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন,—ধন, আভিজাত্য, রূপ, তপঃ শ্রুত, ওজঃ, তেজঃ, প্রভাব, বল, পৌরুষ, বুদ্ধি, যোগ—এই দ্বাদশ গুণ পরমপুরুষ শ্রীভগবানের প্রীতির কারণ হয় না, মনে করি। শ্রীভগবান্ ভক্তিদ্বারা গজেন্দ্রের প্রতি তুষ্ট হইয়াছিলেন।]

বৈ—অর্থে—নিশ্চিত, তু-অর্থে—পুনঃ। শ্রীগায়ত্রীপূত ব্রাহ্মণের এই দ্বাদশ ব্রত। তন্মধ্যে ধর্ম্ম, চ-কার হইতে—যৎকিঞ্চিন্মাত্র অধর্ম্মক্রিয়া ব্যতীত শিষ্টাচারধর্ম্মে নিষ্ঠা; সত্য, চ-কার হইতে—প্রাণান্তেও মিথ্যাভাষণ-বর্জ্জনহেতু নিত্যসত্যবাদিতা; দম-অর্থে জিতেন্দ্রিয়তা; তপঃ, চ-কার-হইতে—শারীরিক মহাকষ্টসাধ্য কাম্য তপস্যা ব্যতীত ব্রাহ্মণের নিত্যাচাররূপ তপোনিষ্ঠতা; হ্রী অর্থাৎ অতিশয় শিষ্টতাবশতঃ নিন্দনীয় কর্ম্মে প্রবৃত্তির ও লোকলজ্জার ভয়ে সর্ব্বদা লজ্জাশীলতা; অমাৎসর্য্য, পরে অশেষ-গুণ-বিঘাতক গার্হস্থ্য ঐশ্বর্য্যাদির উৎকর্ষা-দর্শনশীলতা—মাৎসর্য্য, এতদ্ব্যতীত অপরের সকল বিষয়ে উৎকর্ষ-দর্শনে

শীলত্বম্। অমাৎসর্য্যং—পরস্যাশেষগুণবিঘাতনগার্হস্থ্যৈশ্বর্য্যাত্যুৎকর্ষাদর্শনত্বং মাৎসর্য্যং, এতদৃতে অপরসকলোৎকর্ষদর্শনোৎসাহত্বমমাৎসর্য্যম্। তথা তিতিক্ষাকটুবচনতিরস্কারাপমানপরাভবামানাদ্যপরশরীরবিবিধপীড়াদিসহিষ্ণুতা। তথা অনুসূয়া সর্ব্বস্তাবকত্বেনাদোষদর্শিত্বম্। তথা যজ্ঞঃ চকারাৎ কামনাবিবিধযজ্ঞাদিব্যতিরেক্ষেণ শতসহস্রাযুতলক্ষাদিসংখ্যয়া কেবলশ্রীগায়ত্রীজপযজ্ঞব্রতত্বম্ *। তথা দানং, চ-কারাৎ অন্নজলাদ্যশেষদানফলভোগনিমিত্তসংকল্পবাক্যং বিনা নিমন্ত্রিতেভ্যোঽথবা স্বেচ্ছোপস্থিতাভ্যাগতাতিথিস্বকুটুম্বলোকাদিসর্ব্ববর্ণাশ্রমসঙ্করান্ত্যজাদিভ্যশ্চ ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বকং যথাশক্তি জলান্নবস্ত্রাদিনিবেদনং সহজতঃ † তথা ধৃতিঃ সংসাররূপোপদ্রবোপদ্রুতত্বরাহিত্যেন সদা সন্তোষ চিত্তধৈর্য্যতা। তথা শ্রুতং, চ-কারাৎ রাজসতামসবেদাধ্যয়নব্যতিরেকেণ সাত্ত্বিকবেদপাঠাধ্যাপনশ্রবণস্বভাবত্বমিত্যর্থঃ।

উৎসাহশীলতা—অমাৎসর্য্য; তিতিক্ষা—কটুবাক্য, তিরস্কার, অপমান, পরাভব, অমান প্রভৃতি ও বিবিধ শারীরিক পীড়াদি সহিষ্ণুতা; অনসূয়া অর্থাৎ সকলের প্রশংসাকারিরূপে অদোষ-দর্শিতা; যজ্ঞ, চ-কার হইতে—কামনা, বিবিধ যজ্ঞাদি ব্যতীত শত-সহস্র-অযুত-লক্ষাদি সংখ্যাপূর্ব্বক কেবল শ্রীগায়ত্রীজপরূপ যজ্ঞপরায়ণতা; দান, চ-কার হইতে—অন্নজলাদি অশেষ দানের ফলভোগোদ্দেশ্যে সঙ্কল্পবাক্য ব্যতিরেকে নিমন্ত্রিতগণকে, অথবা স্বেচ্ছাক্রমে উপস্থিত অভ্যাগত-অতিথি-স্বকুটুম্ব-

---

* কেবলশ্রীগায়ত্রীশতসহস্রাযুতলক্ষাদি সংখ্যয়া জপযজ্ঞব্রতত্বম্।

† জলান্নবস্ত্রাদিকং নিবেদয়িত্যবং সহজতঃ।

বর্ণাদপ্যাশ্রমাণাং ক্রমতঃ শ্রেষ্ঠত্বং

তথৈবম্ভূতাৎ ব্রাহ্মণাজ্জন্মাদিদেহপাতপর্য্যন্তং পূর্ব্বোক্তব্রাহ্মণব্রতনিষ্ঠাবৃত্তিপূর্ব্বকাপরশ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদ্যুক্তব্রহ্মচর্য্যব্রতাচারকর্তৃত্বেন ব্রহ্মচারী উত্তমঃ। তথা তস্মাৎ ব্রহ্মচারিণঃ পূর্ব্বোক্তব্রাহ্মণব্রতধর্ম্মস্থঃ সন্ আমন্ত্রণাহ্বানব্যতিরেকযদৃচ্ছাগৃহোপস্থিতবর্ণাশ্রমাদি সর্ব্বলোকাতিথ্যভ্যাগতাতিশয়দয়াশ্রদ্ধাপূর্ব্বকান্নজলাদি-যথাশক্তিসন্তর্পণাদিসেবাকর্তৃত্বেন গৃহস্থ উত্তমঃ। তথৈব তস্মাৎ গৃহিণো ব্রাহ্মণব্রতাচারাচরণনিষ্ঠত্বগৃহাশ্রমপরিত্যাগ-সস্ত্রীকবনবসতিত্বেন বনাশ্রমী ভবন্ বানপ্রস্থ উত্তমঃ। তথৈবম্ভূতাদ্ বানপ্রস্থাৎ বেদপুরাণোপপুরাণভারত-ধর্ম্মশাস্ত্রাদিযথোক্তং সন্ন্যাসধর্ম্মমাচরন্ সন্ন্যাসী উত্তমঃ।

লোক প্রভৃতি সকল বর্ণাশ্রমী-সঙ্কর-অন্ত্যজাদিগণকেও ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাশক্তি জল-অন্ন-বস্ত্রাদি সহজভাবে প্রদান; ধৃতি—সংসাররূপ উপদ্রবের দ্বারা উপদ্রুত না হইয়া সর্ব্বদা সন্তোষচিত্তে ধৈর্য্যশীলতা; শ্রুত, চ-কার হইতে—রাজস-তামস বেদ-পাঠ ব্যতীত সাত্ত্বিক বেদপাঠ-অধ্যাপন-শ্রবণে স্বভাববিশিষ্টতা।

(বর্ণাপেক্ষা আশ্রমের ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠত্ব)—আজন্মদেহপাতপর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণব্রতের নৈষ্ঠিক আচরণপূর্ব্বক অপর শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-কথিত ব্রহ্মচর্য্যব্রতের আচরণকারিত্বহেতু ব্রহ্মচারী কেবল তাদৃশ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উত্তম। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ-ব্রত-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া আমন্ত্রণ-আহ্বান ব্যতীত যদৃচ্ছাক্রমে গৃহে উপস্থিত বর্ণাশ্রমী প্রভৃতি সকল লোক ও অতিথি-অভ্যাগতগণের অতি দয়া ও শ্রদ্ধার সহিত অন্নজলাদিদ্বারা

সন্ন্যাসং যথা শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনং প্রত্যাহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (১৮।২)—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥

অস্য তাৎপর্য্যবিচারঃ

শ্রীভগবতা কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ সন্ন্যাসং বিদুর্জ্জানন্তীতি পদং, সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং বিচক্ষণা বিবেকনিপুণাঃ পণ্ডিতাস্ত্যাগং প্রাহুর্বদন্তীতি পদঞ্চ যদুক্তমত্রান্তর্গতার্থো বিদ্যতে, অন্যথা সন্দেহঃ স্যাৎ।

কিং ততো যাবৎকাম্যকর্ম্মব্যতিরেকেণ নিত্যনৈমিত্তিকাদিকং সকলং কর্ম্ম করোতু ? তস্মিন্ কৃতে বা সন্ন্যাসঃ কুতঃ ? যথা শ্রুতিঃ—ওঁ তদ্বান্ বৈ কর্ম্মকৃৎ, সন্ন্যাসো নৈগমং কর্ম্ম চ, অন্যাসাৎ কর্ম্মী, (ন্যাসাৎ) সন্ন্যাসঃ হে হীতি।

যথাশক্তি তৃপ্তিবিধান প্রভৃতি সেবার অনুষ্ঠানকারী গৃহস্থ তাদৃশ ব্রহ্মচারী হইতে উত্তম। ব্রাহ্মণব্রতাচার-পালনে নিষ্ঠাপরায়ণ, গৃহাশ্রম-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সস্ত্রীক বনবাসী বনাশ্রমী বানপ্রস্থ তাদৃশ গৃহস্থ অপেক্ষা উত্তম। বেদ-পুরাণ-উপপুরাণ-মহাভারত-ধর্ম্মশাস্ত্রাদি-কথিত যথাযথ সন্ন্যাসধর্ম্ম-আচরণকারী সন্ন্যাসী তাদৃশ বানপ্রস্থ অপেক্ষা উত্তম।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে সন্ন্যাস-বিষয়ে শ্রীগীতায় (১৮।২) বলিয়াছেন—"কবি বা পণ্ডিতগণ কাম্য-কর্ম্মের পরিত্যাগকে 'সন্ন্যাস' বলিয়া জানেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সকল কর্ম্মফলের ত্যাগকে 'ত্যাগ' বলিয়া থাকেন।"

শ্লোকের তাৎপর্য্য-বিচার)—কাম্য-কর্ম্মের ন্যাস বা বর্জ্জনকে পণ্ডিতগণ

হি_ত্ববধারণে, ইহলোকে নৈগমং বেদিবহিতং নিত্যাদি কর্ম্ম, (তৎ)-কৃৎ পুমান্ বৈ নিশ্চিতং কর্ম্মী ভবতি, তত্তৎকর্ম্ম-নিপুণত্বাৎ কর্ম্মঠো ভবতি। অতঃপরং ন্যাসাৎ তত্তৎকর্ম্মাকরণাৎ সন্ন্যাসঃ সন্ন্যাসধর্ম্মো জায়তে। তদ্বান্ তং সন্ন্যাসধর্ম্মমাচরন্ সন্ সন্ন্যাসী ভবতীত্যর্থঃ।

সন্ন্যাসার্থঃ

তথোত্তরগীতায়াঞ্চ—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং কর্ম্ম ত্রিবিধমুচ্যতে।
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং ন্যাসো ন্যাসী তদ্ধর্ম্মমাচরন্॥

নিত্যাদিকং ত্রিবিধং কর্ম্মেতি কর্ম্মবিদ্ভিরুচ্যতে। তেষাং

'সন্ন্যাস' বলিয়া জানেন, বিচক্ষণ অর্থাৎ বিবেকনিপুণ পণ্ডিতসকল কর্ম্মফলত্যাগকে 'ত্যাগ' বলিয়া থাকেন—শ্রীভগবৎকথিত এই বাক্যের নিগূঢ় অর্থ আছে,—অন্যথা সন্দেহ হইবে।

তবে কি যাবতীয় কাম্য-কর্ম্ম-ব্যতীত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য? তাহা করা হইলে সন্ন্যাস বা কেমন করিয়া হয়?

শ্রুতি বলিতেছেন—'তদ্বিশিষ্ট অর্থাৎ সন্ন্যাসবিশিষ্ট ও কর্ম্মকারী, সন্ন্যাস ও বৈদিক কর্ম্ম, অ-ন্যাসহেতু কর্ম্মী, ন্যাস হইতে সন্ন্যাস।' হি-শব্দ নিশ্চয়ার্থক; এই সংসারে নৈগম অর্থাৎ বেদবিহিত নিত্যাদি কর্ম্ম, সেই কর্ম্মকারী পুরুষ নিশ্চিত কর্ম্মী,—সেই সকল কর্ম্মে নিপুণতা-বশতঃ কর্ম্মঠ। অতঃপর ন্যাস অর্থাৎ সেই সকল কর্ম্মের অকরণ হইতে সন্ন্যাস অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্ম্মের উৎপত্তি। তদ্বান্ অর্থাৎ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আচরণকারী সন্ন্যাসী হন।

(সন্ন্যাসের অর্থ)—উত্তরগীতাতেও—"নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যভেদে কর্ম্ম

কর্ম্মণাং ন্যাসোঽকরণং সন্ন্যাসঃ। তদ্ধর্ম্মাচরন্ ন্যাসধর্ম্মাচরণং কুর্ব্বন্ সন্ পুরুষো ন্যাসী সন্ন্যাসী স্যাদিত্যন্বয়ঃ।

তথা **সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ**স্ত্যাগো বা **কথং ভবেৎ**? যতঃ **ফলকামনাব্যতিরেকেণ** (অপি) নিত্যাদিকর্ম্মমাত্রেষু সৎসু তত্তৎকর্ম্মকর্ত্তৃত্বে**নাবশ্যমেব ফলং ভবতী**তি নাত্র সন্দেহঃ।

অথাহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীতেতি শ্রুত্যাদি প্রমাণতোঽকরণ-প্রত্যবায়পরিহারার্থং সন্ধ্যোপাসনাদিকং নিত্যং কর্ম্ম ক্রিয়তে, **ন তু তৎফলাকাঙ্ক্ষয়া ক্রিয়তে, তথাপি ফলং ভবতি।** যথা শ্রীহারীতঃ—

প্রত্যহং যস্ত্রিকালজ্ঞঃ সন্ধ্যোপাসনকৃদ্দ্বিজঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি গায়ত্রীজপতৎপরঃ॥

প্রত্যহং প্রতিদিবসে যঃ **সন্ধ্যোপাসনকৃৎ দ্বিজো** বিপ্রঃ,—দ্বিজত্বেন ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশ্চ জ্ঞাতব্যঃ—**ত্রিকালজ্ঞঃ** প্রাতর্মধ্যাহ্ন-

---

তিন প্রকার বলিয়া কথিত হয়। কর্ম্মসকলের ন্যাস বা বর্জ্জনকে 'সন্ন্যাস' কহে, সেই ন্যাস-ধর্ম্ম আচরণকারী 'সন্ন্যাসী'।" কর্ম্মবিদ্গণ কর্ম্ম নিত্যাদি ত্রিবিধ—ইহা বলিয়া থাকেন। সেই সকল কর্ম্মের ন্যাস বা অকরণ—'সন্ন্যাস'। ন্যাস-ধর্ম্ম আচরণ করিয়া পুরুষ সন্ন্যাসী হন।

সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগই বা ত্যাগ কি প্রকারে হয়? কারণ, **ফলকামনা ব্যতিরেকেও** নিত্যাদি-কর্ম্মমাত্র অনুষ্ঠিত হইলে সেই সকলের কর্ত্তৃত্ববশতঃ **অবশ্যই ফল-লাভ ঘটিবে**—ইহাতে সন্দেহ নাই।

'প্রত্যহ সন্ধ্যোপাসনা করিবে'—এই শ্রুতি-প্রমাণে অকরণজনিত প্রত্যবায় পরিহারোদ্দেশ্যে সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া

সায়ংকালং জানাতীতি, তথা গায়ত্রীজপতৎপরঃ অর্থাৎ তত্র সন্ধ্যোপাসনায়াং গায়ত্রীমতিশয়েন পুনঃ পুনঃ জপন্ সন্ পশ্চাদন্তে পঞ্চত্বে সতি ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি,—ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিতত্বেন সহজস্বভাবতো (তস্য) ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিফলং স্যাৎ।

এবং **নৈমিত্তিকে** শ্রাদ্ধাদিকে কর্ম্মণি (অপি) ফলসঙ্কল্পং বিনা **তু ফলং ভবতি**। তত্রাহ স্কান্দে—

গয়ায়াং বিরজে চৈব মাহেন্দ্রে জাহ্নবীতটে।
অত্র পিণ্ডপ্রদো যাতি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥

গয়ায়াং শ্রীবিষ্ণুপদাদ্যেকক্রোশপর্য্যন্তভূমৌ সর্ব্বতঃ। অথবা পুরাণান্তরমতে যোজনপরিমিতে বিষ্ণুপদে গয়াভূমিক্ষেত্রে, বিরজে বিরজক্ষেত্রে, মাহেন্দ্রক্ষেত্রে। চকারাৎ,—এবেতি নিশ্চয়ং, কুরুক্ষেত্রবদরীকেদারক্ষেত্রবেঙ্কটাচলক্ষেত্রশ্রীরঙ্গনাথ-ক্ষেত্রশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রাদ্যপরসকলতীর্থপুণ্যভূমিষু। তথা জাহ্নবী-

---

থাকে ; **কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষায় উহা অনুষ্ঠিত হয় না, তথাপি ফলোৎপত্তি হয়।** যথা, হারীতসংহিতা বলেন—'প্রত্যহ ত্রিকালজ্ঞ সন্ধ্যোপাসনাকারী গায়ত্রীজপতৎপর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।' যে দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রতিদিবসে সন্ধ্যোপাসনাকারী, ত্রিকালজ্ঞ অর্থাৎ প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্ন কালত্রয় অবগত আছেন এবং গায়ত্রীজপতৎপর অর্থাৎ সন্ধ্যোপাসনাকালে পুনঃ পুনঃ আত্যন্তিকভাবে গায়ত্রী জপ করেন, তিনি মৃত্যুতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন,—ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত বলিয়া সহজস্বভাবে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিফল লভ্য হয়।

এইরূপে **নৈমিত্তিক** শ্রাদ্ধাদিকার্য্যেও ফলসঙ্কল্প ব্যতীতও **ফল**

তটে যত্র ক্বাপি শ্রীগঙ্গাগর্ভজলাদ্যেকক্রোশপরিমিতভূমিত্বেনায়ত জাহ্নবীতটমিতি সম্ভবতি তত্র চ। অত্রৈতৎস্থলে শ্রাদ্ধকৃত্যে পিণ্ডঃ প্রদীয়তে যস্মৈ পুত্রাদিনা স তু পিণ্ডপ্রদঃ সন্ ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তত্বেন কৃতার্থো ভবত্যবশ্যমেব। তথা শ্রাদ্ধকর্ত্তৃত্বেন পিণ্ডং প্রদদাতীতি পিণ্ডপ্রদঃ পুত্রাদিরপি ত্বনাময়ং দ্বিপরার্দ্ধ-পর্য্যন্তরোগশোকাদিতাপত্রয়াপরসর্ব্বোপদ্রবরহিতং ব্রহ্মলোকং যাতি সত্যলোকং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

কাম্যং তু কর্ম্ম কেবলফলসঙ্কল্পেনৈব ভবতি। তত্রাপি **কাম্যকর্ম্মণঃ** ফলকামনাব্যতিরেকেণাপি **ফলং ভবতি**। যথা শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

যঃ কশ্চিৎ পুরুষোঽপীহ কৃত্বা চান্দ্রায়ণং ব্রতম্।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যস্তথা দ্বাদশবার্ষিকম্॥

হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে কথিত আছে—'গয়ায়, বিরজাক্ষেত্রে, মহেন্দ্রপর্ব্বতে, জাহ্নবীতটে পিণ্ডদানকারী ব্যক্তি অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করেন।' গয়া—শ্রীবিষ্ণুপদ প্রভৃতি এক ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমি সর্ব্বত্র, অথবা পুরাণান্তর-মতে যোজনপরিমিত বিষ্ণুপাদক্ষেত্র; চ-কার হইতে—কুরুক্ষেত্র, বদরীক্ষেত্র, কেদারক্ষেত্র, বেঙ্কটাচলক্ষেত্র, শ্রীরঙ্গনাথক্ষেত্র, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রাদি অপর সকল তীর্থ ও পুণ্যভূমি। জাহ্নবীতট—গঙ্গাগর্ভস্থ জল হইতে এক ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমির যে-কোন স্থান; এই সকল স্থলে শ্রাদ্ধকার্য্যে যাঁহাকে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, সেই 'পিণ্ডপ্রদ' ব্যক্তি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া অবশ্যই কৃতার্থ হন। তদ্রূপ শ্রাদ্ধকর্ত্তৃরূপে পিণ্ডপ্রদানকারী পুত্রাদিও অনাময় অর্থাৎ দ্বিপরার্দ্ধপর্য্যন্ত

ইহলোকে পুরুষো বর্ণসঙ্করান্ত্যজান্তর্গতো যঃ কশ্চিৎ কামপি ফলাকাঙ্ক্ষামৃতে স্বেচ্ছয়া চান্দ্রায়ণব্রতং কৃত্বা, তথা ফলকামনাং বিনা দ্রব্যাঢ্যস্বভাবতঃ কেবলদ্বাদশবার্ষিকং কৃত্বা সর্ব্বপাপেভ্যঃ পাতকোপপাতকমহাপাতকাতিপাতকানুপাতকাদিভ্যো মুচ্যতে। অয়ন্ভাবঃ,—এতৎপাতকাদিনিরয়ভোগব্যতিরেকেণ সংসৃতিবন্ধন-রহিতত্বেন চ মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ।

অতএবোচ্যতে—**নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্মাদিসর্ব্ব-ন্যাসেন সন্ন্যাসো ভবতি।** তথা নিত্যাদিসর্ব্বকর্ম্মাত্যাগেন সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগঃ স্যাদিত্যন্তর্গর্ভান্বয়োনাত্র সন্দেহঃ কর্ত্তব্যঃ।

রোগ-শোকাদি তাপত্রয় ও অপর সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবশূন্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন অর্থাৎ **সত্যলোক** প্রাপ্ত হন।

কিন্তু কেবল ফলসঙ্কল্পেই কাম্যকর্ম্মের সম্ভাবনা; তাহাতেও **কাম্যকর্ম্মের** ফলকামনা ব্যতিরেকেও **ফল হইয়া থাকে।** যথা, শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—'যে-কোন ব্যক্তি ইহলোকে চান্দ্রায়ণ ও দ্বাদশবার্ষিক ব্রত করিয়া সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হন।' এই সংসারে বর্ণসঙ্কর-অন্ত্যজান্তর্গত যে-কেহ কোনরূপ ফলকামনাব্যতীত স্বেচ্ছায় চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া, তদ্রূপ ফলকামনাব্যতীত ধনশালীতাহেতু স্বভাবতঃই কেবল 'দ্বাদশ বার্ষিক' ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া পাতক-উপপাতক-মহাপাতক-অতিপাতক-অনুপাতকাদি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। এই সকল পাতকাদিজনিত নরকভোগ-ব্যতিরেকে ও সংসারবন্ধনরহিত হইয়া মুক্ত হন—ইহা ভাবার্থ।

(ত্যাগ-তাৎপর্য্য)—অতএব **নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ-দ্বারা 'সন্ন্যাস' হয়** বলিয়া কথিত এবং নিত্যাদি সকল কর্ম্মের অপরিত্যাগে সর্ব্বকর্ম্মের ফল পরিত্যক্ত হইলেই 'ত্যাগ' হয়—ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য। ইহাতে সন্দেহ অকর্ত্তব্য।

অথ মঙ্গলাচরণম্ (১)

অথ প্রথমং বিবাহাদিকৃত্যাদৌ **মঙ্গলাচরণং** কর্ত্তব্যম্। তত্র প্রথমং **প্রাঙ্গণে** চতুর্মুষ্ট্যাধিকচতুর্হস্তপরিমিতাং চতুষ্কোণাং ছায়ামণ্ডপসহিতাং **বেদীং** কুর্য্যাৎ।

অত্র প্রমাণমাহ শ্রীকপিলপঞ্চরাত্রে—

সংস্কৃতায়ামুত্তমায়াং প্রযতায়াং বিশেষতঃ।
ভূমৌ কুর্য্যাচ্চতুষ্কোণাং বেদিকাং শুভদায়িনীম্॥
চতুর্হস্তচতুর্মুষ্টিপরিমাণেন চিহ্নিতাম্।
শুদ্ধাভির্মাতৃকাভিশ্চ সল্লোকেনাপি নির্ম্মিতাম্॥
মৃদ্ভির্বার্ভিঃ পবিত্রাভিঃ সদ্যো গোময়লেপিতাম্।
খর্পরাঙ্গারকেশাস্থিতুষাদিপরিবর্জ্জিতাম্॥
ততঃ কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন ছায়ামণ্ডপবর্দ্ধনম্।
জম্বাম্রবকুলাদীনাং দলতোরণমণ্ডিতম্॥
নানাবর্ণপতাকাশ্চ দদ্যাৎ অষ্টঘটোপরি।
ঘটাশ্চ চিত্রিতাঃ কার্য্যাঃ পঞ্চবর্ণৈঃ সুমঙ্গলাঃ॥

---

(১) **অথ মঙ্গলাচরণ**—বিবাহাদি কার্য্যসকলে প্রথমে মঙ্গলাচরণ কর্ত্তব্য। তাহাতে প্রথমতঃ প্রাঙ্গণে চারিহস্ত-চারিমুষ্টি-পরিমিত, চতুষ্কোণ ও ছায়ামণ্ডপ-যুক্ত **বেদি** রচনা করিবে। এই বিষয়ে **কপিল-পঞ্চরাত্রের** প্রমাণ, যথা—

বিশেষভাবে সংস্কৃত, উত্তম, পবিত্র ভূমিতে উভয়দিকে চারিহস্ত-চারিমুষ্টি-পরিমিত, বিশুদ্ধ মাতৃকা-দ্বারা চিহ্নিত, সল্লোকের দ্বারা নির্ম্মিত, পবিত্র মৃত্তিকা জল ও সদ্য-গোময়-দ্বারা লেপিত, খর্পর-অঙ্গার-কেশ-অস্থি-তুষাদিশূন্য চতুষ্কোণ-মঙ্গল-বেদিকা নির্ম্মাণ

পূর্ব্বাদি ক্রমতশ্চাষ্টৌ ঘটাঃ স্থাপ্যা বিধানতঃ।
অষ্টৌ ধ্বজাঃ সপতাকাঃ শুভ্রা বেদ্যাশ্চ পূর্ব্বতঃ ॥
তত্রচ্ছায়ামণ্ডপোর্দ্ধং চন্দ্রাতপবিমণ্ডিতম্।
নানাপুষ্পাদিরচিতস্রগ্‌ভির্ম্মঞ্জুলশোভনম্ ॥
পঞ্চবর্ণকৃতৈশ্চূর্ণৈর্বেদিকাং সধবাঙ্গনাঃ।
সাধ্ব্যো বিচিত্রিতাং কুর্য্যুর্দ্বারং বিবিধলিম্পকৈঃ ॥
মঙ্গলাচরণং চৈতৎ বাদ্যভাণ্ডস্য বাদনৈঃ।
শঙ্খঘণ্টাদীনাং ঘোষৈঃ স্থলমত্যন্তমঙ্গলম্।
মুখবাদ্যৈর্ল্লুলাদ্যৈঃ সধবানাঞ্চ যোষিতাম্ ॥

(ক) ততঃ প্রথমং মঙ্গলদায়কং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশকারকং ষড়্‌দর্শনমতেন পৃথঙ্‌নামধেয়ং শ্রীমদ্ভগবন্তং ভক্ত্যা প্রণমেৎ।

যথা বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি পরে প্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্‌গতেঃ কারণমীশ্বরং বা তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশনায় ॥

ততো বেদোক্তং মন্ত্রং পঠেৎ, যথা সামবেদে—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্।

অপরমৃগ্বেদে কৃষ্ণোপনিষদি—

ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ

করিবে। অনন্তর জাম, আম্র, বকুল প্রভৃতির পত্ররচিত তোরণদ্বারা ছায়া-মণ্ডপকে সজ্জিত করিবে। পূর্ব্বাদি ক্রমে অষ্টদিকে অষ্ট মঙ্গলঘট বিধিমত স্থাপন করিয়া ঘটের উপর নানাবর্ণ পতাকা স্থাপন করিবে এবং ঘটগুলি পঞ্চবর্ণে চিত্রিত করিবে। বেদির পূর্ব্বাদি দিকে পতাকা-সহিত আটটি ধ্বজা স্থাপিত করিবে। ছায়ামণ্ডপের উপরিভাগ চন্দ্রাতপের দ্বারা মণ্ডিত ও নানাপুষ্পরচিত মাল্যাদির দ্বারা মনোরমভাবে শোভিত

পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কর্ম্মাদিমূলং, কৃষ্ণঃ স হ সর্ব্বৈর্হ্যার্যঃ, কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণোঽনাদিস্তস্মিন্নজাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতী।

অপরাণি চ মঙ্গলস্বরূপাণি সামযজুর্বেদাদ্যুক্তানি শ্রীপুরুষসূক্তমন্ত্রাণি চ পঠেৎ—

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥১॥
ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥২॥
ওঁ এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩॥

করিবে। সাধ্বী সধবা নারীগণ পঞ্চবর্ণের গুড়িকা-দ্বারা বেদি এবং বিবিধ আলিপনার দ্বারা দ্বার চিত্রিত করিবে। মঙ্গলাচরণে নানাবাদ্যধ্বনিতে, শঙ্খ-ঘণ্টাদির শব্দে ও সধবা স্ত্রীগণের হুলুধ্বনিতে সেই স্থান অতি মঙ্গলময় করিবে।

(ক) অনন্তর সর্ব্বপ্রথমে মঙ্গলদায়ক, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন, ছয় দর্শনের মতে পৃথক্ পৃথক্ নামবিশিষ্ট শ্রীভগবান্‌কে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে,—যথা বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—'যং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্লোক। তারপর সামবেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং' ইত্যাদি। অতঃপর ঋগ্বেদান্তর্গত কৃষ্ণোপনিষদের মন্ত্র পাঠ করিবে--'ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ' ইত্যাদি। তদনন্তর শ্রীপুরুষসূক্ত-মন্ত্র পাঠ করিবে—'ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ' ইত্যাদি। অথর্ব্ববেদোক্ত শ্রীনারায়ণোপনিষৎ পাঠও কর্ত্তব্য—'ওঁ অথ পুরুষ হ বৈ নারায়ণঃ' ইত্যাদি।

ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাঽভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনাঽনশনে অভি ॥৪॥
ওঁ তস্মাৎ বিরাডজায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥৫॥
ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥৬॥
ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥৭॥
ওঁ তস্মাদশ্বাঽজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজা বয়ঃ ॥৮॥
ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥৯॥
ওঁ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরুপাদা উচ্যেতে ॥১০॥
ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরুঃ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥১১॥
ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাৎ বায়ুরজায়ত ॥১২॥
ওঁ ওঁ নাভ্যাসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥১৩॥
ওঁ যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥১৪॥

ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥১৫॥
ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥১৬॥
ওঁ অদ্ভ্যঃ সরঃ ভৃতং পৃথ্বী বৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণঃ সমবর্ত্ততাগ্রে।
তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্তস্য দেবত্বমায়াতমগ্রে ॥১৭॥
ওঁ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥১৮॥
ওঁ প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভ অন্তরজায়মানো বহুধাভিজায়তে।
তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্ হ তস্থূর্ভুবনানি বিশ্বা ॥১৯॥
ওঁ যো দেবেভ্য আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ।
পূর্ব্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে ॥২০॥
ওঁ রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদব্রুবন্।
যস্ত্বেবং ব্রাহ্মণো বিন্দ্যাৎ তস্য দেবা আসন্ বশে ॥২১॥
ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি।
রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তং ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ সর্ব্বলোকং ম ইষাণ ॥২২॥

অপরো মঙ্গলপ্রদোঽথর্ব্ববেদোক্তনারায়ণোপনিষৎপাঠশ্চ কর্ত্তব্যো, যথা—

"ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি প্রজাঃ সৃজেরন্। নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ, সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে। নারায়ণে প্রলীয়ন্তে।"

"অথ নিত্যো দেব একো নারায়ণো ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ শক্রশ্চ নারায়ণো রুদ্রাশ্চ নারায়ণো বসবোঽশ্বিনৌ চ নারায়ণঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ নারায়ণঃ কালশ্চ নারায়ণো দিশশ্চ নারায়ণোঽধশ্চ নারায়ণ ঊর্দ্ধঞ্চ নারায়ণো মূর্ত্তোঽমূর্ত্তশ্চ নারায়ণোঽন্তর্ব্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। অথ নিত্যো নিষ্কলো নিরাখ্যাতো নির্ব্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ। য এবং বেদ,—বোধঞ্চ সারথিং কৃত্বা মনঃপ্রগ্রহবান্ পুমান্। প্রয়াতি পরমং পারং বিষ্ণ্বাখ্যং পদমব্যয়ম্॥ বিষ্ণ্বাখ্যং পদমব্যয়মিতি॥ এতদ্বৈ নারায়ণোপনিষদং যো বৈ নারায়ণোপনিষদমধ্যেতি স সর্ব্বেভ্যো দোষেভ্যো বিমুক্তো ভবতি, স সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি। অমৃতত্বঞ্চ লব্ধাঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতীতি।" "ওমিত্যগ্রে ব্যাহরেৎ। নম ইতি পশ্চাৎ। নারায়ণায়েত্যুপরিষ্টাৎ। ওমিত্যেকাক্ষরম্। নম ইতি দ্বে অক্ষরে। নারায়ণায়েতি পঞ্চাক্ষরাণি। এতদ্বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদম্। যো হ বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষর পদমধ্যেতি। অনপব্রুবঃ (১) সর্ব্বমায়ুরেতি। বিন্দতে প্রজাপত্যং রায়স্পোষং গৌপত্যং ততোঽমৃতত্বমশ্নুত ইতি॥ প্রত্যগানন্দং ব্রহ্মপুরুষং প্রণবস্বরূপম্। অকার উকার মকার ইতি। তা অনেকধা সমভবত্তদেতদোমিতি। যমুক্ত্বা মুচ্যতে যোগী জন্মসংসারবন্ধনাৎ॥ ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকো (২) বৈকুণ্ঠভুবনং গমিষ্যতি। তদিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনং তস্মাৎ-

(১) সোঽনুপলব্ধঃ। (২) তস্মান্মন্ত্রোপাসনাৎ।

তড়িদাভমাত্রম্। ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ। ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুত ইতি। সর্ব্বভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরং ব্রহ্ম ওঁ। প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি। সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি। মধ্যন্দিনমাদিত্যাভিমুখোঽধীয়ান পঞ্চমহাপাতকোপপাতকানি (৩) নাশয়তি। সর্ব্ববেদপারায়ণপুণ্যং লভতে। নারায়ণাৎ সাযুজ্যমাপ্নোতি॥" (৪)

ততঃ কুঙ্কুমাক্তভণ্ডুলান্ অভাবে হরিদ্রাক্তভণ্ডুলান্ গৃহীত্বা (খ) **স্বস্তিবাচনং** করণীয়ং, যথা—ঋগ্বেদে কৃষ্ণোপনিষদি—

ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দঃ স্বস্তি নোঽচ্যুতানন্তৌ, স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণুর্দধাতু। স্বস্তি নো নারায়ণো নরো বৈ, স্বস্তি নঃ পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু॥ স্বস্তি নো বিশ্বক্সেনো বিশ্বেশ্বরঃ, স্বস্তি নো ঋষীকেশো হরির্দধাতু। স্বস্তি নো বৈনতেয়ো হরিঃ, স্বস্তি নোঽঞ্জনাসুতোহনূর্ভাগবতো দধাতু॥ স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলেকেশো মহান্ শ্রীকৃষ্ণঃ, সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্বেবশ্বরেশ্বরো দধাতু॥

ততঃ পুটাঞ্জলিং বদ্ধা পঠেৎ যথা সম্মোহনতন্ত্রে,—

(খ) তাহার পর কুঙ্কুমাক্ত তণ্ডুল, তদভাবে হরিদ্রাক্ত তণ্ডুল হস্তে লইয়া স্বস্তিবাচন করিবে। মন্ত্র, যথা—'ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দ' ইত্যাদি। অতঃপর কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—'করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণঃ' ইত্যাদি, 'কৃষ্ণো মমৈব সর্ব্বত্র' ইত্যাদি।

---

(৩) পঞ্চমহাপাতকোপপাতকাৎ প্রমুচ্যতে। (৪) নারায়ণাৎসাযুজ্যমবাপ্নোতি।

করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ।
কার্ষ্ণাদয়শ্চ কুর্ব্বন্তু স্বস্তি মে লোকপাবনাঃ॥

বিষ্ণুযামলসংহিতায়াং,—

কৃষ্ণো মমৈব সর্ব্বত্র স্বস্তি কুর্য্যাৎ শ্রিয়া সমম্।
তথৈব চ সদা কার্ষ্ণিঃ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনঃ॥

অতঃপরং (গ) **মঙ্গলবাচনং** পদ্যং পঠেৎ—

বিষ্ণুরহস্যে,—

অতসীকুসুমোপমেয়কান্তির্যমুনাকূলকদম্বমূলবর্ত্তী।
নবগোপবধূবিলাসশালী বিতনোতু নো মঙ্গলাণি॥

নারদীয়পুরাণে,—

কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংশকুঞ্জরকেশরী।
কালিন্দীজলকল্লোলকোলাহলকুতূহলঃ॥

নারসিংহে,—

মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥

পাণ্ডবগীতায়াং,—

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ।
যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ॥

(গ) অনন্তর মঙ্গলবাচন পদ্যসকল পঠনীয়—'অতসীকুসুমোপমেয়-কান্তিঃ' ইত্যাদি॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে,—

মঙ্গলং ভগবান্ বিষ্ণুর্মঙ্গলং মধুসূদনঃ।
মঙ্গলং হৃষীকেশোঽয়ং মঙ্গলায়তনো হরিঃ॥
বিষ্ণূচ্চারণমাত্রেণ কৃষ্ণস্য স্মরণাদ্ধরেঃ।
সর্ব্ববিঘ্নানি নশ্যন্তি মঙ্গলং স্যান্ন সংশয়ঃ॥

পাদ্মে,—

সত্যং কলিযুগে বিপ্র শ্রীহরের্নাম মঙ্গলম।
পরং স্বস্ত্যয়নং নৃণাং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে,—

পুণ্ডরীকাক্ষ-গোবিন্দ-মাধবাদীংশ্চ যঃ স্মরেৎ।
তস্য স্যান্মঙ্গলং সর্ব্বকর্ম্মাদৌ বিঘ্ননাশনম্॥

রুদ্রযামলে,—

মঙ্গলায়তনং কৃষ্ণং গোবিন্দং গরুড়ধ্বজম্।
মাধবং পুণ্ডরীকাক্ষং বিষ্ণুং নারায়ণং হরিম্॥
বাসুদেবং জগন্নাথমচ্যুতং মধুসূদনম্।
তথা মুকুন্দানন্তাদীন্ যঃ স্মরেৎ প্রথমং সুধীঃ॥
কর্ত্তা সর্ব্বত্র সুতরাং মঙ্গলানান্ত কর্ম্মণঃ॥*

---

* তথা গোপালপূর্ব্বতাপন্যাং—নমো বিশ্বস্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে। কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে। নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ॥ বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে। রমামানস-হংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ কংশবংশবিনাশায় কেশিচানূরঘাতিনে। বৃষভধ্বজ-

অথাধিবাসঃ (২)

অথাধিবাস কর্ত্তব্যম্।— (পূর্ব্বেদ্যুঃ) গোধূলিসময়ে তদভাবে (কৃত্যদিবসে) প্রাতঃকালে বাহ্যধিবাসদ্রব্যাণ্যানীয় যথাক্রমমধিবাসয়েৎ। তানি যথা—মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং দূর্ব্বা পুষ্পং ফলং দধি। ঘৃত-স্বস্তিক-সিন্দুর-শঙ্খ-কজ্জল-রোচনাঃ। সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রং দীপশ্চ দর্পণম্। ততঃ সুগন্ধি স্নানীয়ং হরিদ্রা বসনং তথা। সূত্রকং চামরং যোজ্যং চন্দনং চাভিবন্দনম্॥ (আচমন-বিষ্ণুস্মরণ-স্বস্তিবাচনাদি-পূর্ব্বকমেব অধিবাসোক্তং কার্য্যং কুর্য্যাৎ।)

---

(২) অথ অধিবাস—কার্য্যের পূর্ব্বদিন গোধূলি সময়ে অথবা কার্য্যের দিন প্রাতঃকালে অধিবাস-দ্রব্যসকল আনিয়া যথাক্রমে অধিবাস করিবে। অধিবাস-দ্রব্য, যথা—মহী, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (ঘৃতাক্ত আতপ তণ্ডুল), সিন্দুর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা, সিদ্ধার্থ

বন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ॥ বেণুনাদবিনোদায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে। কালিন্দী-কূললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে॥ বল্লবীবদনাম্ভোজমালিনে নৃত্তশালিনে। নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥ নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ। পূতনা-জীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসুহারিণে॥ নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে। অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥ প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর। আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো॥ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর। সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো॥ কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন। গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব॥

তত্র প্রথমং (১) **গঙ্গামৃত্তিকয়া**—ভূমিঃ অসি, অদিতিঃ অসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী, পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃংহ, পৃথিবীং মা হিংসীঃ।—অনয়া গঙ্গামৃত্তিকয়া শুভাধিবাসঃ অস্তু।

প্রথমং শ্রীবিষ্ণোঃ পশ্চাৎ বরকন্যয়োরধিবাসঃ কর্ত্তব্যঃ।

(২) ততো **গন্ধেন**—ওঁ গন্ধদ্বারা দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং, ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বাং ইহোপাহ্বয়ে শ্রিয়ম্। অনেন গন্ধেন শুভাধিবাসঃ অস্তু।—এবং সর্ব্বত্র।

(৩) ততঃ **শিলয়া**—ওঁ প্রপর্ব্বতস্য বৃষভস্য পৃষ্টান্ নারশ্চরন্তি স্বসিচ ই অনন্তো আরবৃত্তং ন ধরা গুদন্তা অহিং ব্রধ্ন মনুবীয়মানা, বিষ্ণোর্বিক্রমণমসি বিষ্ণোর্বিক্রান্তমসি।

(৪) ততো **ধান্যেন**—ওঁ ধান্যমসি, ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞং, ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।

(৫) ততো **দূর্ব্বয়া**—ওঁ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষঃ পরি। এবা নো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ।

(৬) ততঃ **পুষ্পেণ**—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে। নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইধ্ন মিষাণ অমুষ্মা ইষাণ সর্ব্বলোকং ম ইষাণ।

(শ্বেতসর্ষপ), কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, দীপ, দর্পণ, সুগন্ধি তৈল, হরিদ্রা, বস্ত্র, সূত্র, চামর, চন্দন, অভিবন্দন (সকল দ্রব্যে একত্রে বন্দনা), নির্মঞ্ছন। (আচমন-বিষ্ণুস্মরণ-স্বস্তিবাচনাদি সমাপন করিয়া অধিবাসের কার্য্য করিতে হইবে)।

(৭) ততঃ **ফলেন**—ওঁ যাঃ ফলিনীঃ যাঃ অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্তু অহংসঃ।

(৮) ততো **দধ্না**—ওঁ দধি ক্রাব্নঃ অকার্ষং জিষ্ণোঃ অশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোৎ প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ।

(৯) ততো **ঘৃতেন**—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানাং অভি শ্রিয়োর্ব্বী পৃথিবী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিস্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা।

(১০) ততঃ—**স্বস্তিকেন**—ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দঃ স্বস্তি নঃ অচ্যুতানন্তৌ স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণুঃ দধাতু। স্বস্তি নো নারায়ণো নরো বৈ, স্বস্তি নঃ পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু। স্বস্তি নো বিশ্বক্সেনো বিশ্বেশ্বরঃ, স্বস্তি নো হৃষীকেশো হরিঃ দধাতু। স্বস্তি নো বৈনতেয়ো হরিঃ, স্বস্তি নঃ অঞ্জনাসুতো হনূঃ ভাগবতো দধাতু। স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলৈকেশো মহান্ শ্রীকৃষ্ণঃ, সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরো দধাতু।

(১১) ততঃ **সিন্দূরেণ**—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমীয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো নঃ বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্ উর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ।

(১২) ততঃ **শঙ্খেন**—ওঁ প্রতিশ্রুৎকায়া অর্ত্তনং ঘোষায় বহুবাদিনং অনন্তায় মূকং শব্দায় আড়ম্বরাঘাতং মহসে বীণাবাদং ক্রোশায় তূণবধ্মং অপরম্পরায় শঙ্খধ্বং বলায় বনমপতো বন্যায় দাবপম্।

(১৩) ততোঽ**ঞ্জনেন**—ওঁ সমিদ্ধোঽঞ্জন্ কৃদম্মতীনাং ঘৃতং অগ্নে মধুমৎ পিন্বমানঃ। বাজী বহন্ বাজিনং জাতবেদো দেবানাং বক্ষি প্রিয়ং আসধস্থম্।

(১৪) ততো **রোচনয়া**—ওঁ যুজন্তি ব্রধ্নং অরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ রোচন্তে রোচনা দিবি।

(১৫) ততো **সিদ্ধার্থেন**—ওঁ রক্ষোহনো বল্গহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্, রক্ষোহনো বল্গহনো বলয়ামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহনো বল্গহনো বঃ স্তৃণামি বৈষ্ণবান্, রক্ষোহনৌ বাং বল্গহনৌ উপদধামি বৈষ্ণবী, রক্ষোহনৌ বাং বল্গহনৌ পর্য্যূহামি বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবমসি বৈষ্ণবাঃ স্থ।

(১৬) ততঃ **কাঞ্চনেন**—ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

(১৭) ততো **রজতেন**—ওঁ কৃশনো রুক্মতরুব্যাপ্যভো দুর্ম্মষং আপুঃ শ্রেয়ে রুচানঃ অগ্নিঃ অমৃতঃ অভবৎ। বয়োভির্যদেনং ঘোরজনয়ন্ স্ফুরৈতাঃ।

(১৮) ততস্তাম্রেণ—ওঁ অসৌ যস্তাম্রঃ অরুণঃ উতবভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চৈনহুং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ, সহস্রশো বৈষা হেড়ইমহে।

(১৯) ততো **দীপেন**—ওঁ মনো জূতিঃ জুষতাং আজ্যস্য বৃহস্পতিঃ যজ্ঞং ইমং তনোতু। অরিষ্টং যজ্ঞং ইমং দধাতু, বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তাং ওঁ প্রতিষ্ঠ।

(২০) ততো **দর্পণেন**—ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কর্ম্মাদিমূলঃ, কৃষ্ণঃ স হ সর্ব্বৈকার্য্যঃ, কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণঃ অনাদিঃ, তস্মিন্ অজাণ্ডান্তর্বাহ্যে যৎ মঙ্গলং তৎ লভতে কৃতী।

(২১) ততঃ **সুগন্ধিতৈলেন**—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

(২২) ততো **হরিদ্রয়া**—ওঁ বিষ্ণোঃ বিক্রমণং অসি, বিষ্ণোঃ বিক্রান্তং অসি, বিষ্ণোঃ ক্রান্তমসি, বিষ্ণোঃ ক্রান্তমসি, যুজান্ত্যস্য কাম্যা হবিঃ বিপঞ্চসারথে শোনো ঘৃষ্ণুঃ নবাহসা।

(২৩) ততো **বস্ত্রেন**—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীতঃ আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি সাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।

(২৪) ততঃ **সূত্রেণ**—ওঁ সূত্রামাণং পৃথিবীং দ্যাং অনেহসং সুশর্মাণং অদিতি সুপ্রণীতং দেবো নারং সুবিদ্রাং অনাগসং অস্মরতীং আরুহে মাস্ম স্তয়ে॥ অনেন মন্ত্রেণ, 'ওঁ তদ্বিষ্ণোরিতি' মন্ত্রেণ চ, 'ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘন' ইতি মন্ত্রেণ চ বরস্য নবগুণপরিমিতং বৈষ্ণবব্রাহ্মণেন, কন্যায়াঃ সপ্তগুণপরিমিতং বৈষ্ণবীভিঃ সধবাঙ্গনাভিশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্মরণপূর্ব্বকং কুঙ্কুমচন্দন-হরিদ্রাক্তসূত্রবন্ধনং কার্য্যম্।

(২৫) তত**শ্চামরেণ**—ওঁ বাতো বা মনো বা গন্ধর্ব্বা বা সপ্তবিংশতিঃ তে ত্বগ্রে সমযুঞ্জন্ তে অস্মিন্ যবং আদধুঃ॥

(২৬) **ততশ্চন্দনেন**—ওঁ কঃ অসি কতমঃ অসি কস্মৈ ত্বা কায় ত্বা সুশ্লোক সুমঙ্গল সত্য রাজন্।

(২৭) ততঃ সর্ব্বদ্রব্যাণ্যেকীকৃত্য বন্দাপনং কুর্য্যাৎ—ওঁ প্রতিপনসি প্রতিপদে ত্বা, অনুপদসি অনুপদে ত্বা, সম্পদসি সম্পদে ত্বা, তেজোঽসি তেজসে ত্বা ॥ ইত্যনেন সর্ব্বাঙ্গং স্পৃষ্ট্বা,

(২৮) চতুঃপ্রদীপং পঞ্চপ্রদীপং সপ্তপ্রদীপং বা প্রজ্বাল্য নির্মঞ্ছনং কুর্য্যাৎ।

এবংবিধিনা বরকন্যয়োরধিবাসঃ ॥

নামাপরাধভয়াৎ নান্দীমুখশ্রাদ্ধমত্র ন কর্ত্তব্যম্। কিন্তু তেষাং পিতৃণাং পরমসুখার্থং **শ্রীগুরুপরম্পরাপূজনং**

আচমনের পর মূলে লিখিত মন্ত্র-সকল পাঠপূর্ব্বক **শ্রীবিষ্ণুস্মরণ** করিবে। তদনন্তর **স্বস্তিবাচন**, যথা—কুঙ্কুমাক্ত অথবা হরিদ্রাক্ত তণ্ডুল হস্তে লইয়া 'ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তণ্ডুল ছড়াইয়া দিয়া পুনঃ জোড়হস্তে 'করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণঃ' ইত্যাদি পদ্যদ্বয় পাঠ করিবে। তারপর পাদ্যাদির দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করিবে।

তারপর এক একটী দ্রব্য লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রথমে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে স্পর্শ করাইবে। পরে বরকন্যার মস্তকে স্পর্শ করাইবে। বিবাহ-কার্য্যে সূত্রের দ্বারা অধিবাস করাইবার পর, সেইস্থলে লিখিত মন্ত্রসকল উচ্চারণ ও শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ-পূর্ব্বক কোন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বরের হস্তে কুঙ্কুম-চন্দন-হরিদ্রারঞ্জিত নয়গুণ সূত্র এবং বৈষ্ণবী সধবাঙ্গনা কন্যার হস্তে সাতগুণ সূত্র বন্ধন করিয়া দিবেন।

নামাপরাধভয়ে নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু পিতৃ-

কুর্য্যাৎ. তেভ্যো মহাপ্রসাদঞ্চ দদ্যাৎ, বৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যোঽন্ন-বস্ত্রাদিকং যথাশক্তি সহজেনৈব দেয়ং বিষ্ণুপ্রীতয়ে বিষ্ণুস্মরণ-পূর্ব্বকম্। * অতঃপরং কুড্যোপরি ঘৃতেন পঞ্চ সপ্ত বা পরিমিতা বসুধারা দেয়া। তত্র মহাভাগবতং শ্রীচেদিনং রাজানং শ্রীবিষ্ণুমহাপ্রসাদ-পুষ্পজলনৈবেদ্যাদিভিঃ প্রপূজয়েৎ।

অথ শ্রীবাসুদেবার্চ্চনম্ (৩)

অথ বিবাহদিবসে শ্রীগোবিন্দভক্তোঽনন্যশরণো দীক্ষিতো বর্ণাদিঃ প্রাতঃ কৃতাহ্নিকঃ কৃতস্নানঃ কৃতনিত্যকৃত্যস্তত্র ছায়ামণ্ডপে মণ্ডিতে (শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে বা) কৃতকুশাদ্যাসন আচান্তঃ শ্রীবিষ্ণুস্মরণং কৃত্বা (অর্চ্চনপদ্ধতৌ দ্রষ্টব্য) পরমমনোহর-

---

পুরুষগণের পরম সুখ সম্পাদনের নিমিত্ত **শ্রীগুরু-পরম্পরার পূজা করিবে এবং পিতৃগণকে মহাপ্রসাদ দিবে।** বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ-গণকে যথাশক্তি অক্লেশে অন্নবস্ত্রাদি বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ বিষ্ণুস্মরণ-পূর্ব্বক দান করিবে। তারপর দেওয়ালে ঘৃতের দ্বারা পাঁচটী বা সাতটী বসুধারা দিবে। সেইস্থানে মহাভাগবত চেদিরাজকে মহাপ্রসাদ-জল-নৈবেদ্যাদি-দ্বারা পূজা করিবে।

(৩) **অথ** শ্রীবাসুদেবার্চ্চন। সদ্‌গুরুর নিকট পঞ্চসংস্কারে দীক্ষিত, অনন্যশরণ, গোবিন্দভক্ত যে-কোন বর্ণের ব্যক্তি বিবাহদিবসে প্রাতঃকালে

---

* প্রথমে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অর্চ্চন, তদনন্তর শ্রীবাসুদেবের অর্চ্চন, অতঃপর ভগবৎপ্রসাদনির্ম্মাল্যাদিদ্বারা যথাবিধি শ্রীগুরুপরম্পরার অর্চ্চন, তৎপরে শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবার্থ দানাদি, অনন্তর শ্রীভগবানের ভোগ ও আরাত্রিক, তৎপরে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে মহাপ্রসাদ নিবেদন, তৎপরে বসুধারা—এই ক্রম অনুসরণীয়।

বিচিত্রমণ্ডলে ঘটং সংস্থাপ্য তদ্ঘটোপরি তাম্রপাত্রে সংস্থাপ্য শ্রীশালগ্রামং পুরুষসূক্তমন্ত্রৈঃ পূজয়েৎ। তত্রাপি শ্রীশালগ্রামস্থ-শ্রীমন্নারায়ণপূজনে বিবাহাদিসর্ব্ব-কর্ম্মণি নামাপরাধ-সেবাপরাধ-ভয়াৎ গণেশাদিপঞ্চদেবান্ আদিত্যাদিনবগ্রহান্ ইন্দ্রাদিলোক-পালান্ গৌর্য্যাদিমাতৃগণাদীনি চ ন পূজয়েৎ, কিন্তু বৈষ্ণবাদীন্ পূজয়েৎ।

যথা, প্রমাণং হি পাদ্মে,—শুদ্ধসত্ত্বময়ো বিষ্ণুঃ কল্যাণগুণসাগরঃ। নারায়ণঃ পরংব্রহ্ম বিপ্রাণাং দৈবতং হরিঃ॥ ব্রহ্মণ্যঃ শ্রীপতির্বিষ্ণুর্বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ। ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো গোবিন্দো হরিরচ্যুতঃ॥ স এব পূজ্যো বিপ্রাণাং নেতরে পুরুষর্ষভাঃ। মোহাদ্ যঃ পূজয়েদন্যং স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ স্মরণাদেব কৃষ্ণস্য বিমুক্তিঃ পাপিনা-মপি। তস্য পাদোদকং সেব্যং ভুক্তোচ্ছিষ্টঞ্চ পাবনম্॥ স্বর্গাপবর্গদং নৃণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। বিষ্ণোর্নিবেদিতং নিতং দেবেভ্যো জুহুয়াদ্ধবিঃ॥ পিতৃভ্যশ্চৈব তদ্দদ্যাৎ

স্নান, আহ্নিক ও নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া সুসজ্জিত ছায়ামণ্ডপে অথবা শ্রীবিষ্ণুগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক কুশাদি-আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন ও শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবে (মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য)। অতঃপর পরম মনোহর বিচিত্র মণ্ডলে ঘট স্থাপন করিয়া তদুপরি তাম্রপাত্রে শ্রীশালগ্রাম স্থাপনপূর্ব্বক পুরুষসূক্তমন্ত্রে শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চন করিবে। বিবাহাদি সর্ব্বকার্য্যেই শ্রীশালগ্রামস্থ শ্রীনারায়ণের পূজায় **নামাপরাধ ও সেবাপরাধের ভয়ে গণেশাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি-লোকপাল, গৌরী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করিবে না, কিন্তু বৈষ্ণবাদির পূজা করিবে।**

এই বিষয়ে প্রমাণ, যথা পদ্মপুরাণে—শ্রীবিষ্ণু শুদ্ধসত্ত্বময়, কল্যাণগুণসাগর, তিনি নারায়ণ, পরব্রহ্ম, বিপ্রগণের (আরাধ্য) দেবতা, হরি। বিষ্ণু—শ্রীপতি, বাসুদেব, জনার্দ্দন, ব্রাহ্মণগণের উপাস্য ব্রহ্মণ্যদেব, পুণ্ডরীকাক্ষ, গোবিন্দ, হরি, অচ্যুত। সে

সর্ব্বমানন্ত্যমশ্নুতে ॥ যো ন দদ্যাদ্ধরেভুর্ক্তং পিতৄণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। অশ্নন্তি পিতরস্তস্য বিন্মূত্রং সততং দ্বিজাঃ ॥ তস্মাদ্বিষ্ণোঃ প্রসাদো বৈ সেবিতব্যো দ্বিজন্মনা। ইতরেষাং তু দেবানাং নির্ম্মাল্যং গর্হিতং ভবেৎ ॥ সকৃদেব হি যোঽশ্নাতি ব্রাহ্মণো জ্ঞানপূর্ব্বতঃ। নির্ম্মাল্যং শঙ্করাদীনাং স চাণ্ডালো ভবেদ্ধ্রুবম্। কল্পকোটিসহস্রাণি পচ্যতে নরকাগ্নিনা ॥ নির্ম্মাল্যং তু দ্বিজশ্রেষ্ঠা রুদ্রাদীনাং দিবৌকসাম্। রক্ষোযক্ষপিশাচানাং মদ্যমাংসসুরাসমম্ ॥ তদ্ব্রাহ্মণৈর্ন ভোক্তব্যং দেবানাং ভুক্তিতং হবিঃ। তস্মাদন্যং পরিত্যজ্য বিষ্ণুমেব সনাতনম্। পূজয়ধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠা যাবজ্জীবমতন্দ্রিতাঃ ॥ অর্চ্চয়েন্মন্ত্ররত্নেন বিধিনা পুরুষোত্তমম্। প্রসাদায় বৈ কুর্য্যান্নিত্যং ভক্তিমতন্দ্রিতঃ। তস্যাবরণপূজায়াং ত্রিদশান্নার্চ্চয়েৎ সুধীঃ। শ্রীবিষ্ণোঃ পূজয়েৎ সদা নিত্যপার্ষদবৈষ্ণবান্ ॥ অনন্যশরণো ভক্তো নাম-মন্ত্রেষু দীক্ষিতঃ। কদাচিন্নার্চ্চয়েদ্দেবান্ গণেশাদীংস্তু বৈষ্ণবঃ ॥ যত্র যত্র সুরাঃ পূজ্যা গণেশাদ্যাস্তু কর্ম্মিণাম্। বিষ্ণ্বর্চ্চনে তত্র তত্র বৈষ্ণবানাং হি বৈষ্ণবাঃ ॥ বিশ্বক্সেনং সসনকং সনাতনমতঃপরম্। সনন্দনসনৎকুমারৌ পঞ্চৈতান্ পূজয়েত্ততঃ ॥ যস্মিন্নবগ্রহা অর্চ্চ্যাস্তত্র কব্যাদয়ো নব। যত্র যজন্তি বিধিনা দিক্‌পালাদীংস্তু কর্ম্মিণঃ। তত্র প্রপূজয়েদেতান্ বিধিং ভাগবতং শুকম্ ॥ সদাশিবং বৈনতেয়ং নারদং কপিলং

পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! তিনিই বিপ্রগণের পূজ্য—অপরে নহেন। যিনি মোহবশতঃ অন্য দেবতার পূজা করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। কৃষ্ণের শরণমাত্রেই পাপিগণেরও মুক্তি হয়। তাঁহার পাদোদক ও ভুক্তোচ্ছিষ্ট পাবন ও স্বর্গাপবর্গপ্রদ—অতএব জীবের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের সেব্য। বিষ্ণুকে নিবেদিত হবি-দ্বারা (ঘৃত-দ্বারা) দেবগণের নিত্য হোম করিবে, পিতৃগণকেও তাহাই (বিষ্ণুনৈবেদ্য) অর্পণ করিবে—তৎসমস্ত আনন্ত্য অর্থাৎ অনন্তসফলতা লাভ করে। হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধকার্য্যে হরির উচ্ছিষ্ট প্রদান করে না, তাহার পিতৃপুরুষগণ সর্ব্বদা বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। অতএব দ্বিজ ব্যক্তির বিষ্ণুপ্রসাদ সেবা করাই কর্ত্তব্য; পক্ষান্তরে অপর দেবতার নির্ম্মাল্য তাঁহাদের পক্ষে গর্হিত। যে ব্রাহ্মণ শঙ্করাদি অপর দেবতার নির্ম্মাল্য জ্ঞানপূর্ব্বক একবারও ভক্ষণ করে, সে নিশ্চয়ই চাণ্ডাল হয় এবং সহস্রকোটি কল্পকাল নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! রুদ্রাদি দেবতাগণের, যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচগণের নির্ম্মাল্য—মদ্য-মাংস-সুরাতুল্য। অতএব ব্রাহ্মণগণ দেবতাগণের ভুক্ত হবিঃ

বলিম্ । ততো ভাগবতং ভীষ্মং প্রহ্লাদমঞ্জনাসুতম্ ॥ অম্বরীষঞ্চ জনকং মহাভাগবতং যমম্ ॥ মনুং স্বায়ম্ভুবং ব্যাসাদিকঞ্চ বৈষ্ণবোত্তমম্ । যুগে যুগে চ বিখ্যাতানপরান্ বৈষ্ণবানপি ॥ হর্য্যর্চ্চনে যজেন্নিত্যং ন তু দেবান্ কদাচন । যত্র মাতৃগণাঃ পূজ্যাস্তত্র হ্যেতাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ সদা ভগবতী পৌর্ণমাসী পদ্মান্তরঙ্গিকা । গঙ্গা কলিন্দতনয়া গোপী চন্দ্রাবলী তথা ॥ গায়ত্রী তুলসী বাণী পৃথিবী গৌশ্চ বৈষ্ণবী । শ্রীযশোদা দেবহূতিঃ দেবকী রোহিণীমুখা ॥ শ্রীসীতা দ্রৌপদী কুন্তী অপরা যা মহর্ষয়ঃ । রুক্মিণ্যাদ্যা-স্তথা চাষ্ট মহিষ্য যাশ্চ তা অপি ॥ গোপালোপাসকৈশ্চৈব শ্রীদামাদীন্ বিশেষতঃ । এতন্ত্যাবরণত্বেন গোপালান্ পরিপূজয়েৎ ॥ শ্রীকৃষ্ণোপাসকস্তু তদর্চ্চনে সর্ব্বকর্ম্মণি । ললিতাদ্যাঃ সহচরীঃ সসখীরঙ্গিনীযুতাঃ ॥ পূজয়েদ্বিধিনা কার্য্যে যতো বৈষ্ণবদৈবতঃ । নান্যান্ কদাচিদ্বিবুধানুপদেবাংশ্চ শুদ্ধধীঃ ॥ বৈষ্ণবানাঞ্চ কার্য্যাণাং ক্রিয়ৈষা সাত্ত্বিকী যতঃ । ন রাজসী ন তামসী পাষণ্ডধর্ম্মভীতিতঃ ॥

(প্রসাদ) ভক্ষণ করিবে না । সুতরাং হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অন্য দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া সনাতন বিষ্ণুকেই যাবজ্জীবন অনলসভাবে পূজা কর । বিধি-অনুসারে মন্ত্ররত্নের দ্বারা পুরুষোত্তমের অর্চ্চন করিবে, তাঁহার প্রসাদ বা কৃপা লাভের জন্য সর্ব্বদা অতন্দ্রিত হইয়া তাঁহার সেবা করিবে । শ্রীবিষ্ণুর আবরণ-দেবতা-পূজায় (অপর) দেবতাগণের অর্চ্চন করিবে না ; সর্ব্বদা তাঁহার নিত্যপার্ষদ বৈষ্ণবগণের পূজা করিবে । (পঞ্চসংস্কারে) নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত অনন্যশরণ ভক্ত বৈষ্ণব কখনও গণেশাদি দেবতার অর্চ্চন করিবে না ; যে যে স্থলে গণেশাদি দেবতা কর্ম্মিগণের পূজ্য, বিষ্ণুপূজায় সেই সেই স্থলে বিশ্বক্সেন, সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার—এই পঞ্চ মহাভাগবতের পূজা বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য । যেস্থলে নবগ্রহ কর্ম্মিগণের অর্চ্চনীয়, সেই স্থলে কবিপ্রমুখ নবযোগেন্দ্র বৈষ্ণবগণের পূজনীয় । কর্ম্মিগণ যেস্থলে বিধিপূর্ব্বক দিক্‌পালগণের পূজা করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবগণ সেই স্থলে ব্রহ্মা, মহাভাগবত শুকদেব, সদাশিব, গরুড়, নারদ, কপিল, বলি, ভীষ্মদেব, প্রহ্লাদ, হনূমান, অম্বরীষ, জনক, মহাভাগবত যমদেব, স্বয়ম্ভুব মনু এবং বৈষ্ণবোত্তম ব্যাসাদির পূজা করিবেন । শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনে যুগে যুগে প্রসিদ্ধ অপর বৈষ্ণবগণও পূজনীয়, কিন্তু কদাচ দেবগণের পূজা কর্ত্তব্য নহে । হে মহর্ষিগণ ! যে-স্থলে মাতৃগণের পূজা কর্ম্মিগণের কর্ত্তব্য, সেই স্থলে বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা ইঁহাদিগকে পূজা করিবেন—ভাগবতী পৌর্ণমাসী, পদ্মা, অন্তরঙ্গিকা, গঙ্গা, যমুনা, চন্দ্রাবলী, গায়ত্রী, তুলসী, সরস্বতী, পৃথিবী,

পুনস্তত্রৈব শ্রীভগবন্তং প্রতি ভৃগুবচনং,—অহো রূপমহো শীলমহো শান্তিরহো দয়া। অহো সুনির্ম্মলা ক্ষান্তিরহো সত্বং গুণা হরে॥ নৈসর্গিকং শুভং সত্বং তবৈব গুণ-বারিধে। নান্যেষাং বিদ্যতে কিঞ্চিৎ সর্ব্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্॥ ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ ত্বমেব পুরুষোত্তম। ব্রাহ্মণানাং ত্বমেবেশো নান্যঃ পূজ্যঃ সুরঃ ক্বচিৎ॥ যেঽর্চ্চয়ন্তি সুরানন্যান্ ত্বাং বিনা পুরুষোত্তম। তে পাষণ্ডত্বমাপন্নাঃ সর্ব্বলোকবিগর্হিতাঃ॥ বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং ত্বমেবেজ্যো জনার্দ্দন। নান্যঃ কশ্চিৎ সুরাণান্তু পূজনীয়ঃ কদাচন॥ অশুদ্ধা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা রজস্তমোবিমিশ্রিতাঃ। ত্বং শুদ্ধসত্বগুণবান্ পূজনীয়োঽগ্রজন্মনাম্॥ ত্বৎপাদসলিলং সেব্যং পিতৄণাঞ্চ দিবৌকসাম্। সর্ব্বেষাং ভূসুরাণাং চ মুক্তিদং কল্মষা-পহম্॥ ত্বদ্ভুক্তোচ্ছিষ্টশেষং বৈ পিতৄণাং চ দিবৌকসাম্। ভূসুরাণাং চ সেব্যং স্যাৎ নান্যেষাং তু কদাচন॥ ইতরেষাং তু দেবানাং অন্নং পুষ্পং জলাদিকম্। অস্পৃশ্যং তু ভবেৎ সর্ব্বং নির্ম্মাল্যং সুরয়া সমম্॥ তস্মাদ্বৈ ব্রাহ্মণো নিত্যং পূজয়িত্বা সনাতনম্। তত্তীর্থং ভুক্তমন্নঞ্চ ভজেতৈবানিশং বুধঃ॥ নান্যদেবং নিরীক্ষেত ব্রাহ্মণো ন চ পূজয়েৎ। নান্যপ্রসাদং ভুঞ্জীত নান্যদায়তনং বিশেৎ। তদ্দদাতি হি যো বিপ্র পিতৄণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। তদ্ভুক্তমন্নং তীর্থঞ্চ তৎ সর্ব্বং বিফলং ভবেৎ॥ কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ। পতন্তি পিতরস্তস্য নরকে পূয়শোণিতে॥ নিবেদিতং তব বিভো যো জুহোতি দদাতি বা।

বৈষ্ণবী গো, যশোদা, দেবহূতি, দেবকী, রোহিণী, সীতা, দ্রৌপদী, কুন্তী, রুক্মিণী প্রভৃতি অপর সকল এবং যে যে অষ্টমহিষী তাঁহারা। শ্রীগোপালোপাসক শ্রীগোপালের আবরণরূপে শ্রীদামাদি গোপালগণের বিশেষভাবে পূজা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণোপাসক কৃষ্ণার্চ্চনে ও সকলকর্ম্মে সখী ও রঙ্গিনীগণসহিত ললিতাদি সহচরীর বিধিপূর্ব্বক পূজা করিবেন। শুদ্ধবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদেবতাপরায়ণ বলিয়া কখনও অন্য দেবতা ও উপদেবতার পূজা করিবেন না। বৈষ্ণব-ক্রিয়াকলাপের ইহাই ক্রিয়াপদ্ধতি—যেহেতু ইহা সাত্বিকী। পাষণ্ডধর্ম্মভয়ে রাজসী ও তামসী ক্রিয়া বৈষ্ণবের অবিধেয়।

পুনঃ পদ্মপুরাণেই ভৃগু শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন,—হে হরি! তোমার রূপ, শীল, শান্তি, দয়া, সুনির্ম্মল ক্ষান্তি, সত্ব ও গুণ—অপূর্ব্ব। হে গুণবারিধি! স্বাভাবিক মঙ্গলময় সত্ব তোমারই আছে, সমস্ত দেবতার মধ্যে অপর কাহারও কিছুই নাই! হে পুরুষোত্তম! তুমিই ব্রহ্মণ্যদেব ও শরণ্য, তুমিই ব্রাহ্মণগণের প্রভু, কদাচ অন্য কোন দেবতা (তাঁহাদের) পূজ্য নহেন। হে পুরুষোত্তম! যাহারা তোমাকে ব্যতীত

দেবতানাঞ্চ পিতৄণামানন্ত্যং ধ্রুবমশ্নুতে॥ তস্মাত্ত্বমেব বিপ্রাণাং পূজ্যো নান্যোঽস্তি কশ্চন! মোহাদ্‌যঃ পূজয়েদন্যং স পাষণ্ডী ভবেদ্‌ধ্রুবম্‌॥ ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমান্‌ বাসুদেবঃ সনাতনঃ। বিষ্ণুঃ সর্ব্বগতো নিত্যঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ॥ ত্বমেব সেব্যো বিপ্রাণাং ব্রহ্মণ্যঃ শুদ্ধসত্ত্ববান্‌॥ পূজ্যত্বাদ্‌ব্রাহ্মণানাং বৈ শুদ্ধসত্ত্বগুণাদপি। সর্ব্বেষামেব দেবানাং ব্রাহ্মণত্বমবাপ্যতে॥ ত্বামেব হি সদা বিপ্রা ভজন্তি পুরুষোত্তম। ব্রাহ্মণত্বে বভূবুস্তে নান্যে তত্র ন সংশয়ঃ॥

কিঞ্চ, যথা স্কান্দে সেতুখণ্ডে,—ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ প্রোক্তঃ শুদ্ধসত্ত্বাশয়ঃ সদা। দেবাদিদেবং গোবিন্দমৃতে নান্যৎ প্রপূজয়েৎ॥ নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে সর্ব্বমাঙ্গল্যকর্ম্মণি। যদি মোহাৎ তু বিবুধান্‌ স চাণ্ডালো ভবেদ্‌ধ্রুবম্‌॥

তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—মোহাদ্‌যো ব্রাহ্মণো ভূত্বা হ্যজ্ঞানাজ্‌ জ্ঞানপূর্ব্বতঃ। অর্চ্চয়েদ্বিবুধাংশ্চেত্তু বিনা বিষ্ণুমধোগতিঃ॥

অপর দেবতাকে অর্চ্চন করে, তাহারা পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজন-নিন্দিত হয়। হে জনার্দ্দন! বেদবিজ্ঞ বিপ্রগণের তুমিই পূজ্য, দেবগণের মধ্যে অপর কেহই কদাচ পূজনীয় নহেন। ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ রজস্তমোগুণমিশ্রিত, অতএব অশুদ্ধ; তুমি শুদ্ধ-সত্ত্বময় ও ব্রাহ্মণগণের পূজনীয়। তোমার পাদোদক ও ভুক্তাবশেষ পাপনাশক ও মুক্তিপ্রদ, তাহাই সকল পিতৃপুরুষের, দেবগণের ও ব্রাহ্মণগণের সেব্য, অপর কাহারও পাদোদক ও ভুক্তাবশেষ কদাচ সেব্য নহে। কিন্তু অপর দেবতার অন্ন, পুষ্প, জলাদি সমস্ত নির্ম্মাল্য সুরাসদৃশ ও অস্পৃশ্য। অতএব বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সনাতন-দেবকে পূজা করিয়া তাঁহার পাদোদক ও ভুক্তান্ন সর্ব্বদা সেবা করিবেন। ব্রাহ্মণ অন্য দেবতাকে দর্শন ও পূজা করিবেন না, অন্য দেবতার প্রসাদ সেবা করিবেন না, অন্য দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিবেন না। অতএব যে বিপ্র পিতৃগণের শ্রাদ্ধকার্য্যে অপর দেবতার উচ্ছিষ্ট ও পাদোদক অর্পণ করেন, তৎসমস্ত বিফল হয়; তাঁহার পিতৃগণ পূয়শোণিতময় নরকে শতসহস্রকোটিকল্প পতিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি তোমায় নিবেদিত দ্রব্যে দেবগণের হোম করে এবং তাহা পিতৃগণকে অর্পণ করে, সে নিশ্চয়ই আনন্ত্য লাভ করে। সুতরাং তুমিই বিপ্রগণের পূজ্য—অপর কেহ নহে। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ অপরের পূজা করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ড হয়। তুমিই লক্ষ্মীপতি নারায়ণ, সনাতন বাসুদেব, সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু, নিত্য মহেশ্বর পরমাত্মা। শুদ্ধ-সত্ত্বময় ব্রহ্মণ্যদেব

তথা শ্রীউত্তরগীতায়াম্,—বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ। উপদেবাংস্তথা যক্ষরক্ষোভূতগণানপি॥ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে,—মামৃতেঽন্যাংস্তু বিবুধান্ বৈষ্ণবো ব্রাহ্মণোঽথবা। যদ্যর্চ্চয়েদবৈষ্ণবাংশ্চাণ্ডালত্বমবাপ্নুয়াৎ॥ এতানি প্রমাণানি সুগমত্বান্ন ব্যাখ্যাতানি। অপরাণি প্রমাণানি বহুতরাণি গ্রন্থ-বাহুল্যান্ন লিখিতানি। শ্রীভাগবত প্রমাণং—মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ। নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥ রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ। পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ॥ (ভাঃ ১।২।২৬-২৭)॥

তস্মাৎ শ্রীবিষ্ণুপূজায়াং তদাবরণপূজ্যত্বেন প্রথমং গণেশাদিপূজাঽকরণপ্রত্যবায়পরিহারার্থং শ্রীবিশ্বক্সেন-সনক-সনাতন-

---

তুমিই ব্রাহ্মণগণের সেব্য। তুমি (ব্রহ্মণ্যদেব) সকল ব্রাহ্মণের ও দেবগণের পূজ্য বলিয়া (তোমার পূজার দ্বারা) এবং শুদ্ধসত্ত্বগুণের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লভ্য হইয়া থাকে। হে পুরুষোত্তম! যেহেতু ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা তোমার ভজন করেন, তাহাতেই তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন—অন্যেরা নহে, তাহাতে সংশয় নাই।

আরও স্কন্দপুরাণে সেতুখণ্ডে—নিত্য শুদ্ধসত্ত্বময়চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, সর্ব্বমঙ্গলকর্ম্মে দেবাদিদেব গোবিন্দ ভিন্ন অন্যকে পূজা করিবে না। যদি কেহ মোহবশতঃ অন্য দেবতার পূজা করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই চাণ্ডাল হয়॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়াও মোহবশতঃ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বিষ্ণুব্যতীত অন্য দেবতার অর্চ্চন করে, তাহার অধোগতি হয়॥ উত্তরগীতায়—হে কৌন্তেয়! বৈষ্ণবদেবগণের সেবা কর, অন্য দেবতা, উপদেবতা, যক্ষ-রক্ষঃ-ভূতগণকে পূজা করিও না॥ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—যদি বৈষ্ণব অথবা ব্রাহ্মণ আমা ভিন্ন অপর অবৈষ্ণব দেবতার অর্চ্চন করেন, তাহা হইলে তিনি চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন॥

এই সকল প্রমাণ সুবোধ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল না। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে অন্যান্য বহুতর প্রমাণও লিখিত হইল না। শ্রীমদ্ভাগবতেও—অসূয়াহীন অর্থাৎ অপর দেবতার অনিন্দক, শান্তস্বভাব মুমুক্ষুগণ ভীষণস্বরূপ পিতৃ-ভূতপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণাবতারগণের ভজন করেন। কিন্তু পিতৃ-ভূত-প্রজাপতিগণের তুল্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট রজস্তমঃস্বভাব ব্যক্তিগণ শ্রী-ঐশ্বর্য্য-পুত্রাদিকামনায় পিতৃ-ভূত-প্রজাপতির ভজন করে।

সনন্দন-সনৎকুমারানেতান্ **পঞ্চমহাভাগবতান্** পূজয়েৎ। তত্র নবগ্রহপূজাস্তকরণে প্রত্যবায়পরিহারার্থং শ্রীকবিহবিরন্তরীক্ষাদীন্ **নবযোগেন্দ্রান্** প্রপূজয়েৎ। তত্রেন্দ্রাদিদিক্‌পালাদিপূজা-ঽকরণপ্রত্যবায়পরিহারার্থং মহাভাগবতশ্রীপিতামহ - শুকদেব - সদাশিব-গরুড়-নারদ-কপিল- বলিভীষ্মপ্রহ্লাদহনূমদম্বরীষ-জনক-শমন-স্বায়ম্ভুবমনূদ্ধব-ব্যাসাদয়, এতান্ **শ্রীভাগবতোত্তমান্** সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিযুগেষু যে যে মহাভাগবতোত্তমাস্তানপি পূজয়েৎ। তত্র গৌর্য্যাদিমাতৃগণপূজাঽকরণপ্রত্যবায়পরিহারার্থং পৌর্ণমাসী-লক্ষ্ম্যন্তরঙ্গা-গঙ্গা-যমুনা-গোপী-বৃন্দাবতী-গায়ত্রী-তুলসী-সরস্বতী-পৃথিবী-গাবস্তথা, শ্রীযশোদা-দেবহূতি-দেবকী-রোহিণী-সীতা-দ্রৌপদী - কুন্তী-রুক্মিণী - সত্যভামা-জাম্ববতী - নাগ্নজিতী-লক্ষ্মণা-কালিন্দী-ভদ্রা-মিত্রবিন্দা এতা অপরা **যা বৈষ্ণব্যস্তা** অপি পরিপূজয়েৎ। শ্রীগোপালোপাসকঃ শ্রীদামাদীন্ গোপালান্ অস্য পার্ষদত্বেন পূজয়েৎ। অপরঃ **শ্রীরাধাকৃষ্ণোপাসকো** ভক্তঃ

অতএব **শ্রীবিষ্ণুপূজায়** গণেশাদি দেবতার অপূজন-জনিত প্রত্যবায়-পরিহারার্থ প্রথমতঃ শ্রীবিষ্ণুর আবরণ-দেবতারূপে শ্রীবিশ্বক্‌সেন-সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমার এই **পঞ্চ মহাভাগবতের** পূজা করিবে। নবগ্রহপূজার অকরণ-জনিত প্রত্যবায়-পরিহারার্থ শ্রীকবি-হবি-অন্তরীক্ষাদি **নবযোগেন্দ্রের** পূজা করিবে। ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল-গণের অপূজনদোষ-পরিহারার্থ মহাভাগবত ব্রহ্মা, শুকদেব, সদাশিব, গরুড়, নারদ, কপিল, বলি, ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, হনূমান, অম্বরীষ, জনক, যমদেব, স্বায়ম্ভুবমনু, উদ্ধব, ব্যাস প্রভৃতি **ভাগবতোত্তমগণের** এবং

শ্রীললিতাদ্যাঃ সখীসহচরী-রঙ্গিনীগণযুতা অনয়োঃ শ্রীযুগলয়োঃ পার্ষদত্বেনাবশ্যমেব পরিপূজয়েৎ। ততোঽপরে শ্রীমন্নারায়ণস্য শ্রীমৎস্যাদিবিবিধাবতারোপাসকাস্তু তত্তন্নিজনিজসেবকপার্ষদত্বেন তেষাং তেষাং তান্ তান্ পার্ষদভক্তান্ প্রপূজয়েয়ুঃ। অয়ং ভাবার্থঃ। এবং বিধিনা **শ্রীমদ্বাসুদেবং** ষোড়শোপচারৈর্দ্বাদশোপচারৈর্দশোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্বা* পার্ষদৈঃ সহ পূজয়িত্বা **পুরুষসূক্তমন্ত্রৈরপরসত্ত্বগুণসম্বলিতসদ্বেদমন্ত্রৈর্বা আগমোক্তৈর্মন্ত্রৈর্বা,** ততোঽধিবাসং বিধানোক্তং কুর্য্যাৎ। **কেবলং শ্রীভগবন্তং বিনা, তথা শ্রীকার্ষ্ণাদিসকলবৈষ্ণবান্ শ্রীবিশ্বক্সেনাদীন্ বিনা নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাপরসকলমাঙ্গল্যাদিষু**

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিযুগের যে-সকল মহাভাগবত, তাঁহাদেরও পূজা করিবে। গৌরী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা-অকরণদোষ পরিহারের নিমিত্ত পৌর্ণমাসী, লক্ষ্মী, অন্তরঙ্গা, গঙ্গা, যমুনা, গোপী, বৃন্দাবতী, গায়ত্রী, তুলসী, সরস্বতী. পৃথিবী, গো, যশোদা, দেবহূতি, দেবকী, রোহিণী, সীতা, দ্রৌপদী, কুন্তী, রুক্মিণী, সত্যভামা জাম্ববতী, নাগ্নজিতী, লক্ষণা, কালিন্দী, ভদ্রা, মিত্রবিন্দা—এই সকল এবং অপর **বৈষ্ণবীগণের** পূজা করিবে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক ভক্ত সখী-সহচরী-রঙ্গিনীগণসহিত **শ্রীললিতা-**

---

*ষোড়শোপচার—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, স্নান, বস্ত্র, উপবীত, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নমস্কার। (হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ আসনাদ্যর্পণ)

দ্বাদশোপচার—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, স্নান, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নমস্কার।

দশোপচার—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নমস্কার।

পঞ্চোপচার—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প।

সর্ব্বকর্ম্মসু স্বপ্নেঽপি প্রাণান্তে নৈব গণেশাদিবিবুধান্ সর্ব্বান্ পূজয়েৎ গৃহী বৈষ্ণবো যঃ কোঽপি ব্রাহ্মণাদিঃ॥

অথ বিবাহকর্ম্ম (৪)

অথ বিবাহকর্ম্মাভিধীয়তে।

তত্র [**জ্ঞাতিকর্ম্ম** (৪ক), যথা]—বিবাহদিবসে মুদ্গযবমাষমসূরাণাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণান্যেকীকৃত্য কন্যায়াঃ শরীরে ম্রক্ষয়িত্বা—(১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা, জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়াঃ শরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ,—ওঁ বিষ্ণুদেব শ্রীবিষ্ণুনামাসি, সমানয় অমুং (অত্র পতিনাম বক্তব্যং), প্রহ্বা তে অভবৎ, পরমত্র জন্মাগ্নেঃ তপসো নির্ম্মিতোঽস্তি স্বাহা'—

দিকে শ্রীযুগলের পার্ষদরূপে অবশ্য পূজা করিবেন। শ্রীনারায়ণের মৎস্যাদি বিবিধ অবতারের উপাসক ভক্তগণ তাঁহাদের নিজ-নিজ সেবক-পার্ষদরূপে অবতারগণের পার্ষদবর্গের পূজা করিবে। এইরূপ বিধিতে পার্ষদসহ ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের ষোড়শ, দ্বাদশ, দশ বা পঞ্চ উপচারে পুরুষসূক্তমন্ত্রে বা অপর সত্ত্বগুণসম্বলিত সদ্বেদমন্ত্রে অথবা আগমোক্তমন্ত্রে পূজা করিয়া বিধানানুসারে অধিবাস করিবে। যে-কোন ব্রাহ্মণাদি গৃহী বৈষ্ণব নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য ও অন্যান্য সকল মঙ্গলকর্ম্মে কেবল শ্রীভগবান্, কার্ষ্ণাদি সকল বৈষ্ণব ও শ্রীবিশ্বক্সেনাদি ব্যতীত গণেশাদি দেবগণকে প্রাণান্তে স্বপ্নেও পূজা করিবে না।

(৪) অনন্তর বিবাহকর্ম্ম অভিহিত হইতেছে। তদন্তর্গত জ্ঞাতিকর্ম্ম (ক) যথা—বিবাহদিবসে মুদ্গ, যব, মাষকলাই ও মসূরের

অনেন অমুমিতি স্থানে পতিনাম লিখিত্বা উদকপূর্ণকুম্ভে নিঃক্ষিপ্য, কুম্ভস্থবারিণা শিরঃ প্রভৃতি কন্যাং স্নাপয়েৎ। ততঃ (২) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ মধ্যেজ্যোতির্জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়া নাভেরধোদেশপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমং অধোদেশং নাভেঃ মধুনা প্রক্ষালয়ামি, প্রজাপতেঃ মুখমেতৎ দ্বিতীয়ং, তেন পুংসোঽভিভবাসি সর্ব্বান্ অবশান্, বশিনী অসি রাজ্ঞী স্বাহা'—অনেন কিঞ্চিৎ শিরসি দত্ত্বা ক্রোড়ে বহুতরং জলং দদ্যাৎ। (৩) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উপরিষ্টাজ্জ্যোতিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়াঃ শির-আদি-পাদ-পর্য্যন্ত-সর্ব্বশরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ,—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং স্বাহা'—অনেনাপি পূর্ব্ববদেব শিরসি কিঞ্চিদুদকং দত্ত্বা তদিতরদেশে বহুজলং দদ্যাৎ, যতঃ সর্ব্বদেহঃ প্লাবিতো ভবতি। ইতি জ্ঞাতিকর্ম্ম॥

সম্প্রদানম্ (৪খ)

অথ সম্প্রাদাতা লগ্নসময়ে সম্প্রদানশালায়াং উত্তরতো ধেনুং বদ্ধা বিষ্টরাদিকং সজ্জীকৃত্য আচম্য উত্তরাভিমুখ উপবিষ্ট-

---

সূক্ষ্ম চূর্ণ একত্র করিয়া কন্যার শরীরে মাখাইবে। তারপর একটি পত্রে পতির নাম লিখিয়া উহা জলপূর্ণ কলসীর মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া মূলস্থ ১সংখ্যক মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কুম্ভস্থ জলদ্বারা মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যাকে স্নান করাইবে। তারপর মূলস্থ ২সংখ্যক মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কন্যার মস্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া ক্রোড়দেশে প্রচুর জল

স্তিষ্ঠেৎ। ততঃ সম্মুখোপস্থিতে বরে শ্রীবিষ্ণুস্মরণং স্বস্তিবাচনঞ্চ কৃত্বা (অর্চ্চন-পদ্ধত্যাং দ্রষ্টব্যং) বরং বৃণুয়াৎ। যথা—সম্প্রদাতা কৃতাঞ্জলির্বরং বদেৎ—'ওঁ সাধু ভবান্ আস্তাম্'। জামাতা বদেৎ—'ওঁ সাধু অহং আসে'। সম্প্রদাতা বদেৎ—'ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্'। জামাতা বদেৎ—'ওঁ অর্চ্চয়'। ততঃ সম্প্রদাতা গন্ধ-মাল্য-যথাশক্ত্যঙ্গুরীয়-যজ্ঞোপবীত-বাসোযুগানি জামাত্রে সমর্প্য কৃতাঞ্জলির্বদেৎ—'ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ কন্যাদানার্থং এভিঃ গন্ধাদিভিঃ অভ্যর্চ্চ ভবন্তং অহং বরত্বেন বৃণে'। জামাতা বদেৎ—'ওঁ বৃতোঽস্মি'। ততঃ সম্প্রদাতা ইমং মন্ত্রং পঠেৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ অর্হণীয়া গৌঃ

ঢালিয়া দিবে। অনন্তর মূলস্থ ৩সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া অন্য সর্ব্বাঙ্গে প্রচুর জল দিবে—যাহাতে সমস্তদেহ প্লাবিত হয়॥ ইতি স্নাতিকর্ম্ম॥

(খ) সম্প্রদান।—অনন্তর সম্প্রদাতা লগ্নসময়ে সম্প্রদানগৃহে উত্তরদিকে একটি গাভী বন্ধন করিয়া, বিষ্টরাদি সজ্জিত করিয়া আচমনপূর্ব্বক উত্তরমুখী হইয়া উপবেশন করিবে। বর সম্মুখে উপস্থিত হইলে সম্প্রদাতা শ্রীবিষ্ণুস্মরণ ও স্বস্তিবাচন করিয়া (আর্চ্চন পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য) বরকে বরণ করিবে। যথা, সম্প্রদাতা করজোড়ে বরকে বলিবে—'ওঁ সাধু' ইত্যাদি। জামাতা বলিবে—'ওঁ সাধু' ইত্যাদি। সম্প্রদাতা—'ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামঃ' ইত্যাদি। জামাতা—'ওঁ অর্চ্চয়'। অনন্তর সম্প্রদাতা গন্ধ-মাল্য যথাশক্তি-অঙ্গুরীয়ক-যজ্ঞোপবীত-বস্ত্রযুগল

বিষ্ণুঃ দেবতা গবোপস্থাপনে বিনিয়োগঃ—ওঁ অর্হণা পুত্রবাসসা ধেনুরভবৎ যমে, সা নঃ পয়স্বতী দুহাম্ উত্তরামুত্তরাং সমাম্'। ততো জামাতা পঠতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দো বিরাড্ বিষ্ণুঃ দেবতা উপবিশদ্-অর্হণীয়জপে বিনিয়োগঃ—ওঁ ইদমহমিমাং পদ্যাং বিরাজম্ অন্নাদ্যায়াধিতিষ্ঠামি'—ইমং মন্ত্রং জপন্ আসনে প্রাঙ্মুখ উপবিশতি। ততঃ সম্প্রদাতা সাগ্রপঞ্চ-বিংশতিকুশপত্রৈঃ সার্দ্ধদ্বির্বামাবর্ত্তগ্রন্থিরচিতম্ অধোমুখং বিষ্টর-মুত্তরাগ্রম্ উত্তানহস্তাভ্যাং গৃহীত্বা, 'ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্', ইত্যভিদধানো জামাত্রে বিষ্টরমর্পয়তি। জামাতা, 'ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্ণামি', ইতি বিষ্টরং প্রতিগৃহ্ণাতি। 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দ ওষধ্যো বিষ্ণুঃ দেবতা বিষ্টরস্থ

জামাতাকে অর্পণ করিয়া করজোড়ে বলিবে—'ওঁ বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি। জামাতা—'ওঁ বৃত, ইত্যাদি। তারপর সম্প্রদাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন—'ওঁ প্রজাপতি' ইত্যাদি। তারপর—জামাতা—'ওঁ প্রজাপতিঃ...... অধিতিষ্ঠামি' মন্ত্র পাঠ করিয়া আসনে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবে। তারপর সম্প্রদাতা পঁচিশটী অগ্রভাগ-সহিত কুশপত্রকে আড়াইটী কুশপত্রের দ্বারা বামাবর্ত্তে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া ঐ কুশগ্রন্থিকে অধোমুখ ও উত্তরাগ্রভাবে উত্তান হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া 'ওঁ বিষ্টরঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে জামাতাকে অর্পণ করিবে। জামাতা 'ওঁ বিষ্টরঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিয়া, 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক আসনে উত্তরাগ্র বিষ্টর স্থাপন করিয়া উপবেশন করিবে। সম্প্রদাতা পুনরায় ঐরূপ বিষ্টর গ্রহণ করিয়া ঐরূপ মন্ত্রে ঐরূপভাবে জামাতাকে দিবে। জামাতা পূর্ব্ববৎ

আসনদানে বিনিয়োগঃ—ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীঃ বহ্বীঃ শত-বিচক্ষণাঃ, তা মহ্যমস্মিন্ আসনে অচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত'—ইত্যাসনে বিষ্টরমুত্তরাগ্রং দত্ত্বোপবিশতি। ততঃ পুনরপি সম্প্রদাতা তাদৃশমেব বিষ্টরং গৃহীত্বা, 'ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্', ইত্যাভিদধানস্তথৈব বিষ্টরমর্পয়তি। জামাতা, 'ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্নামি', ইতি তথৈব বিষ্টরং গৃহীত্বা পঠেৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দ ওষধ্যো বিষ্ণুঃ দেবতাঃ বিষ্টরস্য পাদয়োরধস্তাদ্দানে বিনিয়োগঃ—ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীঃ বিষ্ঠিতাঃ পৃথিবীম্ অনু, তা মহ্যমস্মিন্ পাদয়োঃ অচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত'—ইতি পাদয়োরধস্তাদ্ উত্তরাগ্রং বিষ্টরং স্থাপয়েৎ। অথ সম্প্রদাতা পানীয়পাত্রং গৃহীত্বা, 'ওঁ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্যন্তাম্', ইত্যভিদধানঃ পাদ্যা অর্পয়তি। জামাতা চ, 'ওঁ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্নামি', ইতি গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বিরাড্-গায়ত্রী ছন্দঃ আপো বিষ্ণুঃ দেবতাঃ পাদপ্রক্ষালনার্থোদকবীক্ষণে

উহা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠকরতঃ পদদ্বয়ের নীচে উত্তরাগ্র বিষ্টর স্থাপন করিবে। অনন্তর সম্প্রদাতা পানীয় পাত্র গ্রহণ করিয়া 'ওঁ পাদ্যাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্য অর্পণ করিবে। জামাতা 'ওঁ পাদ্যাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ জল দর্শন করিবে। অতঃপর জামাতা সেই পাত্র হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা বাম পদে দিবে। পুনরায় আর এক অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণ পদে দিবে। পুনঃ অপর অঞ্জলি

বিনিয়োগঃ, ওঁ যতো দেবীঃ প্রতিপশ্যামি আপঃ ততো মা ঋদ্ধিরাগচ্ছতু'—ইত্যনেন উদকং বীক্ষেত। ততো জামাতা তস্মাদেব পাত্রাদুদকাঞ্জলিং গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বিরাড্গায়ত্রী ছন্দঃ আপো বিষ্ণুঃ দেবতা সব্যপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ, ওঁ সব্যং পাদম্ অবনেনিজে, অস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং দধে'—ইত্যনেন বামপাদে উদকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ পুনরপি উদকাঞ্জলিং গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বিরাড্গায়ত্রী ছন্দঃ আপো বিষ্ণুঃ দেবতা দক্ষিণপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ, ওঁ দক্ষিণং পাদম্ অবনেনিজে, অস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশয়ামি'—অনেন দক্ষিণপাদে উদকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ পুনরুদকাঞ্জলিং গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বিরাড্গায়ত্রী ছন্দঃ আপো বিষ্ণুঃ দেবতা উভয়পাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ, ওঁ পূর্ব্বম্ অন্যং পরম্ অন্যং উভয়পাদৌ অবনেনিজে, রাষ্ট্রস্যর্দ্ধ্যা অভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ' —অনেন পাদদ্বয়মধ্যে উদকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ সম্প্রদাতা সাক্ষতদূর্ব্বাপল্লবান্ শঙ্খাদিপাত্রে নিধায়, 'ওঁ অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং', ইতি জামাত্রে অর্ঘ্যং অর্পয়তি। জামাতা, 'ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণামি', ইতি গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অর্ঘ্যরূপো বিষ্ণুঃ দেবতা অর্ঘ্যপ্রতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ, ওঁ অন্নস্য রাষ্ট্রিরসি

গ্রহণ-পূর্ব্বক 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে উভয় পদে দিবে। তারপর সম্প্রদাতা অক্ষত ও দূর্ব্বাপল্লব শঙ্খাদি পাত্রে স্থাপন করিয়া 'ওঁ অর্ঘ্যং' ইত্যাদি মন্ত্রে জামাতাকে অর্পণ করিবে। জামাতা 'ওঁ অর্ঘ্যং' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ অন্নস্য' ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত

রাষ্ট্রিস্তে ভূয়াসং'—অনেনার্ঘ্যং শিরসি দদ্যাৎ। ততঃ সম্প্রদাতা পুনরুদকপাত্রং গৃহীত্বা, 'ওঁ আচমনীয়ং আচমনীয়ং আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতং', ইতি জামাত্রে সমর্পয়তি। জামাতা, 'ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্নামি', ইত্যুদকপাত্রং গৃহীত্বা পঠেৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ আচমনীয়ং বিষ্ণুঃ দেবতা আচমনীয়াচমনে বিনিয়োগঃ, ওঁ যশোঽসি যশো ময়ি ধেহি'—অনেনোত্তরাভিমুখীভূয় আচামেৎ। ততঃ সম্প্রদাতা ঘৃতদধিমধুযুক্তং মধুপর্কং পবিত্রপাত্রে নিধায় পাত্রান্তরেণ পিহিতং গৃহীত্বা পঠেৎ, 'ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং', ইতি মধুপর্কমর্পয়তি। জামাতা, 'ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্নামি', ইতি গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ মধুপর্কো বিষ্ণুঃ দেবতা অর্হণীয়মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ, ওঁ যশসো যশোঽসি'—অনেন মধুপর্কং গৃহীত্বা ভূমৌ সংস্থাপ্য,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ মধুপর্কো বিষ্ণুঃ দেবতা অর্হণীয়মধুপর্ক-প্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ যশসো ভক্ষোঽসি, মহসো ভক্ষোঽসি, শ্রীর্ভক্ষোঽসি, শ্রিয়ং ময়ি ধেহি'—অনেন মন্ত্রেণ বারত্রয়ং ভক্ষয়িত্বা পুনঃ সকৃৎ তুষ্ণীং ভক্ষয়েৎ।

অর্ঘ্যং মস্তকে দিবে। তারপর সম্প্রদাতা পুনঃ উদকপাত্র লইয়া—'ওঁ আচমনীয়ং' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা জামাতাকে অর্পণ করিবে। জামাতা 'ওঁ আচমনীয়ং' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উত্তরমুখী হইয়া আচমন করিবে। তারপর সম্প্রদাতা ঘৃত-দধি-মধুযুক্ত মধুপর্ক পবিত্র পাত্রে স্থাপন করিয়া অন্য পাত্রের দ্বারা উহা আচ্ছাদনপূর্ব্বক হস্তে লইয়া 'ওঁ মধুপর্কঃ' ইত্যাদি

ততঃ পূর্ব্বাভিমুখং বরং সম্প্রদাতা উত্তরাভিমুখঃ অথবা পশ্চিমাভিমুখো ভূত্বা কন্যাসম্প্রদানং কুর্য্যাৎ।

যথা মনুঃ,—সর্ব্বত্র প্রাঙ্মুখো দাতা গ্রহীতা চ উদঙ্মুখঃ। অয়মুক্তো বিধির্দানে বিবাহে তু বিপর্য্যয়ঃ॥ সর্ব্বত্র দানে অন্নজলাদিবিবিধসকলদানবিষয়ে দাতা প্রাঙ্মুখঃ পূর্ব্বমুখো ভবেৎ, গ্রহীতা উদঙ্মুখ উত্তরমুখো ভবেৎ। অয়ং বিধিঃ সর্ব্বমুনিভিরুক্তঃ কথিতো, নাত্র সন্দেহঃ। কিন্তু বিবাহে স এব ব্যতিক্রমো ভবতি। ব্যতিক্রমমাহ—কন্যাসম্প্রদানকর্ত্তুরুদঙ্মুখত্বং কন্যাগ্রহণকর্ত্তুঃ প্রাঙ্মুখত্বমেবেতিনির্গলিতার্থঃ। তথা হারীতঃ—দানং পূর্ব্বমুখঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বমন্নজলাদিকম্। আর্য্যাবর্ত্তে সম্প্রদাতা কন্যাদানমুদঙ্মুখঃ॥ কিঞ্চ বিষ্ণুঃ—প্রাঙ্মুখঃ সর্ব্বদানেষু দাতা ভবতি সর্ব্বদা। কন্যাপ্রদস্তু সর্ব্বত্র বৈ ভবেদুত্তরামুখঃ॥ তথা হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—বরায় প্রাঙ্মুখায়েহ পূতায় হ্যুত্তরামুখঃ। পশ্চিমাভিমুখীং কন্যাং পিতা দদ্যাৎ সুলক্ষণাম্॥

মন্ত্রে জামাতাকে দিবে। জামাতা তখন 'ওঁ মধুপর্কং ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে মধুপর্ক মাটিতে স্থাপন করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক উহা তিনবার ভক্ষণ করিবে। পুনরায় অমন্ত্রক একবার ভক্ষণ করিবে।

তারপর সম্প্রদাতা উত্তরমুখী বা পশ্চিমমুখী হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট বরকে কন্যা সম্প্রদান করিবে।

যথা মনুসংহিতায়—দাতা সর্ব্বত্র পূর্ব্বমুখ, গ্রহীতা উত্তরমুখ—ইহা দানবিধি। কিন্তু বিবাহে ইহার বিপর্য্যয়। অন্নজলাদি নানাবিধ দ্রব্যের সর্ব্বপ্রকার দান-বিষয়ে দাতা পূর্ব্বমুখ হইবেন, গ্রহীতা উত্তরমুখ হইবেন—এই বিধি মুনিগণ বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিবাহে তাহার ব্যতিক্রম হয়। ব্যতিক্রম এই—কন্যা-সম্প্রদান-কর্ত্তার উত্তরমুখতা, কন্যাগ্রহীতার পূর্ব্বমুখতা—ইহাই ফলিতার্থ। হারীতসংহিতায়—আর্য্যাবর্ত্তে দাতা পূর্ব্বমুখ হইয়া অন্নজলাদি সমস্ত দান করিবে, উত্তরমুখ হইয়া কন্যাদান করিবে॥ বিষ্ণুসংহিতায়—সর্ব্বপ্রকার দানে দাতা পূর্ব্বমুখী হইয়া থাকে, কন্যাদাতা সর্ব্বত্র উত্তরমুখী হইবে॥ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—উত্তরমুখী পিতা পূর্ব্বমুখী বরকে পশ্চিমাভিমুখী সুলক্ষণা কন্যা দান করিবে॥

ততো জামাতা আচান্তো মঙ্গলৌষধিলিপ্তেন দক্ষিণহস্তেন তাদৃশমেব কন্যায়া দক্ষিণহস্তং গৃহীত্বা স্বদক্ষিণহস্তোপরি নিদধ্যাৎ। ততঃ সৌভাগ্যবতী পতিপুত্রবতী নারী মঙ্গলপূর্ব্বকং কুশেন (মাল্যযুক্তেন) হস্তদ্বয়ং বধ্নাতি। ততঃ সম্প্রদাতা গন্ধ-পুষ্প-তুলসী-ফলসহিতমুদকপাত্রং গৃহীত্বা শ্রীবিষ্ণুস্মরণং কুর্য্যাৎ। ততঃ—

'ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য ব্রহ্মণো দ্বিতীয়পরার্দ্ধে, শ্বেতবরাহকল্পে (বা পাদ্মকল্পে), বৈবস্বতাখ্যমন্বন্তরে, অষ্টাবিংশতিকলিযুগস্য প্রথমসন্ধ্যায়াং ব্রহ্মবিংশতৌ বর্ত্তমানায়াং, যথানাম শুভসম্বৎসরে, যথায়নে, অমুক-ঋতৌ, অমুকমাসি, অমুক-পক্ষে, অমুকরাশিস্থিতে ভাস্করে, অমুকতিথৌ অমুকবারান্বিতায়াং অমুকনক্ষত্রসংযুতায়াং, শ্রীচন্দ্রমসি যথাস্থানাবস্থিতে ভৌমাদিগ্রহযোগ-করণ-মুহূর্ত্তশকাদিষু, জম্বুদ্বীপে ভারতখণ্ডে মেধীভূতস্য সুমেরোঃ দক্ষিণে লবণার্ণবস্যোত্তরে কোণে গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে (বা অন্যস্মিন্) ভাগে পুরাণভূমৌ শ্রীশালগ্রামশিলা-গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-বহ্নি-সন্নিধৌ অস্মিন্ বিশিষ্টে ভারতবর্ষাখ্যপুণ্যভূপ্রদেশে অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ* প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ

তারপর জামাতা আচমন-পূর্ব্বক মঙ্গলৌষধিলিপ্ত নিজ দক্ষিণ-হস্তে কন্যার তাদৃশ দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিবে। অনন্তর পতিপুত্রবতী সৌভাগ্য-

---

* পাঞ্চরাত্রিক শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ অমুকদেবশর্ম্ম-স্থলে শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত নাম উল্লেখ করিবেন। যথা—গোপালদাসাধিকারী, অথবা গোপালদাসশর্ম্মা।

পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকবেদান্তর্গতায় অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনে শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বিশিষ্টবরায়,—অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তার্গতস্য অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং অমুকবেদান্তর্গতাং অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনীং শ্রীমতীং অমুকাভিধানাং এতাং কন্যাং সবস্ত্রাং যথাশক্ত্যলঙ্কৃতাং অরোগিনীং অপ্রবাসিনীং যথাকালোপস্থাপিনীং ওঁ প্রজাপতিবিষ্ণুদেবতাকাং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মারণপূর্ব্বকং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মদ্বারা স্বয়ং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ দত্তাম্'—ইতি বরকন্যায়োর্হস্তোপরি তত্তুলসীজলং গন্ধপুষ্পাদিসংযুক্তং অর্পয়েৎ। ততো জামাতা, 'ওঁ স্বস্তি', ইতি ব্রূয়াৎ, ততঃ শ্রীমতীং বৈষ্ণবীং গায়ত্রীং জপেৎ—'ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ'; অথবা 'ওঁ ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ

বতী নারী মাল্যযুক্ত কুশের দ্বারা মঙ্গলাচারপূর্ব্বক হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া দিবে। তারপর সম্প্রদাতা তিল-তুলসী-কুশ-কুসুম-ফলসহিত জলপাত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবে। (অর্চ্চন-পদ্ধতি দ্রষ্টব্য)। অনন্তর 'ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ' ইত্যাদি সম্প্রদান-মন্ত্র পাঠ করিয়া সম্প্রদাতা

প্রচোদয়াৎ।' ততঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মরণং কুর্য্যাৎ—'ওঁ-হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'

ততঃ,—'ওঁ কন্যেয়ং ওঁ প্রজাপতিবিষ্ণুদেবতাকা', ইত্যুক্ত্বা (কামস্তুতিং) পঠেৎ—'ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ, কামঃ কামায় অদাৎ, কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামঃ সমুদ্রম্ আবিশৎ, কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্ণামি, কাম এতৎ তে'—ইতি জপ্ত্বা কন্যায়া হৃদয়ং সংস্পৃশেৎ। ততঃ সম্প্রদাতা চ,—'ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকবেদান্তর্গতায় অমুকশাখৈক-দেশাধ্যায়িনে শ্রীমতে অমুকদেবশর্ম্মণে বরায় কৃতৈতৎকন্যা-সম্প্রদানসুপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং সুবর্ণমূল্যোপকল্পিতাং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণস্মারণপূর্ব্বকং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মদ্বারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ দত্তাম্'—ইতি পঠিত্বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ স্মৃত্বা চ গন্ধপুষ্পতুলসীজলাদি-সংযুক্তাং দক্ষিণাং বরহস্তে দদ্যাৎ। (বরো দক্ষিণাং গৃহ্ণীয়াৎ)। জামাতা পূর্ব্ববৎ, 'ওঁ স্বস্তি', ইতি—ব্রূয়াৎ, ততঃ পঠেৎ—'ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ, কামঃ কামায় অদাৎ, কামো দাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামঃ সমুদ্রম্ আবিশৎ কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্ণামি,

---

বরকন্যার হস্তোপরি তিলকুসুমাদিসহিত ঐ তুলসীজল দিবে। অতঃপর জামাতা 'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া 'ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে' ইত্যাদি বৈষ্ণব-গায়ত্রী জপ করিবে ; তারপর ষোল-অক্ষর মহামন্ত্রে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ করিবে। তারপর 'ওঁ কন্যেয়ং' ইত্যাদি পাঠপূর্ব্বক 'ওঁ ক ইদং' ইত্যাদি কামস্তুতি পাঠ করিয়া কন্যার হৃদয় স্পর্শ করিবে। তদনন্তর সম্প্রদাতা মূলোক্ত

কাম এতৎ তে'—ইতি পঠিত্বা শ্রীমতীং বৈষ্ণবীং গায়ত্রীং জপেৎ, ততঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মরণং কুর্য্যাদনেকশঃ। অথবা, যস্য য ইষ্টস্তন্নামধেয়ং বা, শ্রীনারায়ণবিষ্ণু-রামনৃসিংহ-হরিবামনাদিকং বা স্মরেৎ। (অস্মিন্ অবকাশে সম্প্রদাতা যৌতুকাদিকং শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবার্থদানাদিকঞ্চ দদ্যাৎ। ততো বস্ত্রেণ হরীতকী-গুবাকাদিসংযুক্তেন তুলসী-গন্ধপুষ্প-কুঙ্কুম-হরিদ্রা-চন্দনাদিমাঙ্গল্য-দ্রব্যসংযুক্তেন চ শ্রীকন্যাবরয়োর্গ্রন্থিবন্ধনং কুর্য্যাৎ। তদ্ যথা—'শ্রীলক্ষ্মীপীতাম্বরয়োঃ রেবতীবলরাময়োঃ। তথা সীতারাময়োশ্চ শ্রীদুর্গাশিবয়োর্যথা॥ দেবহূতিকর্দ্দময়োঃ শচীমঘবতোর্যথা। শতরূপাস্বয়ম্ভুবয়োঃ রেণুকাজামদগ্ন্যোঃ॥ যথাঽহল্যাগৌতময়ো-র্দেবকীবসুদেবয়োঃ। মন্দোদরীরাবণয়োর্যশোদানন্দয়োর্যথা॥ শ্রীদ্রৌপদীপাণ্ডবয়োঃ শ্রীতারাবালিভূভুজোঃ। দময়ন্তীনলকয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্যথা॥ অনয়োঃ কন্যাবরয়োস্তথা স্যাদ্ গ্রন্থি-বন্ধনম্॥'—অনেন শ্রীকন্যাবরয়োর্গ্রন্থিবন্ধনং কুর্য্যাৎ। ততো নাপিতেন,—'গৌঃ গৌঃ', ইত্যুক্তে জামাতা পঠেৎ— 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দো গোরূপো বিষ্ণুঃ দেবতা পূর্ব্ববদ্ধগবীমোক্ষণে বিনিয়োগঃ, ওঁ মুঞ্চ গাং বরুণপাশাদ্ দ্বিষন্তং

মন্ত্র পাঠ করিয়া ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া তুলসী-জল-তিলাদি সহিত দক্ষিণা বরের হস্তে দিবে। বর দক্ষিণা গ্রহণ-পূর্ব্বক 'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া, কামস্তুতি পাঠ করিয়া, বৈষ্ণবী গায়ত্রী জপ করিবে এবং বহুবার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ করিবে। অথবা স্বীয় ইষ্টদেবতার নাম, কিংবা

মে অভিধেহি। তং জহি অমুষ্য (অর্থাৎ অমুক দেবশর্ম্মণঃ)* চোভয়োঃ, উৎসৃজ গাম্ অত্তু তৃণানি পিবতূদকম্'—ইতি পঠিত্বা নাপিতেন মুক্তায়াং গবি জামাতা (পুনঃ) পঠেৎ— 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো গোরূপো বিষ্ণুঃ দেবতা গবানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ, ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসা আদিত্যানাম্ অমৃতস্য নাভিঃ। প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গাম্ অনাগাম্ অদিতিং বধিষ্ট'—অনেন মন্ত্রেণ গাং বিসর্জ্জয়েৎ। ততঃ সম্প্রদাতা অচ্ছিদ্রবাচনং কুর্য্যাৎ।

সম্প্রদাতা কৃতাঞ্জলিঃ ব্রূয়াৎ—'ওঁ 'অস্মিন্ কন্যাসম্প্রদান-কর্ম্মণি—অঙ্গহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ। অস্তু তৎ সর্ব্বং অচ্ছিদ্রং কৃষ্ণকার্ষ্ণপ্রসাদতঃ॥' ততোঽর্ঘ্যহস্তঃ পুনঃ পঠেৎ—'ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেতাদি কৃতেঽস্মিন্ কন্যা-

---

নারায়ণ-বিষ্ণু-রাম-নৃসিংহ-হরি-বামনাদি নাম স্মরণ করিবে। (এই সময়ে সম্প্রদাতা বরকে যৌতুকাদি এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবার্থ দানাদি দিবে)। তারপর হরীতকী-গুবাকাদিসহিত ও তুলসী-গন্ধ-পুষ্প-কুঙ্কুম-হরিদ্রা-চন্দনাদি মাঙ্গল্যদ্রব্যসহিত বস্ত্রের দ্বারা বরকন্যার গ্রন্থিবন্ধন করিতে করিতে 'শ্রীলক্ষ্মীপীতাম্বরয়োঃ' ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিবে। তারপর নাপিত 'গৌঃ গৌঃ' বলিবার পর জামাতা 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিলে নাপিত গাভীকে বন্ধনমুক্ত করিবে এবং জামাতা পুনঃ 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া গাভীকে ছাড়িয়া দিবে। তারপর অচ্ছিদ্রবাচন—সম্প্রদাতা বলিবে 'ওঁ অস্মিন্' ইত্যাদি। অতঃপর বৈগুণ্য-

---

* অর্থাৎ সম্প্রদাতার নাম উল্লেখ করিবে।

সম্প্রদানকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিৎ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করোমি'—ইতি শ্রীবিষ্ণুস্মরণ-মহামন্ত্রকীর্ত্তন-পূর্ব্বকং শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীন্ নমস্কুর্য্যাৎ।

ইতি সম্প্রদানম্।

কুশণ্ডিকা (৪ গ)

ততো জামাতা সম্প্রদানশালায়াং প্রধানগৃহাগতো বা কুশণ্ডিকোক্তবিধানেন শ্রীবিষ্ণুরূপং যোজকনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য কুশণ্ডিকা বিধানং কুর্য্যাৎ।*

তত্র পূর্ব্বকৃতাং উভয়তশ্চতুর্হস্তচতুর্মুষ্টি-পরিমিতাং বেদিকাং (ভূমিং বা) কেশতুষাঙ্গারাস্থিশর্করাদিরহিতাং পূর্ব্বোত্তরপ্লবাং সমানাং বা ছায়ামণ্ডপসহিতাং গোময়েনালিপ্য, বিধিনা স্নাতঃ শুচিরাচান্তঃ দ্বিবাসাঃ প্রাঙ্মুখঃ কুশসহিতাসনোপবিষ্টঃ কুশণ্ডিকা-কর্ম্মকর্ত্তা উত্তরস্যাং দিশি অভ্যুক্ষণার্থং গন্ধপুষ্পতুলসীযব-গুবাক-হরীতকী-দূর্ব্বা-চন্দনাক্ষত-হরিদ্রা - সিদ্ধার্থসহিতং সজলং তাম্র-পাত্রং মৃৎপাত্রং (ঘটং) বা নিধায়, ততো দক্ষিণজানু ভূমৌ

সমাধান—সম্প্রদাতা 'ওঁ অদ্য' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবে এবং শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ইতি সম্প্রদান॥

* জামাতা স্বয়ং কুশণ্ডিকা সম্পাদনে অসমর্থ হইলে কোন যোগ্য বৈষ্ণবব্রাহ্মণকে হোতা এবং অপর বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা বরণ করিবে।

পাতয়িত্বা সব্যহস্তস্য প্রাদেশমাত্রং ভূমৌ নিধায়, উভয়তো হস্তপ্রমাণে চতুরস্রে যথাবিধিনির্ম্মিতে কুণ্ডে অঙ্গুষ্ঠমাত্রোচ্চে বালুকাময়ে স্থণ্ডিলে বা মধ্যভাগে সর্ব্বরেখাসু অগ্নিস্থাপনং কুর্য্যাৎ।

তদনুষ্ঠানং বিধীয়তে, যথা—দক্ষিণহস্তগৃহীতকুশমূলেন (১) পঞ্চরেখাঃ কুর্য্যাৎ। তত্র প্রথমরেখা দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণা প্রাঙ্মুখী পীতবর্ণা লেখ্যা,—(ক) 'ওঁ রেখে ত্বং পৃথ্বীরূপা পীতবর্ণাসি।' তন্মূললগ্না উদঙ্মুখ্যেকবিংশত্যঙ্গুলপ্রমাণা লোহিতবর্ণা লেখ্যা, গোরূপা বৈষ্ণবী ধ্যেয়া—(খ) 'ওঁ রেখে ত্বং গোরূপা লোহিতবর্ণাসি।' ততঃ প্রথমরেখাতঃ সপ্তাঙ্গুলান্তরিতা উত্তরাগ্ররেখা-লগ্না প্রাঙ্মুখী প্রাদেশপ্রমাণা কৃষ্ণবর্ণা লেখ্যা, কালিন্দীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যেয়া—(গ) 'ওঁ রেখে ত্বং কালিন্দীরূপা

কুশণ্ডিকা—তারপর জামাতা সম্প্রদান-শালাতে অথবা প্রধান গৃহে আসিয়া কুশণ্ডিকোক্ত-বিধানে শ্রীবিষ্ণুরূপ যোজক-নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া কুশণ্ডিকা অনুষ্ঠান করিবে।

কুশণ্ডিকা (৪গ)।—উভয়দিকে চারিহস্ত-চারিমুষ্টি-পরিমিত পূর্ব্বনির্ম্মিত বেদিকা অথবা ভূমি কেশ-তুষ-অঙ্গার-অস্থি-শর্করা প্রভৃতি-রহিত, পূর্ব্বোত্তর দিকে ক্রমশঃ নীচ অথবা সমান করিয়া, উহা ও ছায়ামণ্ডপ গোময়লিপ্ত করিবে। কুশণ্ডিকা-কর্ত্তা যথাবিধি স্নান করিয়া শুচি হইয়া আচমন-পূর্ব্বক বস্ত্রদ্বয় ধারণ করিবে এবং কুশাসনে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া স্থণ্ডিলের উত্তরদিকে অভ্যুক্ষণের নিমিত্ত কুশ-কুসুম-যব-তিল-তুলসী-গুবাক-হরীতকী-দূর্ব্বা-চন্দন-তণ্ডুল-হরিদ্রা-শ্বেতসর্ষপ-সহিত জলপূর্ণ তাম্রপাত্র বা মৃৎপাত্র স্থাপন করিবে। তারপর দক্ষিণজানু ভূমিতে পাতিয়া

কৃষ্ণবর্ণাসি'। ততোঽপি সপ্তাঙ্গুলান্তরিতা উত্তরাগ্ররেখালগ্না প্রাঙ্মুখী প্রাদেশপ্রমাণা স্বর্ণবর্ণা লেখ্যা, শ্রীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যেয়া—(ঘ) 'ওঁ রেখে ত্বং শ্রীরূপা স্বর্ণবর্ণাসি।' ততোঽপি সপ্তাঙ্গুলান্তরিতা উত্তরাগ্ররেখালগ্না প্রাঙ্মুখী প্রাদেশপ্রমাণা শুক্লবর্ণা লেখ্যা, সরস্বতীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যেয়া—(ঙ) 'ওঁ রেখে ত্বং সরস্বতীরূপা শুক্লবর্ণাসি।'

ততো দক্ষিণহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং প্রদক্ষিণক্রমেণ সর্ব্বরেখাসু (২) উৎকরং গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণু ঋষিঃগায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উৎকরনিরসনে বিনিয়োগঃ, ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ'—ইত্যনেন ঐশান্যাং স্থণ্ডিলাদরত্নিমাত্রান্তরিতে দেশে প্রক্ষিপেৎ। ততঃ পূর্ব্বস্থাপিতজলেন (৩) রেখাভ্যুক্ষণং কুর্য্যাৎ।

বামহস্তের প্রাদেশমাত্র ভূমিতে স্থাপন করিয়া, যথাবিধি নির্ম্মিত উভয়দিকে একহস্ত-প্রমাণ চতুষ্কোণ যজ্ঞকুণ্ডে অথবা অঙ্গুষ্ঠমাত্র উচ্চ বালুকাময় স্থণ্ডিলে মধ্যভাগে সর্ব্বরেখায় অগ্নি স্থাপন করিবে। অগ্নিস্থাপনবিধি, যথা—দক্ষিণহস্তে কুশমূল গ্রহণ করিয়া (১) **পঞ্চরেখা** করিবে। প্রথম রেখা দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ পূর্ব্বমুখী ও **পীতবর্ণ** অঙ্কিত করিবে এবং 'ওঁ রেখে' (ক) ইত্যাদি মন্ত্রে উহাকে পৃথিবীরূপিণী বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে। প্রথম রেখার মূল হইতে উত্তরদিকে একবিংশতি আঙ্গুলপ্রমাণ **লোহিতবর্ণ** রেখা লিখিবে এবং 'ওঁ রেখে' (খ) ইত্যাদি মন্ত্রে উহাকে গোরূপা বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে। তারপর প্রথম রেখা হইতে সাত আঙ্গুল ব্যবধানে ও উত্তরমুখী রেখা হইতে পূর্ব্বদিকে প্রাদেশপ্রমাণ **কৃষ্ণবর্ণ** রেখা অঙ্কিত করিয়া উহাকে 'ওঁ রেখে' (গ)

সন্নিধাপিতাগ্নের্জ্বলদিন্ধনং গৃহীত্বা 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা (৪) অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ, ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং, যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ'—ইত্যনেন নৈঋর্ত্যাং প্রক্ষিপেৎ।

ততোঽপরজ্বলদিন্ধনং গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা (৫) অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ,

---

ইত্যাদি মন্ত্রে কালিন্দীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে। অনন্তর এই রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুল ব্যবধানে ও উত্তরমুখী রেখা হইতে পূর্ব্বমুখে প্রাদেশ-প্রমাণ **স্বর্ণবর্ণ** রেখা অঙ্কন-পূর্ব্বক উহাকে 'ওঁ রেখে' (ঘ) ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে। ইহা হইতেও সপ্তাঙ্গুল ব্যবধানে ও উত্তরমুখী রেখা হইতে পূর্ব্বদিকে প্রাদেশ-প্রমাণ **শুক্লবর্ণ** রেখা লিখিয়া উহাকে 'ওঁ রেখে' (ঙ) ইত্যাদি মন্ত্রে সরস্বতীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে। (২) **উৎকরনিরসন**—দক্ষিণহস্তের অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা সকলরেখা হইতে প্রদক্ষিণক্রমে **উৎকর** লইয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে ঈশান (পূর্ব্বোত্তর) কোণে স্থণ্ডিল হইতে **অরত্নিমাত্র** দূরে নিক্ষেপ করিবে। (৩) **রেখাভ্যুক্ষণ**—তারপর পূর্ব্বস্থাপিত পঞ্চপাত্রের জলদ্বারা রেখাসকলের অভ্যুক্ষণ করিবে। (৪) **অগ্নি-সংস্কার**—নিকটে স্থাপিত অগ্নি হইতে প্রজ্বলিত ইন্ধন গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে উহাকে নৈঋর্ত (দক্ষিণপশ্চিম) কোণে নিক্ষেপ করিবে। (৫) **অগ্নিস্থাপন**—তারপর আর একটী প্রজ্বলিত ইন্ধন গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে উহাকে নিজের অভিমুখে তৃতীয় রেখার (কৃষ্ণবর্ণা) উপর স্থাপন করিবে। এই সময়ে যে কার্য্যের যে অগ্নি বিহিত, সেই নামে অগ্নির আবাহন করিবে।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ ওঁ' ইত্যনেন আত্মাভিমুখং কুর্ব্বন্ অগ্নিং তৃতীয় রেখোপরি (কৃষ্ণবর্ণা) স্থাপয়েৎ। অত্রৈব যস্মিন্ কর্ম্মণি যোঽগ্নির্বিবহিতস্তন্নাম্না তমাবাহয়েৎ। অত্র বিবাহে তু যোজক-নামা এব। ততঃ—'ওঁ যোজকনামাগ্নে ইহাগচ্ছ, অগ্নে ত্বং যোজকনামাসি'—ইত্যাবাহ্য, 'শ্রীবিষ্ণোস্তেজ এবায়ম্'—ইতি বিচিন্ত্য অগ্নিং পাদ্যাদিভিঃ বিষ্ণুধ্যানেন চ পূজয়েৎ। ততো (বদ্ধাঞ্জলিঃ) জপেৎ—'ওঁ কৃষ্ণানন্ত মুকুন্দ মাধব হরে গোবিন্দ বংশীমুখ। শ্রীগোপীজনবল্লভ ব্রজসুহৃৎ ভক্তপ্রিয়েড্যাচ্যুত॥ ভক্তপ্রেমবশক্রিয়াফলরসানন্দৈক দীনার্ত্তিহৃৎ। রাধাকান্ত দুরন্ত-সংসৃতিহরেত্যাখ্যাহি জিহ্বে সদা॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদা-নন্দঘনঃ, কৃষ্ণঃ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কর্ম্মাদিমূলং, কৃষ্ণঃ স হ সর্ব্বৈকার্য্যঃ, কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখ-প্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণোঽনাদিস্তস্মিন্নজাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতী।' ততো বদ্ধাঞ্জলিঃ পঠেৎ—'ওঁ অগ্নিং দূরং পুরোদধে, হব্যবাহমুপব্রুবে, দেবা আশদয়াদিহ।' 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ,

---

বিবাহে যোজক-নামক অগ্নি। তারপর তত্তৎ মন্ত্রে যোজক-অগ্নিকে আবাহন, বিষ্ণুতেজরূপে চিন্তা, পাদ্যাদি ও বিষ্ণুধ্যানের দ্বারা অর্চ্চন করিবে। তারপর 'ওঁ কৃষ্ণানন্ত' ইত্যাদি মন্ত্রসকল পাঠ করিবে। পুনঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—'ওঁ অগ্নিং' ইত্যাদি, 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি। তারপর প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অগ্নিতে অমন্ত্রক

ওঁ ইহৈবায়ম্ ইতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজ্ঞানন্।' ততো ঘৃতাক্তাং প্রাদেশপ্রমাণাং সমিধং তুষ্ণীমগ্নৌ দদ্যাৎ।

ততো (৬) ব্রহ্মস্থাপনম্। বৈষ্ণবব্রাহ্মণং তদভাবে কুশময়-ব্রাহ্মণং বৃণুয়াৎ। জামাতা বৈষ্ণবব্রাহ্মণং ব্রূয়াৎ—'ওঁ সাধু ভবান্ আস্তাম্'। বৈষ্ণবব্রাহ্মণঃ—'ওঁ সাধু অহম্ আসে।' জামাতা—'ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।' বৈষ্ণবব্রাহ্মণঃ—ওঁ 'অর্চ্চয়।' জামাতা গন্ধ-পুষ্প-তুলসী-বস্ত্রাদিভির্ব্রাহ্মণস্য জানু স্পৃষ্ট্বা—'ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য ইত্যাদি অস্য বিবাহকর্ম্মণো হোমকর্ম্মণি কৃতাকৃতাবেক্ষণরূপব্রহ্মকর্ম্মকরণায় ভবন্তমহং বৃণে।' ব্রাহ্মণঃ—'ওঁ বৃতোঽস্মি।' জামাতা—'ওঁ যথাযথং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু।' 'ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি'—ইতি তেন বৈষ্ণবব্রাহ্মণেন বক্তব্যম্। হোতা (জামাতা) ধারাসহিতমুদকপাত্রং গৃহীত্বা, প্রদক্ষিণক্রমেণ দক্ষিণাং দিশং গত্বা, অরত্নিমাত্রান্তরিতে দেশে প্রাঙ্মুখীং বারিধারাং দত্ত্বা, তদুপরি বৈষ্ণব-ব্রহ্মাসনে প্রাগগ্রান্ কুশানাস্তীর্য্য, তেষাং পুরস্তাৎ প্রত্যঙ্মুখ ঊর্দ্ধং তিষ্ঠন্ বামহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ আস্তীর্ণকুশমেকমাদায় 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ,

---

দিবে। (৬) **ব্রহ্মস্থাপন**—বৈষ্ণবব্রাহ্মণ, অভাবে কুশময় ব্রাহ্মণকে যথাবিধি বরণ করিবে। তারপর হোতা (জামাতা) ধারাসহিত উদকপাত্র গ্রহণ করিয়া, প্রদক্ষিণক্রমে দক্ষিণদিকে গিয়া, অরত্নিমাত্র দূরস্থানে পূর্ব্বমুখী জলধারা দিয়া, তাহার উপর বৈষ্ণব-ব্রহ্মার আসনে

ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ'—ইত্যনেন নৈঋ‌র্ত্যাং নিক্ষিপেৎ। ততো জলং স্পৃষ্ট্বা দক্ষিণেন পাদেন সব্যপাদমবষ্টভ্য উত্তরাভিমুখীভূয় আস্তৃতকুশান্ জলেনাভ্যুক্ষ্য, বৈষ্ণবব্রহ্মাণং উদঙ্মুখং কুশাসনে উপবেশয়েৎ। ততো জলং স্পৃষ্ট্বা পঠেৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা বৈষ্ণবব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ আ বসোঃ সদনে সীদ।' সীদামি'—ইতি বৈষ্ণবব্রহ্মণা, কুশময়ব্রহ্মপক্ষে তু জামাত্রা (হোত্রা) স্বয়মেব বক্তব্যম্। ততঃ কুশময়ব্রহ্মপক্ষে পূর্ব্বাগ্রং, বৈষ্ণবব্রহ্মপক্ষে তূত্তরাগ্রং কুশং দত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণ-মহাপ্রসাদ-চন্দন-কুসুম-নৈবেদ্য-ফলমূলমিষ্টান্নাদিকং চরণোদকঞ্চ দত্ত্বা তমর্চ্চয়েৎ। ততস্তেনৈব পথা প্রত্যাবৃত্য জামাতা (হোতা) নিজাসনে প্রাঙ্মুখ উপবিশেৎ। যদি ব্রহ্মত্বারোপিতো ব্রাহ্মণোঽযজ্ঞিয়বাগ্বচনং ব্রূয়াৎ তদা মন্ত্রমিমং জপেৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী

পূর্ব্বদিকে অগ্রভাগ করিয়া কুশ বিছাইয়া দিয়া, উহার সম্মুখে পশ্চিমমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, বামহস্তের অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা একগাছি আস্তীর্ণ কুশ লইয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে নৈঋ‌র্ত কোণে ত্যাগ করিবে। তারপর জল স্পর্শ করিয়া, দক্ষিণ পদের দ্বারা বামপদ চাপিয়া ধরিয়া, বিস্তারিত কুশগুলি জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া, বৈষ্ণব-ব্রহ্মাকে উত্তরমুখ করিয়া কুশাসনে বসাইবে। তারপর জল স্পর্শ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। বৈষ্ণব-ব্রহ্মা 'ওঁ সীদামি' বলিবে। কুশময়-ব্রহ্মপক্ষে হোতা নিজেই তাহা বলিবে। তারপর কুশময়-ব্রহ্মাকে পূর্ব্বাগ্র কুশ, বৈষ্ণব-ব্রহ্মাকে উত্তরাগ্র কুশ অর্পণ-

ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অযজ্ঞিয়বাগ্বচননিমিত্তজপে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইদং বিষ্ণুঃ বিচক্রমে, ত্রেধা নি দধে পদং, সমূঢ়ম্ অস্য পাংশুলে।' কুশময়ব্রহ্মপক্ষে তু কর্ম্মকর্ত্তুরেব কৃতাকৃতাবেক্ষণাদি-কর্ম্মকর্ত্তৃত্বাদযজ্ঞিয়বাগ্বচননিমিত্তজপং স এব কুর্য্যাৎ।

অথ প্রকৃতে কর্ম্মণি চরুহোমোঽস্তি চেদত্রৈব চরুং স্রপয়েৎ, অগ্নেরুত্তরতশ্চরুং স্থাপয়িত্বা (৭) ভূমিজপং কুর্য্যাৎ। যথা—অধোমুখৌ হস্তৌ ভূমৌ নিধায়, 'ওঁ পরমেষ্ঠী বিষ্ণুঃ ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ, 'ওঁ ইদং ভূমেঃ ভজামহে ইদং ভদ্রং সুমঙ্গলং, পরা সপত্নান্ বাধস্ব, অন্যেষাং বিন্দতে ধনম্'—ইতি সকৃজ্জপেৎ। রাত্রৌ চেৎ 'বিন্দতে বসুম্' ইতি পঠেৎ।

ততোঽগ্নিসম্মুখীকরণম্ (৮)—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অগ্নিসম্মুখীকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ একো হ দেবঃ প্রদিশো নু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ

পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ-চন্দন-কুসুম-নৈবেদ্য-ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি ও চরণোদকের দ্বারা ব্রহ্মার অর্চ্চন করিবে। তারপর সেই পথে ফিরিয়া আসিয়া হোতা (জামাতা) নিজাসনে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবে। ব্রহ্মত্বে আরোপিত ব্রাহ্মণ অযজ্ঞিয় বাগ্-বচন প্রয়োগ করিবার আশঙ্কায় 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। কুশময়-ব্রহ্মপক্ষে হোতা স্বয়ংই উহা জপ করিবে। অনন্তর অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে চরুহোমের ব্যবস্থা থাকিলে এই সময়ে চরু পাক করিবে এবং উহা অগ্নির উত্তরদিকে স্থাপন করিয়া ভূমিজপ করিবে। (৭) **ভূমিজপ**—দুইহস্ত উপুড়

গর্ভে অন্তঃ, স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্‌জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ।’

ততো দক্ষিণহস্তেন কুশান্ গৃহীত্বা অগ্নেরুত্তরতঃ প্রভৃতি তৃণাদিকং অনেন মন্ত্রত্রয়েণ ত্রিঃ শোধয়েৎ (৯)। মন্ত্রত্রয়স্য ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ।—‘ওঁ কৌৎস ঋষিঃ জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা পৃষ্ঠ্যস্য ষড়হস্য ষষ্ঠেঽহনি আগ্নিমারুতে শস্ত্রে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ,—(ক) ওঁ ইমং স্তোমম্ অর্হতে জাতবেদসে, রথমিব সম্মহেমা মনীষয়া, ভদ্রা হি নঃ প্রমতিঃ অস্য সংসদি, অগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব; (খ) ওঁ ভরাম ইধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে, চিতয়ন্তঃ পর্ব্বণা পর্ব্বণা বয়ম্, জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়ঃ, অগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব; (গ) ওঁ শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়ঃ, ত্বে দেবা হবিঃ অদন্ত্যাহুতং, ত্বমাদিত্যান্ আ বহ তান্ হ্যুস্মসি, অগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব।” ততঃ

করিয়া ভূমিতে স্থাপন-পূর্ব্বক ‘ওঁ পরমেষ্ঠী বিষ্ণুঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র একবার জপ করিবে। রাত্রিতে হইলে ‘ধন’ স্থানে ‘বসু’ পাঠ করিবে। (৮) **অগ্নির সম্মুখীকরণ**—‘ওঁ প্রজাপতিঃ......সর্ব্বতোমুখঃ’ এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (৯) **তৃণাদি-শোধন**—তারপর দক্ষিণহস্তে কুশ লইয়া অগ্নির উত্তর দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া বক্ষ্যমাণ তিন মন্ত্রে তৃণাদি তিনবার শোধন করিবে, তিন মন্ত্রেই ঋষি প্রভৃতি একরূপ। (ক) ‘ওঁ কৌৎসঃ......বয়ং তব’; (খ) ‘ওঁ কৌৎসঃ......বয়ং তব’; (গ) ‘ওঁ কৌৎসঃ......বয়ং তব’॥ তারপর পরিসমূহন-কুশগুলি ঈশান-কোণে নিক্ষেপ করিবে। তারপর কতকগুলি ছিন্নমূল কুশ লইয়া

পরিসমূহনকুশান্ ঐশান্যাং ক্ষিপেৎ। ততোঽগ্নেঃ পূর্ব্বতঃ উত্তরান্তাৎ দক্ষিণান্তং যাবদুপমূললুনান্ একপত্রীকৃতান্ প্রাগগ্রান্ কুশান্ অগ্রেণ মূলমাচ্ছাদয়ন্ বারত্রয়মাস্তরেৎ। এবং দক্ষিণস্যাং পূর্ব্বান্তাৎ পশ্চিমান্তং যাবৎ, উত্তরস্যাং পশ্চিমান্তাৎ পূর্ব্বান্তং যাবৎ, প্রতীচ্যাঞ্চ দক্ষিণান্তাদুত্তরান্তং যাবৎ ক্রমেণাস্তরেৎ।

ততো দশদিক্ষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ ব্রহ্মাদিবৈষ্ণবেভ্যঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রসাদচন্দনপুষ্পনৈবেদ্যাদিভিঃ (১০) স্বস্তিকান্ নিবেদয়েৎ। যথা—"ওঁ এতন্মহাপ্রসাদ-নৈবেদ্যাদি পূর্ব্বস্যাং শ্রীনারদায় স্বাহা, আগ্নেয্যাং শ্রীকপিলদেবায়, যাম্যে শ্রীযমভাগবতায়, নৈর্ঋত্যাং শ্রীভীষ্মদেবায়, প্রতীচ্যাং শ্রীশুকদেবায়, বায়ব্যাং শ্রীজনকায়, উদীচ্যাং শ্রীসদাশিবায়, ঐশান্যাং শ্রীপ্রহ্লাদায়, উর্দ্ধং শ্রীব্রহ্মণে, অধঃ শ্রীবলিরাজায়।" ততঃ (১১) প্রাদেশদ্বয়প্রমাণাং খদির-

---

অগ্নির পূর্ব্বদিকে উত্তরপ্রান্ত হইতে দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত এক একটি করিয়া পূর্ব্বাগ্র করিয়া বিছাইয়া, পুনঃ তাহার উপর আর একসারি কুশ ইহাদের অগ্রভাগের দ্বারা পূর্ব্বপাতিত কুশের মূলভাগ আচ্ছাদন-পূর্ব্বক বিছাইবে; পুনঃ তদুপরি আর একসারি কুশ অগ্রভাগদ্বারা দ্বিতীয়বারে পাতিত কুশসকলের অগ্রভাগ আচ্ছাদন-পূর্ব্বক বিছাইবে। এইরূপে অগ্নির দক্ষিণদিকে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত তিন স্তর, অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমদিকে দক্ষিণ হইতে উত্তরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যথাক্রমে তিন স্তর করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কুশ পাতিবে। (১০) **স্বস্তিক নিবেদন**—তারপর পূর্ব্বাদিক্রমে দশদিকে মূলোক্তমন্ত্রে শ্রীবিষ্ণু-প্রসাদ-চন্দন-পুষ্প-নৈবেদ্যাদি-

পলাশোড়ুম্বরাণাং অন্যতমস্য বিংশতিকাষ্ঠিকাং গৃহীত্বা, মধ্যে ঘৃতস্রুবং দত্বা, শ্রীবিষ্ণুং মনসা ধ্যাত্বা তূষ্ণীং অগ্নৌ জুহুয়াৎ। ততঃ (১২) আজ্যসংস্কারঃ।—আস্তরণকুশাদেব সাগ্রকুশপত্রদ্বয়ং গৃহীত্বা কুশান্তরেণ বেষ্টয়িত্বা, (ক) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ পবিত্রে বিষ্ণুঃ দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ, ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ'—ইত্যনেন কুশদ্বয়ং প্রাদেশপ্রমাণং নখব্যতিরেকেণ ছিত্বা, (খ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ পবিত্রে বিষ্ণুঃ দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণোঃ মনসা পূতে স্থঃ'—ইত্যনেন মন্ত্রেণাভ্যুক্ষ্য, তাম্রাদিপাত্রে সংস্থাপ্য তত্র হোমার্থং ঘৃতং নিক্ষিপেৎ। ততস্তৎ কুশপত্রদ্বয়ং অগ্রে দক্ষিণহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং মূলে চ বামহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং

দ্বারা স্বস্তিক নিবেদন করিবে। (১১) **বিংশতি-কাষ্ঠিকা-হোম**—তারপর খদির, পলাশ বা যজ্ঞডুমুরের দুই প্রাদেশ দীর্ঘ কুড়িটি কাঠি (অভাবে, কুশ) লইয়া, উহাদের মধ্যভাগে এক স্রুব ঘৃত দিয়া, মনে মনে শ্রীবিষ্ণুচিন্তা করিয়া, অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করিবে।(১২) **আজ্য-সংস্কার**—তারপর দুইগাছি অগ্রভাগযুক্ত কুশ লইয়া, অপর কুশের দ্বারা উহা বেষ্টন করিয়া, (ক) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে কুশদ্বয়ের প্রাদেশ-প্রমাণ নখব্যতিরেকে ছিন্ন করিয়া, (খ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিয়া, তাম্রাদি-পাত্রে সংস্থাপন করিয়া সেই পাত্রে হোমের ঘৃত ঢালিবে। অনন্তর সেই কুশদ্বয়ের অগ্রভাগ দক্ষিণহস্তের অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা, মূলভাগ বামহস্তের অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ধরিয়া, দক্ষিণহস্তধৃতাগ্র উপরদিকে ও অপরদিক নীচের দিকে ধরিয়া,

গৃহীত্বা দক্ষিণহস্তোপরিভাবেনাধোমুখব্যস্তপাণিঃ (গ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ আজ্যং বিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যোৎপ্লবনে বিনিয়োগঃ, ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎপুনাতু অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ, বসোঃ সূর্য্যস্ত রশ্মিভিঃ স্বাহা'—ইত্যনেন মন্ত্রেণ কুশ-পত্রদ্বয়মধ্যেন ঘৃতমগ্নৌ সকৃজ জুহুয়াৎ, তুষ্ণীং বারদ্বয়ম্। ততস্তৎ-কুশপত্রদ্বয়মদ্ভিরভ্যুক্ষ্য অগ্নৌ প্রক্ষিপেৎ। ততঃ আজ্যপাত্রস্ত উদকেনানুমার্জ্জনং, অগ্নেরুপরি নিধানমুত্তরস্যাং দিশ্যবতারণঞ্চ—এবং বারত্রয়ং কুর্য্যাৎ। ইত্যাজ্যসংস্কারঃ॥

ততঃ (১৩) খদিরপলাশোড়ুম্বরাণাম্ অন্যতমস্য স্রুবম্ অরত্নি-প্রমাণং ভ্রমিতাঙ্গুষ্ঠপর্ব্ববিলম্ ইত্থমেব বারত্রয়ং সংস্কুর্য্যাৎ। ইতি স্রুবসংস্কারঃ।

ততো দক্ষিণং জানু ভূমৌ পাতয়িত্বা (১৪) উদকাঞ্জলিসেকং

(গ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে কুশদ্বয়ের মধ্যভাগ দ্বারা অগ্নিতে একবার হোম করিবে; পরে পুনরায় সেইভাবেই দুইবার অমন্ত্রক হোম করিবে। তারপর কুশদ্বয় জলের দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর জলের দ্বারা আজ্যপাত্রের অনুমার্জ্জন (ছিটা দেওয়া), অগ্নির উপরে স্থাপন এবং উত্তরদিকে অবতারণ—এইরূপ তিনবার করিবে। ইতি আজ্যসংস্কার॥ (১৩) **স্রুব-সংস্কার**—খদির, পলাশ বা যজ্ঞডুমুরকাষ্ঠে নির্ম্মিত, অরত্নিপ্রমাণ স্রুব (যাহার গর্ত্তভাগে অঙ্গুষ্ঠের একপর্ব্ব ঘুরাইতে পারা যায়) উক্তরূপে অর্থাৎ অভ্যুক্ষণ, অগ্নির উপর স্থাপন ও উত্তরদিকে অবতারণ—এইক্রমে তিনবাব সংস্কার করিবে। (১৪) **উদকাঞ্জলিসেক**—তারপর দক্ষিণ-

কুর্য্যাৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ অনন্ত অনুমন্যস্ব'—অনেনাগ্নের্দক্ষিণতঃ পশ্চিমান্তাৎ পূর্ব্বান্তং যাবৎ উদকাঞ্জলিনা সিঞ্চেৎ ॥১॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত অনুমন্যস্ব'—অনেনাগ্নেঃ পশ্চিমতো দক্ষিণান্তাদুত্তরান্তং যাবদুদকাঞ্জলিনা সিঞ্চেৎ ॥২॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ সরস্বত্যনুমন্যস্ব'—অনেনাগ্নেরুত্তরতঃ পশ্চিমান্তাৎ পূর্ব্বান্তং যাবদুদকাঞ্জলিনা সিঞ্চেৎ ॥৩॥ ততঃ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনিরুদ্ধো দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রভো অনিরুদ্ধ, প্র সুব যজ্ঞং প্র সুব যজ্ঞপতিং ভগায়, পাতা সর্ব্বভূতস্থঃ কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু, বাগীশঃ বাচং নঃ স্বদতু—অনেনোদকাঞ্জলিনা দক্ষিণাবর্ত্তেনাগ্নিং বেষ্টয়েৎ।

ততো দক্ষিণং জানু উত্থাপ্য উপর্য্যধঃস্থিতদক্ষিণবামমুষ্টিভ্যাং

জানু ভূমিতে পাতিয়া উদকাঞ্জলিসেক করিবে,—'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণপার্শ্বে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি সিঞ্চন করিবে ॥১॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির পশ্চিমপার্শ্বে দক্ষিণ হইতে উত্তরপ্রান্ত পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি সিঞ্চন করিবে ॥২॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি সিঞ্চন করিবে ॥৩॥ তারপর অগ্নি-পর্য্যুক্ষণ— 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাবর্ত্তনে উদকাঞ্জলি দ্বারা

সাক্ষতগন্ধপুষ্পফলাদীনি গৃহীত্বা শ্রীমহাভাগবতবিরূপাক্ষং জপেৎ (১৫)—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দো রুদ্ররূপো বিষ্ণুঃ দেবতা শ্রীমহাভাগবতবিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ওঁ মহান্তং বিরূপাক্ষং ত্বাং আত্মনা প্রপদ্যে, ভাগবতবিরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জিঃ তস্য তে শয্যা পর্ণে, গৃহং অন্তরিক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং। তদ্দেবানাং হৃদয়ানি অয়স্মহে কুম্ভেঽন্তঃ সন্নিহিতানি তানি। বলভৃচ্চ বলসাচ্চ রক্ষতোঽপ্রমণী অনিমিষৎ। তৎ সত্যং যত্তে দ্বাদশপুত্রাঃ, তে ত্বা সংবৎসরে সংবৎসরে কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা পুনঃ ব্রহ্মচর্য্যম্ উপয়ন্তি। ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোঽসি, অহং মনুষ্যেষু, ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণম্ উপধাবতি, উপ ত্বা ধাবামি ; জপন্তং মা মা প্রতিজাপীঃ, জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহৌষীঃ, কুর্ব্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষীঃ, ত্বাং প্রপদ্যে। ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি ; তন্মে রাধ্যতাং তন্মে সমৃধ্যতাং, তন্মে উপপদ্যতাম্। সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মা অনুজানাতু, তুথো মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ অনুজানাতু, শ্বাত্রো মা প্রচেতা মৈত্রাবরুণঃ অনুজানাতু। তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে, সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে, তুথায় বিশ্ববেদসে, শ্বাত্রায় প্রচেতসে, সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় পরমভাগবতোত্তমায় নমঃ'—ইতি জপ্ত্বা গৃহীতদ্রব্যাণি প্রাগুদীচ্যাং (ঐশান্যাং) দিশি প্রক্ষিপেৎ। ততো

অগ্নিকে বেষ্টিত করিবে। তারপর (১৫) **বিরূপাক্ষজপ**—দক্ষিণজানু উঠাইয়া দক্ষিণমুষ্টি নীচে, বামমুষ্টি উপরে স্থাপন-পূর্ব্বক ফল-পুষ্প-সহিত

বদ্ধাঞ্জলিরপরং জপেৎ—'ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চ অক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ সত্বঞ্চ বাক্ চ মনশ্চ আত্মা চ ব্রহ্ম চ তানি প্রপদ্যে, তানি মামবন্তু।' ততঃ ঘৃতাক্তাং প্রাদেশ-প্রমাণাং সমিধং গন্ধপুষ্পচন্দনসহিতাং তূষ্ণীমগ্নৌ জুহুয়াৎ॥ ইতি সর্ব্বকর্ম্মসাধারণী কুশণ্ডিকা॥

পাণিগ্রহণম্ (৪ঘ)

ততো জামাতুঃ কশ্চিদেকো বয়স্যঃ অশোষজলাশয়োদ্ধৃত জল-পূর্ণকলসহস্তো বস্ত্রাবৃতকায়ো বাগ্‌যতঃ পূর্ব্বেণাগ্নিং পরিক্রম্য অগ্নের্দক্ষিণস্যাং দিশি উত্তরাভিমুখঃ ঊর্দ্ধস্তিষ্ঠেৎ। ততোঽপরোঽপি কশ্চিদ্বয়স্যঃ পর্চ্চনিকাহস্তঃ তথৈব গত্বা জলকলসধারিণঃ পৃষ্ঠদেশে তথৈব তিষ্ঠেৎ। ততোঽগ্নেঃ পশ্চিমতঃ শমীপত্রমিশ্রিতান্ লাজান চতুরঞ্জলিপরিমিতান্ শূর্পে নিধায় স্থাপয়েৎ। তৎসমীপে সপুত্রাং শিলাং সংস্থাপ্য, তৎপশ্চিমতো বীরণপত্ররচিতং পটবেষ্টিতং

কুশ গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ......মামবন্তু' এই মন্ত্রে শ্রীমহাভাগবত বিরূপাক্ষের জপ করিবে। তারপর প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ-সমিধ-গন্ধ-পুষ্প-চন্দনসহিত অগ্নিতে অমন্ত্রক হোম করিবে। ইতি সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণ কুশণ্ডিকা॥

পাণিগ্রহণ (৪ ঘ)।—তারপর জামাতার একজন বয়স্য অশোষ্য জলাশয়ের জলের দ্বারা পরিপূর্ণ কলস হস্তে করিয়া, বস্ত্রাবৃতদেহে নিঃশব্দে অগ্নির পূর্ব্বদিক্ দিয়া যাইয়া দক্ষিণদিকে উত্তরমুখে দণ্ডায়মান হইবে। তদনন্তর অপর একজন বয়স্য পাচনবাড়িহস্তে সেইরূপভাবে

কটঞ্চ সংস্থাপ্য, জামাতা গৃহং প্রবিশ্য, অহতবাসোযুগং * অধশ্চোপরি চ বধূমনেন মন্ত্রদ্বয়েন যথাক্রমং পরিধাপয়েৎ। (১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃদেবতা অধোবস্ত্র-পরিধাপনে বিনিয়োগঃ, ওঁ যা অকৃন্তন্ অবয়ন্ যা অতন্বত, যাশ্চ দেব্যো অন্তান্ অভিতঃ অততন্থ, তাঃ ত্বা দেব্যো জরসা সংব্যয়ন্ত, আয়ুষ্মতি ইদং পরিধৎস্ব বাসঃ,' অনেন নববস্ত্রং বধূমধঃ পরিধাপয়েৎ (২) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উত্তরীয়বস্ত্র পরিধাপনে বিনিয়োগঃ, ওঁ পরি ধত্ত ধত্ত বাসসা এনাং শতায়ুষীং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ; শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চ্চাঃ বসূনি চ আর্য্যে বিভজাসি জীবন্'—অনেন যজ্ঞোপবীতরূপ-মুত্তরীয়বাসঃ পরিধাপয়েৎ। ততো ভালে তস্যাঃ সিন্দূরং দদ্যাৎ —(৩) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা সিন্দূরদানে বিনিয়োগঃ ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাত-প্রমীয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ, ঘৃতস্য ধারা অরূষো নঃ বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্ উর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ।'

গিয়া কলসধারীর পশ্চাতে দাঁড়াইবে। তারপর শমীপত্রমিশ্রিত চারি অঞ্জলি পরিমিত লাজ (খই) একখানি কুলাতে করিয়া অগ্নির পশ্চিম-দিকে স্থাপন করিবে। উহার নিকটে শিলা ও নোড়া স্থাপন করিয়া, তাহার পশ্চিমদিকে বেণার অথবা কুশপত্রের দ্বারা প্রস্তুত, বস্ত্রাচ্ছাদিত একখানি চাটাই (কট) স্থাপন করিবে। তারপর জামাতা গৃহে

---

* অহতলক্ষণং—ঈষদ্ধৌতং নবং শুভ্রং সদশং যন্ন ধারিতম্। অহতং তৎ বিজানীয়াৎ সর্ব্বকর্মসু পাবনম্॥

ততো বধূমগ্ন্যাভিমুখং নয়ন্ জামাতা পঠতি—(৪) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা পত্ন্যাঃ কন্যানয়নজপে বিনিয়োগঃ, ওঁ সোমঃ অদদৎ গন্ধর্ব্বায়, গন্ধর্ব্বঃ অদদৎ অগ্নয়ে, রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চ অদাৎ অগ্নিঃ মহ্যম্ অথো ইমাম্।' ততোঽগ্নেঃ পশ্চিমতো গত্বা বীরণপত্ররচিতং পটবেষ্টিতং কটং বর্হিস্তরণদেশসমীপপর্য্যন্তং দক্ষিণপাদেন প্রেরয়ন্তীং বধূমিমং মন্ত্রং জামাতা বাচয়তি—(৫) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ দ্বিপাজ্জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কটপাদপ্রবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্র মে পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতাং, শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ম্।' অথ লজ্জাবশাৎ যদি বধূর্ন পঠতি তদা মন্ত্রমিমং জামাতা স্বয়ং পঠেৎ—(৬) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ দ্বিপাজ্জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কন্যাকটপাদপ্রবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্র অস্যাঃ পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতাঃ, শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গম্যাঃ।'

ততঃ কটস্থ পূর্ব্বান্তে বধূঃ পত্যুর্দক্ষিণত উপবিশতি, জামাতা চ বধ্বাঃ উত্তরতঃ। ততঃ প্রকৃতহোমার্থং তূষ্ণীং প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধমগ্নৌপ্রক্ষিপ্য মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ, —'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা

প্রবেশ করিয়া অহত (অব্যবহৃত, ধৌত ও নূতন) অধোবস্ত্র ও উত্তরীয়বস্ত্র যথাক্রমে মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক বধূকে পরিধান করাইবে,—মন্ত্র (১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ......বাস', (২) ওঁ প্রজাপতি......জীবন' তারপর 'ওঁ প্রজাপতিঃ, ইত্যাদি (৩) মন্ত্রে বধূর কপালে সিন্দূর দিবে। অনন্তর বধূকে অগ্নির দিকে আনিতে আনিতে জামাতা ৪-সংখ্যক মন্ত্র

মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষি উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা॥' ততো বধূর্দক্ষিণহস্তেন পত্যুর্দক্ষিণ স্কন্ধং স্পৃষ্ট্বা তিষ্ঠতি, জামাতা চ ষড়াজ্যাহুতীঃ জুহুয়াৎ, যথা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ অতিজগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ এতু প্রথমো বৈ সর্ব্বেভ্যঃ, সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চাতু মৃত্যুপাশাৎ, তদয়ং প্রভুঃ অচ্যুতঃ অনুমন্যতাং, যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রং অঘং ন রোদাৎ স্বাহা ॥১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অতিজগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমাং কৃষ্ণঃ ত্রায়তাং গার্হপত্যে, প্রজাং অস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোতু, অশূন্যক্রোড়া জীবতাং অস্তু মাতা, পৌত্রং আনন্দং অভিবুধ্যতাং ইয়ং স্বাহা ॥২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ শক্করী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ হরিঃ তে রক্ষতু পৃষ্ঠং বিষ্ণুঃ উরূ, নরনারায়ণৌ স্তনদ্বয়ং তে পুত্রান্ শ্রীকৃষ্ণঃ অভিরক্ষতু আবাসসঃ পরিধানাৎ, অনন্তঃ অস্য অবতারা অভিরক্ষন্তু পশ্চাৎ স্বাহা ॥৩॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অতিজগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ মা তে গৃহেষু নিশি ঘোষ উত্থাৎ, অন্যত্র ত্বৎ রুদত্যঃ সংবিশন্তু, মা ত্বং রুদতী উর আ বধিষ্ঠা, জীবপত্নী পতিলোকে বিরাজ, পশ্যন্তী প্রজাং সুমনস্যমানাং স্বাহা ॥৪॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ উপরিষ্টাদ্বৃহতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ

দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অপ্রজস্ত্বং পৌত্রমর্ত্তং পাপ্মানং উত বৈ অঘং, শীর্ষ্ণঃ স্রজং ইবোন্মুচ্য দ্বিষদ্ভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং স্বাহা ॥৫॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পরৈতু মৃত্যুঃ, অমৃতং মে আগাদ্, বৈবস্বতো নো অভয়ং কৃণোতু, পরং মৃত্যো অনুপরেহি পন্থাং, যত্র নো অন্য ইতরো দেবযানাৎ, চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি, মা নঃ প্রজাং রীরিষঃ মা উত বীরান্ স্বাহা ॥'৬॥ ইতি ষড়াজ্যাহুতীঃ সমাপ্য (ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ, যথা—'ওঁ) প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্তব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা।'

পাঠ করিবে। তারপর অগ্নির পশ্চিমদিকে গিয়া বধূর দক্ষিণপদের দ্বারা উক্ত চাটাইখানি কুশাস্তরণস্থানপর্য্যন্ত সরাইয়া বধূকে ৫-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করাইবে। বধূ লজ্জাবশতঃ মন্ত্র পাঠ না করিলে জামাতা স্বয়ং ৬-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে। তারপর উক্ত চাটাইর পূর্ব্বপ্রান্তে বধূ বরের দক্ষিণে, বর বধূর উত্তরে বসিবে। তারপর প্রকৃত হোমের উদ্দেশ্যে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহা-

অথ লাজহোমঃ কন্যাপরিণয়নঞ্চ।

ততো বধূসহিতঃ পতিরুত্থায় পত্নীপৃষ্ঠদেশেন দক্ষিণদেশং গত্বা উত্তরমুখো দক্ষিণহস্তেন বধূহস্তদ্বয়ং অঞ্জলিরূপং গৃহীত্বা তিষ্ঠতি। অথ বধ্বা মাতা ভ্রাতা অন্যো বা ব্রাহ্মণঃ পূর্ব্বস্থাপিত-লাজানাদায় অগ্রতঃ সপুত্রাং শিলাং নিধায় বধূং দক্ষিণপাদাগ্রেণ শিলামাক্রাময়তি, জামাতা চ মন্ত্রং পঠতি—(১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অশ্মাক্রামণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমং অশ্মানং আরোহ, অশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব পরমপদে, দ্বিষন্তং অপবাধস্ব, মা চ ত্বং দ্বিষতাং অধঃ।' ততো বধ্বঞ্জলৌ পতিদত্ত-ঘৃতস্রুবদ্বয়োপরি বধ্বা মাতাদিঃ পঞ্চাবত্তান্ লাজান্ দদাতি, পতিশ্চ তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দদ্যাৎ। ততো বরেণাস্মিন্ মন্ত্রে

ব্যাহৃতিহোম করিবে (মূল দ্রষ্টব্য)। অনন্তর বধূ দক্ষিণহস্তে পতির দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইবে, জামাতা ছয়টি আজ্য-হোম করিবে (মূল দ্রষ্টব্য)। আজ্যহোম সমাপন করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহৃতি-হোম করিবে—যথা মূলে।

লাজহোম ও পরিণয়ন।—অনন্তর পতি বধূসহিত দাঁড়াইবে, পত্নীর পিছন দিয়া দক্ষিণদিকে গিয়া উত্তরমুখ হইয়া, বধূর অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় স্বীয় দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিবে। তারপর বধূর মাতা, ভ্রাতা বা অন্য ব্রাহ্মণ পূর্ব্বস্থাপিত লাজ-কুলা লইয়া, বধূর সম্মুখে নোড়াসহ শিলা স্থাপন করিয়া বধূর দক্ষিণ পদ ঐ শিলার উপর স্থাপন করাইবে এবং জামাতা (১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। বধূর

পঠিতে বধূরাঞ্জলিভেদমকুর্ব্বতী লাজান্ জুহোতি—(২)'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উপরিষ্টাজ্জ্যোতিষ্মতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইয়ং নারী উপব্রূতে অগ্নৌ লাজান্ আবপন্তী, দীর্ঘায়ুঃ অস্তু মে পতিঃ, শতং বর্ষাণি জীবতু, এধতাং নৌ হরৌ ভক্তিঃ স্বাহা।' ততঃ পতিরগ্রতো বধূং কৃত্বা ইমং মন্ত্রং পঠন্ অগ্নি প্রদক্ষিণং করোতি,—(৩) 'ওঁ প্রজাপতিং বিষ্ণুঃ ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কন্যা-পরিণয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতী ইয়ং অপদীক্ষাং অযষ্ট, কন্যে উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইব অতিগাহেমহি দ্বিষ ॥'১॥ পুনস্তথৈব বধ্বঞ্জলিং গৃহীত্বা উত্তরাভিমুখঃ পতিরবতিষ্ঠেত, পূর্ব্ববৎ মাতাদিঃ লাজানাদায় তিষ্ঠেৎ, বধূং দক্ষিণপাদেন সপুত্রাং শিলামাক্রাময়তি, জামাতা চ পঠতি—(৪) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অশ্মাক্রামণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমং অশ্মানং আরোহ, অশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব পরমপদে দ্বিষন্তং

অঞ্জলিতে পতিকর্ত্তৃক প্রদত্ত দুই স্রুব ঘৃতের উপর বধূর মাতা প্রভৃতি পাঁচভাগ লাজ দিবে, পতি ঐ লাজের উপর পুনঃ দুই স্রুব ঘৃত দিবে। তারপর বর (২) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে, বধূ অঞ্জলি না খুলিয়াই লাজগুলি অগ্নিতে হোম করিবে। তারপর পতি বধূকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া (৩) সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবে ॥১॥ বর পুনরায় পূর্ব্ববৎ বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া উত্তরমুখ হইয়া দাঁড়াইবে, বধূর দক্ষিণপদের দ্বারা শিলা-নোড়া আক্রমণ করাইবে ; জামাতা (৪) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ

অপবাধস্ব, মা চ ত্বং দ্বিষতাং অধঃ।' পুনস্তথৈব বধ্বঞ্জলৌ লাজাদিকং দাতব্যং, বধূঃ পূর্ব্ববৎ জুহোতি, জামাতা চ পূর্ব্ববৎ মন্ত্রং পঠতি—(৫) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উপরিষ্টাদ্বৃহতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুং নু দেবং, কন্যা হরিং অযক্ষত, স ইমাং দেবো বিষ্ণুঃ প্র ইতো মুঞ্চাতু মাং উত স্বাহা।' ততঃ পুনঃ পূর্ব্ববৎ পতির্বধূমগ্রতঃ কৃত্বা মন্ত্রমিমং পঠন্ অগ্নিং প্রদক্ষিণং করোতি—(৬) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতী ইয়ং অপদীক্ষাং অযষ্ট, কন্যে উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইব অতিগাহেমহি দ্বিষঃ॥'২॥ পুনস্তথৈব বধ্বঞ্জলিং গৃহীত্বা উত্তরমুখঃ পতিরবতিষ্ঠেত। পূর্ব্ববৎ লাজানাদায় মাতাদির্বধূং দক্ষিণপাদাগ্রেণ শিলামাক্রাময়তি, জামাতা চ মন্ত্রং পঠতি—(৭) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা অশ্মাক্রামণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমং অশ্মানং আরোহ, অশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব পরমপদে দ্বিষন্তং অপবাধস্ব, মা চ ত্বং দ্বিষতাং অধঃ।' পুনস্তথৈব লাজাদিভিঃ বধ্বা অঞ্জলিপূরণং, বধূকর্ত্তৃকো হোমঃ, জামাতা চ পঠতি—(৮) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উপরিষ্টাদ্বৃহতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা লাজহোমে

করিবে; পুনঃ পূর্ব্ববৎ বধূর অঞ্জলিতে লাজাদি দিবে, বধূ উহা হোম করিবে, জামাতা (৫) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি হোম-মন্ত্র পাঠ করিবে; পতি বধূকে অগ্রে করিয়া (৬) সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবে॥২॥ পুনঃ সেইরূপে বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া পতি

বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুং নু দেবং কন্যা হরিং অযক্ষত, স ইমাং দেবো বিষ্ণুঃ প্র ইতো মুঞ্চাতু মাং উত স্বাহা।' পতির্বধূসহিতঃ পূর্ব্ববৎ অগ্নিং প্রদক্ষিণং করোতি, পঠতি চ—(৯) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতী ইয়ং অপদীক্ষাং অযষ্ট, কন্যে উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইব অতিগাহেমহি দ্বিষঃ॥'৩॥ ততঃ শূর্পস্যোত্তরার্দ্ধে ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দত্বা তদুপরি লাজশেষং নিধায় পুনস্তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দত্বা, 'ওঁ স্বস্তিকৃতে শ্রীঅচ্যুতায় স্বাহা,' মন্ত্রেণ শূর্পেণৈব জুহুয়াৎ।

অথ **সপ্তপদীগমনম্**। ততো জামাতা ঐশান্যাং দিশি বধূং সপ্তভির্মন্ত্রৈঃ সপ্তসু মণ্ডলিকাসু সপ্তপদানি নয়েৎ, বধূশ্চ মণ্ডলিকায়াং অগ্রে দক্ষিণপাদং নীত্বা পশ্চাৎ বামপাদং নয়েৎ, জামাতা

উত্তরমুখ হইয়া দাঁড়াইবে, মাতা প্রভৃতি লাজ গ্রহণ করিয়া বধূর দক্ষিণ-পদদ্বারা শিলা আক্রমণ করাইবে, জামাতা (৭) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে; পুনরায় লাজাদিদ্বারা বধূর অঞ্জলিপূরণ, বধূকর্ত্তৃক হোম (৮) এবং জামাতাকর্ত্তৃক 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ। তারপর বধূর সহিত পূর্ব্ববৎ অগ্নি-প্রদক্ষিণ এবং জামাতাকর্ত্তৃক (৯) সংখ্যক মন্ত্রপাঠ॥৩॥ তারপর কুলার অগ্রভাগে দুই স্রুব ঘৃত দিয়া, তাহার উপর অবশিষ্ট লাজ দিয়া, তার উপর পুনঃ দুই স্রুব ঘৃত দিয়া 'ওঁ স্বস্তিকৃতে, ইত্যাদি মন্ত্রে কুলার দ্বারাই হোম করিবে।

সপ্তপদীগমন।—অনন্তর পতি সাতটী মন্ত্রে সাতমণ্ডলে পদক্ষেপ করাইয়া বধূকে ঈশানদিকে লইয়া যাইবে। বধূ প্রথমে দক্ষিণপদ,

চ বধূমিদং ব্রূয়াৎ—'মা বামপাদেন দক্ষিণপাদং আক্রাম।' 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ একপাদ্ বিরাট ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা একপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ একং ইষে বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু ॥'১॥ ইতি প্রথমং দক্ষিণং পাদং নয়তি। 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ দ্বিপাদ্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা দ্বিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ দ্বে উর্জ্জে বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু ॥'২॥ ইতি বামং পাদং নয়তি। 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিপাদ্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ত্রিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ত্রীণি ব্রতায় বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু ॥'৩॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ চতুষ্পাদ্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা চতুষ্পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ চত্বারি মায়োভবায় বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু ॥'৪॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ পঞ্চপাদ্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা পঞ্চপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু ॥'৫॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ ষট্পাদ্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ষট্পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, 'ওঁ ষড়্-রায়স্পোষায় বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু' ॥৬॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ সপ্তপাদ্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা সপ্তপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ সপ্ত সপ্তভ্যো হোত্রাভ্যো বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু' ॥৭॥

ততঃ সপ্তপদীগতাং কন্যাঃ পতিরাশাস্তে—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ সামিকীপঙ্ক্তিঃ ছন্দঃ শ্রীহরিঃ দেবতা পাদাক্রমণা-

---

পরে বামপদ বাড়াইবে। জামাতা বধূকে বলিবে—'মা বামপাদেন' ইত্যাদি। জামাতা এক একটি মন্ত্র পাঠ করিবে, বধূ এক এক পদ বাড়াইবে॥ সপ্তপদীগমনান্তে পতি বধূকে আশীর্ব্বাদ করিবে—'ওঁ

নন্তরঃ আশাসনে বিনিয়োগঃ, ওঁ সখা সপ্তপদী ভব, সখ্যং তে গমেয়ং, সখ্যং তে মা যোষাঃ, সখ্যং তে মা যোষ্ট্যাঃ।'

ততো জামাতা বিবাহং দ্রষ্টুমাগতান্ জনান্ আমন্ত্রয়েৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা বিবাহপ্রেক্ষকজনামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ, ওঁ সুমঙ্গলীঃ ইয়ং বধূঃ, ইমাং সমেত পশ্যত, সৌভাগ্যং অস্যৈ দত্ত্বায় অস্তং বিপরেতন।'

তত উদককুম্ভধারী জামাতুর্বয়স্যোঽগ্নেঃ পশ্চিমদেশেন সপ্তপদীস্থানমাগত্য মূর্দ্ধি বরমভিষিঞ্চেৎ। জামাতা চ পঠতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবাসুদেবাদ্যা দেবতা মূর্দ্ধাভিষেচনে বিনিয়োগঃ,—ওঁ সমঞ্জন্তু বাসুদেবাদ্যাঃ সম্ আপো হৃদয়ানি নৌ, সম্ মাতরিশ্বা সম্ ধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ।' পশ্চাদনেনৈব মন্ত্রেণ বধূমপ্যভিষিঞ্চেৎ।

অথ পাণিগ্রহণম্।

ততো জামাতা অধোনিহিতবামহস্তেন বধ্বঞ্জলিং, দক্ষিণহস্তেন চ সাঙ্গুষ্ঠমুত্তানং বধূদক্ষিণহস্তং গৃহীত্বা সপ্তপদীস্থান

প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি। অতঃপর জামাতা বিবাহ-দর্শনার্থ সমাগত ব্যক্তিগণকে 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিবে। অনন্তর জলকুম্ভধারী বয়স্য অগ্নির পশ্চিমদিক্ দিয়া সপ্তপদীস্থানে আসিয়া বরের মস্তকে অভিষেক করিবে এবং জামাতা 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে ঐ মন্ত্রেই বধূর মস্তকেও অভিষেক করিবে।

পাণিগ্রহণ।—তদনন্তর সপ্তপদীস্থানেই জামাতা নীচে বামহাত দিয়া

এব ষণ্মন্ত্রান্ জপন্তি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সনকাদয়ো দেবতা গৃহীতাকন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং, ময়া পত্যা জরদষ্টিঃ যথা আসঃ, সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমারঃ মহ্যং ত্বা অদুঃ কার্ষ-গার্হপত্যায় ॥১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ অঘোরচক্ষুঃ অপতিঘ্নী এধি, শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ বীরসূঃ জীবসূঃ কৃষ্ণকামা স্যোনা, শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু বিষ্ণুঃ আজরসায়, সমনক্তু কৃষ্ণঃ, অদুর্ম্মঙ্গলীঃ পতিলোকং আবিশ, শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥৩॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা গৃহীত-কন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমাং ত্বং বিষ্ণো মীঢ্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃধি, দশ অস্যাং পুত্রানাধেহি, পতিং একাদশং কুরু ॥৪॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্ৰ্বাং ভব, ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞী ভব,

---

বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণহস্তে বধূর উত্তানভাবস্থ দক্ষিণহস্ত অঙ্গুষ্ঠসহিত ধারণ করিয়া, (মূলোক্ত) ছয়টি মন্ত্র জপ করিবে। তারপর পাণিগ্রহণান্তে অগ্নিসমীপে আসিয়া, বধূকে বামে করিয়া উপবিষ্ট

সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু ॥৫॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা গৃহীত কন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ মম ব্রতে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তং অনু চিত্তং তেঽস্তু, মম বাচম্ একমনা জুষস্ব, শ্রীবিষ্ণুঃ ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্ ॥'৬॥

তত পাণিগ্রহণানন্তরং অগ্নিসমীপমাগত্য বধূং বামতঃ কৃত্বোপবিষ্টো জামাতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ,—ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহা-ব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি-হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ॥' ততঃ প্রাদেশ-প্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ জুহুয়াৎ। [ততঃ সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম কৃত্বা দক্ষিণাং দদ্যাৎ কিন্তু বিবাহহোমদিবসে চতুর্থীহোমশ্চেৎ ক্রিয়তে, শাট্যায়নহোমাদিস্তু অন্তে কর্ত্তব্যঃ।] ইতি পাণিগ্রহণকর্ম্ম।

হইয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম করিবে। তারপর প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে অমন্ত্রক হোম করিবে। [অতঃপর সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোম হইতে বামদেব্যগান পর্য্যন্ত **উদীচ্য**কর্ম্ম শেষ

অথ উত্তরবিবাহঃ (৪৬)

অথ [পুনরপি যোজকনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য, যদি দিবাভাগে বিবাহস্তদা নক্ষত্রোদয়ং যাবৎ পতিস্তিষ্ঠেৎ। অথোদিতে নক্ষত্রে] সুখাসনে বধূং বাগ্‌যতামুপবেশ্য উপবিষ্টো বরঃ পুনরপি সমিৎপ্রক্ষেপানন্তরং ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা ষড়াজ্যাহুতীঃ জুহুয়াৎ, প্রত্যাহুতিশেষঞ্চ স্রুবলগ্নমাজ্যং বধূশিরসি নিদধ্যাৎ। ষণ্ণাং মন্ত্রাণাং ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ। 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উত্তরবিবাহে পাণিগ্রহণস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মসু আবর্ত্তেষু চ যানিতে, তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা ॥১॥ ওঁ কেশেষু যচ্চ পাপকং ঈক্ষিতে রুদিতে চ যৎ, তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা ॥২॥ ওঁ শীলে যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ, তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা ॥৩॥ ওঁ আরোকেষু চ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ, তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা ॥৪॥ ওঁ উর্ব্বোঃ উপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তে,

---

করিয়া দক্ষিণা দিবে। কিন্তু বিবাহহোম-দিবসে চতুর্থীহোম করা হইলে শাট্যায়নহোমাদি তদন্তে কর্ত্তব্য।] ইতি পাণিগ্রহণ ॥

(৪৬) উত্তরবিবাহ।—অনন্তর [পুনরায় যোজক-নামক অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা শেষ করিয়া, দিবাভাগে বিবাহ

তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা ॥৫॥ ওঁ যানি কানি চ ঘোরাণি সর্ব্বাঙ্গেষু তব অভবন্, পূর্ণাহুতিভিঃ আজ্যস্ত সর্ব্বাণি তানি অশীশমং স্বাহা ॥'৬॥

ততঃ সবধূর্বরঃ উত্থায় বহির্নিস্ক্রম্য বধূমিমং মন্ত্রং পাঠয়ন্ ধ্রুবং দর্শয়তি—(ক) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দো ধ্রুবপ্রিয়ো দেবতা ধ্রুবদর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ধ্রুবং অসি, ধ্রুবা অহং পতিকুলে, শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবসেবাসু ভূয়াসং, শ্রীঅমুক-দাসাধিকারিনঃ অনুগতা শ্রীঅমুকদেব্যহম্।' ইতি উভয়োর্নাম-গ্রহণং বধ্বা কর্ত্তব্যম্। ততো জামাতা বধূমমুং মন্ত্রং পাঠয়ন্ অরুন্ধতীং দর্শয়তি—(খ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অরুন্ধতীদর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অরুন্ধতিঃ অবরুদ্ধা অহং অস্মি।' ততো বধূং পশ্যন্ বরো জপতি—(গ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কন্যানু-

---

হইলে নক্ষত্রোদয় পর্য্যন্ত পতি অপেক্ষা করিবে। নক্ষত্র উদিত হইলে] বধূ নীরবে আসনে বসিবে, পতি আসনে উপবিষ্ট হইয়া পুনঃ সমিৎ-প্রক্ষেপ করিয়া, ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি হোম করিয়া ছয়টি মন্ত্রে ছয়টি আজ্যহোম করিবে। প্রতিবার হোমশেষে স্রুবলগ্ন ঘৃত বধূর মস্তকে দিবে। সকল মন্ত্রের ঋষি-প্রভৃতি সমান। মন্ত্র মূলে দ্রষ্টব্য। তারপর বর বধূসহ উঠিয়া বাহিরে আসিয়া ক-মন্ত্র পাঠ করাইতে করাইতে বধূকে **ধ্রুব** দর্শন করাইবে। (মন্ত্রপাঠে বধূ পতি ও নিজের নাম উল্লেখ করিবে)। অনন্তর বর বধূকে খ-মন্ত্র পাঠ করাইতে করাইতে **অরুন্ধতী** দর্শন করাইবে। অতঃপর বধূর দিকে চাহিয়া জামাতা

মন্ত্রণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ধ্রুবা দ্যৌঃ, ধ্রুবা পৃথিবী, ধ্রুবং বিশ্বং ইদং জগৎ, ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে, ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবাসু ইয়ম্।' ততো বধূঃ পিতৃ-গোত্রেণ * ভর্ত্তারমভি-বাদয়েৎ—'অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী অহং ভো ভবন্তং অমুক-গোত্রং অভিবাদয়ে।' বরো বদেৎ—'ওঁ কৃষ্ণমতিঃ ভব সৌম্যে।' ততস্ত্যক্তমৌনয়া বধ্বা সহিতং বরং আচারতো বেদীমুত্থাপ্য জলপূর্ণকলসমাদায় অবিধবা নার্য্যঃ সহকারপল্লবোদকেন স্নানাদি-মঙ্গলং কুর্য্যুঃ। ততো বরঃ অগ্নিসমীপমাগত্য পূর্ব্ববৎ ব্যস্ত-সমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং সমিৎক্ষেপং উদীচ্যং কর্ম্ম চ কুর্য্যাৎ।

অথ ভোজনাদিধৃতিহোমঃ (৪চ)

তত্র জামাতা এভির্ম্মন্ত্রৈঃ শ্রীমহাপ্রসাদান্নং ভুঞ্জীত। মন্ত্রো যথা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষি অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মহাপ্রসাদান্নভোজনে বিনিয়োগঃ, ওঁ শ্রীমহাপ্রসাদান্নেন অনেন

গ-মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর বধূ নিজপিতৃগোত্র উল্লেখে 'অমুক গোত্রা' ইত্যাদি বাক্যে পতিকে অভিবাদন করিবে। বর 'ওঁ কৃষ্ণমতিঃ ভব সৌম্যে' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। অবিধবা নারীগণ বরবধূকে বেদিতে উঠাইয়া জলপূর্ণ কলস হইতে সহকার-পল্লবের জল-দ্বারা স্নানাদি মঙ্গলাচার করিবে। তারপর বর অগ্নিসমীপে আসিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি-হোম, সমিৎক্ষেপ ও উদীচ্যকর্ম্ম করিবে।

(৪চ) ভোজনাদিধৃতিহোম।—তারপর জামাতা মূলোক্ত তিনটি

---

* চতুর্থীহোমের পূর্ব্বে বধূর গোত্রান্তর সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং চতুর্থীহোমের পূর্ব্বপর্য্যন্ত কন্যার পিতৃগোত্রের উল্লেখ হইবে। তারপর হইতে পতিগোত্রের উল্লেখ।

প্রাণসূত্রেণ বিষ্ণুনা বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা, মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে ॥১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবসেবনকর্ম্মসু দম্পত্যোঃ হৃদয়ৈক্যপ্রার্থনে বিনিয়োগঃ, ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব ॥২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ দ্বিপাজ্জগতী ছন্দঃ শ্রীহরিঃ দেবতা অন্নস্তুতৌ বিনিয়োগঃ, ওঁ অন্নং প্রাণস্য পঙ্‌ক্তিংশঃ, তেন বধ্নামি ত্বা অসৌ (বধূনাম) স্বাহা ॥৩॥ অসাবিত্যত্র দেব্যন্ত-সম্বোধনান্তং বধূনাম যোজ্যম্। ইদানীং যদি ন ভুজ্যতে, তচ্চ শ্রীমহাপ্রসাদাদিকং পশ্চাৎ ভোজনার্থং স্থাপনীয়ম্। ভুক্তোচ্ছিষ্টং বধ্বৈ প্রদাতব্যম্। ততঃ প্রভৃতি ত্রিরাত্রং মহাপ্রসাদ-মাত্রসেবিনৌ দম্পতী ব্রহ্মচারিণৌ ভূমিশয্যায়াং শয়ীয়াতাম্।

ততো দিনান্তরে অনেন মন্ত্রেণ বধূং রথারূঢ়াং কৃত্বা বরঃ স্বগৃহং নয়েৎ,—(১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা যানারোহণে বিনিয়োগঃ, ওঁ সুকিংশুকং শাল্মলিং বিশ্বরূপং সুবর্ণবর্ণং সুকৃতং সুচক্রং, আরোহ সূর্য্যে অমৃতস্য নাভিং, স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ্ব ॥ ততো বধূসহিতঃ পতির্গচ্ছন্ অধ্বনি চতুষ্পথাদীন্ আমন্ত্রয়েৎ—(২) 'ওঁ প্রজাপতিঃ

মন্ত্রে শ্রীমহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিবে। তৃতীয় মন্ত্রে অসৌ স্থলে দেবী-পদান্ত ও সম্বোধনান্ত বধূর নাম উল্লেখ করিবে। যদি সেই সময়ে খাওয়া না হয়, তবে পরে খাইবার জন্য মহাপ্রসাদাদি রাখিয়া দিবে। ভুক্তশেষ বধূকে দিবে। সেই দিন হইতে দম্পতী ত্রিরাত্র মহাপ্রসাদমাত্র সেবা-পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে।

বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা চতুষ্পথাদ্যামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ, ওঁ মা বিদন্ পরিপন্থিনো যে আসীদন্তি দম্পতী, সুগেভিঃ দুর্গং অতীতাং, অপদ্রান্তু অরাতয়ঃ ॥' ততো যানাদবতার্য্য, বামদেব্যং গীত্বা পতির্বধূং গৃহং প্রবেশয়েৎ। ততঃ কৃতমঙ্গলাচারাঃ পুত্রবত্যঃ অবিধবা বৈষ্ণব্যঃ বধূং শুভাসনে উপবেশয়েয়ুঃ, পতিশ্চ মন্ত্রং পঠতি—(৩) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইহ গাবঃ প্রজায়ন্তাং, ইহ অশ্বা, ইহ পূরুষাঃ, ইহ উ প্রেম্না সমর্চ্চিতো শ্রীবাসুদেবো বিরাজতাম্ ॥' ততঃ পতিঃ কুশণ্ডিকাবিধানেন ধৃতিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য সমিৎপ্রক্ষেপং, ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমঞ্চ কৃত্বা অষ্টাবাজ্যাহুতীর্জুহুয়াৎ। অষ্টানাং মন্ত্রণিং ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ।—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ধৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইহ ধৃতিঃ স্বাহা ॥১॥ ওঁ ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা ॥২॥ ওঁ ইহ রন্তিঃ স্বাহা ॥৩॥ ওঁ ইহ রমস্ব স্বাহা ॥৪॥ ওঁ ময়ি ধৃতিঃ স্বাহা ॥৫॥ ওঁ ময়ি স্বধৃতিঃ স্বাহা ॥৬॥ ওঁ ময়ি রমঃ স্বাহা ॥৭॥ ওঁ ময়ি রমস্ব স্বাহা ॥'৮॥ ততো ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশপ্রমাণাং

পরের দিন পতি বধূকে ১-সংখ্যক মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যানে আরোহণ করাইয়া স্বগৃহে লইয়া যাইবে। বধূসহিত গমনকালে পতি ২-সংখ্যক মন্ত্রে পথে চতুষ্পথাদি আমন্ত্রণ করিবে। বধূকে যান হইতে অবতরণ করাইয়া, বামদেব্যগান (অথবা কেবল স্বস্তি-গান) পাঠপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ

ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা, পতির্বধূং শ্বশুরাদিষু পিতৃ-গোত্রেণাভিবাদনং কারয়েৎ। ততঃ সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়ন-হোমাদি-বামদেব্যগানান্তং উদীচ্যং কর্ম সমাপ্য কর্মকারয়িতৃ-বৈষ্ণবব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ॥

চতুর্থীহোমঃ (৪ছ)

অথ বিবাহদিবসাচ্চতুর্থেঽহনি চতুর্থীহোমঃ কর্ত্তব্যঃ। তত্র প্রথমং কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা শিখিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য তূষ্ণীং সমিৎপ্রক্ষেপং ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমঞ্চ কৃত্বা, দক্ষিণতো বধূমুপবেশ্য তুলসী-চন্দন-গন্ধপুষ্পকুশাদিসহিতমুদকপাত্রং অগ্নে-র্দক্ষিণতো নিধায় বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈর্বিংশত্যাহুতীর্জুহুয়াৎ, প্রত্যাহুতি-শেষঞ্চ স্রুবলগ্নমাজ্যং উদকপাত্রে সংপাতয়েৎ। 'ওঁ প্রজাপতিঃ

করাইবে। পুত্রবতী অবিধবা বৈষ্ণবীগণ বধূকে শুভাসনে বসাইবে, জামাতা ৩-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর পতি **ধৃতি**-নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া, সমিৎপ্রক্ষেপ ও ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম করিয়া, মূলোক্ত মন্ত্রে আটটি আজ্য-হোম করিবে। মন্ত্রসকলের ঋষি প্রভৃতি সমান। আজ্যহোমের পর ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম ও সমিৎপ্রক্ষেপ করিয়া, বধূদ্বারা পিতৃগোত্র-উল্লেখে শ্বশুর প্রভৃতিকে অভিবাদন করাইবে। তারপর সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম শেষ করিয়া কর্ম্মকারয়িতা পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে।

(৪ছ) চতুর্থীহোম।—বিবাহ হইতে চতুর্থদিবসে চতুর্থীহোম কর্ত্তব্য। প্রথমে কুশণ্ডিকা-বিধানে **শিখি**-নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া, অমন্ত্রক

বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ কৃষ্ণ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাম্ অস্যা অপজহি স্বাহা ॥১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীকেশবো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ কেশবো প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাং অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীগোবিন্দো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ গোবিন্দ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি' যা অস্যাঃ অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাং অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥৩॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা চতুর্থী-হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥৪॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণ-কেশব-গোবিন্দ-নারায়ণাশ্চত্বারো দেবতাঃ চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ কৃষ্ণকেশবগোবিন্দনারায়ণাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ঃ, যূয়ং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ, দাসো বো নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাম্ অস্যাঃ অপহত স্বাহা ॥৫॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীহরিঃ দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ হরে প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ

ভক্তিঘ্নী তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥৬॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমাধবো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ মাধব প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ ভক্তিঘ্নী তনূঃ তাং অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥৭॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অনন্ত প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ ভক্তিঘ্নী তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥৮॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমধুসূদনো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ মধুসূদন প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ ভক্তিঘ্নী তনূঃ তাং অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥৯॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীহরিমাধবানন্তমধুসূদনাশ্চতস্রো দেবতাঃ চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ হরিমাধবানন্তমধুসূদনাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ঃ, যূয়ং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ, দাসো বো নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ ভক্তিঘ্নী তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপহত স্বাহা ॥১০॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণো প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যা অপুত্র্যা তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥১১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীনৃসিংহো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ

নৃসিংহ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপুত্র্যা তনূঃ তাং অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥১২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপুত্র্যা তনূঃ তাং অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥১৩॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীজনার্দ্দনো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ জনার্দ্দন প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপুত্র্যা তনূঃ তাং অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥১৪॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুনৃসিংহাচ্যুতজনার্দ্দনাশ্চতস্রো দেবতাঃ চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুনৃসিংহাচ্যুতজনার্দ্দনাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ঃ যূয়ং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ, দাসো বো নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপুত্র্যা তনূঃ তাং অস্যাঃ অপহত স্বাহা ॥১৫॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবাসুদেবো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বাসুদেব প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তি অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপশব্যা তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥১৬॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীসঙ্কর্ষণো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ সঙ্কর্ষণ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপশব্যা তনূঃ তাং অস্যাঃ অপজহি স্বাহা॥১৭॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু

ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীপ্রদ্যুম্নো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রদ্যুম্ন প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপশব্যা তনূঃ তাং অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥১৮॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনিরুদ্ধো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অনিরুদ্ধ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপশব্যা তনূঃ তাং অস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥১৯॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ চতস্রো দেবতাঃ চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ঃ, যূয়ং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ, যা অস্যাঃ অপশব্যা তনূঃ তাং অস্যাঃ অপহত স্বাহা ॥২০॥

ততো বধূসহিতং জামাতারমুত্থাপ্য অগ্নেরুত্তরদেশং নীত্বা স্রুবলগ্নাজ্যমিশ্রোদকেন অবিধবা পুত্রবত্যো নার্য্যঃ সহকার পল্লবোদকেন স্নাপনাদিমঙ্গলং কুর্য্যুঃ। ততো ব্যস্তসমস্তমহা-ব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ

সমিৎক্ষেপ ও ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম করিয়া বধূকে দক্ষিণে বসাইয়া, তুলসী-চন্দন-গন্ধ-পুষ্প-কুশাদিসহিত জলপাত্র অগ্নির দক্ষিণে স্থাপন-পূর্ব্বক মূলোক্ত মন্ত্রে বিংশতি হোম করিবে এবং প্রত্যেকবার হোমশেষে স্রুবসংলগ্ন ঘৃত জলপাত্রে নিক্ষেপ করিবে।

অতঃপর বধূসহিত জামাতাকে উঠাইয়া অগ্নির উত্তর দিকে লইয়া গিয়া, সধবা পুত্রবতী নারীগণ আম্রপল্লবদ্বারা উক্ত স্রুবলগ্ন আজ্যমিশ্রিত

শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ॥ ততঃ প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধমগ্নৌ তূষ্ণীং হুত্বা, সর্ব্বকর্ম-সাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তং উদীচ্যং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। তদভিধীয়তে, যথা—

উদীচ্যং কর্ম্ম (৪জ)।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অত্র অমুক কর্মণি যৎকিঞ্চিৎ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীকৃষ্ণস্মরণপূর্ব্বকং শাট্যায়নহোমং অহং কুর্ব্বীয় ইতি সংকল্প্য বিধুনামানমগ্নিমাবাহ্য সম্পূজ্য পুনরপি পূর্ব্ববৎ অগ্নৌ ঘৃতাক্তাং সমিধং প্রাদেশপ্রমাণাং তূষ্ণীং দত্ত্বা মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। তত শ্রীকৃষ্ণং স্মরেৎ, যথা—ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ ইত্যাদি। ততঃ প্রায়-

---

জলসেক করিয়া মঙ্গলস্নান করাইবে ॥ তৎপরে ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি-হোম, অমন্ত্রক ঘৃতাক্ত সমিধ্-প্রক্ষেপ, সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্ত **উদীচ্যকর্ম্ম** কর্ত্তব্য।

(৪জ) উদীচ্যকর্ম্ম।—'ওঁ বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে সংকল্প করিয়া, **বিধু-**

শ্চিত্তহোমং কুর্য্যাৎ, যথা—ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পাহি নোঽচ্যুত এনসে স্বাহা ॥১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পাহি নো বিশ্ববেদসে স্বাহা ॥২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ যজ্ঞঃ পাহি হরে বিভো স্বাহা ॥৩॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ সর্ব্বং পাহি শ্রিয়ঃপতে স্বাহা ॥৪॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পাহি নোঽনন্ত একয়া, পাহি উত দ্বিতীয়য়া, পাহি উর্জ্জং তৃতীয়য়া, পাহি গীর্ভিশ্চতসৃভিঃ বিষ্ণো স্বাহা ॥৫॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পুনঃ উর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব, পুনঃ বিষ্ণো ইষা আয়ুষা, পুনঃ নঃ পাহি অহংসঃ স্বাহা ॥৬॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্ত-হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ সহ রয্যা নিবর্ত্তস্ব, বিষ্ণো পিন্বস্ব ধারয়া, বিশ্বপস্ন্যা বিশ্বতস্পরি স্বাহা ॥৭॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ

নামক অগ্নির আবাহন ও পূজা করিয়া, অমন্ত্রক সমিধ্ প্রক্ষেপপূর্ব্বক **মহাব্যাহৃতি**-হোম করিবে। তারপর 'ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিবে। অতঃপর মূলোক্ত নয়টি মন্ত্রে

গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ আজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতং, যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথু, বিষ্ণো তদস্য কল্পয়, ত্বং হি বেত্থ যথাতথং স্বাহা ॥৮॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রজাপতে বিষ্ণো ন ত্বৎ এতানি অন্যো, বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব, যৎকামাঃ তে জুহুমঃ তৎ নোঽস্তু, বয়ং স্যামঃ পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা ॥৯॥ ততঃ পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতিহোমং সমিৎ প্রক্ষেপঞ্চ কুর্য্যাৎ।

ততঃ ক্রমতো বৈষ্ণবহোমঃ।

তত্র প্রথমং পঞ্চমহাভাগবতেভ্যঃ প্রত্যেকং জুহুয়াৎ—ওঁ বিশ্বক্সেনায় স্বাহা। এবং সনকায়, সনাতনায়, সনন্দনায়, সনৎ-কুমারায় ॥ ততো নবযোগেন্দ্রেভ্যঃ প্রত্যেকং জুহুয়াৎ,—ওঁ কবয়ে স্বাহা। এবং হবয়ে, অন্তরীক্ষায়, প্রবুদ্ধায়, পিপ্পলায়নায়, আবির্হোত্রায়, দ্রুমিলায়, চমসায়, করভাজনায় ॥ ততো দশ-মহাভাগবতেভ্যঃ,—ওঁ নারদায় স্বাহা। এবং কপিলায়, যমভাগব-তায়, ভীষ্মদেবায়, শুকদেবায়, জনকায়, সদাশিবায়, প্রহ্লাদায়, ব্রহ্মণে, বলিরাজায় ॥ ততঃ—ওঁ স্বায়ম্ভুবায় স্বাহা। এবং গরু-ড়ায়, হনূমতে, অম্বরীষায়, ব্যাসদেবায়, উদ্ধবায়, যুধিষ্ঠিরায়, ভীমায়, অর্জ্জুনায়, নকুলায়, সহদেবায়, বিদুরায়, বিষ্ণুরাতায়,

---

প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে। তদনন্তর পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতিহোম ও সমিধ্-প্রক্ষেপ করিবে। তারপর যথাক্রমে বৈষ্ণবহোম করিবে (মূল দ্রষ্টব্য)।

বিভীষণায়॥ ততঃ—ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা, ওঁ শ্রীনিত্যানন্দায় স্বাহা, ওঁ শ্রীঅদ্বৈতায় স্বাহা, ওঁ পণ্ডিতগদাধরাদিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ শ্রীবাসাদিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ শ্রীরূপায়, ওঁ সনাতনায়, ওঁ ভট্টরঘুনাথায়, ওঁ শ্রীজীবায়, ওঁ গোপালভট্টায়, ওঁ দাসরঘুনাথায়, ওঁ দীক্ষাগুরবে, ওঁ শিক্ষাগুরুভ্যঃ ; ওঁ শ্রীনবদ্বীপধাম্নে, ওঁ শ্রীমায়াপুরযোগপীঠায়। ততঃ কৃষ্ণপ্রেয়সীভ্যঃ প্রত্যেকং—ওঁ অন্তরঙ্গায়ৈ স্বাহা, ওঁ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা, ওঁ পদ্মায়ৈ স্বাহা, ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। এবং ওঁ গঙ্গায়ৈ, ওঁ যমুনায়ৈ, সরস্বত্যৈ, গোপ্যৈ, বৃন্দায়ৈ, গায়ত্র্যৈ, তুলস্যৈ, পৃথিব্যৈ, গবে, যশোদায়ৈ, দেবহূত্যৈ, দেবক্যৈ, রোহিণ্যৈ, সীতায়ৈ, দ্রৌপদ্যৈ, কুন্ত্যৈ, রুক্মিণ্যৈ, সত্যভামায়ৈ, জাম্ববত্যৈ, নাগ্নজিত্যৈ, লক্ষ্মণায়ৈ, কালিন্দ্যৈ, ভদ্রায়ৈ, মিত্রবিন্দায়ৈ॥ ততঃ শ্রীগোপালোপাসকানাং তদাবরণত্বেন শ্রীদামাদীনাং হোমঃ কর্ত্তব্যঃ—ওঁ শ্রীদাম্নে স্বাহা, এবং সুদাম্নে, স্তোককৃষ্ণায়, লবঙ্গায়, অর্জ্জুনায়, বসুদাম্নে, বিশালায়, সুবলায়, শ্রীরামায়, শ্রীকৃষ্ণায়। ততঃ— ওঁ নর্ম্মসখিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ প্রিয়নর্মসখিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সহচরেভ্যঃ, সর্ব্বগোপালেভ্যঃ, নন্দায়, উপনন্দায়, সুনন্দায়, মহানন্দায়, শুভানন্দায়, প্রাণানন্দায়,

---

প্রথমে বিশ্বক্সেনাদি পঞ্চ মহাভাগবতের হোম। তারপর কবি প্রভৃতি নব যোগেন্দ্রের হোম। তারপর নারদাদি দশ মহাভাগবতের এবং স্বায়ম্ভুবাদির হোম। তদনন্তর পঞ্চতত্ত্বসহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের হোম করিবে। অনন্তর অন্তরঙ্গা পৌর্ণমাসী প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের হোম

সদানন্দায় ॥ শ্রীযুগলোপাসকানাং শ্রীকৃষ্ণাবরণত্বেন প্রিয়সখী-সহচরী-রঙ্গিনী-প্রভৃতিযূথানাং শ্রীললিতাদীনাঞ্চ হোমঃ কর্ত্তব্যঃ। তত্র প্রথমং শ্রীগুরুযুগলস্য হোমঃ কর্ত্তব্যঃ। যথা—গুরবে স্বাহা, ওঁ সর্ব্বেভ্যো মহান্তগুরুভ্যঃ স্বাহা, ওঁ চৈতন্যগুরবে স্বাহা ॥ ততঃ শ্রীরাধাহোমঃ—ওঁ বার্ষভানবি, গান্ধর্ব্বিকে, কার্ত্তিকদেবি, শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়ে, সর্ব্বেশ্বরি, ক্লীং শ্রীবৃন্দাবনসেবাধিকারপ্রদে শ্রীং হ্রীং তুভ্যং শ্রীরাধিকায়ৈ স্বাহা ॥ ততঃ শ্রীকৃষ্ণহোমঃ—ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কর্ম্মাদিমূলং, কৃষ্ণঃ স হ সর্ব্বৈকার্য্যঃ, কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখ-প্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণোঽনাদিঃ তস্মিন্নজাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতী, ক্লীং কৃষ্ণায়...স্বাহা ॥ ততঃ—ওঁ ললিতায়ৈ স্বাহা, ওঁ শ্যামলায়ৈঃ, ওঁ বিশাখায়ৈ, ওঁ চম্পকলতায়ৈ, ইন্দুরেখায়ৈ, সুদেব্যৈ, রঙ্গদেব্যৈ, সুচিত্রায়ৈ, তুঙ্গবিদ্যায়ৈ, কুন্দলতায়ৈ ; ধন্যায়ৈ, মঙ্গলায়ৈ, পদ্মায়ৈ, শৈব্যায়ৈ, ভদ্রায়ৈ, চিত্রোৎপলায়ৈ, পাল্যৈ, তারায়ৈ, কুঞ্জকলিকায়ৈ, নিকুঞ্জকলিকায়ৈ, সুখকলিকায়ৈ, রসকলিকায়ৈ, প্রমোদায়ৈ, ধনিষ্ঠায়ৈ, তুলস্যৈ, রমায়ৈ, রম্যায়ৈ, বিম্বোষ্ঠ্যৈ, রসদায়ৈ, আনন্দদায়ৈ, কলাবত্যৈ : রূপমঞ্জর্য্যৈ,

---

কর্ত্তব্য। অতঃপর শ্রীগোপালোপাসকগণ শ্রীগোপালের আবরণরূপে শ্রীদামাদির হোম করিবে। তারপর নর্ম্মসখা প্রভৃতির হোম। তদনন্তর শ্রীযুগলোপাসকগণ শ্রীকৃষ্ণাবরণ প্রিয়সখী-সহচরী-রঙ্গিণী প্রভৃতির ও ললিতাদির হোম করিবে। তাহাতে প্রথম শ্রীগুরুযুগলের হোম কর্ত্তব্য।

অনঙ্গমঞ্জর্য্যৈ, রসমঞ্জর্য্যৈ, লবঙ্গমঞ্জর্য্যৈ, কস্তূরীমঞ্জর্য্যৈ, গুণমঞ্জর্য্যৈ, রতিমঞ্জর্য্যৈ, কর্পূরমঞ্জর্য্যৈ। ওঁ সর্ব্বসখীভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সর্ব্বসহচরীভ্যঃ, সর্ব্বসঙ্গিনীভ্যঃ, সর্ব্বরঙ্গিনীভ্যঃ। ওঁ বৃষভানুভ্যঃ স্বাহা, ওঁ বৃষভানুগণেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ কীর্ত্তিদায়ৈ স্বাহা, ওঁ সর্ব্বকাঞ্চেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সর্ব্ববৈষ্ণবেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সর্ব্ববৈষ্ণবীভ্যঃ স্বাহা॥ ততঃ—ওঁ নারায়ণায় স্বাহা, ওঁ কারণাব্ধিশায়িনে স্বাহা। এবং গর্ভোদশায়িনে, ক্ষীরাব্ধিশায়িনে, বৈকুণ্ঠধাম্নে, বাসুদেবায়, সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়; গোলোকধাম্নে, মথুরাধাম্নে, দ্বারকাধাম্নে; মৎস্যায়, কূর্ম্মায়, বরাহায়, নৃসিংহায়, বামনায়, সঙ্কর্ষণ-রামায়, রঘুনাথ-রামায়, জামদগ্ন্য-রামায়, বুদ্ধায়, কল্কিনে; সর্ব্বেভ্যো গুণাবতরেভ্যঃ, সর্ব্বেভ্যো মন্বন্তরাবতারেভ্যঃ, হংসায়, যজ্ঞায়, দত্তাত্রেয়ায়, পৃথবে, ধন্বন্তরয়ে, মোহিন্যৈ, বিরাজে, সত্যযুগাবতারায় শুক্লমূর্ত্তয়ে, ত্রেতাযুগাবতারায় রক্তমূর্ত্তয়ে, দ্বাপরযুগাবতারায় কৃষ্ণমূর্ত্তয়ে, কলিযুগাবতারায় পীতমূর্ত্তয়ে, শ্রীবৃন্দাবনধাম্নে, বৃন্দাবনায়, দ্বাদশবনেভ্যঃ, দ্বাত্রিংশৎ-উপবনেভ্যঃ, ওঁ শ্রীং ক্লীং ব্রজবাসিস্থাবর-জঙ্গম-সপরিকর-শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণেভ্যঃ স্বাহা॥

ততো ঘৃতাক্তাং প্রাদেশপ্রমাণাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা উদকাঞ্জলিসেকৈরগ্নিপর্য্যুক্ষণং কুর্য্যাৎ। যথা—'ওঁ প্রজাপতিঃ

তারপর শ্রীরাধাহোম। তারপর শ্রীকৃষ্ণহোম। তারপর ললিতা শ্যামলাদির হোম। অতঃপর শ্রীনারায়ণ ও অবতারগণের হোম কর্ত্তব্য।

হোমান্তে অমন্ত্রক সমিধ্ প্রক্ষেপ-পূর্ব্বক, অগ্নিপর্য্যুক্ষণ ও উদকাঞ্জলি-

বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনিরুদ্ধো দেবতা অগ্নি-পর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রভো অনিরুদ্ধ! প্র সুব যজ্ঞং, প্র সুব যজ্ঞ-পতিং ভগায়, পাতা সর্ব্বভূতস্থঃ কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু, বাগীশঃ বাচং নঃ স্বদতু,'—অনেন মন্ত্রেণ উদাকাঞ্জলিনা দক্ষিণা-বর্ত্তেন অগ্নিং বেষ্টয়েৎ। ততঃ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ অনন্ত! অন্বমংস্থাঃ,'—অনেনাগ্নের্দক্ষিণতঃ পশ্চিমান্তাৎ পূর্ব্বান্তং যাবদুদকাঞ্জলিনা সিঞ্চেৎ ॥১॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত অন্বমংস্থাঃ,'—অনেনাগ্নেঃ পশ্চিমতঃ দক্ষিণান্তাদুত্তরান্তং যাবৎ উদকাঞ্জলিনা সিঞ্চেৎ ॥২॥ 'ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ সরস্বত্যন্ব-মংস্থাঃ,'—অনেনাগ্নেরুত্তরতঃ পশ্চিমান্তাৎ পূর্ব্বান্তং যাবৎ উদকাঞ্জলিনা সিঞ্চেৎ ॥৩॥

ততঃ উত্তানহস্তদ্বয়েন কতিপয়াস্তরণকুশান্ গৃহীত্বা দর্ভজুটিকা-হোমং কুর্য্যাৎ—(১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অক্তং রিহাণা

সেক। 'ওঁ প্রজাপতিঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিপর্য্যুক্ষণ করিবে। তারপর মূলোক্ত তিনটী মন্ত্রে অগ্নির তিন পার্শ্বে উদকাঞ্জলিসেক করিবে। তদনন্তর **দর্ভজুটিকাহোম**—উত্তানভাবে দুই হস্তে কতিপয় কুশ লইয়া, 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি ১-সংখ্যক মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ-পূর্ব্বক, কুশসকলের

ব্যন্তু বয়ঃ,'—অনেন অগ্রমধ্যমূলানি ঘৃতেন বারত্রয়ং অভ্যনক্তি, মন্ত্রশ্চায়ং বারত্রয়ং পঠিতব্যঃ। ততস্তান্ দর্ভানদ্ভিরভ্যুক্ষ্য—(২) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা দর্ভজুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভো বৈষ্ণবানামধিপতে বিষ্ণো! রুদ্রঃ তন্তিচরো বৃষা পশূন্ অস্মাকং মা হিংসীৎ, এতদস্তু হুতং তব স্বাহা,'—ইত্যনেন অগ্নৌ ক্ষিপেৎ।

ততো মহাপ্রসাদ-বস্ত্র-সূত্র-গন্ধ-মাল্য-চন্দন-পুষ্প ফল-তাম্বুলাদিভিরগ্নিং পরিতোষ্য উত্থায় পূর্ণহোমং কুর্য্যাৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বিরাড্গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা বিষ্ণুদাস্যযশস্কামস্য যজনীয়প্রয়োগে বিনিয়োগঃ, ওঁ পূর্ণহোমং যশসে বিষ্ণবে জুহোমি, যঃ অস্মৈ বিষ্ণবে জুহোতি, স বরং অস্মৈ দদাতি, বিষ্ণোঃ বরং বৃণে, যশসা ভামি লোকে স্বাহা,'—অনেন পূর্ণাহুতিং দদ্যাৎ।

ততঃ প্রদক্ষিণেন গত্বা, (কুশময়ব্রাহ্মণপক্ষে) ব্রহ্মগ্রন্থিং মুক্ত্বা, পুনরাগত্য আসনে উপবিশ্য পূর্ব্বস্থাপিত-মহাপ্রসাদ-গন্ধ-পুষ্প-চন্দন-তুলসী-ফলাদিসংযুত-পানীয়পাত্রোদকৈঃ শান্তিদানং কুর্য্যাৎ, —'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, কয়া নঃ চিত্রে আভূবৎ উতী সদা বৃধঃ সখা, কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥ ওঁ ভূঃ ভুবঃ

অগ্র-মধ্য-মূল যথাক্রমে ঘৃতদ্বারা সিক্ত করিবে। তারপর ঐ কুশগুলি জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া ২-সংখ্যক মন্ত্র উল্লেখপূর্ব্বক অগ্নিতে হোম করিবে। **পূর্ণহোম**—তারপর মহাপ্রসাদ-বস্ত্র-সূত্র-গন্ধ-মাল্য-চন্দন-পুষ্প-ফল-তাম্বুলাদিদ্বারা অগ্নিকে পরিতুষ্ট করিয়া দাঁড়াইয়া মূলোক্ত মন্ত্রে

স্বঃ কঃ ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসৎ অন্ধসঃ, দৃঢ়া চিদ্ আরুজে বসু ॥ ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ অভী-ষু-ণঃ সখীনাম্ অবিতা জরিতৄণাং, শতং ভবাসি উতয়ে ॥ ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দঃ স্বস্তি নঃ অচ্যুতানন্তৌ, স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণুঃ দধাতু। স্বস্তি নো নারায়ণো নরো বৈ, স্বস্তি নঃ পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু ॥ স্বস্তি নো বিশ্বক্সেনো বিশ্বেশ্বরঃ, স্বস্তি নো হৃষীকেশো হরিঃ দধাতু। স্বস্তি নো বৈনতেয়ো হরিঃ, স্বস্তি নোঽঞ্জনাসুতো হনূঃ ভাগবতো দধাতু ॥ স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলৈকেশো মহান্ শ্রীকৃষ্ণঃ, সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরো দধাতু ॥ ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ, অন্তরীক্ষং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিঃ, আপঃ শান্তিঃ, বায়ুঃ শান্তিঃ, তেজঃ শান্তিঃ, ওষধয়ঃ শান্তিঃ, লোকাঃ শান্তিঃ, ব্রাহ্মণাঃ শান্তিঃ, বৈষ্ণবাঃ শান্তিঃ, শান্তিরস্তু, ধৃতিরস্তু ॥ ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ ॥ ইতি বারত্রয়ং পঠেৎ ॥

ততঃ কর্ম্মকারয়িতৃ-বৈষ্ণবব্রাহ্মণায় অন্যেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ যথাশক্তি দক্ষিণাং দদ্যাৎ, ততোঽচ্ছিদ্রবাচনং বৈগুণ্যসমাধানঞ্চ

পূর্ণহোম করিবে। **শান্তিদান**—অনন্তর প্রদক্ষিণভাবে গিয়া কুশময় ব্রহ্মার ব্রহ্মগ্রন্থি মুক্ত করিয়া দিয়া পুনঃ আসনে আসিয়া উপবেশনকরতঃ পূর্ব্বে স্থাপিত মহাপ্রসাদ-গন্ধ-পুষ্প-চন্দন-তুলসী-ফলাদিসহিত জলপাত্রের জলদ্বারা মূলোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শান্তিদান করিবে। এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে।

তারপর কর্ম্মকারয়িতা পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে ও অন্যান্য ব্রাহ্মণকেও যথাশক্তি **দক্ষিণা** দিবে। তারপর **অচ্ছিদ্রবাচন** ও **বৈগুণ্যসমাধান**

কুর্য্যাৎ। (সম্প্রদানকর্ম্মণি দ্রষ্টব্যং)। যথাশক্তি কার্ষ্ণাদি-বৈষ্ণব-সেবাং জীবসন্তর্পণঞ্চ কুর্য্যাৎ। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং বৈষ্ণবৈঃ, তদশক্তৌ কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনং করণীয়ম্। সর্ব্বেভ্যো দণ্ডবৎ প্রণমেৎ। ইতি উদীচ্যং কর্ম্ম।

ইতি বিবাহ-কর্ম্ম সমাপ্তম্॥

অথ গর্ভাধানম্

ঋতুস্নানাদূর্দ্ধং নিষেকদিবসে পতিঃ—কৃতপ্রাতঃকৃত্যঃ স্নাতঃ শুচিরাচান্তঃ কৃতনিত্যেষ্টকৃত্যঃ কার্ষ্ণাদিপার্ষদবৈষ্ণবসহিতং শ্রীমদ্ভগবন্তং শ্রীনারায়ণং পুরুষসূক্তমন্ত্রৈঃ যথাবিধি সম্পূজ্য সায়ংসন্ধ্যায়ামতীতায়াং শুভলগ্নে প্রাঙ্গণে গোময়মৃৎস্নাবার্ভিঃ সুলিপ্তায়াং ভূমৌ প্রপূজিত-শ্রীশালগ্রামাদিমূর্ত্তি-সম্মুখে শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ-স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং মন্ত্রৈরেভিঃ পঞ্চকৃত্বোঽর্ঘ্যং শ্রীবিষ্ণবে দদ্যাৎ।

অর্ঘ্যানুষ্ঠান-প্রমাণং, যথা শ্রীরুদ্রযামলে—পঞ্চামৃতং পঞ্চগব্যং জলং দুগ্ধং হরীতকী। গন্ধ-গুবাক-পুষ্পাণি চন্দনং মলয়োদ্ভবম্॥ হরিদ্রা কুঙ্কুমং দূর্ব্বা সুগন্ধি তুলসী তথা। হরেরর্ঘ্যং ভবেৎ ধাত্রী মাঙ্গল্যে পূজনোৎসবে॥ ইতি ষোড়শাঙ্গোঽর্ঘঃ॥*

করিবে। যথাশক্তি কার্ষ্ণাদিবৈষ্ণবগণের সেবা এবং জীবসন্তর্পণ করিবে। বৈষ্ণবগণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন, অসমর্থ হইলে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন করিবে।

---

* অর্ঘ্যঃ—(ক) আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রঞ্চ দধি সর্পিঃ সতণ্ডুলম্। যবঃ সিদ্ধার্থকশ্চৈব অষ্টাঙ্গোঽর্ঘঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ অথবা,—(খ) সাক্ষতং সুমনোযুক্তং উদকং দধিমিশ্রিতম্॥ বিষ্ণুতত্ত্বের অর্ঘে সাধারণতঃ অতি সংক্ষেপে গন্ধ-পুষ্প-জল-তুলসী, অপরের অর্ঘে গন্ধ-পুষ্প-জল—ইহা অর্ঘোপকরণ।

ততঃ শঙ্খে তদভাবে মৃৎপাত্রে পঞ্চামৃত-পঞ্চগব্য-জল-দুগ্ধ-হরীতকী-গন্ধ-গুবাক-পুষ্প-মলয়জচন্দন-হরিদ্রা-কুঙ্কুম-দূর্ব্বা-তুলসী-সুগন্ধি-ধাত্রী-প্রভৃতীনি গৃহীত্বা শ্রীবিষ্ণবে পঞ্চবারং অর্ঘ্যং দদ্যাৎ, যথা—'ওঁ জগন্নাথ মহাবাহো সর্ব্বোপদ্রবনাশন। নবপুষ্পোৎসবে মেঽর্ঘ্যং গৃহাণ জগদীশ্বর ॥ এতদর্ঘ্যং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' ॥১॥ ইতি অর্ঘ্যং দদ্যাৎ। এবং প্রতিবারম্। 'ওঁ নারায়ণ হরে রাম গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ। নবপুষ্পোৎসবে মেঽর্ঘ্যং গৃহাণ পরমেশ্বর ॥২॥ ওঁ দীনবন্ধো কৃপাসিন্ধো পরমানন্দমাধব। নবপুষ্পোৎসবে মেঽর্ঘ্যং গৃহাণ মধুসূদন ॥৩॥ ওঁ বিশ্বাত্মন্ বিশ্ববন্ধো হি বিশ্বেশ বিশ্বলোচন। নবপুষ্পোৎসবে মেঽর্ঘ্যং গৃহাণ শ্যামসুন্দর ॥৪॥ ওঁ চিদানন্দ হৃষীকেশ ভক্তবশ্য জনার্দ্দন। নবপুষ্পোৎসবে মেঽর্ঘ্যং কমলাপতে' ॥৫॥

এতৎ শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবপূজার্ঘ্যদানাদিকং সর্ব্বং কর্ম্ম সমাপ্য নিশায়াং নিষেককর্ম্ম কুর্য্যাৎ। ততঃ অর্ঘ্যান্তে নিষেকপূর্ব্বক্ষণে বা পতিঃ শুচিঃ সুগন্ধঃ সুবেশঃ পূর্ব্বাভিমুখোপবিষ্টায়াঃ বধ্বাঃ পশ্চাৎ স্থিত্বা, বধ্বাঃ স্কন্ধোপরিভাবেন অবতীর্ণেন দক্ষিণহস্তেন উপস্থং স্পৃশন্ জপতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ

সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ইতি উদীচ্যকর্ম্ম ॥ ইতি বিবাহ সমাপ্ত ॥

(৫) অথ গর্ভাধান।—ঋতুস্নানের পরে নিষেকদিবসে পতি প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর স্নান করিয়া শুচি হইয়া আচমনপূর্ব্বক নিত্যসন্ধ্যা-পূজাদি সম্পাদন করিয়া পুরুষসূক্তমন্ত্রে যথাবিধানে কার্ষ্ণাদি-পার্ষদ-বৈষ্ণব

শ্রীবিষ্ণ্বচ্যুতহরিজগদীশা দেবতা গর্ভাধানে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ যোনিং কল্পয়তু, অচ্যুতো রূপাণি পিংশতু, আসিঞ্চতু হরিঃ গর্ভং জগদীশো দধাতু তে ॥১॥ ততঃ পুনরপি উপস্থং স্পৃশন্ জপতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীগর্ভোদশায়ি-নর নারায়ণা দেবতা গর্ভাধানে বিনিয়োগঃ, ওঁ গর্ভং ধেহি গর্ভোদশায়িন্, গর্ভং তে নরনারায়ণৌ আধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥২॥ ততো নাভিপদ্মং সমাধায় পতিরেতদুদীরয়েৎ—'ওঁ দীর্ঘায়ুষং কৃষ্ণভক্তং পুত্রং জনয় সুব্রতে।' ততো ভার্য্যাং উপেয়াৎ॥ ইতি সামবেদীয়গর্ভাধানম্।

সহিত শ্রীভগবান্ নারায়ণের অর্চ্চন করিবে। সায়ং-সন্ধ্যা অতীত হইলে শুভলগ্নসময়ে প্রাঙ্গণে গোময়, মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত ভূমিতে শ্রীশালগ্রামাদি মূর্ত্তির সম্মুখে শ্রীবিষ্ণুস্মরণ ও স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক পশ্চাল্লিখিত মন্ত্রে শ্রীবিষ্ণুকে পাঁচবার অর্ঘ্য প্রদান করিবে। [শ্রীরুদ্র-যামলে অর্ঘ্যের প্রমাণ—পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য, জল, দুগ্ধ, হরীতকী, গন্ধ, গুবাক, পুষ্প, মলয়জ-চন্দন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, দূর্ব্বা, সুগন্ধি, তুলসী, কুশ, আমলকী—মাঙ্গলিক পূজা-উৎসবে এই সকল শ্রীহরির অর্ঘোপকরণ।] শঙ্খে, অভাবে মৃৎপাত্রে পঞ্চামৃতাদি লইয়া মূলোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুকে পাঁচবার অর্ঘ্য দিবে।

শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব-পূজা ও অর্ঘ্যপ্রদানাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া রাত্রিতে নিষেককার্য্য অনুষ্ঠান করিবে। অর্ঘ্যাদিপ্রদানানন্তর অথবা নিষেকের পূর্ব্বক্ষণে পতি সুগন্ধলিপ্ত, সুবেশপরিহিত ও শুচি হইয়া, পূর্ব্বমুখী হইয়

অথ পুংসবনম্ ।

প্রথমগর্ভস্য তৃতীয়মাসস্যোপক্রমে শুভে দিনে প্রাতঃ কৃত-স্নানাহ্নিকঃ কৃতস্বেষ্টবিষ্ণুবৈষ্ণবার্চ্চনঃ ততঃ কৃতসাত্ত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ (অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুমহাপ্রসাদচরণোদকৈঃ কৃতগুরুপরম্পরাপূজনঃ) পতিশ্চন্দ্রনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য, কৃতস্নানাং বধূমগ্নেঃ পশ্চিমায়াং দিশি স্বদক্ষিণতঃ উদগগ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্মুখীমুপবেশ্য, প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ-প্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা, ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতি-হোমং কুর্য্যাৎ। যথা,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ

উপবিষ্ট বধূর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া, বধূর দক্ষিণস্কন্ধের উপর দিয়া নামাইয়া নিজ দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বধূর ক্রোড়দেশ স্পর্শপূর্ব্বক ১-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে। ঐরূপে পুনরায় ২-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে। অতঃপর বধূর নাভিপদ্ম স্পর্শ করিয়া 'ওঁ দীর্ঘায়ুষং' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নিষেক-কার্য্য করিবে। ইতি সামবেদীয় গর্ভাধান ॥

(৬) অথ পুংসবন।—বধূর প্রথমগর্ভের তৃতীয়মাসের আরম্ভে পতি শুভদিনে প্রাতঃস্নান, বিষ্ণুপূজা ও শ্রীবিষ্ণুর মহাপ্রসাদ-চরণামৃতদ্বারা গুরুপরম্পরাপূজা করিবে। তারপর চন্দ্র-নামক অগ্নি সংস্থাপন করিয়া

শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-বহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥' ততঃ পতিরুত্থায় বধূপৃষ্ঠদেশস্থিতো বধূদক্ষিণস্কন্ধং স্পৃষ্ট্বা অবতীর্ণেন দক্ষিণহস্তেনাব্যবহিতং নাভিদেশং স্পৃশন্ জপতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীমহাবিষ্ণু-বাসুদেবাচ্যুতানন্ত-গোবিন্দ-বিষ্ণবো দেবতাঃ পুংসবনে বিনিয়োগঃ, ওঁ পুমাংসৌ মহাবিষ্ণুবাসুদেবৌ পুমাংসৌ অচ্যুতানন্তৌ উভৌ। পুমান্ গোবিন্দশ্চ বিষ্ণুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে॥' মন্ত্রমিমং বারত্রয়ং পঠেৎ।

ততো ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়ন-হোমাদি বামদেব্যগানান্তং উদীচ্যং কর্ম সমাপ্য কর্মকারয়িতৃ-পাঞ্চরাত্রিকবৈষ্ণবায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ইতি সামবেদীয়-পুংসবনকর্ম॥

বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিবে। অনন্তর স্নাতা বধূকে অগ্নির পশ্চিমদিকে নিজদক্ষিণপার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্ব্বমুখী বসাইয়া, প্রকৃত-কর্ম্মের আরম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে অমন্ত্রক নিক্ষেপ-পূর্ব্বক মূলোক্তক্রমে ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি হোম করিবে। অনন্তর পতি বধূর পৃষ্ঠভাগে দাঁড়াইয়া বধূর দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শপূর্ব্বক হস্ত নামাইয়া নাভি স্পর্শ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে॥

অথ সীমন্তোন্নয়নম্।

প্রথমগর্ভস্য চতুর্থে ষষ্ঠেঽষ্টমে বা মাসি সীমন্তোন্নয়নং কর্ত্তব্যম্। তত্র যদি দৈবাদ্ যথাকালে গর্ভাধান-পুংসবন-কর্ম্মণী ন কৃতে, তদা সীমন্তোন্নয়নদিবসে গর্ভাধান-পুংসবনকর্ম্মণী সমাপ্য সীমন্তোন্নয়নং কার্য্যম্। তত্র প্রথমং কৃতস্নানঃ কৃতবিষ্ণ্বর্চনঃ কৃতসাত্ত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পতির্মঙ্গলনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য, সংকল্পং কুর্য্যাৎ। যথা—'ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি এতন্মদীয়পত্ন্যা যথাকালে গর্ভাধান-পুংসবন-কর্ম্মণোঃ অকরণজনিতদোষ-প্রশমনায় শাট্যায়ন-হোমমহং কুর্ব্বীয়,'—ইতি সংকল্প্য শাট্যায়ন-হোমং কুর্য্যাৎ (উদীচ্যকর্ম্ম দ্রষ্টব্যং)। ততো যথোক্তগর্ভাধান-পুংসবনকর্ম্মণী সমাপ্য, প্রাত কৃতস্নানাং বধূং অগ্নেঃ পশ্চিমায়াং দিশি স্বদক্ষিণত উদগগ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্মুখীমুপবেশ্য, প্রকৃত-কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং

ইহার পর ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম, অমন্ত্রক প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ নিক্ষেপ, সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম সম্পাদন ও দক্ষিণা-দান। ইতি সামবেদীয় পুংসবন-কর্ম্ম ॥

(৭) অথ সীমন্তোন্নয়ন।—প্রথম গর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে। যদি দৈব-বশতঃ যথাকালে গর্ভাধান ও পুংসবন-কর্ম্ম সম্পাদিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সীমন্তোন্নয়নের দিনে অগ্রে গর্ভাধান-পুংসবন কর্ম্মদ্বয় সম্পাদনপূর্ব্বক সীমন্তোন্নয়ন অনুষ্ঠান করিবে। পতি প্রথমে স্নাত হইয়া বিষ্ণু-পূজা করিবে; পরে সাত্ত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ

ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা, ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। যথা,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা ব্যস্ত-সমস্ত মহাব্যাহৃতি- হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥'

ততো বধূপৃষ্ঠদেশে স্থিতঃ পূর্ব্বাভিমুখঃ পতিঃ একবৃন্তস্থিতং পক্বোড়ুম্বরফল-যুগলং পট্টসূত্রাদিগ্রথিতং আচারপ্রাপ্তসুবর্ণাদি-ঘটিত-বাসুদেব-পাদযুগলং যবপ্রতিকৃতি-সহিতং রক্ষার্থোপক্লৃপ্ত-নিম্বসর্ষপভল্লাতকবচাদ্যুপেতং গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ঔড়ুম্বর-ফলযুগলবন্ধনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অয়ং ঊর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব, পর্ণং

করিয়া মঙ্গলনামক অগ্নি স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা শেষ করিবে। অতঃপর 'ওঁ বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি সংকল্পপূর্ব্বক শাট্যায়ন-হোম করিবে। তারপরে যথোক্তবিধানে গর্ভাধান-পুংসবন-কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক বধূকে প্রাতঃস্নান করাইয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে নিজের দক্ষিণপার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্ব্বমুখী করিয়া বসাইয়া, মুখ্যকার্য্যারম্ভমুখে প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে প্রদান করিবে এবং ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। হোমান্তে পতি বধূর পশ্চাতে পূর্ব্বমুখে

বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ ॥'১॥ অনেন বধূকণ্ঠে দদ্যাৎ ॥ ততো দর্ভপিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ॥'২॥ ইতি দর্ভপিঞ্জলীভিঃ বধ্বাঃ কেশান্তাদারভ্য সীমন্তমুন্নীয় দর্ভপিঞ্জলীঃ কেশপাশে স্থাপয়েৎ। [দর্ভপিঞ্জলী-শব্দেনাত্র প্রাদেশপ্রমাণং কুশপত্রদ্বয়ং কুশান্তরেণ বেষ্টিতমুচ্যতে।] ততঃ পুনরপি দর্ভপিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ ॥'৩॥—ইতি তথৈব কৃত্বা তাঃ স্থাপয়েৎ। ততঃ পুনরপি দর্ভপিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ ॥'৪॥—ইতি মন্ত্রেণ তথৈব স্থাপয়েৎ। ততঃ শরংগৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা শরেণ সীমন্তো-

---

দাঁড়াইয়া পট্টসূত্রাদিদ্বারা গ্রথিত ও একবৃন্তস্থিত দুইটি পক্ক ডুমুর ফল, আচারানুসারে সুবর্ণাদির দ্বারা নির্ম্মিত বাসুদেব-চরণযুগল ও যবপ্রতিকৃতি এবং রক্ষার নিমিত্ত নিম্ব, সরিষা, ভেলা, বচ প্রভৃতি লইয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি মূলোক্ত ১-সংখ্যক মন্ত্রে ঐ সকল বধূর কণ্ঠে বাঁধিয়া দিবে। তারপর তিনটি দর্ভপিঞ্জলী (পবিত্র) লইয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মূলোক্ত ২-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত দর্ভপিঞ্জলীর দ্বারা বধূর সীমন্ত (সিন্দূরপ্রদানের-স্থান) ঊর্দ্ধে টানিয়া ঐ দর্ভপিঞ্জলীত্রয় কেশমধ্যে স্থাপন করিবে। [প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্রদ্বয় অন্য একটি কুশের দ্বারা বেষ্টন

ন্নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ যেন অদিতেঃ সীমানং নয়তি প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ মহতে সৌভগায়, তেন অহং অস্যৈ সীমানং নয়ামি প্রজাং অস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোমি ॥'৫॥—ইতি তথৈব কেশান্তাদারভ্য শরেণ সীমন্তমুন্নীয় শরং তথৈব স্থাপয়েৎ। ততঃ সূত্রপূর্ণতর্কুং গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ জগতী ছন্দঃ শ্রীরামো দেবতা সূত্রপূর্ণ-তর্কুণা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ রামমহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে, কৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা সীব্যতু অপঃ সূচ্যা অচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুখ্যম্ ॥'৬॥—ইতি সূত্রপূর্ণ-তর্কুণা কেশান্তাদারভ্য সীমন্তমুন্নীয় তং তত্রৈব স্থাপয়েৎ। তত-স্ত্রিশ্বেতাং শললীং (সজারুকণ্টকং) বিকল্পে কাষ্ঠ-কঙ্কতিকাং বা গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ জগতী ছন্দঃ শ্রীরামো দেবতা ত্রিশ্বেতয়া শলল্যা (কাষ্ঠকঙ্কতিকয়া) সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ যাস্তে রাম সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভিঃ দদসি দাশুষে বসূনি, তাভিঃ নঃ অদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং

করিলে উহাকে দর্ভপিঞ্জলী কহে।] পুনরায় ঐরূপ তিনটি দর্ভপিঞ্জলী-দ্বারা মূলোক্ত ৩-সংখ্যক মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ সীমন্তের উন্নয়ন ও দর্ভপিঞ্জলী স্থাপন করিবে। আবার ঐরূপ দর্ভপিঞ্জলীত্রয়দ্বারা মূলোক্ত ৪-সংখ্যক মন্ত্রে সীমন্তোন্নয়ন ও দর্ভপিঞ্জলী স্থাপন করিবে। তারপর একটি শর লইয়া মূলোক্ত ৫-সংখ্যক মন্ত্রে কেশান্ত হইতে সীমন্ত উর্দ্ধে তুলিয়া তথায় শরটি ঐভাবে স্থাপন করিবে। তারপর সূত্রপূর্ণ তর্কুর (টেকো বা টাকুয়া) দ্বারা মূলোক্ত ৬-সংখ্যক মন্ত্রে সীমন্তোন্নয়ন ও তর্কুস্থাপন করিবে। অতঃপর তিনস্থানে শ্বেতবর্ণ একটি সজারু কাঁটাদ্বারা অথবা

স্নভগ ররাণঃ ॥'৭॥—ইতি শলল্যা (কাষ্ঠকঙ্কতিকয়া) কেশান্তা-দারভ্য সীমন্তমুন্নীয় তত্রৈব স্থাপয়েৎ। ততস্তিলতণ্ডুলমাষ-সাধিত-কৃষররূপং স্থালীপাকমুপরিদত্তঘৃতং পতির্বধূং দর্শয়ন্ পৃচ্ছতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা বধূপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ, ওঁ কিং পশ্যসি ॥' ততঃ স্থালী-পাকং পশ্যন্তীং বধূং পাঠয়তি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা স্থালীপাকাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রজাং পশূন্ সৌভাগ্যং দৃঢ়কৃষ্ণভক্তিত্বং আবয়োঃ, দীর্ঘায়ুষ্ট্বং পত্যুঃ ॥' ততো ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশ-প্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা, প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য, সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্ত-মুদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য, কর্ম্মকারয়িতৃ-পাঞ্চরাত্রিক-বৈষ্ণবায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ততোঽবিধবাঃ পুত্রবত্যো নার্য্যঃ বেদ্যামুত্থাপ্য কলসোদকেন স্নানাদি-মঙ্গলং কুর্য্যুঃ। তাশ্চ 'ভক্তবীরসূস্ত্বং ভব, জীবসূস্ত্বং ভব, জীবপত্নী ত্বং ভব,'—ইত্যপি ব্রূয়ুঃ। তচ্চ কৃশরং গর্ভবতী ভুঞ্জীত। ইতি সামবেদীয়-সীমন্তোন্নয়নম্।

কাষ্ঠচিরুণীদ্বারা মূলোক্ত ৭-সংখ্যক মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ সীমন্তোন্নয়ন ও শললী স্থাপন করিবে। অতঃপর তিল-তণ্ডুল-মাষের দ্বারা স্থালীপাকে কৃষর (খিচুরী) পাক করিয়া তাহার উপর ঘৃত দিবে এবং পতি বধূকে উহা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে—'ওঁ প্রজাপতি...পশ্যসি।' বধূ স্থালীপাক দেখিতে দেখিতে 'ওঁ প্রজাপতিঃ...পত্যু' মন্ত্র পাঠ করিবে।

অথ শোষ্যন্তী-হোমঃ।

আসন্নপ্রসবায়াঃ বধ্বাঃ সুখপ্রসবার্থং শোষ্যন্তীহোমঃ কর্ত্তব্যঃ। তত্র কৃতস্নানঃ কৃতবিষ্ণুবৈষ্ণবার্চ্চনঃ কৃতসাত্ত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পতিঃ, 'ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অমুকাভিধানায়া মদীয়পত্ন্যাঃ সুখপ্রসবার্থং শ্রীবিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বকং শোষ্যন্তীহোমমহং কুর্ব্বীয়'—ইতি সংকল্প্য পূর্ব্ববৎ মঙ্গল-নামানমগ্নিং সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষ-জপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য, প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা, ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। যথা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা।

অনন্তর মহাব্যাহৃতি-হোম ও অমন্ত্রক প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ নিক্ষেপ করিয়া মূল কর্ম্ম শেষ করিয়া সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক কর্ম্মকারয়িতা পাঞ্চরাত্রিক-বৈষ্ণবকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। তারপর অবিধবা পুত্রবতী নারীগণ বরবধূকে বেদীতে উঠাইয়া স্নানাদি মঙ্গলকার্য্য করিবে এবং বধূকে 'বীরসূ ভব' ইত্যাদি মন্ত্র বলিবে। গর্ভবতী ঐ খিচুরী (কৃষর) ভক্ষণ করিবে। ইতি সামবেদীয় সীমন্তোন্নয়ন॥

(৮) অথ শোষ্যন্তীহোম।—আসন্নপ্রসবা বধূর সুখ-প্রসবের জন্য শোষ্যন্তীহোম কর্ত্তব্য। তাহাতে পতি স্নানানন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবার্চ্চন ও সাত্ত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া 'ওঁ বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে সকল্প করিয়া, পূর্ব্ববৎ

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা ব্যস্ত-সমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥' ততঃ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ, পঙ্‌ক্তিঃ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা শোষ্যন্তীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণো যা তিরশ্চী নিপদ্যতে অহং বিধরণী ইতি, তাং ঘৃতস্য ধারয়া যজে সংরাধনীং অহং, সংরাধন্যৈ দেব্যৈ দেষ্ট্র্যৈ ইদং ত্বৎপ্রসাদামৃতং স্বাহা॥' ইতি শ্রীবিষ্ণুচরণামৃতপ্রসাদনির্ম্মাল্যসহিতং আজ্যং দদ্যাৎ। 'ওঁ প্রজা-পতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিপশ্চিন্মহাবিষ্ণুঃ দেবতা শোষ্যন্তীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিপশ্চিং মহাবিষ্ণুঃ পুচ্ছমভরৎ তৎধাতা পুনঃ আহরৎ, পরে এহি ত্বং বিপশ্চিৎ মহাবিষ্ণুঃ, পুমান্ অয়ং জনিষ্যতে অমুকদেবশর্ম্মা নাম স্বাহা॥' অত্রামুক-স্থানে ভবিষ্যৎপুত্রস্য হৃদয়-নিহিতং বিষ্ণুদাস্যসূচকং নাম বক্তব্যম্। যথা—'মুকুন্দদাসশর্ম্মা স্বাহা' ইতি। ততো ব্যস্তসমস্তমহা-ব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা, প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য, সর্ব্বকর্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-

---

মঙ্গলনামক অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া, প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ ঐ অগ্নিতে অমন্ত্রক নিক্ষেপ-পূর্ব্বক ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহৃতি-হোম করিবে। তারপর 'ওঁ প্রজাপতিঃ... অমৃতং স্বাহা'—মন্ত্রে শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত-প্রসাদ-নির্ম্মাল্যসহিত আজ্য দিবে। অনন্তর 'ওঁ প্রজাপতিঃ ''নাম স্বাহা'—মন্ত্রে ভাবী পুত্রের সঙ্কল্পিত

বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য, কর্ম্মকারয়িতৃ-পাঞ্চরাত্রিক-বৈষ্ণবায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ইতি সামবেদীয়-শোষ্যন্তী-হোমঃ।

অথ জাতকর্ম্ম।

পুত্রে জাতে সতি নাড়ীচ্ছেদনাৎ প্রাক্ পিতা,—'মা নাভিং কৃন্তত, স্তন্যঞ্চ মা দত্ত'—ইত্যভিধায় তৎকালকৃতস্নানঃ শ্রীগুরূন্ (শ্রীগুরুপরমগুরুপ্রভৃতীন্) অভিবাদ্য স্তুত্বা শ্রীবিষ্ণুস্মরণং কৃত্বা (মঙ্গলাচরণে (ক) দ্রষ্টব্যং) প্রক্ষালিতশিলায়াং ব্রহ্মচারিণা কুমার্য্যা গর্ভবত্যা বা শ্রুতস্বাধ্যায়শীল-পাঞ্চরাত্রিকবৈষ্ণবেন বা অনাহতলোষ্ট্রেণ পিষ্টং ব্রীহিযবচূর্ণং দক্ষিণহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা ব্রীহিযবচূর্ণেন কুমারস্য জিহ্বামার্জ্জনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইয়ং আজ্ঞা, ইদং অন্নং ইদং আয়ুঃ ইদং ঘৃতম্' (১)—ইতি

বিষ্ণুদাসসূচক নাম উল্লেখ করিয়া হোম করিবে। তারপর মহাব্যাহৃতি-হোম, ও অমন্ত্রক প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ নিক্ষেপের দ্বারা প্রকৃতকর্ম্ম সমাপন করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবে এবং কর্ম্মকারয়িতা পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে। ইতি সামবেদীয় শোষ্যন্তীহোম ॥

(৯) অথ জাতকর্ম্ম।—পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে পিতা 'নাভি ছেদন করিও না এবং স্তন্য দিও না'—এই বলিয়া তখনই স্নান করিবে এবং তদনন্তর শ্রীগুরুবর্গের অর্থাৎ শ্রীগুরুপরম্পরার অভিবাদন ও

মন্ত্রেণ কুমারস্য জিহ্বাং পরিমার্ষ্টি। ততস্তথৈব সুবর্ণেন ঘৃতং গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীমাধব-হরিবামনাচ্যুতানন্তা দেবতাঃ কুমারস্য সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ মেধাং তে মাধব-বামনৌ মেধাং হরিঃ দধাতু, মেধাং তে অচ্যুতানন্তৌ আধত্তাং পুষ্করস্রজৌ স্বাহা' (২)—ইত্যনেন তথৈব জিহ্বাং মার্ষ্টি। পুনরপি তথৈব সুবর্ণেন ঘৃতং গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কুমারস্য সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ সদসি অতিপ্রিয়ং কৃষ্ণস্য কাম্যং সনিং মেধাং অয়াসিষম্ স্বাহা' (৩)—ইতি মন্ত্রেণ কুমারস্য জিহ্বাং মার্ষ্টি। ততো—'নাভিং কৃন্তত, স্তন্যঞ্চ দত্ত' ইতি পিতা ব্রুয়াৎ। পিতা পুনঃ সূতিকা-স্নানং কুর্য্যাৎ। ইতি সামবেদীয়-জাতকর্ম্ম।

অথ নিষ্ক্রামণম্।

জাতে কুমারে তৃতীয়-শুক্লপক্ষস্য তৃতীয়ায়াং তিথৌ প্রাতঃ

স্তব করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবে। ব্রহ্মচারী, কুমারী, গর্ভবতী বা শ্রুত-স্বাধ্যায়-পরায়ণ পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণব অক্ষত শিলাদ্বারা ব্রীহি ও যবের চূর্ণ পেষণ করিয়া দিবে। পিতা দক্ষিণহস্তে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ঐ চূর্ণ লইয়া মূলোক্ত ১-সংখ্যক মন্ত্রে শিশুর জিহ্বা মার্জ্জনা করিবে। তারপর ঐরূপে সুবর্ণমিশ্রিত ঘৃত লইয়া মূলোক্ত ২-সংখ্যক মন্ত্রে শিশুর জিহ্বা তদ্রূপ মার্জ্জন করিবে। আবার ঐরূপ সুবর্ণ-ঘৃত লইয়া মূলোক্ত ৩-সংখ্যক মন্ত্রে শিশুর জিহ্বা মার্জ্জন করিবে। অতঃপর পিতা 'নাভিং কৃন্তত' ইত্যাদি বলিবে। ইহার পর পিতা পুনরায় স্নান করিবে। ইতি সামবেদীয় জাতকর্ম্ম॥

কুমারং স্নাপয়িত্বা সায়ংসন্ধ্যায়ামতীতায়াং শ্রীভগবন্মন্দিরে নীত্বা ভগবদভিমুখঃ পিতা শালগ্রামাদিমূর্ত্তিং পশ্যন্ তিষ্ঠেৎ। অথ মাতা শুচিনা বস্ত্রেণ কুমারমাচ্ছাদ্য ভর্ত্তুর্বামপার্শ্বে ভগবদভিমুখী স্থিত্বা কুমারং উত্তরশিরসং পিত্রে সমর্পয়তি। ততো মাতা ভর্ত্তুঃ পৃষ্ঠদেশেন গত্বা শ্রীগোবিন্দাভিমুখীভূয় ভর্ত্তুর্দক্ষিণপার্শ্বে তিষ্ঠেৎ। ততঃ পিতা অমূন্ মন্ত্রান্ পঠেৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ সর্ব্বতোমুখো দেবতা কুমারস্য শ্রীবিষ্ণুদর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ একঃ পুরস্তাৎ য ইদং বভূব, যতো বভূব ভুবনস্য গোপ্তা, যং অপ্যেতি ভুবনং সাম্পরায়ে, নমামি তং অহং সর্ব্বতোমুখম্। তং প্রভো সর্ব্বতোমুখ নাহং পৌত্রং অঘং নিগাম্ ॥১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ মৃত্যুমৃত্যুঃ দেবতা কুমারস্য শ্রীবিষ্ণুদর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ য আত্মদা বলদা, যস্য বিশ্বে উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ, যস্য ছায়া অমৃতং যো মৃত্যুমৃত্যুঃ, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। তস্মাৎ প্রভো মৃত্যুমৃত্যো নাহং পৌত্রং অঘং

---

(১০) অথ নিষ্ক্রামণ।—পুত্রজন্মের পর তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে শিশুকে প্রাতঃকালে স্নান করাইয়া, সায়ংসন্ধ্যা অতীত হইবার পর শ্রীভগবন্মন্দিরে লইয়া গিয়া পিতা শ্রীভগবানের সম্মুখে শ্রীভগবন্মূর্ত্তি অবলোকনপূর্ব্বক দাঁড়াইবেন। মাতা শিশুকে শুদ্ধবস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া পতির বামপার্শ্বে ভগবদভিমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া উত্তরশিরা কুমারকে পিতার কোলে দিবে। তারপর মাতা পতির পশ্চাদ্ভাগ দিয়া গিয়া দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীগোবিন্দমুখী হইয়া দাঁড়াইবে। তখন পিতা মূলোক্ত

ঋষম্ ॥২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনর-নারায়ণৌ দেবতে কুমারস্থ শ্রীবিষ্ণুদর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ নরনারায়ণৌ শর্ম্ম যচ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজাপতী, যথায়ং ন প্রমীয়েত পুত্রো জনিত্র্যা অধি ॥৩॥—ইতি জপ্ত্বা কুমারং শ্রীভগবন্মূর্ত্তিং দর্শয়তি। ততঃ পিতা হরয়ে অর্ঘ্যং দত্বাৎ—'ওঁ কৃষ্ণ মাধব গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ বামন। গৃহীতার্ঘ্যং হৃষীকেশ রময়া সহিতো মম ॥' ততঃ পিতা তথাভূতমেব উত্তরশিরসং পুত্রং মাত্রে দত্বা বামদেব্যগানং (উদীচ্যকর্মে দ্রষ্টব্যং) কৃত্বা কল্যাণমবধার্য্য গৃহং প্রবেশয়েৎ।

তত উর্দ্ধং পরশুক্লপক্ষত্রয়েঽপি তৃতীয়ায়াস্তিথৌ সায়ংসন্ধ্যা-মতিক্রম্য ভগবন্মূর্ত্তিং পশ্যন্ পিতা পুষ্পাঞ্জলীন্ গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীমহাবিষ্ণুঃ দেবতা কুমারস্থ ভগবন্মূর্ত্তিদর্শনে বিনিয়োগঃ, যস্মাৎ ন জাতঃ পরো অন্যো অস্তি, য অবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা, প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংবিদানঃ ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে সষোড়শীম্। এতৎ বিদ্বান্ মহাবিষ্ণো নাহং পৌত্রং অঘং রুদম্ ॥'৪॥ ইতি পঠিত্বা ত্রিঃ

১-৩ সংখ্যক মন্ত্রগুলি জপ করিয়া শিশুকে শ্রীভগবন্মূর্ত্তি দর্শন করাইবে। ইহার পর পিতা মূলোক্ত 'ওঁ কৃষ্ণ মাধব' ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীহরির অর্ঘ্য দিবে। অনন্তর পিতা তদবস্থ পুত্রকে মাতার কোলে দিয়া বামদেব্যগান-পূর্ব্বক কল্যাণ অবধারণ করিয়া পুত্রকে গৃহে প্রবেশ করাইবে।

ইহার পর উপর্য্যুপরি তিনটি শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে সায়ংসন্ধ্যার পরে পিতা শ্রীভগবন্মূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি লইয়া মূলোক্ত ৪-সংখ্যক

পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততো বামদেব্যং (ওঁ কয়া নঃ চিত্র ইত্যাদি) গীত্বা কল্যাণমবধার্য্য গৃহং প্রবিশেৎ। এতচ্চ নিষ্ক্রমণকর্ম্মাঙ্গ-ভূতমুদীচ্যং কর্ম্ম (বামদেব্যগানং) পত্নীপুত্রোপাদান-বিরহাৎ পিত্রা প্রবাসিনাপি কার্য্যম্।

ইতি নিষ্ক্রামণম্।

অথ নামকরণম্।

তত্র যদ্যপি 'জননাদ্দশরাত্রে ব্যুষ্টে, শতরাত্রে, সংবৎসরে বা নামধেয়করণং' ইতি গৃহ্যবচনেন একাদশাহে নামকরণং প্রাপ্তং, তথাপ্যাচারবশাৎ দ্বাদশাহে, একাধিকশতরাত্রে, জন্মদিনে বা নামকরণং কর্ত্তব্যম্।

তত্র প্রথমং কৃতস্নানঃ কৃতবিষ্ণ্বর্চ্চনঃ কৃতসাত্ত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা পার্থিব-নামানমগ্নিং সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং

মন্ত্রে শ্রীভগবান্‌কে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। পরে বামদেব্যগান ও কল্যাণ অবধারণপূর্ব্বক গৃহে যাইবে। নিষ্ক্রামণাক্রিয়ার অঙ্গীভূত এই উদীচ্যকর্ম্ম অর্থাৎ বামদেব্যগান, পিতা প্রবাসেও পত্নীপুত্র নিকটে না থাকিলেও করিবে॥ ইতি নিষ্ক্রামণ॥

(১১) অথ নামকরণ।—'জন্মের পর দশরাত্র, শতরাত্র বা সম্বৎসর-পূর্ণদিনে নামকরণ কর্ত্তব্য'—এই গৃহ্যবচনানুসারে একাদশাহে নাম-করণের দিন-প্রাপ্তি হইলেও আচারবশতঃ দ্বাদশাহে, একাধিক শতরাত্র অতীত হইলে, অথবা সংবৎসরান্তে জন্মতিথিতে নামকরণ করিবে।

সমাপ্য, প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। যথা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতি-হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনি-য়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।' ততো মাতা শুচিনা বাসসা কুমারমাচ্ছাদ্য ভর্ত্তুর্দক্ষিণে স্থিতা কুমারমুত্তরশিরসং পিত্রে সমর্পয়তি। ততো মাতা ভর্ত্তুঃ পৃষ্ঠদেশেন উত্তরস্যাং দিশি গত্বা ভর্ত্তুঃ বামপার্শ্বে উত্তরাগ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্মুখী উপবিশতি। ততঃ পিতা অনেন মন্ত্রেণ সকৃজ্জুহুয়াৎ—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে স্বাহা॥' ততঃ

তাহাতে প্রথমে স্নাত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন ও সাত্ত্বিক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া পিতা পার্থিব নামক অগ্নি সংস্থাপনপূর্ব্বক বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপ্ত করিবে। তারপর প্রকৃতকর্ম্মের আরম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম করিবে। অতঃপর মাতা শুদ্ধবস্ত্রে কুমারকে আচ্ছাদন করিয়া পতির দক্ষিণপার্শ্বে দাঁড়াইয়া উত্তরশিরা কুমারকে পিতার কোলে দিবে। ইহার পর মাতা পতির পশ্চাৎ দিয়া উত্তরদিকে যাইয়া পতির বামপার্শ্বে উত্তরাগ্র

কুমারস্য জন্মতিথি-তদ্দেবতা-নক্ষত্র-তদ্দেবতা-হোমং কুর্য্যাৎ। যথা, যদি প্রতিপদি জাতস্তদা—'ওঁ প্রতিপদে স্বাহা'; তত—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততং, ওঁ প্রতিপত্তিথিদেবতায়ৈ বিষ্ণবে স্বাহা'; ততঃ পুনঃ—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ'—ইত্যাদি মন্ত্রেণ—'ওঁ বৈষ্ণবেভ্যঃ স্বাহা॥' এবং দ্বিতীয়াদিস্বপি। এবং অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রেষু চ। যথা,—'ওঁ অশ্বিন্যৈ স্বাহা;' ততঃ—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ'—ইতিমন্ত্রেণ—'ওঁ অশ্বিনীনক্ষত্রদেবতায়ৈ বিষ্ণবে স্বাহা;' ততঃ—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ—ইতি মন্ত্রেণ—'ওঁ বৈষ্ণবেভ্যঃ স্বাহা॥' ততঃ পিতা কুমারস্য মুখ-নাসিকা-নেত্র-শ্রোত্রাদীনি দক্ষিণহস্তেন স্পৃশন্ জপতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ কোঽসি কতমোঽসি, এষোঽসি অমৃতোঽসি আহস্পত্যং মাসং প্রবিশ শ্রীঅমুকদাস॥'১॥ অমুক ইত্যত্র কুমারস্য সম্বোধনান্তং নাম বাচ্যম্॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমাধবো দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ স ত্বা অহ্নে পরিদদাতু, অহঃ ত্বা রাত্র্যৈ পরিদদাতু, রাত্রিঃ ত্বা অহো-

---

কুশাসনে পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিবে। তখন পিতা মূলোক্ত 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে একটি হোম করিবে। অতঃপর কুমারের জন্মতিথি, জন্মতিথি-দেবতা, নক্ষত্র ও নক্ষত্রদেবতার হোম করিবে। হোমবিধি মূলে দ্রষ্টব্য। তারপর পিতা কুমারের মুখ-নাক-চোখ-কাণ দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করিয়া—'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মূলোক্ত ১-২-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। তারপর পিতা কুমারের মাতার বামকর্ণে 'তোমার পুত্র

রাত্রাভ্যাং পরিদদাতু, অহোরাত্রৌ ত্বা অর্দ্ধমাসভ্যেঃ পরিদত্তাং, অর্দ্ধমাসঃ ত্বা মাসেভ্যঃ পরিদদতু, মাসাঃ ত্বা ঋতুভ্যঃ পরিদদতু, ঋতবঃ ত্বা সংবৎসরায় পরিদদতু, সম্বৎসরাঃ ত্বা আয়ুষে জরায়ৈ পরিদদাতু শ্রীঅমুকদাস' ॥২॥ অমুক-ইত্যত্র কুমারস্য সম্বোধনান্তম্ নাম প্রয়োক্তব্যম্। ততঃ পিতা কুমারস্য মাতুর্বামকর্ণে 'শ্রীঅমুকদেব শর্ম্মা অয়ং তে পুত্র'—ইতি নাম কথয়িত্বা কুমারস্য দক্ষিণকর্ণে 'শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অসি—ইতি নাম কথয়তি। ততো মাত্রে কুমারং দত্ত্বা, পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশপ্রামাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা, সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণং শাট্যায়ন-হোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য, কর্ম্মকারয়িতৃ-পাঞ্চরাত্রিক-বৈষ্ণবায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ।

ইতি সামবেদীয় নামকরণম্।

অথ পৌষ্টিককর্ম্ম।

জননাৎ সংবৎসরপর্য্যন্তং মাসি মাসি জন্মতিথৌ পৌর্ণমাস্যাং

অমুকদাস অমুক'—ইত্যাদি নাম বলিয়া কুমারের দক্ষিণকর্ণেও ঐ নাম বলিবে। অনন্তর পুত্রকে মাতার কোলে দিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহা-ব্যাহৃতিহোম করিয়া, প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে অমন্ত্রক নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণ শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য-কর্ম্ম সমাপনান্তে কর্ম্মকারক পাঞ্চরাত্রিকবৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে। ইতি সামবেদীয় নামকরণ ॥

(১২) অথ পৌষ্টিক-কর্ম্ম।—জন্ম হইতে সম্বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে

বা প্রাতঃকৃতস্নানঃ কৃতবিষ্ণ্বর্চনঃ পিতা স্বস্তিধ্বনিং (ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দ ইত্যাদি) কৃত্বা, 'ওঁ তদ্বিষ্ণোরিতি, ওঁ কৃষ্ণোবৈ সচ্চিদানন্দঘন' ইতি চ পঠিত্বা, বলদ-নামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। ততঃ—'ওঁ অচ্যুতানন্তাভ্যাং স্বাহা, ওঁ দামোদর-পুরুষোত্তমাভ্যাং স্বাহা, ওঁ বাসুদেব-বামন-বিষ্ণু-বৈকুণ্ঠাদিভ্যঃ স্বাহা' ইতি আহুতিত্রয়ং দত্ত্বা, নামকরণোক্তক্রমবিপর্য্যয়েণ জন্মতিথিদেবতা-নক্ষত্রদেবতয়োর্হোমং কুর্য্যাৎ। প্রথমং তিথিদেবতায়ৈ (বিষ্ণবে), ততস্তিথয়ে। ততঃ প্রথমং নক্ষত্রদেবতায়ৈ (বিষ্ণবে), ততো নক্ষত্রায়। যথা, প্রতিপদি জাতস্য—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুঃ আততং ওঁ বিষ্ণবে প্রতিপত্তিথিদেবতায়ৈ স্বাহা'; ততঃ—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ, ইত্যাদি মন্ত্রেণ—'ওঁ বৈষ্ণবেভ্যঃ স্বাহা'; ততঃ—'ওঁ প্রতিপদে স্বাহা॥' এবং নক্ষত্রেষু চ। যথা—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুঃ আততং, ওঁ বিষ্ণবে অশ্বিনীনক্ষত্র-দেবতায়ৈ

জন্মতিথিতে অথবা পূর্ণিমাতিথিতে পিতা প্রাতে স্নান করিয়া শ্রীবিষ্ণুপূজা ও স্বস্তিপাঠ করিয়া, 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' এবং 'ওঁ কৃষ্ণো বৈ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তারপর বলদ-নামক অগ্নি সংস্থাপন করিয়া, প্রকৃতকর্ম্মের প্রারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক হোম করিয়া মহাব্যাহৃতিহোম করিবে। তারপর 'ওঁ অচ্যুতানন্তাভ্যাং' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে তিনটি আহুতি প্রদানানন্তর নামকরণে কথিত ক্রমের বিপরীতভাবে

স্বাহা' ; ততঃ—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ—ইত্যাদি মন্ত্রেণ—'ওঁ বৈষ্ণবেভ্যঃ স্বাহা ; ততঃ—'ওঁ অগ্নিয়ে স্বাহা' ॥ ইত্থং জুহুয়াৎ। ততঃ—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ'—ইত্যনেন ; 'ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ' ইত্যনেন চ যথাশক্তি হোমং কুর্য্যাৎ। ততো মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশ-প্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা, প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য, সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যান্ত-মুদীচ্যং সমাপ্য, কর্ম্মকারয়িতৃ-পাঞ্চরাত্রিকায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ।

ইতি কুমারস্য সামবেদীয়-পৌষ্টিককর্ম্ম।

অথ অন্নপ্রাশনম্।

অথ ষষ্ঠেঽষ্টমে বা মাসি পুংসঃ, স্ত্রিয়াস্তু পঞ্চমে সপ্তমে বা মাসি, শুভে দিনে কৃতপ্রাতঃকৃত্যঃ স্নাতঃ কৃতেষ্টবিষ্ণুবৈষ্ণবার্চ্চনঃ কৃতসাত্ত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা শুচি-নামানমগ্নিং সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষ-

---

জন্মতিথিদেবতা ও নক্ষত্রদেবতার হোম করিবে। হোমবিধি মূলে দ্রষ্টব্য। তারপর 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি এবং 'ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে যথাশক্তি হোম করিবে। অতঃপর মহাব্যাহৃতিহোম ও অমন্ত্রক প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্-হোম করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য-কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া কর্ম্মকারক পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে। ইতি সাম-বেদীয় পৌষ্টিক কর্ম্ম ॥

(১৩) অথ অন্নপ্রাশন।—পুত্রের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে, কন্যার পঞ্চম বা সপ্তম মাসে শুভদিনে পিতা প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নান করিয়া

জপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা, ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। যথা,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা'॥ ততঃ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা পুরুষাধিপত্যার্থস্য চতুষ্পথে অগ্নৌ অনন্তাভিমুখস্য আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ মহাপ্রসাদান্নং বৈ একং ছন্দস্যং, তৎ হি একং ভূতেভ্যঃ ছন্দয়তি স্বাহা॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা পুরুষাধিপত্যার্থস্য চতুষ্পথে অগ্নৌ অনন্তাভিমুখস্য আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ শ্রীঃ বৈ এষা, যৎ সত্ত্বানো বিরোচনো সঙ্কর্ষণো ময়ি সত্ত্বং অবদধাতু স্বাহা॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা পুরুষা-

---

ইষ্টদেবতা ও বৈষ্ণবের অর্চ্চনানন্তর সাত্ত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া শুচিনামক অগ্নি সংস্থাপনপূর্ব্বক বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপ্ত করিয়া, প্রকৃত-কর্ম্মের আরম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক হোম করিয়া ব্যস্ত-

ধিপত্যার্থস্ত চতুষ্পথে অগ্নৌ অনন্তাভিমুখস্ত আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ অন্নস্ত ঘৃতমেব রসঃ তেজঃ-সম্পদর্থো তদনন্তায় জুহোমি স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা মহাপ্রসাদসেবন-বৃত্ত্যবিচ্ছিত্ত্যর্থস্ত সায়ং প্রাতঃ ক্ষুদ্ধোমে, বিনিয়োগঃ ওঁ বিষ্ণবে ক্ষুধে স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা মহাপ্রসাদসেবন-বৃত্ত্যবিচ্ছিত্ত্যর্থস্ত সায়ং প্রাতঃ ক্ষুত্তৃড্ঢোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ শ্রীবিষ্ণবে ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং স্বাহা ॥ ওঁ প্রাণায় স্বাহা ॥ ওঁ অপানায় স্বাহা ॥ ওঁ সমানায় স্বাহা ॥ ওঁ উদানায় স্বাহা ॥ ওঁ ব্যানায় স্বাহা ॥',— ইত্যাহুতীর্জুহুয়াৎ। ততো ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা, প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য, সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য, অনেন মন্ত্রেণ কুমারস্ত মুখে সোপকরণসজলমহাপ্রসাদান্নং দদ্যাৎ,—"ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা কুমারস্ত মহাপ্রসাদান্ন-প্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত অন্নপতে, অন্নস্ত নো ধেহি অনবীমস্ত শুষ্মিণঃ, প্রদাতারং তারিষঃ, ঊর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা, ওঁ প্রাণায় স্বাহা ॥১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ

সমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোম করিবে। তারপর "ওঁ প্রজাপতিঃ ওঁ ব্যানায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবে। তদনন্তর ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোম ও অমন্ত্রক প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ প্রক্ষেপ করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে এবং সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্য-

শ্রীজনার্দ্দনো দেবতা কুমারস্য মহাপ্রসাদান্ন-প্রাশনে বিনিয়োগঃ ওঁ জনার্দ্দন অন্নপতে কৃণুত অন্নং, নো ধেহি পীযূষরসাক্তং তেঽন্নং, যদ্‌যৎ যুগে নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা, অপানায় স্বাহা ॥২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণৌ দেবতে কুমারস্য মহাপ্রসাদান্ন-প্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ লক্ষ্মীনারায়ণৌ অন্নপতী অন্নং অমৃতং নো ধেহি কমলাসংস্কৃতং, তে ভুক্তশেষং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা ॥৩॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীযজ্ঞো দেবতা কুমারস্য মহাপ্রসাদান্ন-প্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অন্নপতে যজ্ঞ অন্নং অধিযজ্ঞং ত্বদীয়ং নো ধেহি সর্ব্বদুর্লভং মানুষ্যং বৈ সুধাযুতং, নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা ॥৪॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীজনার্দ্দনো দেবতা কুমারস্য মহাপ্রসাদান্ন-প্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অন্নপতে জনার্দ্দন ষড়্‌রসমমৃতসিক্তং নিবেদিতং তে সদন্নং নো ধেহি কিল্বিষাপহং, নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা" ॥৫॥ ইতি পঞ্চকৃত্বোঽন্নপ্রাশনং কুমারং কারয়িত্বা কর্ম্মকারয়িতৃ-পাঞ্চরাত্রিক-বৈষ্ণবায় অপর-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দক্ষিণাং দদ্যাৎ। তথা

গানান্ত উদীচ্য-কর্ম্ম সমাপন করিবে। তারপর মূলোক্ত পাঁচটি মন্ত্রে কুমারের মুখে উপকরণ-জল-সহিত মহাপ্রসাদান্ন দিবে। শিশুকে পাঁচবার অন্নপ্রাশন করাইয়া—কর্ম্মকারক পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে ও অন্যান্য ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণের সেবা এবং মহা-

কার্ষ্ণাদিবৈষ্ণবসেবামপি কুর্য্যাৎ। যথাশক্তি জীবসন্তর্পণঞ্চ। ততোঽন্নপ্রাশনানন্তরং পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণঞ্চ ॥

ইতি অন্নপ্রাশনম্।

অথ নৈমিত্তিকং পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণম্।

তত্রান্নপ্রাশনানন্তরমাশীর্ব্বাদসময়ে, অথবা চিরপ্রবাসাদাগতঃ পিতা কৃতপাদশৌচঃ কৃতাচমনঃ শুচিঃ পূর্ব্বাভিমুখঃ জ্যেষ্ঠপুত্রক্রমেণ হস্তাভ্যাং পুত্রমূর্দ্ধানং পরিগৃহ্য মন্ত্রত্রয়ং পঠিত্বা পুত্রমস্তকাঘ্রাণং কুর্য্যাৎ। যথা,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দঃ শ্রীপদ্মনাভো দেবতা পুত্রস্য মূর্দ্ধানং উপসংগৃহ্য জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ সংস্রবসি (সংভবসি বা) হৃদয়াৎ অধিজায়সে, প্রাণং তে প্রাণেন সংদধামি, জীব মে যাবদায়ুষম্ ॥১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা পুত্রমূর্দ্ধানং উপসংগৃহ্য জপে বিনিয়োগঃ ওঁ অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ সংভবসি হৃদয়াৎ অধিজায়সে, বেদো বৈ পুত্রনামাসি, সংজীব শরদঃ শতম্ ॥২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা

প্রসাদাদিদ্বারা সর্ব্বজীবের সন্তোষ বিধান করিবে। অন্নপ্রাশনের পর পুত্রের মূর্দ্ধাভিঘ্রাণ করিবে। ইতি অন্নপ্রাশন ॥

(১৪) অথ পুত্রের মূর্দ্ধাভিঘ্রাণ।—অন্নপ্রাশনের শেষে আশীর্ব্বাদ-কালে, অথবা দীর্ঘকাল পরে প্রবাস হইতে প্রত্যাগত পিতা পাদ-প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া পবিত্র হইয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া জ্যেষ্ঠ-পুত্রাদিক্রমে

পুত্রমূর্দ্ধানং উপসংগৃহ্য জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ অশ্মা ভব, পরশুঃ ভব, হিরণ্যং অমৃতং ভব, আত্মাসি পুত্র মা মৃথাঃ, সংজীব শরদঃ শতম্ ॥'৩॥ ততোঽনেন মন্ত্রেণ পুত্রস্য শিরঃ পিতা জিঘ্রতি,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীপুরুষোত্তমো দেবতা পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণে বিনিয়োগঃ, ওঁ পশূনাং ত্বা হিংকারেণ অভিজিঘ্রামি অমুক দাস ॥'৪॥ অত্রামুকেতিস্থানে সংবোধনান্তং পুত্রনাম প্রয়োজ্যম্। ততো বামদেব্যং (ওঁ কয়া নঃ চিত্র ইত্যাদি) গীত্বা অচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ। অথ পিতা যদি প্রবাসং ন গতঃ, গৃহ এব তিষ্ঠতি, তদা পুত্রো যদা মমায়ং পিতা ইতি জানাতি তদৈতৎকর্ম্ম কর্ত্তব্যম্। যদি তদা ন কৃতং তদোপনয়নানন্তরং কর্ত্তব্যম্।

ইতি পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণং কর্ম্ম।

অথ চূড়াকরণম্।

তত্র কুলাচারবশাৎ প্রথমে তৃতীয়ে বা বর্ষে, পঞ্চমাব্দে বা চূড়াকরণং কর্ত্তব্যম্। তত্র প্রথমং প্রাতঃ কৃতস্নানঃ কৃতেষ্টবিষ্ণু-

---

পুত্রের মস্তক দুই হস্তে ধারণ করিয়া মূলোক্ত ১-৩-সংখ্যক তিনটি মন্ত্র জপ করিবে। তারপর ৪-সংখ্যক মন্ত্রে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিবে। অনন্তর বামদেব্য-গানপূর্ব্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। যদি পিতা প্রবাসী না হইয়া গৃহেই অবস্থান করেন, তাহা হইলে পুত্র যখন পিতাকে পিতা বলিয়া চিনিতে পারিবে, তখন এই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। সেই সময়ে যদি ইহা অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে উপনয়নের পর ইহা কর্ত্তব্য। ইতি পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণ ॥

বৈষ্ণবার্চ্চনঃ কৃত সাত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা সত্যনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য, অগ্নের্দক্ষিণতঃ একবিংশতিঃ দর্ভাপিঞ্জলীঃ সপ্তসপ্তভিরেকীকৃত্য কুশান্তরেণ বেষ্টয়িত্বা, উষ্ণোদক-সহিতং কাংস্যপাত্রং, তাম্রনির্ম্মিতং ক্ষুরং তদভাবে দর্পণং বা, লৌহক্ষুরপাণিং নাপিতঞ্চ; অগ্নেরুত্তরতঃ বৃষগোময়ং, তিল-তণ্ডুল-মাষসিদ্ধং কৃশরঞ্চ; অগ্নেঃ পূর্ব্বতঃ মিশ্রিতব্রীহিযবপূরিতং পাত্রত্রয়ং, মিশ্রিততিলতণ্ডুলমাষপূরিতং পাত্রত্রয়ঞ্চ স্থাপয়েৎ। ততো মাত্রা শুচিনা বস্ত্রেণ কুমারমাচ্ছাদ্য ক্রোড়ে নিধায় অগ্নেঃ পশ্চিমতো ভর্ত্তুঃ বামপার্শ্বে উত্তরাগ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্‌মুখী উপবিশতি।

ততঃ পিতা প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ—'ওঁ প্রজা-পতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-

---

(১৫) অথ চূড়াকরণ।—কুলাচারানুসারে প্রথম, তৃতীয় অথবা পঞ্চম বর্ষে চূড়াকরণ কর্ত্তব্য। পিতা প্রথমে প্রাতঃস্নান করিয়া ইষ্টদেবতা ও বৈষ্ণবের অর্চ্চনপূর্ব্বক সাত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে। অনন্তর সত্য-নামক অগ্নিস্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিবে। তারপর অগ্নির দক্ষিণ দিকে এক এক গুচ্ছে সাত সাতটি করিয়া কুশান্তর দ্বারা পরিবেষ্টিত একুশটি দর্ভপিঞ্জলী (কুশান্তর-বেষ্টিত প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্র-দ্বয়), উষ্ণোদকসহিত কাংস্যপাত্র, তাম্রনির্ম্মিত ক্ষুর, অথবা তদভাবে দর্পণ এবং লৌহক্ষুরহস্তে নাপিতকে স্থাপন করিবে। অগ্নির উত্তর দিকে বৃষগোময় ও তিল-তণ্ডুল-মাষের দ্বারা প্রস্তুত কৃশর (খিচুড়ী) স্থাপন

মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ॥'

ততঃ পিতা উত্থায় প্রাঙ্মুখঃ কুমারস্য মাতুঃ পৃষ্ঠতোঽবস্থিতঃ ক্ষুরপাণিং নাপিতং পশ্যন্ সর্ব্বেশ্বরং শ্রীভগবন্তং মনসা ধ্যায়ন্ জপতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীভগবান্ দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ আ অয়মগাৎ সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীভগবান্, কুরু কুমারমেনং অবতু বৈ মুণ্ডনং মন্ত্রাবশয়িনা ক্ষুরেণ ॥'১॥ ততঃ উষ্ণোদকসহিতং কাংস্যপাত্রং পশ্যন্ শ্রীবিষ্ণুঃ মনসা ধ্যায়ন্ জপতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ ওঁ

করিবে। অগ্নির পূর্ব্বদিকে মিশ্রিত-ব্রীহি-যবের দ্বারা পরিপূর্ণ তিনটি পাত্র এবং মিশ্রিত তিল-তণ্ডুল-মাষের দ্বারা পরিপূর্ণ তিনটি পাত্র স্থাপন করিবে। মাতা শুদ্ধবস্ত্রে কুমারকে আচ্ছাদন করিয়া কোলে লইয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে পতির বামপার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিবে।

তদনন্তর পিতা প্রকৃতকর্ম্মের প্রারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করিয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম করিবে। তারপর পিতা পুত্রের জননীর পশ্চাতে পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া, ক্ষুর-হস্ত

আ অয়ং অগাৎ শ্রীবিষ্ণুঃ, কুরু কুমারমেনং অবতু বৈ মুণ্ডনং উষ্ণোদকেন ॥'২॥ ততঃ কাংস্যপাত্রস্থিতোষ্ণদকেন দক্ষিণকর-গৃহীতেন দক্ষিণকপুষ্ণিকাদেশং অনেন বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ ক্লেদয়তি। [কপুষ্ণিকাশব্দেন* দক্ষিণোত্তরতঃ শিখাস্থানাদধঃ শিরস উভয়-পার্শ্বস্থঃ কর্ণাভিমুখোচ্চদেশঃ উচ্যতে।] 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ আপ উন্দন্তু জীবসে ॥'৩॥ ততস্তাম্রক্ষুরং তদভাবে দর্পণং বা পশ্যন্ জপতি,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণোঃ দংষ্ট্রোঽসি, কুরু কুমারমেনং অবতু বৈ বিষ্ণুঃ সাক্ষাৎ মুণ্ডনং ক্ষুর ॥'৪॥ ততঃ কুশবদ্ধসপ্তদর্ভপিঞ্জলীর্গৃহীত্বা ক্লিন্নদক্ষিণকপুষ্ণিকাদেশে বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ উর্দ্ধ্বমূলা নিদধ্যাৎ,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতানন্তনারায়ণা দেবতাঃ চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুতানন্তনারায়ণাঃ কুর্ব্বন্তু কুমারমেনং চির-জীবিনং, ঔষধে ত্রায়স্ব এনম্' ॥৫॥ ততো বামহস্তগৃহীত-দর্ভ-পিঞ্জলীসহিত-দক্ষিণকপুষ্ণিকাদেশে দক্ষিণহস্তগৃহীতং তাম্র-ক্ষুরং তদভাবে দর্পণং বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ নিদধ্যাৎ,—'ওঁ

নাপিতের দিকে তাকাইয়া সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান্‌কে অন্তরে ধ্যান করিয়া মূলোক্ত ১-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। তারপর উষ্ণোদকসহিত কাংস্য-পাত্রের দিকে তাকাইয়া অন্তরে শ্রীবিষ্ণুচিন্তাপূর্ব্বক মূলোক্ত ২-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। অতঃপর কাংস্যপাত্র হইতে দক্ষিণহস্তে উষ্ণজল লইয়া

---

* "কপুষ্ণিকাভিতঃ কেশা মূর্দ্ধ্নি পশ্চাৎ কপুচ্ছলে" ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টে।

প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীসঙ্কর্ষণো দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ সঙ্কর্ষণঃ কুরু কুমারমেনং অবতু বৈ মুণ্ডনং, স্বধিতে মা এনং হিংসীঃ' ॥৬॥ ততঃ কেশচ্ছেদো যথা ন ভবতি তথা তাম্রক্ষুরং দর্পণং বা তত্রৈব দক্ষিণকপুষ্ণিকাদেশে বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ প্রেরয়েৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীপুরুষোত্তমো দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ যেন পুরুষোত্তমঃ বাসুদেববিষ্ণোরচ্যুতস্য চাবপৎ তেন তে বপামি বৈকুণ্ঠেন জীবাতবে জীবনায় দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে' ॥৭॥ ততো বারদ্বয়ং তূষ্ণীং প্রেরয়েৎ। ততো লৌহক্ষুরেণ কপুষ্ণিকা-দেশস্থিতান্ কেশান্ ছিত্বা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সহ আচারতো বালকমিত্রধৃতপাত্রস্থবৃষগোময়োপরি নিক্ষিপেৎ।

মূলোক্ত ৩-সংখ্যক মন্ত্রে উহাদ্বারা পুত্রের দক্ষিণ কপুষ্ণিকাস্থান ভিজাইবে। [মস্তকের শিখাস্থানের নীচে দক্ষিণ ও বাম উভয়পার্শ্বে কর্ণের দিকে উচ্চ-স্থানকে 'কপুষ্ণিকা' বলে।] তদনন্তর তাম্রক্ষুর বা দর্পণের দিকে তাকাইয়া ৪-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। তারপর পুত্রের উষ্ণজলসিক্ত দক্ষিণ কপুষ্ণিকাস্থানে কুশবদ্ধ সাতটি দর্ভপিঞ্জলী মূলোক্ত ৫-সংখ্যক মন্ত্রে ঊর্দ্ধমূল করিয়া স্থাপন করিবে। অতঃপর ঐ দক্ষিণ কপুষ্ণিকাস্থানে উক্ত দর্ভপিঞ্জলী বামহস্তে ধরিয়া রাখিয়া দক্ষিণহস্তে তাম্রক্ষুর বা দর্পণ মূলোক্ত ৬-সংখ্যক মন্ত্রে তথায় স্থাপন করিবে। তারপর কেশচ্ছেদ না হয়,—এইরূপভাবে ঐ তাম্রক্ষুর বা দর্পণ সেই দক্ষিণ কপুষ্ণিকাস্থানে মূলোক্ত ৭-সংখ্যক মন্ত্রে পাঠপূর্ব্বক পরিচালন করিবে। বিনামন্ত্রে আরও দুইবার উহা পরিচালিত করিবে। অনন্তর লৌহক্ষুরের দ্বারা দক্ষিণ কপুষ্ণিকা-

ততঃ কপুচ্ছলদেশবিষয়েঽপি [কপুচ্ছলশব্দেন পশ্চিমতঃ শিখাস্থানাদধঃ শিরসো মাতৃক্রোড়াভিমুখোচ্চদেশোঽভিধীয়তে] পূর্ব্ববৎ তত্তন্মন্ত্রেণ (১) নাপিতদর্শনং, (২) কাংস্যপাত্রস্থোষ্ণোদকাবলোকনং, (৩) কপুচ্ছলদেশস্য কেশক্লেদনং, (৪) তাম্রক্ষুরস্য দর্পণস্য বা দর্শনং, (৫) কপুচ্ছলদেশে দর্ভপিঞ্জলীস্থাপনং, (৬) তত্র তাম্রক্ষুরস্য দর্পণস্য বা নিধানং, (৭) তত্র ক্ষুরস্য দর্পণস্য বা প্রেরণম্। ততো বারদ্বয়ং তূষ্ণীং প্রেরণম্। ততঃ লৌহক্ষুরেণ কপুচ্ছলকেশানাং ছেদনং গোময়োপরি নিক্ষেপশ্চ॥

ততস্তথা তথা পূর্ব্ববৎ কৃত্বা বামকপুষ্ণিকাকেশান্ অপি ছিত্বা গোময়োপরি নিদধ্যাৎ। ততঃ পিতা কুমারস্য শিরঃ করাভ্যামুপসংগৃহ্য জপেৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীজমদগ্নি-কশ্যপাগস্ত্যাদয়ো দেবতাঃ চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ,

---

স্থিত কেশ ছেদনপূর্ব্বক উহা দর্ভপিঞ্জলীসহ আচারানুসারে কুমারের কোন বন্ধুকর্তৃক ধৃত পাত্রে বৃষ-গোময়ের উপর নিক্ষেপ করিবে।

অতঃপর কপুচ্ছল-স্থানের কেশচ্ছেদন। [মস্তকের শিখাস্থানের নীচে পশ্চাদ্ভাগে মাতার কোলের দিকে উচ্চস্থানকে কপুচ্ছলদেশ কহে।] ইহাতেও দক্ষিণ কপুষ্ণিকার কেশচ্ছেদনের ন্যায় সেই সেই মন্ত্রে যথাক্রমে (১) নাপিতদর্শন, (২) কাংস্যপাত্রস্থ উষ্ণজল অবলোকন, (৩) কপুচ্ছল-স্থানের কেশ ভিজান, (৪) তাম্রক্ষুর বা দর্পণ দর্শন, (৫) কপুচ্ছলস্থানে দর্ভপিঞ্জলী স্থাপন, (৬) কপুচ্ছলস্থানে তাম্রক্ষুর বা দর্পণ স্থাপন, (৭) তথায় ক্ষুর বা দর্পণের পরিচালন করিবে। তারপর বিনামন্ত্রে দুইবার ক্ষুর বা দর্পণ পরিচালন এবং লৌহক্ষুরদ্বারা কপুচ্ছলস্থানের কেশ ছেদন

ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং ওঁ অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং, ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং ওঁ তত্তেঽস্তু ত্র্যায়ুষম্।' ততোঽগ্নেরুত্তর-দেশং নীত্বা, পুষ্পাদ্যলঙ্কৃতো নাপিতঃ পূর্ব্বমুখমুত্তরমুখং বা কুমারং মুণ্ডয়তি। সর্ব্বমেব কেশং বৃষগোময়োপরি নিধায় অরণ্যে বংশবিটপে বা স্থাপয়েৎ।

অস্মিন্ সময়ে কর্ণবেধোঽপি কর্ত্তব্যঃ। ততঃ পিতা পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং অগ্নৌ তূষ্ণীং হুত্বা, শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্ত-মুদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য, কর্ম্মকারয়িতৃপাঞ্চরাত্রিকবৈষ্ণবায় অপর-বৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দক্ষিণাং দদ্যাৎ। অথ কার্ষ্ণাদিবৈষ্ণবসেবাং চ কুর্য্যাৎ। কৃশর-ব্রীহি-যব-তিল তণ্ডুল-মাষান্ নাপিতায় দদ্যাৎ॥ ইতি চূড়াকরণম্॥

করিয়া উহা তাদৃশ বৃষগোময়োপরি সেইভাবে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর সেই সেই ক্রমে ও নিয়মে বাম কপুঞ্জিকাস্থানের কেশও ছেদন করিয়া পূর্ব্বোক্তভাবে বৃষগোময়োপরি নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর পিতা দুই হস্তে কুমারের মস্তক ধারণ করিয়া "ওঁ প্রজাপতিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। তারপর পুষ্পাদিদ্বারা অলঙ্কৃত নাপিত কুমারকে অগ্নির উত্তরদিকে লইয়া গিয়া এবং পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ করিয়া মুণ্ডিত করিবে। সমস্ত কেশ বৃষগোময়ের উপর নিক্ষেপ করিয়া বনে অথবা বাঁশের শাখায় স্থাপন করিবে।

এই সময়ে কর্ণবেধও কর্ত্তব্য। অনন্তর পিতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি-

অথ উপনয়নম্।

গর্ভাষ্টমে অষ্টমে বাঽব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনয়নং কর্ত্তব্যম্। তত্র তদসম্ভবে ষোড়শবর্ষপর্য্যন্তমুপনয়নাধিকারঃ, অতঃপরং সাবিত্রী-পতিতো ব্রাহ্মণো নোপনেতব্য ইতি।

তত্র প্রাতঃ কৃতস্নানঃ কৃতেষ্টবিষ্ণুবৈষ্ণবার্চ্চনঃ কৃতসাত্ত্বিক-বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা, তথোক্তেন পিত্রা বৃতোঽন্যো বা আচার্য্যঃ, তদভাবে মাণবকবৃতো বা আচার্য্যঃ সমুদ্ভব-নামানং অগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য মাণবকং প্রাত-র্ভোজয়িত্বা অগ্নেরুত্তরতো নীত্বা শিখয়া বিনা মুণ্ডিতং স্নাপিতং কুণ্ডলাদ্যলঙ্কৃতং ক্ষৌমবস্ত্রাদ্যসম্ভবে শুভ্রকার্পাসৈকবস্ত্রাবৃতং স্বদক্ষিণে (পূর্ব্বাভিমুখং) নিধায় প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ-

---

হোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক হোম করিবে এবং শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া কর্ম্মকারক পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে ও অন্যান্য বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণের সেবা করিবে। কৃশর-ব্রীহি-যব-তিল-তণ্ডুল-মাষগুলি নাপিতকে দিবে। ইতি চূড়াকরণ॥

(১৬) অথ উপনয়ন।—গর্ভসঞ্চার হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষে, অথবা জন্মগ্রহণ হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্ত্তব্য। কোন কারণে তাহা সম্ভবপর না হইলে, ষোড়শবর্ষপর্য্যন্ত যে-কোন সময়ে শুভদিনে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইতে পারে। ইহার পর ব্রাহ্মণ সাবিত্রীচ্যুত হয় এবং তাহার আর উপনয়ন হইতে পারে না। [মতান্তরে পঞ্চম বর্ষেও ব্রাহ্মণের উপনয়ন-বিধি আছে। বিপ্রের পঞ্চম হইতে ষোড়শ,

প্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতি-হোমং কুর্য্যাৎ,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ॥'

তত আচার্য্য-হোতা পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ পঞ্চাজ্যাহুতীর্জুহুয়াৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়ন-

---

ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠ হইতে দ্বাবিংশ, বৈশ্যের অষ্টম হইতে চতুর্ব্বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নাধিকার।]

উপনয়নদিনে পিতা প্রাতঃকালে স্নাত হইয়া প্রথমে শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবের অর্চ্চন ও সাত্ত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন করিবে। তারপর পিতা স্বয়ং, অথবা তৎকর্ত্তৃক বৃত অন্য আচার্য্য, অথবা তদভাবে মাণবক-কর্ত্তৃক বৃত আচার্য্য সমুদ্ভব-নামক অগ্নি স্থাপন-পূর্ব্বক বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপনান্তে মাণবককে প্রাতে কিছু প্রসাদ ভোজন করাইয়া এবং শিখা ব্যতীত মুণ্ডিত, স্নাত, কুণ্ডলাদ্যলঙ্কৃত, ক্ষৌমবস্ত্রের অভাবে একখানি শুভ্র কার্পাস-বস্ত্র পরিধান করাইয়া, অগ্নির উত্তরদিক্ দিয়া আনিয়া নিজের দক্ষিণ-দিকে (পূর্ব্বমুখভাবে) বসাইবে। অতঃপর প্রকৃত কর্ম্মের আরম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ব্যস্তসমস্ত-

হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণো ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি, তৎ তে প্রব্রবীমি তৎ শকেয়ং, তেনর্দ্ধ্যাসং (তেন ঋধ্যাসং) ইদং অহং অনৃতাৎ সত্যং উপৈমি স্বাহা ॥১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ শকেয়ং, তেন ঋধ্যাসং ইদং অহং অনৃতাৎ সত্যং উপৈমি স্বাহা ॥২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণ ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ শকেয়ং, তেন ঋধ্যাসং ইদং অহং অনৃতাৎ সত্যং উপৈমি স্বাহা ॥৩॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অনন্ত ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ শকেয়ং তেন ঋধ্যাসং, ইদং অহং অনৃতাৎ সত্যং উপৈমি স্বাহা ॥৪॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ, পঙ্‌ক্তিঃ ছন্দঃ শ্রীসঙ্কর্ষণো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ সঙ্কর্ষণ ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ শকেয়ং তেন ঋধ্যাসং, ইদং অহং অনৃতাৎ সত্যং উপৈমি স্বাহা ॥৫॥

এবমাজ্যাহুতীঃ হুত্বা অগ্নেঃ পশ্চিমতো আচার্য্য উদগগ্রেষু কুশেষু কৃতাঞ্জলিঃ প্রাঙ্মুখ ঊর্দ্ধস্তিষ্ঠেৎ। অগ্ন্যাচার্য্যয়োর্মধ্যে মাণবকোঽপি কৃতাঞ্জলিরাচার্য্যাভিমুখ উদগগ্রেষু কুশেষু ঊর্দ্ধ-

---

মহাব্যাহৃতিহোম করিবে। তারপর আচার্য্য-হোতা মূলোক্ত পাঁচটী মন্ত্রে পাঁচটী আজ্যহোম করিবে। আজ্যহোমের পরে আচার্য্য অগ্নির পশ্চিম-

স্তিষ্ঠেৎ। ততো মাণবকস্য দক্ষিণতঃ স্থিতো মন্ত্রবান্ পাঞ্চরাত্রিকো ব্রাহ্মণো মাণবকস্যাঞ্জলিমুদকেন পূরয়তি, পশ্চাদাচার্য্যস্যাপি। ততো গৃহীতোদকাঞ্জলিরাচার্য্যঃ গৃহীতোদকাঞ্জলিং মাণবকং পশ্যন্ জপতি,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু-নারায়ণ-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকং প্রেক্ষমাণস্য জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ আগন্ত্রা সমগন্মহি, প্র সুমর্ত্ত্যং যুযোতন, অরিষ্টাঃ সঞ্চরেমহি, স্বস্তি সঞ্চরতাৎ অয়ম্॥'৬॥ ততো গৃহীতোদকাঞ্জলিরাচার্য্যঃ গৃহীতোদকাঞ্জলিং মাণবকং পাঠয়তি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকপাঠনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ব্রহ্মচর্য্যং আগাম্, উপ মা নয়স্ব॥'৭॥ ততঃ আচার্য্যো মাণবকং নামধেয়ং পৃচ্ছতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকনামপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ, ওঁ কো নাম অসি॥'৮॥ ততো মাণবকঃ স্ব-নাম (প্রাগাচার্য্যকল্পিতং নাম বা) কথয়তি,—'ওঁ প্রজাপতিঃ

দিকে উত্তরাগ্র কুশাসনের উপর কৃতাঞ্জলি ও পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইবে। মাণবকও অগ্নি এবং আচার্য্যের মধ্যস্থলে উত্তরাগ্র কুশাসনের উপর কৃতাঞ্জলিপুটে আচার্য্যকে সম্মুখে করিয়া দাঁড়াইবে। অনন্তর কোন মন্ত্রবান্ অর্থাৎ দীক্ষিত পাঞ্চরাত্রিক ব্রাহ্মণ মাণবকের দক্ষিণভাগে দাঁড়াইয়া প্রথমে মাণবকের, পরে আচার্য্যের অঞ্জলি জলপূর্ণ করিয়া দিবে। আচার্য্য হস্তে জলাঞ্জলি লইয়া জলাঞ্জলিহস্তে দণ্ডায়মান মাণবককে দর্শনপূর্ব্বক মূলোক্ত ৬-সংখ্যক মন্ত্র স্বয়ং জপ করিবে এবং ৭-সংখ্যক মন্ত্র

বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা উপনয়নে মাণবকস্য নামকথনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অমুকদেবশর্ম্মনামা অস্মি ॥৯॥* তত আচার্য্যমাণবকৌ পূর্ব্বগৃহীতোদকাঞ্জলী ত্যজেতাম্ ।

তত আচার্য্যো দক্ষিণপাণিনা মাণবকস্য সাঙ্গুষ্ঠং দক্ষিণং পাণিমনেন মন্ত্রেণ গৃহ্ণাতি,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু-নারায়ণ-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণা দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ, ওঁ দেবস্য তে বিষ্ণোঃ প্রসবে, নারায়ণ-বাসুদেবয়োঃ বাহুভ্যাং সঙ্কর্ষণস্য হস্তাভ্যাং হস্তং গৃভ্নামি অমুক ॥১০॥ অত্র অমুকস্থানে অমুকদেবশর্ম্মন্ † ইতি মাণবক-নাম প্রয়োক্তব্যম্। ততো গৃহীত-মাণবকহস্ত আচার্য্যো জপতি,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণ্বাদয়ো দেবতা উপনয়নে গৃহীতমাণবকহস্তস্য আচার্য্যস্য জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ তে হস্তং অগ্রহীৎ, নারায়ণো মহা-বিষ্ণুঃ হস্তং অগ্রহীৎ, মুকুন্দো প্রভবিষ্ণুঃ হস্তং অগ্রহীৎ, মিত্রঃ ত্বং অসি কর্ম্মণা, বিষ্ণুঃ আচার্য্যঃ তব ॥১১॥ ততো মাণবকং

মাণবককে পাঠ করাইবে। তারপর আচার্য্য ৮-সংখ্যক মন্ত্রে মাণবকের নাম জিজ্ঞাসা করিবে। তদুত্তরে মাণবক ৯-সংখ্যক মন্ত্রে আচার্য্যকে স্বীয় নাম বলিবে। অনন্তর উভয়ে হস্তস্থিত জলাঞ্জলি ত্যাগ করিবে।

তারপর আচার্য্য মূলোক্ত ১০-সংখ্যক মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নিজ দক্ষিণ-হস্তদ্বারা মাণবকের অঙ্গুষ্ঠসহিত দক্ষিণহস্ত গ্রহণ করিবে এবং তৎপরে

---

* "অমুকনামা কৃষ্ণদাসোঽহং"—ইহা বক্তব্য।

† "অমুক কৃষ্ণদাস"—ইহা বক্তব্য।

আচার্য্যোঽনেন মন্ত্রেণ প্রদক্ষিণেন ভ্রাময়িত্বা প্রাঙ্ মুখং করোতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মাণবকস্য আবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণোঃ বিক্রমণং অন্বাবর্ত্তস্ব শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্ ॥'১২॥ ততো মাণবকস্য দক্ষিণস্কন্ধং স্পৃষ্ট্বাবতীর্ণেন দক্ষিণপাণিনা অব্যবহিতং (বস্ত্রাব্যবহিতং) নাভিদেশং অনেন মন্ত্রেণাচার্য্যঃ স্পৃশতি,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-নাভিদেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রাণানাং গ্রন্থিঃ অসি, মা বিস্রসঃ, অচ্যুত তুভ্যং ইদং পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণম্ ॥'১৩॥ ততো মাণবকস্য নাভেরুপরিদেশমনেন মন্ত্রেণাচার্য্যঃ স্পৃশতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভ্যুপরিদেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণ, তুভ্যং ইদং পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণম্ ॥'১৪॥ ততো মাণবকস্য হৃদয়দেশমনেন মন্ত্রেণাচার্য্য স্পৃশতি,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীজনার্দ্দনো দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-হৃদয়স্পর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ জনার্দ্দন, তুভ্যং ইদং পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণম্ ॥'১৫॥ তত আচার্য্যো দক্ষিণপাণিনা মাণবকস্য দক্ষিণস্কন্ধং স্পৃশন্ জপতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ উপনয়নে

১১-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর আচার্য্য মূলোক্ত ১২-সংখ্যক মন্ত্রে মাণবককে প্রদক্ষিণভাবে ঘুরাইয়া পূর্ব্বমুখ করিবে। তারপর আচার্য্য স্বীয় দক্ষিণহস্ত মাণবকের দক্ষিণ-স্কন্ধ স্পর্শপূর্ব্বক নামাইয়া মূলোক্ত ১৩-

ব্রহ্মচারিদক্ষিণস্কন্ধস্পর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণবে প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্ ॥'১৬॥ ততো বামেন পাণিনা মাণবকস্য বামস্কন্ধং স্পৃশন্ আচার্য্যো জপতি,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-বামস্কন্ধ-স্পর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণবে দামোদরায় ত্বা পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ ॥'১৭॥

তত আচার্য্যো মাণবকমনেন মন্ত্রেণ সম্বোধয়তি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-সম্বোধনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ব্রহ্মচারী অসি শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ ॥'১৮॥ ততঃ সম্বোধিতং মাণবকমাচার্য্যঃ প্রেষয়তি,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-প্রেষণে বিনিয়োগঃ, ওঁ সমিধং আধেহি, [ব্রহ্মচারী—ওঁ বাঢ়ম্] ; ওঁ অপঃ অশান, [ব্রহ্মচারী—ওঁ বাঢ়ম্]; ওঁ কর্ম্ম কুরু, [ব্রহ্মচারী—ওঁ বাঢ়ম্] ; ওঁ মা দিবা স্বাপ্সীঃ, [ব্রহ্মচারী—ওঁ বাঢ়ম্] ॥' ব্রহ্মচারী সর্ব্বত্র 'ওঁ বাঢ়ং' ইতি ব্রূয়াৎ।

সংখ্যক মন্ত্রে মাণবকের অনাচ্ছাদিত নাভিদেশ স্পর্শ করিবে। তদনন্তর আচার্য্য মূলোক্ত ১৪-সংখ্যক মন্ত্রে মাণবকের নাভির উপরিস্থান স্পর্শ করিবে, তারপর মাণবকের হৃদয়স্থান মূলোক্ত ১৫-সংখ্যক মন্ত্রে স্পর্শ করিবে ; ১৬-সংখ্যক মন্ত্রে মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিবে। অতঃপর বামহস্তে মাণবকের বাম স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া আচ্যার্য্য মূলোক্ত ১৭-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। তদনন্তর আচার্য্য মূলোক্ত ১৮-সংখ্যক মন্ত্রে মাণবককে সম্বোধন করিবে। তারপর আচার্য্য মাণবককে মূলোক্ত বাক্যে প্রেরণা বা

ততোঽগ্নেরুত্তরতঃ গত্বা আচার্য্য উদগগ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্মুখ উপবিশতি। মাণবকোঽপি পাতিতদক্ষিণজানুঃ উদগগ্রেষু কুশেষু আচার্য্যাভিমুখ উপবিশতি। অথৈনং মাণবকং আচার্য্যস্ত্রিঃ প্রদক্ষিণাং ত্রিবৃতাং মৌঞ্জমেখলাং পরিধাপয়ন্ মন্ত্রদ্বয়ং বাচয়তি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে মেখলা পরিধাপনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা, বর্ণং পবিত্রং পুনতী মে আগাৎ; প্রাণাপানাভ্যাং বলং আবহন্তী, স্বসা দেবী সুভগা মেখলা ইয়ং ॥১৯॥ ওঁ ঋতস্য গোপত্রী তপসঃ পরস্বী, ঘ্নতী রক্ষঃ, সহমানা অরাতীঃ; সা মা সমন্তং অভিপর্য্যেহি ভদ্রে, ধর্ত্তারঃ তে মেখলে মা রিষাম' ॥২০॥ তত আচার্য্যো যজ্ঞোপবীতং কৃষ্ণসারাজিনসহিতং মাণবকং পরিধাপয়েৎ। তত্র প্রথমং যজ্ঞোপবীতাদানং,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীতা-দানে বিনিয়োগঃ, ওঁ যজ্ঞোপবীতং অসি, যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞো-পবীতেন উপনহ্যামি' ॥২১॥ ইত্যনেন মন্ত্রেণ যজ্ঞোপবীতং আদায়

আদেশ করিবে। মাণবক সর্ব্বত্র 'ওঁ বাঢ়ং' বলিয়া আদেশ গ্রহণ করিবে।

অতঃপর আচার্য্য অগ্নির উত্তর দিকে গিয়া উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবে। মাণবকও উত্তরাগ্র কুশাসনে দক্ষিণজানু পাতিয়া আচার্য্যাভিমুখ (পশ্চিমমুখ) হইয়া বসিবে। অনন্তর আচার্য্য মাণবককে ত্রিগুণ মুঞ্জমেখলা তিনবার প্রদক্ষিণক্রমে (অর্থাৎ ডান্‌দিক্ হইতে ঘুরাইয়া তিন ফেরে) পরাইতে পরাইতে মূলোক্ত ১৯-২০-সংখ্যক মন্ত্রদ্বয় পড়াইবে। তারপর আচার্য্য মাণবককে কৃষ্ণসার অজিন-সহিত

আচার্য্যস্ততঃ,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে মাণবকস্য যজ্ঞোপবীত-পরিধাপনে বিনিয়োগঃ, ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতেঃ যৎ সহজং পুরস্তাৎ ; আয়ুষ্যং অগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং, বলং অস্তু তেজঃ' ॥২২॥ ইতি (জপ্ত্বা মাণবকং) যজ্ঞোপবীতং (স্বয়ং) পরিধাপয়েৎ। ততঃ (আচার্য্যঃ মাণবকহস্তে অজিনং দত্ত্বা)— 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে মাণবকস্য অজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ, ওঁ মিত্রস্য চক্ষুঃ বরুণং বলীয়ঃ তেজোযশস্বি স্থবিরং সমিদ্ধং ; অনাহনস্যং বসনং জরিষ্ণু পরি ইদং বাজি অজিনং দধে অহং' ॥২৩॥ ইতি (মন্ত্রং মাণবকং বাচয়িত্বা) অজিনং পরিধাপয়েৎ।

ততো মাণবক আচার্য্যস্য উপসন্নো ব্রবীতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আচার্য্যামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ, ওঁ অধীহি ভোঃ, সাবিত্রীং মে ভবান্ অনু-ব্রবীতু' ॥২৪॥ ততস্তমুপসন্নং মাণবকমাচার্য্যঃ প্রথমং পাদং পাদং

যজ্ঞোপবীত পরাইবে। প্রথমে আচার্য্য মূলোক্ত ২১-সংখ্যক মন্ত্রে যজ্ঞো-পবীত গ্রহণ করিবে ; পরে ২২-সংখ্যক মন্ত্র জপপূর্ব্বক মাণবককে স্বয়ং ঐ যজ্ঞোপবীত পরাইবে। অতঃপর আচার্য্য মাণবকের হস্তে অজিন দিয়া মূলোক্ত ২৩-সংখ্যক মন্ত্র মাণবককে পাঠ করাইয়া অজিন পরিধান করাইবে।

তারপর মাণবক আচার্য্যের উপসন্ন (কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখস্থ) হইয়া মূলোক্ত ২৪-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে। আচার্য্য উপসন্ন মাণবককে প্রথমে

ততোঽর্দ্ধমর্দ্ধং, ততঃ কৃৎস্নাং সাবিত্রীমধ্যাপয়েৎ। যথা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ তৎ সবিতুঃ বরেণ্যং' ইতি প্রথমং পাদং বারত্রয়ম্॥ ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ (প্রতিবারং প্রতিমন্ত্রং বাচ্যাঃ)। 'ওঁ ভর্গোদেবস্য ধীমহি' ইতি দ্বিতীয়ং পাদং বারত্রয়ম্। 'ওঁ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' ইতি তৃতীয়ং পাদং বারত্রয়ম্। 'ওঁ তৎ সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি' ইতি পূর্ব্বার্দ্ধং বারত্রয়ম্। 'ওঁ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' ইত্যুত্তরার্দ্ধং বারত্রয়ম্। 'ওঁ তৎ সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ' ইতি সর্ব্বামেব গায়ত্রী বারত্রয়ং পাঠয়েৎ। ততো মাণবকমাচার্য্যো মহাব্যাহৃতীঃ পৃথক্ পৃথক্ কৃত্বা ওঁকারপূর্ব্বিকা ওঁকারান্তাশ্চ (ওঁকারপুটিতাঃ) অধ্যাপয়েৎ। যথা,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ওঁ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্

এক চরণ করিয়া, তারপর অর্দ্ধেক করিয়া, পরিশেষে সম্পূর্ণ সাবিত্রীমন্ত্র অধ্যয়ন করাইবে। যথা—মূলোক্ত বিধিতে প্রথম পাদ তিনবার, দ্বিতীয় পাদ তিনবার, তৃতীয়পাদ তিনবার; পুনঃ পূর্ব্বার্দ্ধ তিনবার, শেষার্দ্ধ তিনবার; তারপর সম্পূর্ণ গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইবে। তদনন্তর আচার্য্য মাণবককে মহাব্যাহৃতি পৃথক্ পৃথক্ ও ওঙ্কারপুটিত (অর্থাৎ আগে পরে ওঙ্কারযুক্ত) করিয়া পাঠ করাইবে। ব্যাহৃতি-পাঠক্রম মূলে

ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ ওঁ ॥, ততঃ সপ্রণবব্যাহৃতিকাং প্রণবান্তাং গায়ত্রীমধ্যাপয়েৎ বারত্রয়ং—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥' ততো বৈল্বং পালাশং বা মাণবকপরিমাণং দণ্ডং মাণবকায় প্রযচ্ছন্নাচার্য্যো মাণবকং বাচয়তি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিঃ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে মাণবক-দণ্ডার্পণে বিনিয়োগঃ, ওঁ সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু, যথা ত্বং সুশ্রবঃ সুশ্রবা দেবেষু এবং অহং সুশ্রবঃ সুশ্রবা ব্রাহ্মণেষু ভূয়াসম্' ॥২৫॥ (ইতি দণ্ডং গ্রাহয়েৎ)। অথ গৃহীতদণ্ডো ব্রহ্মচারী ভিক্ষাং প্রার্থয়তি। তত্র প্রথমং মাতরং—'ওঁ ভবতি ভিক্ষাং দেহি' ইতি। ততো লব্ধভিক্ষো মাণবকঃ—'ওঁ স্বস্তি, ইতি ব্রূয়াৎ; এবং সর্ব্বত্র। ততো মাতৃবন্ধুস্ত্রিয়ঃ। ততঃ পিতরং—'ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং দেহি' ইতি প্রার্থয়েৎ। ততোঽন্যাংশ্চ প্রার্থয়েৎ। সর্ব্বং ভিক্ষালব্ধমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ।

দ্রষ্টব্য। ব্যাহৃতি পাঠ করাইবার পর—আচার্য্য মাণবককে সপ্রণব-ব্যাহৃতিসহ প্রণবান্ত গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইবে। তারপর আচার্য্য মাণবকের হস্তে বিল্ব বা পলাশের দণ্ড প্রদানকালে মাণবককে মূলোক্ত ২৫-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করাইয়া দণ্ড গ্রহণ করাইবে। দণ্ডগ্রহণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। ভিক্ষা প্রার্থনার বাক্য মূলে দ্রষ্টব্য।

ততঃ পূর্ব্ববদাচার্য্যো ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশ প্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা, প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্ত-মুদীচ্যং কর্ম্ম নির্ব্বর্ত্ত্য দক্ষিণাং কারয়েৎ। তত্র যদি পিতৈ-বাচার্য্যস্তদা কর্ম কারয়িতৃ পাঞ্চরাত্রিকবৈষ্ণবায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ। অপরবৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দক্ষিণাং দদ্যাৎ। তথা কাঙ্গাদিবৈষ্ণব-সেবাঞ্চ কুর্য্যাৎ। ব্রহ্মচারী তু তত্রৈব স্থানে দিনান্তং যাবৎ বাগ্‌যতস্তিষ্ঠেৎ। ততঃ প্রাপ্তায়াং সন্ধ্যায়াং তাং উপাস্য কুশ-ণ্ডিকোক্তবিধিনা সমুদ্ভবনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য,—'ওঁ ইহ এব অয়ং ইতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ইতি জপ্‌ত্বা, দক্ষিণং জানু ভূমৌ পাতয়িত্বা দক্ষিণপশ্চিমোত্তরক্রমেণ উদকা-ঞ্জলিসেকং অগ্নিপর্য্যুক্ষণঞ্চ কৃত্বা (কুশণ্ডিকায়াং দ্রষ্টব্যং) সমিদ্ধোমং * কুর্য্যাৎ। তত্র প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তং সমিত্রয়ং

সর্ব্বাগ্রে মাতার নিকট, তারপর মাতৃবন্ধু স্ত্রীগণের নিকট, তারপর ক্রমে পিতা ও পিতৃবন্ধুগণের নিকট ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষালব্ধ সমস্ত দ্রব্য আচার্য্য অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করিবে।

অতঃপর আচার্য্য পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি-হোম করিয়া, প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক হোম করিয়া প্রকৃতকর্ম্ম সমাপন-পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণা করাইবে। যদি পিতা স্বয়ং আচার্য্য হন, তাহা হইলে

---

* কার্য্যতঃ,—ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম ও অমন্ত্রক সমিধ্ হোমের পর ব্রহ্মচারি-দ্বারা সমিদ্ধোম করাইয়া যথাবিধি উদীচ্য কর্ম্ম করিবে।

গৃহীত্বা প্রথমং একাং তূষ্ণীমগ্নৌ জুহুয়াৎ। ততঃ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা অগ্নৌ সমিদাধানে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণো অগ্নয়ে সমিধং আহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে, যথা অগ্নিঃ সমিধা সমিধ্যতি এবং অহং আয়ুষা মেধয়া বর্চ্চসা প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চ্চসেন ধনেন অন্নাদ্যেন সমেধিষীয় স্বাহা' ২৬॥ ইত্যনেন দ্বিতীয়াং জুহুয়াৎ। ততস্তৃতীয়াং তূষ্ণীং জুহুয়াৎ। ততঃ কর্ম্মশেষোক্তবিধিনা পুনরগ্নিপর্য্যুক্ষণং, দক্ষিণ-পশ্চিমোত্তর-ক্রমেণ উদকাঞ্জলিসেকঞ্চ কুর্য্যাৎ। ততঃ—'ওঁ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ অভিবাদয়ে'—ইত্যগ্নিমভিবাদ্য—'ওঁ ক্ষমস্ব' ইত্যগ্নিং বিসৃজেৎ।

ততঃ অতীতায়াং সন্ধ্যায়াং ভিক্ষালব্ধমন্নং ক্ষারলবণবর্জ্জিতং সঘৃতং (চরুশেষং) উদকেনাভ্যুক্ষ্য,—ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি

কর্ম্মকারক পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে। অন্যান্য বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকেও দক্ষিণা দিবে এবং কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণের সেবা করিবে। ব্রহ্মচারী সেই স্থানেই সন্ধ্যা না হওয়া পর্য্যন্ত মৌনী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। সন্ধ্যা হইলে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে সমুদ্ভব-নামক অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক 'ওঁ ইহৈবায়ং' ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র জপ করিবে এবং দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তরদিক্‌ক্রমে উদকাঞ্জলিসেক ও অগ্নিপর্য্যুক্ষণ করিয়া সমিধ্ হোম করিবে। ব্রহ্মচারী প্রাদেশপ্রমাণ তিনটী ঘৃতাক্ত সমিধ্ লইয়া তাহা হইতে প্রথমে একটি সমিধ্ অমন্ত্রক হোম করিবে, তারপর মূলোক্ত ২৬-সংখ্যক মন্ত্রে দ্বিতীয় সমিধ্ হোম করিয়া তৃতীয় সমিধ্‌টি অমন্ত্রক হোম করিবে। তারপর

স্বাহা' ইত্যাপোহশনং কৃত্বা মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠ-ত্রিপর্ব্ব-গৃহীতেনান্নেন—'ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা'—ইতি পঞ্চাহুতীরভ্যবহৃত্য. সর্ব্বত্র প্রাণাহুতিশেষং ভূমৌ নিক্ষিপ্য, বামহস্তবিধৃত ভোজনপাত্রো বাগ্‌যতো ভুঞ্জীত। ভোজনানন্তরং—'ওঁ অমৃতপিধানমসি স্বাহা'—ইতি পুনরাপোহশনং কৃত্বা আচামেৎ। এতচ্চাগ্নিকার্য্যং ব্রহ্মচারিণা সমাবর্ত্তনপর্য্যন্তং প্রত্যহং সায়ং প্রাতঃ কর্ত্তব্যম্। ভোজনং চানেন ক্রমেণ যাবজ্জীবং কর্ত্তব্যম্॥ ইতি উপনয়নকর্ম্ম॥

অথ চতুর্থেঽহনি সাবিত্রীচরুহোমঃ। তত্র প্রথমং কৃতস্নানঃ পিতা, পিতৃবৃতো ব্রহ্মচারিবৃতো বা অন্যো বাচার্য্যঃ সমুদ্ভব-

---

উদীচ্যকর্ম্মোক্ত বিধিতে পুনরায় অগ্নিপর্য্যুক্ষণ ও উদকাঞ্জলিসেক করিয়া মূলোক্ত বিধানে অগ্নিকে নমস্কারপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিবে।

সন্ধ্যা অতীত হইলে ক্ষার-লবণবর্জ্জিত সঘৃত ভিক্ষান্ন জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া, মূলোক্ত মন্ত্রে আপোহশন (গণ্ডূষ) করিয়া, মধ্যমা-অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা অন্ন গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রাণায়' ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রে পঞ্চগ্রাস ভক্ষণ করিবে এবং প্রত্যেক গ্রাসের অবশেষ কিছু অন্ন ভূমিতে ত্যাগ করিবে। তারপর বামহস্তে ভোজনপাত্র ধরিয়া নীরবে ভোজন করিবে। ভোজনান্তে অমৃতাপধান-মন্ত্রে পুনঃ গণ্ডূষ করিয়া আচমন করিবে। সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় এইরূপ অগ্নিকার্য্য করিতে হইবে এবং উক্ত নিয়মে যাবজ্জীবন ভোজন করিতে হইবে। ইতি উপনয়ন॥

নামানমগ্নিং সংস্থাপ্য ব্রহ্মস্থাপনানন্তরং প্রাঙমুখ উপবিষ্টস্তস্মিন্নেবাগ্নৌ চরু শ্রপয়েৎ।

তস্যানুষ্ঠানং যথা—অগ্নেঃ পশ্চিমায়াং দিশি প্রাগগ্রান্ কুশান্ আস্তীর্য্য তদুপরি প্রক্ষালিতানীতং বারুণমুদূখলমূষলং, বৈণবঞ্চ সূর্পং বারুণচমস স্থজলপ্রোক্ষিতং সংস্থাপ্য, ব্রীহিন্ যবান্ বা সূর্পে নিধায়,—'ওঁ সবিত্রে ত্বা যুষ্টং নির্ব্বপামি' ইতি কাংস্যপাত্রে চরুস্থাল্যাং বা গৃহীত্বা উদূখলে স্থাপয়েৎ। দ্বিস্তূষ্ণীং। ততো দক্ষিণহস্তং উপরি কৃত্বা মূষলেনাবহত্য শূর্পেণ প্রস্ফোটয়েৎ। ইত্থমেব বারত্রয়ং কৃত্বা ত্রিঃ প্রক্ষাল্য চরুস্থাল্যাং অমন্ত্রকং কৃতোত্তরাগ্রং পবিত্রং নিক্ষিপ্য, তদুপরি প্রক্ষালিততণ্ডুলান্ নিধায়, দুগ্ধং নিক্ষিপ্য স্তোকং স্তোকং উদকং দত্ত্বা, তন্মধ্যে খদিরপলাশোডুম্বরাণামন্যতমস্য প্রাদেশপ্রমাণাং অগ্রে উভয়তঃ সার্দ্ধাঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব-

---

অথ চতুর্থদিবসে সাবিত্রীচরুহোম।—স্নাত পিতা, অথবা পিতৃকর্ত্তৃক বৃত, বা ব্রহ্মচারিকর্ত্তৃক বৃত আচার্য্য সমুদ্ভব-নামক অগ্নি স্থাপনানন্তর ব্রহ্মস্থাপন পর্য্যন্ত করিয়া পূর্ব্বমুখে বসিয়া সেই অগ্নিতে চরু পাক করিবে।

তদনুষ্ঠান যথা—অগ্নির পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাগ্রভাবে কুশ বিছাইয়া তাহার উপর ধৌত বরুণকাষ্ঠনির্ম্মিত উদূখল ও মূষল এবং বরুণকাষ্ঠনির্ম্মিত চমসের (কোশার) জলে প্রোক্ষিত বংশনির্ম্মিত সূর্প (কুলা) স্থাপন করিবে ; ঐ কুলায় ব্রীহি বা যব রাখিয়া, 'ওঁ সবিত্রে' ইত্যাদি মন্ত্রে উহার কিয়দংশ কাংস্যপাত্র বা চরুস্থালীতে গ্রহণপূর্ব্বক উদূখলে স্থাপন করিবে। অবশিষ্টাংশ বিনামন্ত্রে দুইবারে উদূখলে রাখিবে। তারপর উপরে দক্ষিণহস্তে ধৃত মূষলের দ্বারা উহা আঘাত করিয়া কুলা-

প্রমাণং চতুষ্কোণপুষ্করং মেক্ষণং দক্ষিণাবর্ত্তেন ভ্রাময়িত্বা তথা পচেৎ যথা অন্তরুষ্মণা পাকো ভবতি সম্যক্, মণ্ডগালনং দাহশ্চ ন ভবতি। সম্যক্ পাকে ভূতে মধ্যে ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দত্ত্বা প্রাগাদি-দিক্‌চিহ্নিতাং চরুস্থালীমবতার্য্য অগ্নেরুত্তরতঃ কুশোপরি স্থাপয়িত্বা পুনর্ম্মধ্যে ঘৃতস্রুবং দদ্যাৎ।

ততো ভূমিজপাদি স্রুবসংস্কার পর্য্যন্তং কর্ম্ম কৃত্বা, অগ্নেঃ পশ্চিমতঃ আস্তরণকুশোপরি পূর্ব্বমাজ্যং পশ্চাচ্চরুং নিধায়, উদকাঞ্জলিসেকং কৃত্বা, বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য, প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ

দ্বারা প্রক্ষোটন করিবে অর্থাৎ ঝাড়িয়া লইবে। এইরূপ তিনবার করিবার পর উহা তিনবার প্রক্ষালন করিবে। চরুস্থালীতে অমন্ত্রক পবিত্র (প্রাদেশপ্রমাণ দুইগাছা কুশ) উত্তরাগ্রভাবে স্থাপন করিয়া তাহার উপর প্রক্ষালিত তণ্ডুল স্থাপনপূর্ব্বক দুগ্ধ ঢালিয়া দিবে এবং (পাককালে) অল্প অল্প করিয়া জল দিয়া মেক্ষণদ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে ঘাঁটিয়া এইরূপভাবে পাক করিবে যাহাতে মধ্যস্থ তাপে (অর্থাৎ ভাপে) সম্যক্ পাক হইয়া যায় অথচ মণ্ড গালিতে হয় না ও পোড়া লাগে না। ঐ মেক্ষণ (হাতা) খদির, পলাশ বা উড়ুম্বর কাষ্ঠের হইবে, উহা প্রাদেশপ্রমাণ দীর্ঘ হইবে, উহার অগ্রভাগে পুষ্করটা (মুখটা) উভয়দিকে দেড় অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ও চতুষ্কোণ হইবে। সম্যক্ পাক হইলে তাহাতে দুইস্রুব ঘৃত প্রক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বাদিদিক্‌চিহ্নযুক্ত চরু (চরুস্থালী) নামাইয়া অগ্নির উত্তরদিকে কুশের উপর রাখিয়া তন্মধ্যে পুনঃ একস্রুব ঘৃত দিবে।

তদনন্তর কুশণ্ডিকান্তর্গত ভূমিজপ হইতে স্রুবসংস্কার পর্য্যন্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া, অগ্নির পশ্চিম দিকে বিস্তৃত কুশের উপর আগে আজ্য,

প্রক্ষিপেৎ। আজ্যহোমোপক্রমবিহিতস্তু মহাব্যাহৃতিহোমশ্চরু-হোমত্বাৎ অস্য প্রথমং ন কর্ত্তব্যঃ, অন্তে তু কর্ত্তব্য এব বিহিতত্বাৎ। যদি সংক্ষেপোঽপেক্ষিতঃ জুহূর্বা ন প্রাপ্যতে, তদা চরুমধ্যে ঘৃতস্রুবং দত্ত্বা, তত্রৈব মেক্ষণেন সকৃদন্নং গৃহীত্বা, অগ্নিমধ্যে—'ওঁ বিষ্ণবে সবিত্রে স্বাহা' ইতি জুহুয়াৎ। অথ প্রবরসংখ্যয়া পঞ্চ বা ত্রয়ো মেখলাগ্রন্থয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ। অথ চেৎ ফলভূয়স্ত্বং অপেক্ষিতং, জুহূশ্চ প্রাপ্যতে, তদা ভার্গবাদিপ্রবরাণাং জুহ্বাং পঞ্চ ঘৃতস্রুবান্ দত্ত্বা, ইতরপ্রবরাণাং ঘৃতস্রুবচতুষ্টয়ং দত্ত্বা, অগ্নেরুত্তরে প্রাগ্‌গামিনীং আজ্যধারাং—'ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা'—ইত্যনেন হুত্বা, তথৈবাগ্নের্দক্ষিণভাগে—'ওঁ অনন্তায় স্বাহা'—ইতি জুহুয়াৎ। অথ যদি ভৃগুগোত্রো ভার্গবপ্রবরো (বা) ব্রহ্মচারী, তদা জুহ্বাং ঘৃতস্রুবমেকং চরুমধ্যে ঘৃতস্রুবমেকং দত্ত্বা

পরে চরু স্থাপন করিবে এবং উদকাঞ্জলিসেক করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপনপূর্ব্বক প্রকৃতকর্ম্মের আরম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক হোম করিবে। আজ্যহোমের প্রারম্ভে মহাব্যাহৃতিহোম বিহিত বলিয়া, এই চরুহোমের প্রথমে উহা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু পরে উহা করিতে হইবে। যদি কার্য্যসংক্ষেপ অভিপ্রেত হয়, কিম্বা জুহূ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে চরুমধ্যে একস্রুব ঘৃত প্রক্ষেপ করিয়া, সেখান হইতেই মেক্ষণদ্বারা একবার অন্ন লইয়া, উহা 'ওঁ সবিত্রে স্বাহা' মন্ত্রে অগ্নিতে হোম করিবে।

অনন্তর প্রবরসংখ্যানুসারে পাঁচটী বা তিনটী মেখলাগ্রন্থি করিবে। যদি ফলাধিক্য অভিপ্রেত হয় এবং জুহূও পাওয়া যায়, তাহা হইলে

তত্রৈব মেক্ষণেনাবদায় অন্নং পুনরপি জুহ্বাং স্থাপয়েৎ; অবদানস্থানে চ চরৌ ঘৃতস্রুবং দদ্যাৎ। ততশ্চরোঃ পূর্ব্বভাগে ঘৃতস্রুবং দত্ত্বা তত্রৈব মেক্ষণেনাবদায় অন্নং পুনরপি জুহ্বাং স্থাপয়েৎ; অবদানস্থানে চ চরৌ ঘৃতস্রুবং দদ্যাৎ। ততশ্চরোঃ পশ্চিমে ভাগে ঘৃতস্রুবং দত্ত্বা তত্রৈব মেক্ষণেনাবদায় অন্নং পুনরপি জুহ্বাং স্থাপয়েৎ; অবদানস্থানে চ চরৌ ঘৃতস্রুবং দদ্যাৎ। ততো জুহ্বাং সর্ব্বোপরি ঘৃতস্রুবং দত্ত্বা অগ্নিমধ্যে—'ওঁ বিষ্ণবে সবিত্রে স্বাহা' —ইতি জুহুয়াৎ। যদি অন্যগোত্রোঽন্যপ্রবরো বা তদাচরোঃ পশ্চিমভাগে ঘৃতস্রুবং দত্ত্বা অবদানং ন কর্ত্তব্যম্। কিন্তু জুহ্বাং ঘৃতস্রুবং দত্ত্বা, চরুমধ্যে প্রাগাবর্ত্তনেনৈব, চরোরুপরি ঘৃতস্রুবং

ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবর ব্রহ্মচারী জুহূতে পাঁচ স্রুব ঘৃত দিয়া, অন্যগোত্র-প্রবর ব্রহ্মচারী চারি স্রুব ঘৃত দিয়া, 'ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা' মন্ত্রে অগ্নির উত্তরাংশে পূর্ব্বাগ্র ঘৃতধারা দিবে। 'ওঁ অনন্তায় স্বাহা' মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণাংশে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ঘৃতধারা দিবে। অতঃপর ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবর ব্রহ্মচারী জুহূতে একস্রুব ও চরুমধ্যে একস্রুব ঘৃত দিয়া, চরুর সেই স্থান হইতে মেক্ষণদ্বারা অন্ন (অবদান) গ্রহণ করিয়া জুহূতে স্থাপন করিবে এবং চরুর অবদানস্থানেও একস্রুব ঘৃত দিবে। তারপর চরুর পূর্ব্বভাগে একস্রুব ঘৃত দিয়া ঐ স্থান হইতে মেক্ষণদ্বারা অন্ন অবদান করিয়া উহা জুহূতে স্থাপনানন্তর চরুর অবদানস্থানে একস্রুব ঘৃত দিবে। পুনরায় চরুর পশ্চিমভাগে ঐরূপে একস্রুব ঘৃত দিয়া ঐ স্থান হইতে অন্ন অবদান করিয়া জুহূতে স্থাপনপূর্ব্বক চরুর অবদানস্থানে ঘৃতস্রুব দিবে। তারপর জুহূতে সমস্ত অন্নের উপর একস্রুব ঘৃত দিয়া 'ওঁ বিষ্ণবে সবিত্রে

দত্ত্বা হোতব্যম্। ততো ভার্গবাদিপ্রবরো যদি ব্রহ্মচারী, তদা জুহ্বাং ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দত্ত্বা, চরোঃ পূর্ব্বোত্তরভাগে ঘৃতস্রুবং দত্ত্বা, মেক্ষণেন চরোঃ বহুতরমন্নং গৃহীত্বা জুহ্বাং স্থাপয়েৎ; অবদানস্থানে চরৌ ঘৃতস্রুবং ন দদ্যাৎ। ততো জুহূস্থচরোরুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দত্ত্বাগ্নেঃ পূর্ব্বোত্তরভাগে—'ওঁ স্বিষ্টিকৃতে শ্রীঅচ্যুতায় স্বাহা'—ইতি জুহুয়াৎ। যদ্যন্যগোত্রোঽন্যপ্রবরস্তদা প্রথমমেক এব ঘৃতস্রুবো জুহ্বাং দাতব্যঃ (অন্যৎ সর্ব্বং সমানম্।)

ততস্তূষ্ণীমগ্নৌ মেক্ষণং হুত্বা মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা তূষ্ণীং প্রাদেশপ্রমাণসমিৎপ্রক্ষেপান্তং প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য সর্ব্বকর্ম্ম-

---

স্বাহা' মন্ত্রে অগ্নিতে হোম করিবে। ব্রহ্মচারী অন্যগোত্র-প্রবর হইলে চরুর পশ্চিমভাগে অবদান করিবে না। কিন্তু জুহূমধ্যে একস্রুব ঘৃত দিয়া স্থালীস্থ চরুমধ্যে (পশ্চিমভাগ ব্যতীত) পূর্ব্ব প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করিয়া জুহূস্থ চরুর উপরে একস্রুব ঘৃত দিয়া পূর্ব্ববৎ হোম করিবে। অতঃপর ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবর ব্রহ্মচারী জুহূতে দুইস্রুব ঘৃত দিয়া, চরুর পূর্ব্বোত্তর ভাগে (ঈশান কোণে) একস্রুব ঘৃত দিয়া, মেক্ষণদ্বারা ঐ স্থান হইতে অনেক অন্ন উঠাইয়া লইয়া জুহূতে স্থাপন করিবে, কিন্তু চরুর অবদান-স্থানে আর ঘৃতস্রুব দিতে হইবে না। তারপর জুহূস্থ চরুর উপর দুইস্রুব ঘৃত দিয়া অগ্নির পূর্ব্বোত্তর ভাগে 'ওঁ স্বিষ্টিকৃতে অচ্যুতায় স্বাহা' মন্ত্রে হোম করিবে। অন্যগোত্র-প্রবর হইলে, জুহূতে প্রথমে একস্রুব ঘৃত দিবে। (অপর সমস্ত কার্য্য একরূপ)।

অনন্তর মেক্ষণটী অগ্নিতে অমন্ত্রক হোম করিয়া, মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া, অমন্ত্রক প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ্ নিক্ষেপ করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম

সাধারণং শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্তং উদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য আচার্য্যায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ। পিতৈবাচার্য্যশ্চেৎ কর্ম্মকারয়িতৃ পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবায় ব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ॥ ইতি সাবিত্রী-চরুহোমঃ॥

অথ সমাবর্ত্তনম্।

অথ কৃতবেদাধ্যয়নং আচার্য্যানুমতং মাণবকং সমাবর্ত্তয়েৎ। তত্র প্রাতঃ কৃতস্নানঃ কৃতবিষ্ণুপূজনঃ কৃতসাত্ত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা, কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধেন পিত্রা বৃতো, ব্রহ্মচারিবৃতো বাহন্যঃ এবাচার্য্য-স্তেজোনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য, মাণবকং দক্ষিণে নিধায়, প্রকৃতকর্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধমগ্নৌ তূষ্ণীং হুত্বা মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। তত আচার্য্যঃ পঞ্চাহুতীর্জুহুয়াৎ যথা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অনন্ত ব্রতপতে ব্রতং অচারিষং তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ অশকং তেন অরাৎসং, ইদং, অহং অনৃতাৎ সত্যং উপাগাং স্বাহা॥১॥ ওঁ

সমাপন-পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মসাধারন শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্য গানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম শেষ করিবে এবং আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে। পিতাই আচার্য্য হইলে কর্ম্মকারক পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে। ইতি সাবিত্রীচরুহোম॥

(১৭) অথ সমাবর্ত্তন।—আচার্য্যের অনুমতিক্রমে অধীতবেদ মাণবকের সমাবর্ত্তন কর্ত্তব্য। সমাবর্ত্তন দিনে পিতা স্নানানন্তর বিষ্ণুপূজা ও সাত্ত্বিক

পরমেশ্বর ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবাসুদেবো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বাসুদেব ব্রতপতে ব্রতং অচারিষং, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ অশকং, তেন অরাৎসং, ইদং অহং অনৃতাৎ সত্যং উপাগাং স্বাহা ॥২॥ ওঁ সনক ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীচতুর্ভুজো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ চতুর্ভুজ ব্রতপতে ব্রতং অচারিষং, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ অশকং, তেন অরাৎসং, ইদং অহং অনৃতাৎ সত্যং উপাগাং স্বাহা ॥৩॥ ওঁ সনৎকুমার ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীসর্ব্বেশ্বরো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ সর্ব্বেশ্বর ব্রতপতে ব্রতং অচারিষং, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ অশকং, তেন অরাৎসং, ইদং অহং অনৃতাৎ সত্যং উপাগাং স্বাহা ॥৪॥ ওঁ আয়ুষ্মান্ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত ব্রতপতে ব্রতং অচারিষং, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ অশকং, তেন অরাৎসং, ইদং অহং অনৃতাৎ সত্যং উপাগাং স্বাহা ॥৫॥

ততঃ আচার্য্য উদগগ্রেষু কুশেষু উত্তরাভিমুখ উপবিশতি। ব্রহ্মচারী তু আচার্য্যস্য পশ্চিমোত্তরকোণে উদগগ্রেষু কুশেষু

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া, অথবা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবার পর পিতা-কর্ত্তৃক বৃত অন্য আচার্য্য, অথবা ব্রহ্মচারি-কর্ত্তৃক বৃত অন্য আচার্য্য তেজো-নামক অগ্নি সংস্থাপন-পূর্ব্বক বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপ্ত করিয়া মাণবককে নিজ দক্ষিণে বসাইয়া, প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক হোম করিয়া, মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। তারপর আচার্য্য মূলোক্ত পাঁচটী মন্ত্রে পাঁচটী আজ্যহোম করিবে।

প্রাঙ্‌মুখ উপবিশতি। ততঃ শীতোষ্ণমিশ্রিতাভিরদ্ভির্ব্রীহিযব-মাষমুদ্‌গাদ্যোষধিদ্রব্যযুক্তাভিশ্চন্দনাদিগন্ধবাসিতাভিঃ পাত্রান্তর-স্থিতাভিঃ স্বাঞ্জলিং পূরয়িত্বা ব্রহ্মচারী আচার্য্যপ্রেরিতোঽনেন মন্ত্রেণ ভূমৌ উদকাঞ্জলিং ত্যজেৎ,—'ওঁ শৌনক ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীনারায়ণানন্তাদয়ো দেবতাঃ সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিত্যাগে বিনিয়োগঃ, ওঁ অপ্সু অন্তঃ নারায়ণানন্তাদয়ঃ প্রবিষ্টাঃ, গোহ্য উপগোহ্যো ময়ুখো মনোহাঃ খলো বিরুজঃ তনূদূষিঃ ইন্দ্রিয়হা অতি তানৎ অগ্নীন্ সৃজামি ॥'১॥ ততঃ পুনস্তাভিরঞ্জলিং পূরয়িত্বা অনেন মন্ত্রেণ ভূমৌ ত্যজেৎ,—'ওঁ ব্যাসদেব ঋষিঃ বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীমহাবিষ্ণু দেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিত্যাগে বিনিয়োগঃ, ওঁ যদপাং ঘোরং, যদপাং ক্রূরং, যদপাং অশান্তং, অতি তৎ সৃজামি ॥'২॥ ততো ব্রহ্মচারী আচার্য্যপ্রেরিতস্তাভিরদ্ভিঃ স্বাঞ্জলিং পূরয়িত্বা অনেন মন্ত্রেণ আত্মানমভিষিঞ্চেৎ—'ওঁ সনাতন ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবরাহো দেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ বরাহ ত্বমিহ ভব, তেনাহং আত্মানং অভিষিঞ্চামি' ॥৩॥ ততঃ পুনরপি পূর্ব্ববৎ স্বাঞ্জলিং পূরয়িত্বা অনেন মন্ত্রেণা-

---

অনন্তর আচার্য্য উত্তরাগ্র কুশাসনে উত্তরমুখ হইয়া বসিবে। ব্রহ্মচারী আচার্য্যের পশ্চিমোত্তর কোণে উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবে। তারপর ব্রহ্মচারী ব্রীহি-যব-মাষ-মুদ্‌গ প্রভৃতি ওষধি-সহিত ও চন্দনাদি-দ্বারা সুবাসিত, কোন পাত্রস্থিত শীতোষ্ণমিশ্রিত জলে নিজের অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া আচার্য্যের আদেশক্রমে মূলোক্ত ১-সংখ্যক মন্ত্রে ঐ জলাঞ্জলি

ত্মানমভিষিঞ্চেৎ,—'ওঁ শ্রীনারদ ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ যশসে তেজসে ব্রহ্মবর্চ্চসায় বলায় ইন্দ্রিয়ায় বীর্য্যায় অন্নাদ্যায় রায়স্পোষায় ত্বিষ্ট্যৈ অপচিত্যৈ ॥'৪॥ ততঃ পুনরপি পূর্ব্ববদঞ্জলিং গৃহীত্বা অনেন মন্ত্রেণাত্মানমভিষিঞ্চেৎ—'ওঁ পরমেশ্বর ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ যেন কৃষ্ণযশোগানং যেন শয্যা, যেন আসনং, যেন উপানৎ যেন ছত্রং ব্যজনং সূত্রং বসনং, যৎ যৎ সেবা যশঃ তে সর্ব্বং, তেন মাং অভিষিঞ্চ ত্বম্' ॥৫॥ ততঃ পুনরপি ব্রহ্মচারী তাদৃশেনাঞ্জলিনা তূষ্ণীমাত্মানং অভিষিঞ্চেৎ।

ততোঽভিষেকানন্তরং ব্রহ্মচারী উত্থায় প্রাঙ্মুখো শ্রীনারায়ণং পশ্যন্ চতুর্ভির্মন্ত্রৈরুপতিষ্ঠেত—'ওঁ বেদব্যাস ঋষিঃ বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা শ্রীনারায়ণোপস্থানে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণঃ বিরাজন্ ভ্রাজভৃষ্ণুঃ ইন্দ্রো মরুদ্ভিঃ অস্থাৎ প্রাতঃ যাবভিঃ পার্ষদৈঃ

ভূমিতে ত্যাগ করিবে। পুনরায় ঐরূপ জলে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া মূলোক্ত ২-সংখ্যক মন্ত্রে উহা ভূমিতে ত্যাগ করিবে। অতঃপর ব্রহ্মচারী আচার্য্যাদেশে ঐ জলে নিজ অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া মূলোক্ত ৩-সংখ্যক মন্ত্রে নিজকে অভিষিক্ত করিবে। পুনরায় ঐভাবে অঞ্জলি পূরণ-পূর্ব্বক মূলোক্ত ৪-সংখ্যক মন্ত্রে নিজকে অভিষিক্ত করিবে। পুনরায় ৫-সংখ্যক মন্ত্রে নিজকে পূর্ব্ববৎ অভিষিক্ত করিবে। তারপর আর একবার বিনা মন্ত্রে ঐরূপ অঞ্জলি-দ্বারা নিজকে অভিষিক্ত করিবে।

অনন্তর ব্রহ্মচারী পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া শ্রীনারায়ণ-বিগ্রহ দর্শনপূর্ব্বক

দশসনিঃ অসি, দশসনিং মা কুরু, আ ত্বা বিশামি, আ মা বিশ ॥৬॥ ওঁ বৈশম্পায়ন ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীসহস্রশীর্ষা পুরুষো দেবতা শ্রীনারায়ণোপস্থানে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণো, বিরাজন্ ভ্রাজভৃষ্ণুঃ ইন্দ্রো মরুদ্ভিঃ অস্থাৎ দিবা যাবভিঃ আবরণৈঃ, শতসনিঃ অসি, শতসনিং মা কুরু, আ ত্বা বিশামি, আ মা বিশ ॥৭॥ ওঁ শ্রীসনন্দন ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীহৃষীকেশো দেবতা শ্রীনারায়ণোপস্থামে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণো বিরাজন্ ভ্রাজভৃষ্ণুঃ ইন্দ্রো মরুদ্ভিঃ অস্থাৎ সায়ং যাবভিঃ সখিভিঃ, সহস্রসনিঃ অসি, সহস্রসনিং মা কুরু, আ ত্বা বিশামি, আ মা বিশ ॥৮॥ ওঁ সনাতন ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিশ্বম্ভরো দেবতা, শ্রীনারায়ণোপস্থানে বিনিয়োগঃ, ওঁ একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় সর্ব্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ওঁ নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তং পীঠগং যে অনুভজন্তি ধীরাঃ তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ওঁ নমো নমস্তুভ্যং নারায়ণায় ॥'৯॥

ততো ব্রহ্মচারী মেখলামনেন মন্ত্রেণ অধস্তান্মোচয়েৎ—ওঁ হরি ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবসুদেবাত্মজো দেবতা মেখলামোচনে বিনিয়োগঃ, ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশং অস্মৎ অব অধমং বি মধ্যমং শ্রথায়। অথঃ বিষ্ণো ব্রতে বয়ং তব অনাগসঃ শ্রিয়ৈ স্যাম ॥'১০॥ তত আচার্য্যো বৈল্বং পালাশং বা দণ্ডং অগ্নৌ

মূলোক্ত ৬-৯-সংখ্যক চারিটী মন্ত্রে উপাসনা করিবে। তারপর ব্রহ্মচারী মূলোক্ত ১০-সংখ্যক মন্ত্রে মেখলা নীচের দিক্ দিয়া খুলিবে। তারপর

ক্ষিপ্ত্বা, মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য, সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্তং ঔদীচ্যং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। ততো ব্রহ্মচারী কার্ষ্ণাদিবৈষ্ণবান্ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা স্বয়ঞ্চ ভুক্ত্বা শিখাবর্জ্জং কেশ-শ্মশ্রু নখানাং স্ফোটনং কারয়িত্বা স্নাত্বা অহতে বাসসী পরিধায় কৃতালঙ্কার অনেন মন্ত্রেণ যজ্ঞোপবীত-দ্বয়ং পরিদধ্যাৎ,—'ওঁ সনন্দন ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীহরিঃ দেবতা সমাবর্ত্তনে যজ্ঞোপবীতধারণে বিনিয়োগঃ, ওঁ যজ্ঞোপবীতং অসি, যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতেন উপনহ্যামি' ॥১১॥ [কালান্তরেঽপি ছিন্নং যজ্ঞোপবীতং জলে ত্যক্ত্বা অপরং এতন্মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং গৃহ্ণীয়াৎ।] ততঃ স্নাতকোঽনেন মন্ত্রেণ মূর্দ্ধ্নি স্রজং বধ্নীয়াৎ,—'ওঁ করভাজন ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীভাগবতী দেবতা, স্রগ্‌বন্ধনে বিনিয়োগঃ, ওঁ শ্রীঃ অসি, ময়ি ভাগবতী রমস্ব' ॥১২॥ ততো স্নাতকঃ অনেন মন্ত্রেণ চর্ম্ম-পাদুকাযুগলে চরণৌ নিদধ্যাৎ—'ওঁ জমদগ্নিং ঋষিঃ বিরাড্ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীউপেন্দ্রাচ্যুতৌ দেবতে উপানৎ-পরিধানে

আচার্য্য বিল্ব বা পলাশের দণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া, প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক হোম করিয়া প্রকৃতকর্ম্ম সমাপন-পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম শেষ করিবে।

অতঃপর ব্রহ্মচারী কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া এবং স্বয়ং ভোজন করিয়া, শিখা ব্যতীত কেশ-শ্মশ্রু-লোম-নখ কাটাইয়া

বিনিয়োগঃ, ওঁ নেত্রৌ স্থো, নয়ত মাম্' ॥১৩॥ ততো স্নাতক আত্মপরিমিতং বৈণবং দণ্ডমনেন মন্ত্রেণ গৃহ্নাতি—'ওঁ পরমেশ্বর ঋষিঃ, গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীকেশবো দেবতা, দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণস্য ত্বং বিহিতো, গন্ধর্ব্বোঽসি, উপ মা অব' ॥১৪॥ ততস্ত্যক্তং কৃষ্ণসারাজিনং যজ্ঞোপবীতঞ্চ দণ্ডোপরি নিদধ্যাৎ। ততো স্নাতক আচার্য্যসমীপং গত্বা সপরিষদমাচার্য্যমনেন মন্ত্রেণ পশ্যেৎ—'ওঁ সনন্দন ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীঈশ্বরাচার্য্যো দেবতা, আচার্য্যপরিষদ্-বীক্ষণে বিনিয়োগঃ, ওঁ যক্ষমিব চক্ষুষঃ প্রিয়ো বো ভূয়াসম্' ॥১৫॥ অথ স্নাতক আচার্য্যসমীপং গত্বা উপবিশ্য প্রসারিতাঙ্গুলিনা দক্ষিণহস্তেন মুখমাচ্ছাদ্য মুখভবং প্রাণবায়ুং সংস্পৃশন্ ইমং মন্ত্রং পঠেৎ—'ওঁ করভাজন ঋষিঃ সাবিত্রী ছন্দঃ সনাতনো দেবতা, মুখ্যপ্রাণস্পর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ওষ্ঠাপিধানা নকুলী, দন্তপরিমিতঃ পরিঃ, জিহ্বে মা বিহ্বলো বাচং, চারু মাদ্যেহ বাদয়' ॥১৬॥ আচার্য্যস্তং পাদ্যাদিভিরর্চ্চয়েৎ।

স্নান করিবে, নূতন বস্ত্রদ্বয় ও অলঙ্কার পরিধান করিবে এবং মূলোক্ত ১১-সংখ্যক মন্ত্রে দুইটী যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। [অপর সময়েও ছিন্ন যজ্ঞোপবীত জলে ফেলিয়া দিয়া উক্ত মন্ত্রে নূতন উপবীত ধারণ করিবে]। তারপর স্নাতক মূলোক্ত ১২-সংখ্যক মন্ত্রে মস্তকে মালা ধারণ করিবে। তদনন্তর স্নাতক মূলোক্ত ১৩-সংখ্যক মন্ত্রে চর্ম্মপাদুকাতে নিজ চরণদ্বয় স্থাপন করিবে। অতঃপর স্নাতক স্বপ্রমাণ দীর্ঘ বংশদণ্ড ১৪-সংখ্যক মন্ত্রে গ্রহণ করিবে। পরিত্যক্ত কৃষ্ণসারাজিন ও যজ্ঞোপবীত দণ্ডোপরি স্থাপন করিবে। তারপর স্নাতক আচার্য্যসমীপে গিয়া

ততো স্নাতকো গোযুগসহিতস্য রথস্য সমীপং গত্বা, পক্ষস্-শব্দবাচ্যং কূবরবাহুশব্দবাচ্যং বা রথাবয়বদ্বয়ং স্পৃশন্ অনেন মন্ত্রেণ পাদত্রয়েন রথমারোহেৎ—'ওঁ নারদ ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা, রথাভিমর্ষণে বিনিয়োগঃ, ওঁ বনস্পতে বীড়্বঙ্গো হি ভূয়াঃ, অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরঃ, গোভিঃ সন্নদ্ধোঽসি বীড়য়স্ব' ॥১৭॥ ততোঽনেন মন্ত্রেণ চতুর্থপাদেনোপবিশতি—'ওঁ পরমেশ্বর ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা রথোপবেশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ আস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি' ॥১৮॥ ততঃ প্রাঙ্-মুখ উদঙ্মুখো বা স্নাতকে রথেন গত্বা দক্ষিণেন পরাবৃত্যাচার্য্যসমীপমাগচ্ছতি। আচার্য্যঃ পুনস্তস্মৈ পাদ্যাদিকং দদ্যাৎ। ততো যদি পিতৈবাচার্য্যস্তদা কর্ম্মকারয়িতৃ পাঞ্চরাত্রিক-বৈষ্ণবায়,

---

সগোষ্ঠী আচার্য্যকে মূলোক্ত ১৫-সংখ্যক মন্ত্রে দর্শন করিবে। তদনন্তর স্নাতক আচার্য্যের নিকট বসিয়া, দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলীসকল প্রসারণপূর্ব্বক ঐ দক্ষিণহস্তে মুখ আচ্ছাদন করিয়া, মুখোদ্গত প্রাণবায়ু স্পর্শ করিয়া মূলোক্ত ১৬-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে। আচার্য্য তখন পাদ্যাদিদ্বারা স্নাতকের অর্চ্চন করিবে। অনন্তর স্নাতক গো-যুগল-সহিত রথের নিকট গিয়া পক্ষ ও কূবর নামক রথের অবয়বদ্বয় স্পর্শ করিয়া মূলোক্ত ১৭-সংখ্যক ত্রিপাদবিশিষ্ট মন্ত্রে রথে আরোহণ করিবে এবং মূলোক্ত ১৮-সংখ্যক একপাদবিশিষ্ট মন্ত্রে রথে উপবেশন করিবে। তারপর স্নাতক রথে চড়িয়া পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে কিছুদূর গিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে ফিরিয়া আচার্য্যের নিকটে আসিবে। আচার্য্য পুনরায় তাহাকে পাদ্যাদি অর্পণ করিবে। তারপর পিতা আচার্য্য হইলে কর্ম্মকারক পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে,

যদি অন্য এব আচার্য্যঃ কৃতস্তদা তস্মৈ, অন্যেভ্যো বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ততঃ কার্ষ্ণাদিবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-সেবাং, জীবসন্তর্পণঞ্চ কুর্য্যাৎ। বৈগুণ্যপ্রশমনায় শ্রীকৃষ্ণনাম যথাশক্তি জপেৎ। দণ্ডবৎ প্রণতিঞ্চ কুর্য্যাৎ। ইতি সমাবর্ত্তনম্।

ইতি শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকা সমাপ্তা

অন্য আচার্য্য হইলে সেই আচার্য্যকে এবং অপর বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকেও দক্ষিণা দিবে। অনন্তর কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের সেবা ও জীব-সন্তর্পণ করিবে। বৈগুণ্যপ্রশমনার্থ শ্রীকৃষ্ণনাম যথাশক্তি জপ করিবে। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ইতি সমাবর্ত্তন॥

ইতি শ্রীসৎক্রিয়াসার-দীপিকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীভাগবতী বাণী

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।

ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ (ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

ইহসংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যাহার তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, সেই ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ বৃথা।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ (ভাঃ ১।২।৮)

যদি মানবগণের বর্ণাশ্রম-পালনরূপ স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও, তাহা শ্রীভগবান্ ও ভাগবতের মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আসক্তিরূপা রুচি উৎপাদন না করে, তবে ঐরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান নিশ্চয়ই বৃথা শ্রম-মাত্র।

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।

নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥ (ভাঃ ১।২।৯)

বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত যে নৈষ্কর্ম্ম্য ধর্ম্ম, তাহার ফল ত্রৈবর্গিক অর্থ নহে। আপবর্গিক ধর্ম্মের যে অব্যভিচারী অর্থ, তাহার ফলে বিষয়-ভোগ বিহিত হয় নাই।

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।

জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥ (ভাঃ ১।২।১০)

বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়তর্পণ নহে। যতদিনই জীবন থাকে, ততদিন কামের ফল অর্থাৎ কামের সেবা করা যায়। অতএব ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন। নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা এই জগতে যে স্বর্গাদি লাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজন নহে।

সৎক্রিয়াসার-দীপিকার বিষয়-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক
সৎক্রিয়াসার-রচনার উদ্দেশ্য	১
উহার মূলে সাধু-আজ্ঞা	১
উহার মূলীভূত শাস্ত্রসমূহ	২
সম্বন্ধ-শ্লোকার্থ	২
প্রণাম-শ্লোকার্থ	৩
পরমানন্দ-শব্দের ব্যাখ্যা	৪
প্রয়োজন-শ্লোকার্থ	৪
অনন্য-শব্দের তাৎপর্য্য	৪
গৃহি-দ্বিজাদিপদের বিষয়	৪
ভগবদ্ধর্ম্মের ও ভগবদ্ধর্ম্মান্তর্গত পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা	৫
বিষয়-শ্লোকার্থ	৬
গোবিন্দভক্ত-শব্দের বিষয়	৭
পিতৃ-দেবার্চ্চন-নিষেধে প্রমাণসমূহ	৭
অনন্যশরণভক্তের পিতৃদেবার্চ্চন শাস্ত্রনিষিদ্ধ	৭
নারায়ণোপনিষৎ	৮, ১০৪
নারায়ণোপনিষদ্ব্যাখ্যা	১০
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণ শ্রীনারায়ণ	১২
নারায়ণব্যতীত অপর সকল দেবতার	

বিষয়	পত্রাঙ্ক
স্বতন্ত্র-ঈশ্বরত্ব-নিষেধ	১৩
সর্ব্বর্ষি-শব্দের বিষয়	১৩
দিক্‌শব্দের বিষয়	১৪
অধঃ-শব্দের বিষয়	১৪
ঊর্দ্ধ-শব্দের বিষয়	১৪
মূর্ত্ত-শব্দের বিষয়	১৪
অমূর্ত্ত-শব্দের বিষয়	১৫
অন্তঃ-শব্দের বিষয়	১৫
বহিঃ-শব্দের বিষয়	১৫
সর্ব্বমিদং নারায়ণঃ—ইহার তাৎপর্য্য	১৬
নারায়ণই একমাত্র দেবতা—ইহার তাৎপর্য্য	১৭
সাযুজ্যাভিলাষীর প্রাপ্য অব্যয়-বিষ্ণু	১৮
সালোক্যাভিলাষীর প্রাপ্য পদ-বিষ্ণু	১৮
সান্নিধ্যাভিলাষীর প্রাপ্য পার-বিষ্ণু	১৮
সারূপ্যাভিলাষীর প্রাপ্য পরম-বিষ্ণু	১৮

বিষয়	পত্রাঙ্ক
অব্যয়-পদ-বিষ্ণুর অর্থ	১৯
ভগবৎপূজাদ্বারা সকলের পূজা ও তুষ্টি	২০, ২২
আদিপুরুষ-পদের অর্থ	২১
দশ প্রাণ	২২
অচ্যুত-শব্দের অর্থ	২৩
কৃষ্ণোপনিষৎ	২৪
কৃষ্ণের পুরুষোত্তমত্ব	২৫
পুরুষোত্তমত্ব-ব্যাখ্যা	২৬
কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দবিগ্রহের দুর্জ্ঞেয়তা	২৬
কৃষ্ণের সর্ব্বকর্ম্মমূলতা	২৮
কৃষ্ণেরই একমাত্র পূজ্যত্ব	২৯
কাশংক্কদাদীশমুখপ্রভুপূজ্য-বাক্যের অর্থ	২৯
কৃষ্ণভক্তের প্রত্যবায়াভাব	৩০
পিতৃদেবার্চ্চন-নিষেধে—দ্বিতীয় প্রমাণ	৩০
পিতৃ-দেবার্চ্চনাদি-শব্দের অর্থ	৩০
সঙ্কল্প-শব্দের অর্থ	৩১
দান-শব্দের অর্থ	৩১
মনুষ্যমাত্রের ছয় ঋণ ও উহার অধীনতার শাস্ত্র-প্রমাণ	৩১
মুকুন্দসেবাদ্বারা সর্ব্ববিধ ঋণমুক্তি	৩২
সর্ব্বাত্মনা-পদের তাৎপর্য্য	৩২
শুদ্ধান্তঃকরণতা	৩৩
ঋণি-কিঙ্কর-শব্দের অর্থ	৩৪
অন্যদেবাদির-অর্চ্চনের নশ্বরতা	৩৫
দেবব্রত ও পিতৃব্রতগণের গতি	৩৬
কৃষ্ণভক্তগণের পিতৃসেবা	৩৬
ভূতব্রতগণের গতি	৩৭
কৃষ্ণের অনন্যশরণসেব্যত্ব	৩৭
পিতৃদেবার্চ্চননিষেধে—তৃতীয় প্রমাণ	৩৮
বৈষ্ণব-শব্দের অর্থ	৩৮
পিতৃদেবার্চ্চননিষেধে—চতুর্থ প্রমাণ	৩৯
অন্যদেবতাপূজনে বিষ্ণুভক্তের পতন	৩৯
পিতৃদেবার্চ্চননিষেধে—পঞ্চম প্রমাণ	৪০
বৈষ্ণবের স্মার্ত্তপ্রায়শ্চিত্তনিষেধ	৪১
সাত্বত-প্রায়শ্চিত্ত-বিধান	৪১
নারদপঞ্চরাত্রে উহার ব্যবস্থা	৪২
অনন্যশরণতা-বিবেক	৪৩
পিতৃদেবার্চ্চননিষেধে ষষ্ঠ প্রমাণ	৪৫

বিষয়	পত্রাঙ্ক
কর্ম্মিগণের সর্ব্বদেবতা যজনের আবশ্যকতা	৫৬
সর্ব্বদেবতা-যজনের ন্যূনতায় কর্ম্মের বিফলতা	৪৬
ঐ বিষয়ে প্রথম প্রমাণ	৪৬
" " দ্বিতীয় প্রমাণ	৪৭
" " তৃতীয় প্রমাণ	৪৯
" " চতুর্থ প্রমাণ	৫০
অসম্পূর্ণ-ক্রিয়াকরণে কর্ম্মীর প্রত্যবায়	৫১
শুদ্ধভক্তগণের সেবানামাপরাধ	৫১
সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরি বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকলের একমাত্র পূজ্য	৫২
দেবতান্তর-যজন অবিধি	৫৩
অবিধিপূর্ব্বক ভগবদ্ভজন	৫৩
ভজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং-শ্লোকের ত্রিবিধ ব্যাখ্যা	৫৪ ৫৪
শুদ্ধসত্ত্ব কৃষ্ণভক্তের লক্ষণ	৫৭
দেবতান্তরপূজার তুচ্ছতা	৫৮
একমাত্র কৃষ্ণই পরিপূর্ণকাম	৫৮
কৃষ্ণমায়ামুগ্ধ ব্যক্তির দেবতান্তর ভজন ও মূর্খতা	৫৯
চতুর্দ্দশভুবনে একমাত্র শ্রীহরিরই পূজ্যত্ব	৬০

বিষয়	পত্রাঙ্ক
কৃষ্ণই একমাত্র শরণ	৬১
অনন্যশরণতা-বিবেক	৬৩
ভগবদ্ভজনেই নৈষ্কর্ম্ম্য	৬৪
গোবিন্দবহির্ম্মুখগণের আতিথ্যাতিরিক্ত সেবায় নামাপরাধ	৬৫
অন্যদেবতার নিন্দা-স্তুতি অকর্ত্তব্য	৬৬
অন্যশেষ-ধারণ-নিষেধের অর্থ	৬৭
গোবিন্দবহির্ম্মুখের সহিত ব্যবহার-বিধি	৬৮
ব্রাহ্মণের আদিবৈষ্ণবতা	৬৯
ব্রাহ্মণের চাণ্ডালতা	৬৯
দেবতান্তর পূজায় অবৈষ্ণবেরও অপরাধ	৬৮, ৭০
ঐ বিষয়ে ১-২য় প্রমাণ	৭০, ৭১
বিষ্ণুসেবাফলে সদ্গুরু-লাভ ও পতিনিষ্ঠরূপে বিষ্ণুভক্তি	৭২
ভগবদ্ভক্তের সদ্গ্রহণের কর্ত্তব্যতা	৭৩
সৎ-শব্দের ব্যাখ্যা	-৩
সদ্ভাবপদের সাত প্রকার অর্থ	৭৪
সাধুভাব পদের অর্থ	৭৫

বিষয়	পত্রাঙ্ক
প্রশস্তকর্ম্ম পদের পাঁচ প্রকার অর্থ	৭৬
বিষ্ণুযজ্ঞ সর্ব্বদিবসব্যাপী	৭৬
সৎ-শব্দে—বিষ্ণুযজ্ঞ, তপস্যা, দান, তদর্থীয় কর্ম্ম	৭৭-৭৮
শুদ্ধবৈষ্ণবের একমাত্র কর্ত্তব্য	৭৮
দেব-পিতৃগণের অবশ্যপূজ্যত্ব	৭৯
গোবিন্দপূজাতে সকলের পূজা	৭৯
ঐ বিষয়ে প্রথম প্রমাণ	৭৯
ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ	৮০
” ” তৃতীয় প্রমাণ	৮২
” ” চতুর্থ প্রমাণ	৮৪
হরি-নাম-কীর্ত্তন-পূজাতে সর্ব্বসম্পূর্ণতা	৮০
হরিকীর্ত্তন কি কি ?	৮০
কলিযুগে কৃতার্থতার উপায়	৮১
কলিতে সর্ব্বধর্ম্মত্যাগেও কৃতার্থতা	৮৩
কৃষ্ণভক্তের সর্ব্বধর্ম্মানুষ্ঠান	৮৪
কৃষ্ণাভক্তের সর্ব্বপাপানুষ্ঠান	৮৪
অভক্ত কর্ম্মী কে ?	৮৫

বিষয়	পত্রাঙ্ক
অভক্ত কর্ম্মী সর্ব্বপাপকারী কেন	৮৫
ভক্তকৃত পাপও ধর্ম্ম—ইহার তাৎপর্য্য	৮৬
সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠাতা অভক্তের নরক-প্রাপ্তি	৮৬
বিষ্ণুভক্তমাত্রের সর্ব্বোত্তমতা	৮৭
বর্ণসকলের ক্রমিক শ্রেষ্ঠত্ব	৮৮, ৮৯
সঙ্করান্ত্যজাদির উত্তমতার হেতু	৮৮
শূদ্র একাদশ প্রকার	৮৮
ব্রাহ্মণের ভাগবতোক্ত অষ্ট ও দ্বাদশ গুণ	৯০
ব্রাহ্মণের মহাভারতোক্ত দ্বাদশ গুণ	৯০
বর্ণাপেক্ষা আশ্রমের ক্রমিক শ্রেষ্ঠতা	৯৩
সাধারণ গৃহস্থের কর্ত্তব্য	৯৩
সন্ন্যাস ও ত্যাগের ভেদ	৯৪, ৯৯
সন্ন্যাসের অর্থ	৯:, ৯৯
নিষ্কাম কর্ম্মেরও ফলোদয়বিষয়ে প্রথম প্রমাণ	৯৬
ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ	৯৭
ঐ বিষয়ে তৃতীয় প্রমাণ	৯৮

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
মঙ্গলাচরণ	১০০	গবোপস্থাপন	১২৭
ছায়ামণ্ডপ ও বেদী	১০০	জামাতাকে বিষ্টরাদি-অর্পণ	১২৭
বিষ্ণুস্মরণ	১০১	সম্প্রদান-বিধি	১৩১
পুরুষসূক্ত	১০২	সম্প্রদানবাক্য	১৩২
স্বস্তিবাচন	১০৬	বৈষ্ণবীগায়ত্রী	১৩৩
মঙ্গলবাচন	১০৭	শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মরণ	১৩৪
অধিবাস	১০৯	কামস্তুতি	১৩৪
স্মার্ত্তনান্দীমুখ-নিষেধ	১১৪	দক্ষিণা-বিধি	১৩৪
সাত্বত-নান্দীমুখ	১১৪	বরকন্যার গ্রন্থিবন্ধন	১৩৫
বাসুদেবার্চ্চন-ব্যবস্থা	১১৫	গবীমোক্ষণ	১৩৬
গণেশাদি-পূজা-নিষেধ	১১৬-১৭,২৩	অচ্ছিদ্রবাচন	১৩৬
বিষ্ণুর আবরণ-দেবতা প্রভৃতি	১১৭	বৈগুণ্যসমাধান	১৩৬
আবরণাদিরূপ অবশ্য পূজ্যগণ	১২১	কুশণ্ডিকা-প্রকরণ	১৩৭
পঞ্চমহাভাগবত (পার্ষদ)	১২১	কুশণ্ডিকাবেদিকা	১৩৭
নবযোগেন্দ্র (পূজ্য)	১২২	অভ্যুক্ষণ-ঘট	১৩৭
ভাগবতোত্তমগণ (পূজ্য)	১২২	স্থণ্ডিল	১৩৮
বৈষ্ণবীগণ (পূজ্য)	১২২	অগ্নিস্থাপন-বিধি	১৩৮
রাধাকৃষ্ণোপাসকের পূজ্য		পঞ্চরেখা	১৩৮
পার্ষদগণ	১২৩	উৎকরনিরসন	১৩৯
বাসুদেব-পূজার মন্ত্রব্যবস্থা	১২৩	রেখাভ্যুক্ষণ	১৩৯
জ্ঞাতিকর্ম্ম	১২৪	অগ্নিসংস্কার	১৪০
সম্প্রদান-প্রকরণ	১২৫	অগ্নিস্থাপন	১৪০
বরণপদ্ধতি (জামাতা)	১২৬	ব্রহ্মস্থাপন	১৪২

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
ভূমিজপ	১৪৪	বরবধূর মহাপ্রসাদ ভোজন	১৬৬
অগ্নিসন্মুখীকরণ	১৪৪	দম্পতীর ত্রিরাত্র ব্রহ্মচর্য্য	১৬৭
পরিসমূহন	১৪৫	বধূর পতিগৃহে গমন	১৬৭
স্বস্তিক নিবেদন	১৪৬	বধূর গৃহে প্রবেশ	১৬৮
বিংশতিকাষ্ঠিকাহোম	১৪৭	ধৃতিহোম	১৬৮
আজ্যসংস্কার	১৪৭	চতুর্থীহোম	১৬৯
স্রুবসংস্কার	১৪৮	উদীচ্যকর্ম্ম	১৭৪
উদকাঞ্জলিসেক (কুশণ্ডিকা)	১৪৯	বৈষ্ণবহোম-ক্রম	১৭৬
অগ্নিপর্য্যুক্ষণ	১৪৯	উদকাঞ্জলিসেক (উদীচ্য)	১৮০
বিরূপাক্ষজপ	১৫০	দর্ভজুটিকাহোম	১৭১
পাণিগ্রহণ-প্রকরণ	১৫১	পূর্ণাহুতি	১৮১
অহত বস্ত্র	১৫২	শান্তিদান	১৮১
মহাব্যাহৃতিহোম	১৫৩	গর্ভাধান	১৮৩
ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোম	১৫৫	অর্ঘ্যানুষ্ঠান-প্রমাণ	১৮৩
লাজহোম	১৫৬	পুংসবন	১৮৬
কন্যাপরিণয়ন	১৫৬	সীমন্তোন্নয়ন	১৮৮
সপ্তপদীগমন	১৫৯	দর্ভপিঞ্জলী	১৯০
পতির আশীর্ব্বাদ	১৬০	শোষ্যন্তীহোম	১৯৩
অভ্যাগত-আমন্ত্রণ	১৬১	জাতকর্ম্ম	১৯৫
পাণিগ্রহণ	১৬১	নিষ্ক্রামণ	১৯৬
উত্তর বিবাহ	১৬৪	নামকরণ	১৯৯
ধ্রুবাদি-দর্শন	১৬৫	তিথিহোম (নামকরণ)	২০১
ভোজনাদি-ধৃতিহোম	১৬৬	নক্ষত্রহোম (নামকরণ)	২০১

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
পৌষ্টিককর্ম্ম	২০১	অজিন-পরিধাপন	২২৪
অন্নপ্রাশন	২০১	সাবিত্রী-অধ্যাপন	২২৫
মূর্দ্ধাভিঘ্রাণ	২০৮	ব্রহ্মচারীর ভিক্ষা	২২৬
চূড়াকরণ	২০৯	ব্রহ্মচারীর হোম	২২৭
কপুষ্ণিকা	২১২	সাবিত্রীচরুহোম	২২৯
কপুচ্ছল	২১৪	সমাবর্ত্তন	২৩৫
উপনয়ন	২১৬	সমাবর্ত্তনহোম	২৩৫
উপনয়নহোম	২১৭	নারায়ণোপস্থান	২৩৮
ব্রহ্মচারি-প্রেষণ	২২২	মেখলাত্যাগ	২৩৯
মেখলাদান	২২৩	উপবীতধারণমন্ত্র	২৪০
উপবীতপরিধাপন	২২৪		

শ্লোক-সূচী

শ্লোক	পত্রাঙ্ক	শ্লোক	পত্রাঙ্ক
অ		অথ নিত্যো......ভাষ্যম্	৯
অঙ্গহীনং ক্রিয়াহীনং	১৩৬	অনন্যশরণো নিত্যং	৬৩
অতসীকুসুমোপমেয়	১০৭	অনন্যশরণো ভক্তো	১১৭
অতোঽস্মি লোকে	২৫	অনন্তসাধনার্থশ্চ	৬৩
অত্র পিণ্ডপ্রদো	৯৭	অবিস্মিতং তং	৫৮
অথ নিত্যো দেব...... কশ্চিৎ	৯, ১০৫	অবৈষ্ণবানাং সম্ভাষা	৬৪
		অম্বরীষঞ্চ জনকং	১১৮

শ্লোক	পত্রাঙ্ক
অয়মুক্তো বিধির্দানে	১৩১
অর্চ্চয়েদ্বিবুধাংশ্চেত্তু	১২০
অর্চ্চয়েন্মন্ত্ররত্নেন	১১৭
অর্চ্চিতাঃ পিতরো দেবা	৭৯
অর্চ্চিতে দেবদেবেশ	৭৯
অশুদ্ধা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা	১১৯
অশ্নন্তি পিতরস্তস্য	১১৭
অষ্টৌ ধ্বজাঃ	১০১
অস্তু তৎসর্ব্বং	১৩৬
অস্পৃশ্যং তু	১১৯
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা	২, ৩৩
অহো রূপমহো	১১৯
অহো সুনির্ম্মলা	১১৯
আ	
আর্য্যাবর্ত্তে সম্প্রদাতা	১৩১
ই	
ইতরেষাঞ্চ দেবানাং	৩৯
ইতরেষাং তু দেবানাং	১১৭, ১১৯
উ	
উতামৃতত্বস্যেশানো	১০২
উপদেবাং স্তথা	১১১
ঊ	
ঊরুঃ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ	১০৩

শ্লোক	পত্রাঙ্ক
ঋ	
ঋণী স্যাত্তদধীনশ্চ	৩১
এ	
এতস্যাবরণত্বেন	১১৮
ও	
ওঁ অথ......প্রলীয়ন্তে	৮, ১০৪
ওঁ অদ্ভ্যঃ সরঃ	১০৪
ওঁ এতাবানস্য	১০২
ওঁ কর্ম্মফলাপ্তঃ......যজন্তৈব	৪৭
ওঁ কৃষ্ণানন্ত	১৪১
ওঁ কৃষ্ণো বৈ......কৃতী	২৪-২৫
ওঁ চন্দ্রমা মনসো	১০৩
ওঁ চিদানন্দ হৃষীকেশ	১৮৪
ওঁ জগন্নাথ মহাবাহো	১৮৪
ওঁ তং যজ্ঞং	১০৩
ওঁ তৎ সবিতুঃ	২২৫, ২২৬
ওঁ তদ্বান্......সন্ন্যাসঃ হে হীতি	৯৪
ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং	১০১,
ওঁ তস্মাৎ বিরাড়জায়ত	১০৩
ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ...জজ্ঞিরে	১০৩
ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ...পৃষদাজ্যম	১০৩

শ্লোক	পত্রাঙ্ক
ওঁ তস্মাদশ্বাঽজায়ন্ত	১০৩
ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ	১০৩
ওঁ ত্রৈলোক্যমোহনায়	১৩৩
ওঁ দীনবন্ধো	১৮৪
ওঁ নাভ্যাসীদন্তরিক্ষং	১০৩
ওঁ নারায়ণ হরে রাম	১৮৪
ওঁ নারায়ণায়	১৩৩
ওঁ নিত্যো নিত্যানাং	২৩৯
ওঁ পুরুষ এবেদম্	১০২
ওঁ প্রজাপতিশ্চ	১০৪
ওঁ বিশ্বাত্মন্	১৮৪
ওঁ বেদাহমেতং	১০৪
ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্য	১০৩
ওঁ যজ্ঞেন	১০৪
ওঁ যৎ পুরুষং	১০৩
ওঁ যৎ পুরুষেণ	১০৩
ওঁ যো দেবেভ্যঃ	১০৪
ওঁ রুচং ব্রাহ্মং	১০৪
ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ	১০৪
ওঁ সপ্তাস্যাসন্	১০৪
ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ	১০২
ওঁ স্বস্তি......দধাতু	১০৬
ওঁ হরে কৃষ্ণ	১৩৪

শ্লোক	পত্রাঙ্ক
ক	
কদাচিন্নার্চ্চয়েৎ	১১৭
কন্যাপ্রদস্তু সর্ব্বত্র	১৩১
করোতু স্বস্তি মে	১০৭
কর্ত্তা সর্ব্বত্র সুতরাং	১০৮
কর্ম্মকারস্তাম্বূলিকো	৮৮
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং	৭৬
কলাঃ সর্ব্বে	১৬
কল্পকোটিসহস্রাণি	১১৯
কল্পকোটিসহস্রাণি পচ্যতে	১১৭
কামসঙ্কল্পরহিতঃ	৪০
কাম্যানাং কর্ম্মণাং	৯৪
কার্ষ্ণাদয়শ্চ কুর্ব্বন্তু	১০৭
কালিন্দীজলকল্লোল	১০৭
কৃতা যাপ্যনিরুদ্ধেন	২
কৃতেয়ং পদ্ধতিঃ	২
কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং	১০৭
কৃষ্ণ মমৈব সর্ব্বত্র	১০৭
খ	
খর্পরাঙ্গারকেশাস্থি	১০০
গ	
গঙ্গা কলিন্দতনয়া	১১৮
গন্ধগুবাক-পুষ্পাণি	১৮০

শ্লোক	পত্রাঙ্ক
গাবো হ জজ্ঞিরে	১০৩
গয়ায়াং বিরজে চৈব	৯৭
গায়ত্রী তুলসী	১১৮
গোপালোপাসকশ্চৈব	১১৮
ঘ	
ঘটাশ্চ চিত্রিতাঃ	১০০
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে	৮২
চ	
চতুর্হস্তচতুর্মুষ্টি	১০০
ছ	
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে	১০১
জ	
জম্বাম্রবকুলাদীনাং	১০০
ত	
তং পীঠগং যে	২৩৯
ততঃ কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন	১০০
ততো বিশ্বঙ্ ব্যক্রামৎ	১০৩
ততো ভাগবতং	১১৮
তত্তীর্থং ভুক্তমন্নঞ্চ	১১৯
তত্র ছায়ামণ্ডপোর্দ্ধং	১০১
তত্র প্রপূজয়েৎ	১১৭
তথা ত্যক্ত্বা হরিং	৫৯
তথা মুকুন্দানন্তাদীন্	১০৮
তথা সীতারাময়োশ্চ	১৩৫
তথৈব চ সদা কাঙ্ক্ষিঃ	১০৭
তদ্দদাতি হি	১১৯
তদ্‌ব্রাহ্মণৈর্ন ভোক্তব্যং	১১৭
তদ্ভুক্তমন্নং তীর্থঞ্চ	১১৯
তন্নো কৃতে প্রত্যবায়ী	৪৯
তমেব বিদিত্বা	১০৪
তস্মাত্ত্বমেব বিপ্রাণাং	১২০
তস্মাদন্যং পরিত্যজ্য	১১৭
তস্মাদ্বিষ্ণোঃ প্রসাদো	১১৭
তস্মাদ্বৈ ব্রাহ্মণো	১১৯
তস্য তুষ্টা	১০৪
তস্য পাদোদকং	১১৬
তস্য যোনিং	১০৪
তস্য স্বাস্মঙ্গলং	১০৮
তস্যাবরণপূজায়াং	১১৭
তাপত্রয়েণাপি হতস্য	৬১
তাম্বূলীকৃত্তথা শূদ্রাঃ	৮৯
তেঽপি মামেব কৌন্তেয়	৫৩
তেন দেবা অযজন্ত	১০৩
তে পাষণ্ডত্বমাপন্নাঃ	১১৯
তেষাং ন ভক্ষেৎ	৪০
তে হ নাকং	১০৪
ত্বৎপাদসলিলং	১১৯

শ্লোক	পত্রাঙ্ক
ত্বদ্ভুক্তো চ্ছিষ্টশেষং	১১৯
ত্বং শুদ্ধসত্ত্বগুণবান্	১১৯
ত্বং হি নারায়ণঃ	১২০
ত্বমেব সেব্যো	১২০
ত্বামেব হি সদা	১২০
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা	৭০
দ	
দময়ন্তীনলকয়োঃ	১৩৫
দানং পূর্ব্বমুখঃ	১৩১
দেবতাঃ পিতরঃ	৫০
দেবতানাঞ্চ পিতৃণাম্	১২০
দেবতাপিতৃবন্ধূনাং	৩১
দেবাষভূতাপ্তনৃণাং	৩২
দেবহূতিকর্দ্দময়োঃ	১৩৫
দেবাদিদেবং গোবিন্দম্	১২০
দেবাদীনাঞ্চ পূজ্যোঽহং	২৩
দেবা যদ্ যজ্ঞং	১০৪
দৈবং কর্ম্ম	৩৮
ধ	
ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ	৯০
ন	
ন কাম্যং	৪৫
ন তজ্জনানাং	৪০

শ্লোক	পত্রাঙ্ক
ন দর্ভধারণং	৪৫
ন পণ্ড্যোত্তান্ন গায়েচ্চ	৪০
ন পণ্ড্যেন্ন চ	৬৩
নবগোপবধূবিলাসশালী	১০৭
নবপুষ্পোৎসবে মেঽর্ঘ্যং	১৮৪
ন রাজসী	১১৮
নানাপুষ্পাদিরচিত	১০১
নানাবর্ণপতাকাশ্চ	১০০
নান্যঃ কশ্চিৎ	১১৯
নান্যঞ্চ পূজয়েদ্দেবং	৬৩
নান্যদেবং নিরীক্ষেত	১১৯
নান্যপ্রসাদং ভুঞ্জীত	১১৯
নান্যান্ কদাচিৎ	১১৮
নান্যেষাং বিদ্যতে	১১৯
নান্যোচ্ছিষ্টঞ্চ ভুঞ্জীত	৬৪
নারায়ণকলাঃ শান্তাঃ	১২১
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম	১১৬
নিঃশেষকর্ম্মকর্ত্তা	৮৬
নিত্যং নৈমিত্তিকং	৩৮,৯৫
নিতে নমিত্তিকে	১২০
নিবেদিতং তব	১১৯
নির্ম্মাল্যং তু দ্বিজশ্রেষ্ঠা	১১৭
নির্ম্মাল্যং শঙ্করাদীনাং	১১৭

শ্লোক	পত্রাঙ্ক	শ্লোক	পত্রাঙ্ক
নৈসর্গিকং শুভং	১১৯	পূর্ব্বো যো দেবেভ্যো	১০৪
ন্যূনাঃ স্যুর্নিষ্ফলং	৫০	প্রণম্য সচ্চিদানন্দং	১
প		প্রত্যহং যস্ত্রিকালজ্ঞঃ	৯৬
পঞ্চবর্ণকৃতৈশ্চূর্ণৈঃ	১০১	প্রয়াতি পরমং	৯, ১০৫
পঞ্চামৃতং পঞ্চগব্যং	১৮৩	প্রশস্তে কর্ম্মণি	৭৩
পতন্তি পিতরস্তস্য	১১৯	প্রসাদায় বৈ	১১৭
পদ্ধতিং তাং	১	প্রাঙ্‌মুখঃ সর্ব্বদানেষু	১৩১
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ	১০৩	প্রাণোপহারাচ্চ	২২
পরং স্বস্ত্যয়নং নৃণাং	১০৮	প্রায়শ্চিত্তঞ্চ নো যাগঃ	৪০
পলগণ্ডস্তন্ত্রবায়ো	৮৮	**ব**	
পশূংস্তাংশ্চক্রে	১০৩	বক্তি গৃহিদ্বিজাদীনাং	১
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং	৬১	বরায় প্রাঙ্‌মুখায়েহ	১৩১
পশ্চিমাভিমুখীং কন্যাং	১৩১	বর্ণাশ্রমান্ত্যজাদীনাং	২
পাদোঽস্য বিশ্বা	১০২	বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং	১০৩
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি	৮৬	বাসুদেবং জগন্নাথম্	১০৮
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্	১২১	বাসুদেবং পরিত্যজ্য	৭০
পিতৃভ্যশ্চৈব তদ্দদ্যাৎ	১১৬	বাসুদেবপরা মর্ত্ত্যাস্তে	৮২
পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ	১০৮	বিদূরয়তি বিপ্রত্বং	৬৮
পূজয়ধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠা	১১৭	বিনোপসর্পত্যপরং	৫৮
পূজয়েৎ বিধিনা কার্য্যে	১১৮	বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং	১১৯
পূজ্যত্বাদ্ ব্রাহ্মণানাং	১২০	বিশ্বক্‌সেনং সসনকং	১১৭
পূজ্যাঃ সর্ব্বে তু	৪৬	বিশ্বোদ্গতেঃ কারণমীশ্বরং	১০১
পূর্ব্বাদিক্রমতশ্চাষ্টৌ	১০১	বিষ্ণুঃ সর্ব্বগতো	১২০

শ্লোক	পত্রাঙ্ক
বিষ্ণুভক্তস্তু কুরুতে	৩৯
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো	৮৭
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেৎ	৩০
বিষ্ণূচ্চারণমাত্রেণ	১০৮
বিষ্ণোর্নিবেদিতং	১১৬
বিষ্ণ্বর্চনে তত্র তত্র	১০৭
বিষ্ণ্বাখ্যং পদং	৯
বৈষ্ণবস্তু ন সঙ্কল্পো	৪০
বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয়	১২১
বৈষ্ণবানাঞ্চ কার্য্যাণাং	১১৮
বৈষ্ণবো নান্যবিবুধান্	৪০
বোধঞ্চ সারথিং	৯, ১০৫
ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ	১২০
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো	১১৬
ব্রহ্মণ্যঃ শ্রীপতিঃ	২১৬
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ	১১৯
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি	৯৬
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো	৮৭
ব্রাহ্মণত্বে বভূবুস্তে	১২০
ব্রাহ্মণানাং ত্বমেবেশো	১১৯
ব্রাহ্মণোঽপি মুনির্জ্ঞানী	৬৮

ভ

শ্লোক	পত্রাঙ্ক
ভক্তপ্রেমবশক্রিয়া	১৪১
ভগবদ্ধর্ম্মরক্ষার্থং	১
ভট্টশ্রীভবদেবেন	২
ভবার্ণবচ্ছিন্ন কোঽপি	৬০
ভুবনে সর্ব্বলোকানাং	৬০
ভূতানি যান্তি	৩৫
ভূমৌ কুর্য্যাৎ	১০০
ভূসুরাণাং চ	১১৯

ম

শ্লোক	পত্রাঙ্ক
মঙ্গলং ভগবান্	১০৮
মঙ্গলং হৃষীকেশোঽয়ং	১০৮
মঙ্গলাচরণং চৈতৎ	১০১
মঙ্গলায়তনং কৃষ্ণঃ	১০৮
মৎপূজনেন সর্ব্বার্চ্চা	২৩
মনুং স্বায়ম্ভুবং	১১৮
মন্দোদরীরাবণয়োঃ	১৩৫
মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রোক্তৈঃ	২
মাধবং পুণ্ডরীকাক্ষং	১০৮
মাধবো মাধবো বাচি	১০৭
মামৃতেঽন্যাংস্তু বিবুধান্	১২১
মুখং কিমস্ত	১০৩
মুখবাদ্যৈর্ললুলাদ্যৈঃ	১০১
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ	১০৩
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ	৯৮

শ্লোক	পত্রাঙ্ক	শ্লোক	পত্রাঙ্ক
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্	১২১	যস্মাৎ ক্ষরং	২৫
মৃদ্বির্বাভিঃ পবিত্রাভিঃ	১০০	যস্মিংশ্চ প্রলয়ং	১২
মোহাদ্ য়ঃ পূজয়েদন্যং	১১৬, ১২০	যস্মিন্নবগ্রহা অর্চ্চ্যাঃ	১১৭
মোহাদ্ যো ব্রাহ্মণো	১২০	যান্তি দেবব্রতা	৩৫
মোহেন কুরুতে যস্তু	৬৮	যুগে যুগে চ	১১৮
য		যেঽর্চ্চয়ন্তি সুরানন্যান্	১১৯
যঃ কশ্চিৎ পুরুষো	৯৮	যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা	৫৩
যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো	১০১	যেষামিন্দীবরশ্যামো	১০৭
যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ	৯০	যো ন দদ্যাৎ	১১৭
যজ্ঞে তপসি দানে চ	৭৬	র	
যৎপূজনেন বিবুধাঃ	২০	রক্ষোযক্ষপিশাচানাং	১১৭
যতঃ সর্ব্বাণি	১২	রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ	২১
যত্র মাতৃগণাঃ	১১৮	রাধাকান্ত দুরন্তসংসৃতি	১১১
যত্র যজন্তি বিধিনা	১১৭	রুক্মিণ্যাদ্যাস্তথা	১১৮
যত্র যত্র সুরাঃ	১১৭	রূপমশ্বিনোর্ব্যাত্তং	১০৪
যথাঽহল্যাগে তন্ময়োঃ	১৩৫	ল	
যথা তরোর্মূল	২২	ললিতাদ্যাঃ সহচরীঃ	১১৮
যথা ধৃত্বা শুনঃ পুচ্ছং	৫৯	লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং	১০৭
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে	১৮	শঙ্খঘণ্টাদীনাং ঘোষৈঃ	১০১
যদি মোহাৎ তু	১২০	শতরূপাস্বয়ম্ভুবয়োঃ	১৩৫
যদ্যর্চ্চয়েদবৈষ্ণবান্	১২১	শুদ্ধপূতঃ সদা কার্ষ্ণঃ	৪০
যস্ত্বেব ব্রাহ্মণো	১০৪	শুদ্ধসত্ত্বময়ো বিষ্ণুঃ	১১৬
যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য	৭১	শুদ্ধাভির্মাতৃকাভিশ্চ	১০০

শ্লোক	পত্রাঙ্ক
শ্রীকৃষ্ণং পরমানন্দং	১
শ্রীকৃষ্ণোপাসকস্ত	১১৮
শ্রীগোপীজনবল্লভ	১৪১
শ্রীদ্রৌপদীপাণ্ডবয়োঃ	১৩৫
শ্রীনারায়ণভট্টেন	২
শ্রীবিষ্ণোঃ পূজয়েৎ	১১৭
শ্রীমদ্গোপালভট্টোঽয়ং	১
শ্রীমদ্গোবিন্দভক্তানাং	২
শ্রীমদ্গোবিন্দানন্দেন	২
শ্রীযশোদা দেবহূতিঃ	১১৮
শ্রীলক্ষ্মীপীতাম্বরয়োঃ	১৩৫
শ্রীসীতা দ্রৌপদী	১১৮
স	
সংস্কৃতায়ামুত্তমায়াং	১০০
স এব পূজ্যো	১১৬
স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং	৮৪
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং	৮৪
সকৃদেব হি যোঽশ্নাতি	১১৭
সঙ্কল্পঞ্চ তথা দানং	৩০
স জাতো সত্যরিচ্যত	১০৩
সত্যং কলিযুগে বিপ্র	১০৮
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ	৭৩
সদান্যদেবতাভক্তিঃ	৬৮
সদা ভগবতী	১১৮
সদাশিবং বৈনতেয়ং	১১৭
সনন্দসনৎকুমারৌ	১১৭
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং	৯৫
স ভূমিং বিশ্বতো	১০২
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য	৭১
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং	৯৪
সর্ব্বকর্ম্মসু রাজেন্দ্র	৪৬
সর্ব্বত্র প্রাঙ্মুখো দাতা	১৩১
সর্ব্ববিঘ্নানি নশ্যন্তি	১০৮
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং	৩২
সর্ব্বে গ্রহাঃ	২০
সর্ব্বেষাং পিতৃদেবানাং	৪৯
সর্ব্বেষাং ভূসুরাণাং	১১৯
সর্ব্বেষামেব দেবানাং	১২০
সাধ্ব্যো বিচিত্রিতাং	১০১
স্বর্গাপবর্গদং	১১৬
স্মরণাদেব কৃষ্ণস্য	১১৬
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে	১০৭
হ	
হরিদ্রা কুঙ্কুমং	১৮৩
হরিনামপরা যে চ	৮০
হরিপূজাপরা যে চ	৮০
হরেরর্ঘ্যং ভবেৎ	১৮৩
হরেরাম,	১৩৪
হর্য্যর্চ্চনে যজেন্নিত্যং	১১৮

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সৎক্রিয়াসার-দীপিকা

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ানুমোদিতা বৈষ্ণবদশসংস্কারপদ্ধতিঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবরেণ

শ্রীমদ্‌গোপালভট্টগোস্বামিনা

কৃতা

বঙ্গভাষানুবাদসমলঙ্কৃতা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-দশমাধস্তনপুরুষবর্য্যেণ শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকেণ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যেণ শ্রীরূপানুগবরেণ ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তর-শতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী** গোস্বামিপ্রভুণা

সম্পাদিতা

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠতো বিদ্যাভূষণোপাধিকেন
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারিণা প্রকাশিতা চ

ভৈক্ষ্যংসপাদরৌপ্যকম্] গৌরাব্দাঃ ৪৪৯ [তৃতীয়-সংস্করণম্

ঢাকা, মনোমোহন প্রেসে
শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

সৎক্রিয়াসারদীপিকা-পরিশিষ্টে

সংস্কার-দীপিকা

গার্হস্থ্যকৃত্যসংপ্রাপ্তৌ নরমাত্রাধিকারিতা।
ব্রহ্মচর্য্যাদিকৃত্যে তু ত্রৈবর্ণিকমপেক্ষ্যতে ॥১॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশামাশ্রমো বিধিবোধিতঃ।
স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনামাশ্রমঃ প্রতিষেধিতঃ ॥২॥

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
তস্য পাদাব্জমধুপং গোপালভট্টদেশিকম্।
সংস্কারদীপিকাগ্রন্থকর্ত্তারং প্রণমাম্যহম্ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপা-পাত্র শ্রীবেঙ্কটভট্টের পুত্র গোস্বামী শ্রীমদ্-গোপালভট্ট মহোদয় স্বীয় প্রভুবরের আজ্ঞাক্রমে সৎক্রিয়াসারদীপিকা-নাম্নী পুস্তিকা রচনা করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদিকে প্রদান করিয়াছেন। এই দীপিকার প্রথমাংশে গৃহস্থ-বৈষ্ণবের যাবতীয় স্মার্ত্ত-পদ্ধতি অর্থাৎ

সংস্কারাদিবিহীনত্বাৎ শুচনাৎ শূদ্র উচ্যতে।
স কস্মাদ্ ব্রহ্মচর্য্যাদি-সংস্কারাদিকমর্হতি ॥৩॥ (ইতি)
নিষেধবচনং যদ্‌যৎ পুরাণে শ্রূয়তে স্ফুটম্।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্ববাদিভিঃ ॥৪॥

সংস্কারাদির পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ পরিশিষ্টে সংস্কার-দীপিকা-নামক গ্রন্থে গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের ভিক্ষ্বাশ্রম-সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তৎসমস্তই সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে এই পর্য্যন্ত ভিক্ষ্বাশ্রমগত মহাপুরুষগণ এই গ্রন্থ-সম্মত সমস্ত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, আচার্য্যবর ভট্টগোস্বামীর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে আর কোনপ্রকার অজ্ঞানজনিত উৎপাত ঘটিবে না, আশা করি।

গৃহস্থ-কৃত্য-লাভে অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই তিন আশ্রমের কর্ত্তব্য-বিষয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের অপেক্ষা আছে, অর্থাৎ উক্ত তিন আশ্রমে এই তিন বর্ণের অধিকার ॥১॥

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের আশ্রমাধিকার শাস্ত্রবিহিত। স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধু অর্থাৎ পতিত ব্রাহ্মণের আশ্রমাধিকার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ॥২॥

শূদ্র সংস্কারাদিবিহীন এবং জ্ঞানাভাবে শোকের বশীভূত হয় বলিয়া শূদ্র-নামে অভিহিত হয়। তাদৃশ শূদ্র কিরূপে ব্রহ্মচর্য্যাদি ও সংস্কারাদির অধিকার পাইবার যোগ্য হইবে? ৩॥ (১ম-৩য় শ্লোক পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ)।

(উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে—শূদ্রের অশ্রমাধিকারাদি) সম্বন্ধে যে-সমস্ত নিষেধ-বাক্য পুরাণপ্রভৃতি শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়, তত্ত্ববাদিগণ (অর্থাৎ তাৎপর্য্যবিচারপরায়ণগণ) সেই সমস্তকে স্পষ্টই অবৈষ্ণবপর বলিয়া জানিবেন। অর্থাৎ ঐ সকল যাবতীয় নিষেধ-বাক্য

বৈষ্ণবস্তু দ্বিধা প্রোক্তঃ,—সামান্যঃ, সাম্প্রদায়িকঃ।
সামান্যস্তান্ত্রিকো জ্ঞেয়ো, বৈদিকঃ সাম্প্রদায়িকঃ ॥৫॥
সম্প্রদায়ী দ্বিভেদঃ স্যাৎ—গৃহি-ন্যাসি-প্রভেদতঃ।
তাপাদি-পঞ্চসংস্কারগ্রহণাদ্ গৃহী সংজ্ঞিতঃ।
তাপাদি-দশসংস্কারসম্পন্নো ন্যাসী সম্মতঃ ॥৬॥

অবৈষ্ণব শূদ্রদিগের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। শূদ্রকুলে উৎপন্ন পুরুষ বা স্ত্রী যদি কোন ভাগ্যক্রমে শুদ্ধা অনন্যা ভক্তি প্রাপ্ত হন, তাঁহার সম্বন্ধে সে-সমস্ত নিষেধ-বাক্য প্রযোজ্য নহে। শূদ্র স্বভাবতঃ মূর্খ, অতত্ত্বজ্ঞ ও শোকাবিষ্ট। যদি কোন শূদ্র কোন ভাগ্যক্রমে প্রকৃত সাধুসঙ্গে ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-স্বভাব লাভ করেন, তখন তিনি আর শূদ্র নহেন। এই সিদ্ধান্ত পুরাণাদি শাস্ত্রের 'ন শূদ্র ভগবদ্ভক্তা' ইত্যাদি সহস্র বচনে এবং সত্যকাম-জাবালি প্রভৃতির বৈদিক আখ্যায়িকা হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে *। সৎক্রিয়া-সারদীপিকায়,—গৃহস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাসপর্য্যন্ত যে উর্দ্ধোর্দ্ধক্রম প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে কেবল অনন্যভক্তেরই সন্ন্যাস-লাভের সম্পূর্ণ অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজকুলে জাত পুরুষ যখন সন্ন্যাসধর্ম্মের যোগ্যতা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি গৃহ ত্যাগ করিতে পারেন। সেই যোগ্যতা না পাওয়া পর্য্যন্ত সকলেরই গৃহস্থাশ্রমে বৈষ্ণব হওয়া কর্ত্তব্য ॥৪॥

জগতে বৈষ্ণব দুই প্রকার—'সামান্য' ও 'সাম্প্রদায়িক'। 'সামান্য'-বৈষ্ণব উত্তমগুরু অর্থাৎ সদ্গুরুর অভাবে 'তান্ত্রিক' বলিয়া পরিচিত। 'সাম্প্রদায়িক'-বৈষ্ণবগণ সদ্গুরুপরম্পরার আশ্রয়ে আচার্য্যের বলে 'বৈদিক'। অর্থাৎ তাঁহারা সাত্বত-তন্ত্রমতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা

---

*এই বিষয়ের বিস্তৃত বিচার 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার'-গ্রন্থের ১৪শ রত্ন 'বর্ণধর্ম্মতত্ত্বে' দ্রষ্টব্য।

সন্ন্যাসী চ দ্বিধৈবাদৌ—ব্রহ্ম-বিষ্ণু-পুরঃসরঃ।
ব্রহ্মসন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞো দশনামা * প্রসিধ্যতি।
বৈষ্ণবো ভক্তিমান্ন্যাসী সদা বিষ্ণুপরায়ণঃ ॥৭॥
অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনূঃ।
বৈষ্ণবোঽহং গুরুরহমনন্যো মৎপরায়ণঃ।
ত্যক্তবর্ণাশ্রমোঽনন্যস্ত্যক্তস্তদ্ধর্ম্ম এব সঃ ॥৮॥ †

করিলেও বেদতত্ত্বজ্ঞান-বলে বৈদিক বলিয়া আখ্যাত হন ॥৫॥

সৎ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব গৃহী ও সন্ন্যাসী ভেদে দুই প্রকার। যাঁহারা দৈব-বর্ণাশ্রমে তাপাদি পঞ্চ সংস্কারে দীক্ষিত হইয়া অনন্য কৃষ্ণোপাসক, তাঁহারাই গৃহী। আর যাঁহারা দৈব-বর্ণাশ্রমে তাপাদি দশ-সংস্কার-সম্পন্ন হইয়া অনন্য কৃষ্ণোপাসক চতুর্থাশ্রমী, তাঁহারাই সন্ন্যাসী বলিয়া স্বীকৃত ॥৬॥

সন্ন্যাসী প্রথমতঃ দুই প্রকার—ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী ও বিষ্ণু-সন্ন্যাসী। মায়াবাদ আশ্রয়পূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ দশনামী সন্ন্যাসিগণ—ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী। ভক্তিমার্গ আশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বদা বিষ্ণুসেবাপরায়ণ সন্ন্যাসিগণ—বৈষ্ণব বা বিষ্ণু-সন্ন্যাসী ॥৭॥

---

* তীর্থাশ্রম-বনারণ্যগিরি-পর্ব্বত-সাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ ॥

† আদিপুরাণে যথা—অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ। ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা ॥ অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য—জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্। সর্ব্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা ॥

অত্র ব্রাহ্মণমাত্রস্য শরীরত্বেন নির্দ্দেশাৎ গুরুবৈষ্ণবয়োস্তক্ত-বর্ণাশ্রময়োরুদাসীনসন্ন্যাসি- পরমহংসাবধূতয়োরাত্মস্বরূপত্বেন নির্দ্দেশো মহত্বমর্য্যাদয়া স্বয়ং ভগবতৈব কৃত ইত্যতো গৃহি-বৈষ্ণবাদপ্যনয়োর্বর্ণচিহ্নধর্ম্মত্যাগেন, সন্ন্যাসগতচিহ্নাদিত্যাগেনা-বধূতপরমহংসস্য চ মহন্মাহাত্ম্যং সূচিতম্ ॥৭॥

ভগবান্ বলিয়াছেন,—"বিদ্যাযুক্তই হউন, আর বিদ্যাহীনই হউন, ব্রাহ্মণ আমার দেহস্বরূপ ; অনন্য মৎপরায়ণ বৈষ্ণব-গুরু—আমি, অর্থাৎ আমার আত্মস্বরূপ। যিনি আমারই জন্য বর্ণাশ্রম ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিযাছেন, তিনি অনন্য।"

এস্থলে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের প্রভেদ জানা আবশ্যক। অবিদ্যাহেতুই জীবের সংসার, বিদ্যাদ্বারাই জীবের সংসারমুক্তি। সংসারী ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানালঙ্কৃত হইয়া সংসারী জগতে গুরুরূপে বর্ত্তমান। সন্ন্যাস করিলেও বর্ণাভিমানের কিছু কিছু অবশেষ থাকে বলিয়া তিনি শুদ্ধ আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইতে অক্ষম। সুতরাং ব্রাহ্মণ ভগবানের শরীররূপে গ্রাহ্য হইলেও অনেক স্থলে বৈষ্ণব হইতে পারেন না। কিন্তু অনন্যভাবে ভগবৎপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত যে-কোন বর্ণ হইতে উদ্ভূত হইলেও সকলজীবের গুরু এবং ভগবানের আত্ম-স্বরূপ। কারণ, তাদৃশ ভগবদ্ভক্ত বর্ণাশ্রম ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে অর্থাৎ সকল মায়িক অভিমানকে ভগবানেরই জন্য সর্ব্বতো-ভাবে ত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণতার সহিত সদ্ধর্ম্মের সংযোগ হইলে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা বা উচ্চতা হয়। আর, ব্রাহ্মণত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে বৈষ্ণবতা লাভ হয়। সুতরাং সকল বর্ণ হইতেই পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবতা লাভ করা যাইতে পারে॥ ৮॥

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥১০॥
অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাদিধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভুঃ ॥১১॥

এস্থলে ব্রাহ্মণমাত্রকে ভগবানের শরীররূপে নির্দ্দেশহেতু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক উদাসীন-সন্ন্যাসী ও পরমহংস অবধূত গুরু-বৈষ্ণবকে স্বয়ং ভগবান্ই (গুরু-বৈষ্ণবের) মহত্ত্বের মর্য্যাদা প্রদানপূর্ব্বক নিজের আত্ম-স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং বর্ণচিহ্ন ত্যাগহেতু ইহাদের গৃহি-বৈষ্ণব অপেক্ষা এবং সন্ন্যাসচিহ্ন ত্যাগহেতু অবধূত-পরমহংসের (সন্ন্যাসী অপেক্ষা) পরম মাহাত্ম্য সূচিত হইল ॥৯॥

সৎক্রিয়াসার-দীপিকোক্ত-লক্ষণান্বিত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণাদি মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ভগবানের দেহবিশেষ—ইহা নিশ্চিত আছে। শরীর বলিলে বাহ্য সম্মান বুঝিতে হইবে। যে গৃহস্থ-বৈষ্ণব অধিকারী হইয়া বর্ণচিহ্ন ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইবেন, তিনি বর্ণী ব্রাহ্মণ হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি ভগবানের আত্মস্বরূপ, প্রিয়। আবার যিনি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে অধিকার লাভকরতঃ সন্ন্যাস-চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া পরমহংস-অবধূত হইবেন, তাঁহাকে ভগবানের অতীব প্রিয় জানিতে হইবে। সর্ব্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সবিত্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ সামান্য বিপ্র হইতে শ্রেষ্ঠ. প্রাপ্তাধিকার সন্ন্যাসী গৃহী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং পরমহংস অবধূত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণভক্তির পরিমাণই শ্রেষ্ঠতার হেতু।

যেরূপ কাঁসা রসবিধান অর্থাৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা

তপঃ শ্রুতিশ্চ যোনিশ্চ ত্রয়ং ব্রাহ্মণকারণম্ ॥১২॥
ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥১৩॥
চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥১৪॥ †

স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ (সদ্গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিকী) দীক্ষা-বিধানের দ্বারা (যে-কোন বর্ণের) নরমাত্রেরই বিপ্রত্ব সাধিত হয় ॥১০॥

তাঁহার (সেই ভক্ত রাজার) রাজ্যে অন্ত্যজগণও শঙ্খ-চক্রচিহ্নাদি ধারণপূর্ব্বক বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় শোভাশালী হইয়াছিলেন ॥১১॥

এই পুরাণবাক্যে প্রমাণিত হয় যে, যে-কোন বর্ণোৎপন্ন বা অন্ত্যজ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বভাব লাভকরতঃ বৈষ্ণব-সদ্গুরুর নিকট পঞ্চসংস্কারে দীক্ষিত হইলে সন্ন্যাসগ্রহণে দীক্ষিত ব্রাহ্মণের সহিত সমান অধিকার লাভ করেন।

তপস্যা, শ্রুতি অর্থাৎ বেদজ্ঞান এবং যোনি অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম—এই তিনটী ব্রাহ্মণত্বের সাধারণ হেতু। অর্থাৎ যাঁহারা এই লক্ষণত্রয়যুক্ত, তাঁহারা সামান্যতঃ ব্রাহ্মণ ॥১২॥

এই সামান্য ব্রাহ্মণ চতুর্বর্ণের গুরু। সেই ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবী-দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে দ্বিজত্ব লাভ করেন। দ্বিজত্বে যদি বৈরাগ্যধর্ম্মের উদয় হয়, তবে তিনি সন্ন্যাসের অধিকারী হন। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম না হইলেও যিনি ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণস্বভাব লাভ করিবেন, তিনিও পরমার্থ-বিচারে ব্রাহ্মণ। মহাভারতের বনপর্ব্ব, ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধ, মনু, জাবালোপনিষৎ ও

---

† "বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাৎ···ভূরিমানঃ"—(ভাঃ ৭।৯।১০)

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥১৫॥

বজ্রসূচিকোপনিষদের বাক্যসকল বিচার করিয়া দেখিলে ইহা প্রমাণিত হইবে। বিশেষতঃ কলিকালে যোনি-লক্ষণটীর সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তপঃ ও শ্রুতি ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণ বলিয়া গৃহীত না হইলে শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম আর থাকে না।

অতএব শূদ্রগৃহে জাত ব্যক্তি অকপট ও উত্তম ভগবদ্ভক্তি লাভ করিলে ভাগবতোত্তম হইতে পারেন। সকল বর্ণমধ্যেই যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত নহেন, তাঁহারাও শূদ্র ॥১৩॥

হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও মুনিশ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রাহ্মণও হরিভক্তিবিহীন হইলে চণ্ডালেরও অধম হন ॥১৪॥

এস্থলে এরূপ পূর্ব্বপক্ষের সম্ভাবনা আছে,—কেবল জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণাদি নিরূপণ এবং সন্ন্যাসাদির অধিকার বিচার করিবার প্রথা বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অন্যথা সদ্বংশে জন্মলাভহেতু যে-সকল সদাচার বংশানুক্রমে লভ্য হয় এবং লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে, হঠাৎ উৎপন্ন ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী ব্যক্তিতে কিরূপে তাহার সম্ভাবনা হইতে পারে? তদুত্তরে স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন যে,—সর্ব্বত্রই প্রকৃত সাধুর মাহাত্ম্যাধিক্য, বংশগত সদাচার লাভ করিয়াও যদি হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তিলেশ না থাকে, তাহা হইলে উহাতে কি ফল? ভগবদ্ভক্তিই জীবের সাধুত্বের একমাত্র লক্ষণ। **যাঁহার অনন্য ভগবদ্ভক্তি আছে, তিনিই সাধু**। সদাচার শিক্ষা করিয়াও অনেকে কপটতাপূর্ব্বক ভক্তি-শূন্য হইতে পারেন। সুতরাং সমস্ত সদাচার থাকা-সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তির

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
(স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্)॥১৬॥*
শূদ্রজাতি-বিদুরস্যাশ্রমান্তরং হি দৃশ্যতে ॥১৭॥
অহোবত শ্বপচোঽত গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥১৮॥

হৃদয় ভগবদ্ভক্তিশূন্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন প্রকারেই সাধু বলা যাইতে পারে না।

পক্ষান্তরে অসদ্বংশে জন্মহেতু অতি দুরাচার ব্যক্তিও (অর্থাৎ সদ্বংশ-সুলভ সামাজিক ও শারীরিক আচার-বিষয়ে অতি হীন ব্যক্তিও) যদি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে ভজন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সাধুই মনে করিতে হইবে। কারণ, তিনি সর্ব্বতোভাবে ব্যবসিত অর্থাৎ সুবিচারিত ও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥১৫॥

যিনি অনন্যভক্তিক্রমে সর্ব্বদা ভগবদ্দাস্য করিতেছেন, তাঁহার কোন কোন প্রকারের স্মার্ত্ত অসদাচার থাকিলেও তিনি ভক্তিহীন কপট সদাচারী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ও সাধু। তাঁহার ব্যবসায় সমস্তই সম্যক্ বলিয়া জানিতে হইবে।

অতএব ভগবান্ বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন! যে-সকল পাপজাতি (এবং স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রও) আমাকে অনন্যরূপে আশ্রয় করে, তাহারাও পরম গতি প্রাপ্ত হয় ॥১৬॥

শূদ্রকুলে জাত বিদুরেরও আশ্রমান্তরগ্রহণ অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম হইতে অবধূতাশ্রমপ্রাপ্তি—দেখা যায় ॥১৭॥

---

* ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥—(ভাঃ ১১।১৪।২১)

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥১৭॥
সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ ॥২০॥

আহা! যে চাণ্ডালের জিহ্বাগ্রে তোমারই প্রীতির উদ্দেশ্যে তোমার নাম নিরন্তর বিরাজ করে, তিনি এই কারণে অতি শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করেন, সেই সকল আর্য্য—সকল তপস্যা, সকল যজ্ঞ, সকল তীর্থস্নান, সমগ্র বেদাধ্যয়ন বহু পূর্ব্বে পূর্ব্বেই নিঃশেষ করিয়া রাখিয়াছেন ॥১৮॥

সর্ব্বক্ষণ শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিবে, কখনও বিষ্ণুকে বিস্মৃত হইবে না। শাস্ত্রের যাবতীয় বিধি-নিষেধ এই দুই মুখ্য বিধি-নিষেধেরই কৈঙ্কর্য্য করিবে ॥১৯॥

শাস্ত্রের বাহ্যার্থ এক প্রকার এবং নিগূঢ়ার্থ অন্য প্রকার। যিনি নিগূঢ় তাৎপর্য্য-গ্রহণে সক্ষম, তিনি সারগ্রাহী এবং যিনি কেবল বাহ্যর্থ লইয়াই ব্যস্ত, তিনি ভারবাহী। কৃষ্ণভক্তিই সকল শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এবং বর্ণাশ্রমাদি-বোধক সমস্ত অর্থই বাহ্য। জগতে ভারবাহী লোকই অধিক। সুতরাং সাধারণের নিকট বাহ্যার্থই প্রবল এবং তদ্ব্যতীত উহাদের গত্যন্তরও নাই। নিষ্ঠার সহিত বাহ্যার্থের অনুসরণ করিলে ক্রমে সারগ্রাহি-গ্রাহ্য তাৎপর্য্য গ্রহণের যোগ্যতা উদিত হয়। সুতরাং বাহ্যার্থের প্রাধান্য আশ্রয়পূর্ব্বক যে-সকল দান, ব্রত, ধর্ম্ম, হোম ইত্যাদি ভারবাহীদের জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে, তৎসমস্ত সেই সকল অধিকারীর পক্ষে প্রয়োজনীয় ও আদরণীয়; তথাপি সারগ্রাহি-প্রবৃত্তির উদয়কালে উহাদের আদর স্বতঃই খর্ব্ব হইয়া পড়ে। ভারবাহিগণের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের যে-সকল বিধি-নিষেধ

অতএব শ্রীভগবদ্দীক্ষাদিনা স্বরূপতো দ্বিজত্বাদিসম্ভবাৎ গেহাদৌ বৈরাগ্যেণ বিষ্ণুসন্ন্যাসাচ্যুতগোত্রাদিকং সিদ্ধমেব। তত্তচ্চিহ্নত্যাগেনাবধূতপরমহংসাদিত্বমপি সিদ্ধমিত্যবিরুদ্ধম্। এবংপ্রকারেণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসকৃদ্ভিঃ শ্রীশালগ্রামসেবনাদৌ দত্তাধিকারাণাং মধ্যে স্ত্রীণামপি কৌপীনং বিনা সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণব-করণসুবিজ্ঞেন গুরুণা দত্ত-বহির্ব্বাসবদ্-ভেকাঙ্গভূতচীরখণ্ডযুগ্ম-বসনাদিধারণেন ব্রহ্মচর্য্যাদ্যাশ্রমাদিকমপ্যবিরোধসিদ্ধমিতি ॥২১॥

ব্যবস্থিত হইয়াছে, তৎসমস্তের মূল তাৎপর্য্য—একমাত্র কৃষ্ণভক্তি। উহাদের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে,—নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি হউক এবং কৃষ্ণবিস্মৃতি যেন কখনও হয় না। সারগ্রাহী ব্যক্তি এই নিগূঢ় তাৎপর্য্য সর্ব্বক্ষণ অবশ্য স্মরণ করিবেন। ভারবাহীদিগের উত্তেজনায় কখনই উহা বিস্মৃত হইবেন না। অতএব যে বর্ণেই জন্ম হউক না কেন, যদি কাহারও সুকৃতিফলে সারগ্রাহীর প্রবৃত্তির উদয়ে কৃষ্ণভক্তি উদিত হয়, তবেই শাস্ত্রতত্ত্বের বিদ্বৎপ্রতীতি হইল বলিয়া জানিবে। তখন বিদ্বৎ ব্রাহ্মণতা, বিদ্বৎসন্ন্যাস, বিদ্বৎপরমহংসতা প্রভৃতি অবস্থা স্বয়ং উপস্থিত হয়।

সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর একমাত্র শাসনদণ্ডধারী বৈষ্ণব-মহারাজের আদেশ ব্রাহ্মণকুল ও অচ্যুতগোত্রীয় পুরুষে ব্যতীত অপর সকল স্থানেই সর্ব্বদা অস্খলিত ছিল ॥২০॥

অতএব পাঞ্চরাত্রিকদীক্ষা-বিধানে সদ্গুরুকর্ত্তৃক শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রে দীক্ষাদির দ্বারা স্বরূপতঃ বিপ্রত্বাদি সম্ভব বলিয়া তাদৃশ দৈক্ষ-ব্রাহ্মণের গৃহাদিতে বৈরাগ্যফলে বিষ্ণু-সন্ন্যাস ও অচ্যুতগোত্রাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে। পরে সেই সকল সন্ন্যাস-চিহ্নাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অবধূত-পরমহংসত্বাদি

যথা শ্রীমহাপ্রভোঃ পার্ষদস্য শ্রীদামোদরস্য শিখাসূত্রত্যাগেন কৌপীনধারণেন চ (কিন্তু) যোগপটং বিনা সন্ন্যাসেন স্বরূপাখ্যা অভূৎ। যথা শ্রীমাধবীবৈষ্ণবী অপীতি। এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দেন প্রভুণা স্বয়মেব শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিনে কৌপীনাদিকং দত্তমিতি ॥২২॥ কিঞ্চ,—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥২৩॥
জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বাঽনপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥২৪॥

অবস্থা লভ্য হয়। ইহা সর্ব্বতোভাবে অবিরুদ্ধ। এই প্রকারে 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'কার কর্ত্তৃক যাঁহাদিগকে শ্রীশালগ্রাম-সেবাদির অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকগণকেও সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবতা-সম্পাদনে সুবিজ্ঞ গুরুদেব বহির্বাসের ন্যায় ভেকের অঙ্গীভূত দুই খণ্ড চীর-বস্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। ঐরূপ চীরখণ্ডদ্বয় ধারণ-দ্বারা স্ত্রীলোকেরও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম অবিরোধে সিদ্ধ হয় বলিয়া জানিবে ॥২১॥

যেমন, শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীদামোদরের যোগপট্ট ব্যতীত শিখা-সূত্র ত্যাগ ও কৌপীন ধারণের দ্বারা সন্ন্যাস-গ্রহণে 'স্বরূপ'আখ্যা হইয়াছিল। যেমন, শ্রীমাধবী বৈষ্ণবীও—ইনি গৃহে থাকিয়া চীরখণ্ডদ্বয় গ্রহণ-পূর্ব্বক সন্ন্যাস লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে স্বয়ং কৌপীনাদি প্রদান করিয়াছিলেন ॥২২॥

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীস্বরূপদামোদর সম্বন্ধে,—

সন্ন্যাস করিলা শিখাসূত্র-ত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না দিল, নাম হইল স্বরূপ ॥

এতামিতি কৌপীনকন্থাদিরূপাম্ ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যং প্রতি যথোক্তমুদয়নাচার্য্যেণ—

কন্থাং বহসি দুর্ব্বুদ্ধে গর্দ্দভৈরপি দুর্ব্বহাম্ ।
শিখা যজ্ঞোপবীতং তে কস্মাদ্ ভারায়তে বদ ॥২৫॥

মাধবীদেবী সম্বন্ধে,—

মাহিতির ভগিনী নাম মাধবীদেবী ।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী ॥
প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন ॥
স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ ।
শিখিমাহিতি তিন, আর ভগিনী অর্দ্ধ জন ॥

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই জানিতে হইবে যে, অধিকারী ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক ও কায়স্থ প্রভৃতি সকলেই ভিক্ষ্বাশ্রমের অধিকারী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন ।

"আমি প্রাচীন মহর্ষিগণের উপাসিত পরাত্মনিষ্ঠারূপ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা-দ্বারাই এই দুরন্তপার তমঃ অর্থাৎ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব ॥,২৩॥

জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত পুরুষ হউন, অথবা নিরপেক্ষ আমার ভক্ত হউন, তিনি আশ্রমচিহ্ন-সহিত সকল আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অবিধিগোচর অর্থাৎ বিধির অতীত হইয়া বিচরণ করিবেন ॥২৪॥

ভাগবতে এই কৃষ্ণাজ্ঞা সন্ন্যাসাধিকারী ব্যক্তির পক্ষে পরমহংস-অবধূত হইবার জন্য বিধি-বাক্য । জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্তগণ মায়াবাদ-বিচারে

কিঞ্চেত্যাদিবচনাৎ শ্রীহরিদাসাদীনাং বিধিপূর্ব্বকব্রহ্মচর্য্যাদি-গ্রহণং লোকসংগ্রহমাত্রং, বস্তুতস্তু মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈবেতি। সংসারতরণাবধারণাৎ যথাকথঞ্চিৎপ্রকারেণ তত্তচ্চিহ্নাদিধারণেন তত্তদ্বর্ণাশ্রমাভিমানত্যাগেন চ শ্রীভগবদ্ভজনমেব বিধেয়মিতি তত্ত্বং সূচিতম্ ॥২৬॥

তস্মাদেব তত্তৎপুত্রপ্রভৃতীনাং তাংস্তানুদ্দিশ্য বৈদিক-পৈত্রাদিকৃত্য-মপ্যনুচিতং তৎকৃত্যেন পুনঃ সংসারপ্রাপ্তিসম্ভবাদিতি দিক্ ॥২৭॥

ব্রহ্ম-সন্ন্যাস এবং নিরপেক্ষ ভগবদ্ভক্তগণ বিষ্ণু-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক চরমে পরমহংস-অবধূতাবস্থা লাভের জন্য সাধন করিবেন। পারমহংসীসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে বাস্তব সুনির্ম্মল পারমহংস্য-পদ কেবল ঐকান্তিকী শুদ্ধা হরিভক্তিক্রমেই লভ্য হইয়া থাকে।

'এতাং সমাস্থায়' ইত্যাদি শ্লোকে 'এতাং'-শব্দে কৌপীন-কন্থাদি-রূপ সন্ন্যাস-চিহ্নসকলকে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী ও বিষ্ণু-সন্ন্যাসী উভয়েরই সন্ন্যাস-চিহ্ন—কৌপীন-কন্থাদি। কর্ম্মী উদয়নাচার্য্য সন্ন্যাসের প্রতি স্বাভাবিক দ্বেষবশতঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—হে দুর্ব্বুদ্ধে! গদ্দর্ভেরও দুর্ব্বহ কন্থা তুমি বহন করিতেছ। শিখা ও যজ্ঞোপবীত তোমার নিকট ভার বলিয়া বোধ হইতেছে কেন বল দেখি?॥২৫॥

'কিঞ্চ' ইত্যাদি বাক্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, 'শ্রীহরিদাস প্রভৃতির বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাদিগ্রহণ—কেবল লোকশিক্ষার জন্য। কিন্তু মুকুন্দ-পাদপদ্ম সেবাদ্বারাই বাস্তব ব্রহ্মচর্য্য-সন্ন্যাস প্রভৃতি সিদ্ধ হয়। সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অবধারিত হইলে, বিবিধ আশ্রমচিহ্ন ধারণ, অথচ যাবতীয় বর্ণাশ্রমাভিমান পরিত্যাগ করিয়া যে-কোন প্রকারে একমাত্র ভগবদ্ভজনই কর্ত্তব্য—এই তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে ॥২৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিস্কৃতং *
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥২৮॥

এবমাদি শ্রীমদ্ভাগবতবাক্যৈর্বৈষ্ণবানামেবাচ্যুতগোত্রত্বং, পরমহংসত্বঞ্চবিহিতং, যতো বৈষ্ণবানাং ভাগবতপ্রিয়ত্বম্। তস্মাৎ পারমহংস্য-জ্ঞানত্বেন পরমহংসত্বমপি তেষামেব নান্যেষাম্।

একান্তভাবে হরিভজন করার নামই সন্ন্যাস। তবে লোকসংগ্রহের জন্য কৌপীনাদি ধারণপূর্ব্বক সংসারী-অভিমান পরিত্যাগ করা—সেই মহৎকার্য্যের দৃঢ়তা প্রদর্শন-মাত্র। অতএব সন্ন্যাসের বাহ্যচিহ্নসকল সংসারবন্ধন ছেদনের প্রধান উপায়রূপে বিধেয়।

সেই কারণেই তাদৃশ ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণের পুত্রপ্রভৃতিকর্ত্তৃক তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বৈদিক-পৈত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠানও অনুচিত। কারণ, সেই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা পুনঃ সংসারবন্ধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়। উক্ত বিচারের ইহাই দিগ্দর্শন ॥২৭॥

শ্রীমদ্ভাগবত—অমল পুরাণ। ইহা বৈষ্ণবগণের অতিপ্রিয়। ইহাতে একমাত্র অমল পরম পারমহংস্যজ্ঞান গীত হইয়াছে। ইহাতে জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্ম্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই ভাগবতের শ্রবণ, সুষ্ঠু পাঠ ও বিচারপরায়ণ হইয়া ভক্তিদ্বারা লোক মায়ামুক্ত হইবে। ॥২৮॥

উক্তপ্রকার অনেক ভাগবত-বচনের দ্বারা বৈষ্ণবদিগেরই অচ্যুতগোত্রত্ব

---

* গোপালপূর্ব্বতাপন্যাং—ভক্তিরস্য ভজনম্। তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনম্। এতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্।

যতশ্চতুর্বর্ণানাং মধ্যে ব্রাহ্মণাদ্যেকতরোঽপি কশ্চিদচ্যুতগোত্রোঽমিতি ন ব্রূতে। চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকা ভেকধারিণস্তু সর্ব্বেঽপ্যচ্যুতগোত্রোঽহমিতি বদন্তি (ইতি) লৌকিক-শাস্ত্রীয়ব্যবহার-নিষ্পত্তৌ ন কিঞ্চিদনুপপন্নমিতিস্থিতম্। তস্মাদেব শ্রীরামানুজাচার্য্যাদীনাং মতাবলম্বিনো বৈষ্ণবাঃ প্রথমং যাগাদিস্থানং বিধায় যান্ কান্ শূদ্রাদিবালকানপি সংগৃহ্য ক্ষৌরাদিকং কারয়িত্বা, স্বয়ং বিষ্ণুহোমাদিকং কৃত্বা, পূর্ব্বাচার্য্যাদীন্ বিধিবৎ সম্পূজ্য চ, তান্ বলিকাদিকান্ পঞ্চ সংস্কারান্ ধারয়িত্বা দ্বিজত্ব-মাসাদ্য, পশ্চাৎ যাজ্ঞবল্ক্যাদিকৃত-পদ্ধতিমতানুসারেণ গর্ভাধানাদ্যু-পনয়নান্তান্ সংস্কারান্ কারয়িত্বা, বেদমাতরং সাবিত্রীমপি দীক্ষয়িত্বা, পশ্চাৎ স্ব-সম্প্রদায়ি-মন্ত্রঞ্চ দীক্ষায়িত্বা,—শ্রীগুর্ব্বাদীন্

ও পরমহংসত্ব বিহিত হইয়াছে। কারণ, ভাগবত-প্রীতি বৈষ্ণবদিগেরই আছে। সেই ভাগবত-কথিত পারমহংস্য-জ্ঞানদ্বারা পরমহংসত্বলাভও বৈষ্ণবেরই, অপর কাহারও নহে। যেহেতু, চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি কোন বর্ণের কেহই 'আমি অচ্যুতগোত্র'—এই কথা বলেন না। পক্ষান্তরে চারিটি শুদ্ধভক্তিসম্প্রদায়ে ভেকধারী সকলেই 'আমি অচ্যুতগোত্র'—ইহা বলিয়া থাকেন। ইহাতে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার-সম্পাদনে কিছুমাত্র অযৌক্তিকতা হয় না, ইহাই ব্যবস্থা। এই বিচারে শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রভৃতির মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ প্রথমে যাগাদির স্থানের ব্যবস্থা করেন; পরে শূদ্রাদি যে-কোন বর্ণ হইতে প্রাপ্ত বালকদিগকে ক্ষৌরাদি করাইয়া, স্বয়ং বিষ্ণুহোমাদি সম্পাদন করিয়া এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণকে যথাবিধি পূজা করিয়া সেই বালকগণের পঞ্চসংস্কার প্রদান-পূর্ব্বক দ্বিজত্ব বিধান করেন।

শ্রীশালগ্রামাদীনপ্যর্চ্চয়িত্বা, পশ্চাৎ ভিক্ষুপযোগি-কৌপীন-বহির্ব্বাস-ঝুলি-কন্থা-সন্ন্যাসমন্ত্রানপি দত্বা পুনঃ সন্ন্যাসিনঃ কুর্ব্বন্তীতি প্রসিদ্ধং সর্ব্বৈঃ দৃষ্টং শ্রুতঞ্চেতি ॥২৯॥

অস্মাকন্তু শ্রীমন্মাহাপ্রভোরনুমতেন শ্রীগোস্বামিচরণাদয়ঃ (১) প্রথমতঃ শ্রীভগবদালয়াদিষু গৃহাদিস্থানানি সংশোধ্য, তত্র শ্রীবিষ্ণুহোমং কৃত্বা, বিধিবদাচার্য্যাদীন্ সম্পূজ্য চ শূদ্রাদিকান্ যথাবৎ দীক্ষিতাংশ্চক্রিরে। কিম্বা (২) তত্র কেবলমাসনাদীন্ সংস্থাপ্য শ্রীমধ্বাচার্য্যাদীন্ সপার্ষদ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদীংশ্চ পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়িত্বা, কিম্বা (৩) তত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীমন্নিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীগদাধর-শ্রীবাসান্ পঞ্চতত্ত্বাত্মকান্ পাদ্যাদিভিঃ পঞ্চোপচারৈর্ব্বিধিবৎ সম্পূজ্য, স্ত্রী-শূদ্রাদি-বালকাদিকান্ যান্ কানপি সংগৃহ্য ক্ষৌর-স্নানাদিকং কারয়িত্বা, তাপ-পুণ্ড্রাদিকঞ্চ

পরে যাজ্ঞবল্ক্যাদি কৃত পদ্ধতি-অনুসারে গর্ভাধান হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কার করাইয়া বেদমাতা সাবিত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। পরে নিজ-নিজ সাম্প্রদায়িক মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শ্রীগুরু-পরম্পরা ও শ্রীশালগ্রামাদির অর্চ্চন করেন। পরে ভিক্ষুর উপযোগী বহির্ব্বাস-ঝুলি-কন্থা-সন্ন্যাসমন্ত্র ও প্রদান করিয়া সন্ন্যাসী করেন। এই প্রসিদ্ধ প্রথা সকলে দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন ॥২৯॥

আমাদের শ্রীগৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়ের প্রথা এই,—শ্রীগোস্বামিবর্গ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমতি-ক্রমে (১) প্রথমতঃ শ্রীভগবন্মন্দিরাদিতে গৃহাদি স্থান শোধনপূর্ব্বক তথায় শ্রীবিষ্ণুহোম ও যথাবিধি আচার্য্য-পরম্পরার পূজা করিয়া শূদ্রাদি সকলকেই (অধিকার বিচার-পূর্ব্বক) দীক্ষিত

ধারয়িত্বা শ্রীহরের্নামোপদিশ্য চ, পশ্চাৎ ষড়ক্ষরাদ্যষ্টাদশাক্ষরান্তেষু মন্ত্রেষু মধ্যে কমপি ভগবন্মন্ত্রমুপদিশ্য, তান্ বৈষ্ণবান্ বিধায়, তৎপূর্ব্বকালীন বৈষ্ণবত্ব-প্রাপ্তান্ বা, বৈষ্ণবত্বেন দ্বিজত্বসিদ্ধেঃ পুনস্তাংস্তান্ শ্রীভবদেবাদ্যনুমতেন বিধিনা গর্ভাধানাদ্যুপনয়নান্ত-সংস্কারান্ কারয়িত্বৈব ভিক্ষুপযোগি-সন্ন্যাসসংস্কারাদিকং ধারয়ন্তীতি প্রথা ॥৩০॥

তত্রাদৌ পূজায়াং আচার্য্যাদীন্ যথা,—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্।
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্।
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।

করিয়া আসিতেছেন। (২) অথবা তথায় (শ্রীভগবদ্গৃহাদিতে) আসনাদি স্থাপন-পূর্ব্বক শ্রীমধ্বপ্রভৃতি আচার্য্যগণ ও সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতির পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, (৩) অথবা তথায় পঞ্চতত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীমন্নিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীগদাধর-শ্রীবাস প্রভুগণকে পাদ্যাদি পঞ্চোপচারে যথাবিধানে পূজা করিয়া,—স্ত্রী-শূদ্র-বালক প্রভৃতি যে-কোন ব্যক্তিকে (অধিকারী বিবেচনায়) গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে ক্ষৌর-স্নানাদি এবং (শীতল) তাপ ও ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদি ধারণ করাইয়া শ্রীহরির নাম উপদেশ করিয়া থাকেন। পরে ষড়ক্ষর হইতে অষ্টাদশাক্ষর পর্য্যন্ত মন্ত্র-সকলের মধ্যে কোন একটী কৃষ্ণমন্ত্র উপদেশকরতঃ তাহাদিগকে বৈষ্ণব করেন। বৈষ্ণবতা-দ্বারা দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং ইহাদিগের অথবা

ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ।
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্‌গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
নিমাঞ্যাখ্যয়া যোঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ।
দেবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং নিত্যানন্দং জগদ্‌গুরুম্।
শ্রীলাদ্বৈতং গদাধরং শ্রীবাসং ভক্তবর্য্যকম্।
শ্রীগুরুং পূজয়িত্বা চ গৌরাঙ্গপার্ষদাংস্ততঃ।
সংস্কারান্ কারয়েদ্ বালান্ যথাযোগ্যং সমন্ততঃ ॥৩১॥

পূর্ব্বে সদ্‌গুরুর নিকট পঞ্চসংস্কারে দীক্ষাবিধানে বৈষ্ণবত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ভবদেবভট্ট প্রভৃতির অনুমোদিত বিধানানুসারে গর্ভাধানাদি উপনয়নান্ত সংস্কারসকল সম্পাদন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে ভিক্ষুর উপযোগী সন্ন্যাস-সংস্কারাদি প্রদান করিয়া থাকেন ॥৩০॥

পূজায় সর্ব্বাগ্রে আচার্য্যবর্গের অর্চ্চন কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুপরম্পরা যথা,—শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাসদেব, মধ্বাচার্য্য, পদ্মনাভ, নৃহরি, মাধব, অক্ষোভ্য, জয়তীর্থ, জ্ঞানসিন্ধু, দয়ানিধি, বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম্ম, পুরুষোত্তম, ব্রহ্মণ্য, ব্যাসতীর্থ, লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্রপুরী, মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ; ঈশ্বরপুরীর শিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব—যিনি নিমাই-নামে জগতে বিখ্যাত এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-বিতরণের দ্বারা জগৎকে নিস্তার করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীগদাধর, ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস ও শ্রীগুরুদেবের পূজা করিয়া শ্রীগৌরপার্ষদ-

তত্র তাবৎ প্রণবশিরস্ক-তত্তন্নাম চতুর্থ্যন্তমন্ত্রেণাদৌ গুর্ব্বাদীন্ পূজয়েৎ। যথা,—এতদাসনং ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ,—ইত্যাদি ক্রমেণ ষোড়শোপচারেণ পূজয়েৎ। (ততঃ)—ইদমাসনং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ, ইদমাসনং ওঁ শ্রীনারায়ণায় ঋষয়ে নমঃ, এতদাসনং ওঁ শ্রীব্রহ্মণে নম ইত্যাদি। তদনন্তরং—(ইদমাসনং) ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নম ইত্যাদি। (এবং) সর্ব্বান্ পূজয়েৎ ॥৩২॥

যথা 'স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত, কৃষ্ণ-কেশী ব্রাহ্মণোঽগ্নিনা আদধীতেতি' বিধিবাক্যং কর্মকাণ্ডাদাবপেক্ষ্যতে, তদ্বৎ ন্যাসোঽপি বিধিবাক্যমপেক্ষতে চ।—"তদ্ যথেহ কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবাত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত ইতি পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ, নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন"; [তেন কৃতেন কর্ম্মণা অকৃতং মোক্ষো নাস্তীতি ভাষ্যম্।] "যদহরেব

গণের পূজা করিবে। পরে যোগ্য বালকের সকল সংস্কার করিবে ॥৩১॥

নামের আদিতে প্রণব ও পরে চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত করিয়া ঐ মন্ত্রে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুবর্গের পূজা করিবে। যথা,—"এতদাসনং ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। তারপর মূলোক্ত ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ প্রভৃতির পূজা ॥৩২॥

কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতিতে যেরূপ শাস্ত্রাদেশ বা বিধি-বাক্যের প্রয়োজন আছে, সন্ন্যাসেও তদ্রূপ বিধিবাক্য প্রয়োজনীয়। অতএব শ্রুতিতে এইরূপ সন্ন্যাস-বিধি-বাক্য আছে,—'এই সংসারে কর্ম্মার্জ্জিত লোক যেরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পুণ্যার্জ্জিত লোকও ক্ষীণ হইয়া থাকে; এইরূপে কর্ম্মফল-লভ্য লোকসকলের (নশ্বরতা) পর্য্যালোচনা করিয়া

বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেদিতি” চ বিধিঃ। গেহাদিবিরক্তিমান্ গুরুং প্রার্থয়েত,—ভো গুরো! সম্প্রদায়সাধ্যসাধনানুষ্ঠানপ্রাজ্ঞ! অস্মিন্ ভারতে সংসারান্মাং ত্রাহি, সন্ন্যাসং দেহীতি। অতঃ স্বমতসম্প্রদায়িসন্ন্যাসধর্মসাধ্যসাধনানুষ্ঠানাপ্রাজ্ঞস্য সন্ন্যাসধর্ম-গ্রহণসংস্কারাপ্রাজ্ঞত্বাৎ গৃহিগুরুণা কৃতঃ সন্ন্যাসো নিরস্ত ॥৩৩॥

তত্র সংস্কারা যথা,—

মুণ্ডনং প্রথমং কুর্য্যাত্তীর্থস্নানং দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়ং হরিমন্দির-তিলকং ভাল-শোভিতম্।
চতুর্থং চন্দনৈর্গাত্রে নামমুদ্রাদিধারণম্।
পঞ্চমং কৌপীনশুদ্ধিং, ষষ্ঠং প্রাণপ্রতিষ্ঠকম্।

ব্রাহ্মণ নির্ব্বিন্ন হইবেন (কারণ) কৃত অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা অকৃত অর্থাৎ মোক্ষ লভ্য হয় না।' 'যে দিনেই বৈরাগ্যের উদয় হইবে, সেই দিনেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে।' গৃহাদির প্রতি বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তি গুরুর নিকট প্রার্থনা করিবেন,—'হে গুরুদেব! সাম্প্রদায়িক সাধ্য-সাধনানুষ্ঠান-তত্ত্বে প্রাজ্ঞ! এই ভারতে (সংসারে) পতিত আমি, সংসার হইতে আমাকে ত্রাণ করুন, আমাকে সন্ন্যাস প্রদান করুন।' ইহা হইতে গৃহী গুরুর সন্ন্যাস-প্রদান নিরস্ত হইল, যেহেতু তিনি নিজ-ইষ্ট সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস-ধর্ম্মের সাধ্যসাধনানুষ্ঠানতত্ত্বে অনভিজ্ঞ এবং সন্ন্যাস-গ্রহণে সংস্কারাদি সম্বন্ধেও জ্ঞ।

দীক্ষাদানে শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত যোগ্যতা থাকিলে গৃহী গুরু মন্ত্রদীক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু যিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম স্বয়ং কখনই অনুভব (আচরণ) করেন নাই, তিনি কিরূপে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিতে পারেন? সন্ন্যাস-দানে

সপ্তমং হরিদাসাদি-নামমাত্রপ্রকল্পনম্।
অষ্টমং বামকর্ণেঽগ্রে বিষ্ণুমন্ত্রস্য ধারণম্।
অষ্টাদশাক্ষরস্যৈব পঞ্চপদাদিভেদিনঃ।
নবমং চাচ্যুতগোত্রস্বীকারং সর্ব্বপূজিতম্।
শালগ্রামার্চ্চনং ভক্ত্যা দশমং পরিকীর্ত্তিতম্।
এতৈর্দশভিঃ সংস্কারৈর্বিষ্ণুসন্ন্যাসী বৈষ্ণবঃ।
তাপাদিপঞ্চসংস্কারৈর্জ্ঞাতব্যো গৃহী বৈষ্ণবঃ।
সংস্কারভেদ-সম্প্রাপ্ত্যা সংজ্ঞাভেদো ভবেদ্ দ্বয়োঃ ॥৩৪॥

গুরুর যোগ্যতা বিচার করা অতীব প্রয়োজন। শিষ্যেরও যোগ্যতা না থাকিলে গুরু তাদৃশ শিষ্যকে কখনই সন্ন্যাস প্রদান করিবেন না ॥৩৩॥

সন্ন্যাসের সংস্কার, যথা—১। মুণ্ডন, ২। তীর্থস্নান, ৩। হরিমন্দির-তিলকাদি ধারণ, ৪। গাত্রে চন্দনাদিদ্বারা হরিনাম-মুদ্রা-ধারণ, ৫। বিশুদ্ধ কৌপীন, ৬। উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা, ৭। হরিদাসাদিনাম গ্রহণ, ৮। বামকর্ণে পঞ্চপদী অষ্টাদশাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র ধারণ, ৯। সর্ব্বজনবন্দিত অচ্যুত-গোত্রগ্রহণ, ১০। ভক্তিপূর্ব্বক শালগ্রামের অর্চ্চন। এই দশ সংস্কার-দ্বারা বিষ্ণুসন্ন্যাসী বৈষ্ণব এবং তাপাদি পঞ্চ সংস্কার-দ্বারা গৃহী বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। বৈষ্ণব একই তত্ত্ব, সংস্কারভেদেই উঁহাদের (গৃহী ও সন্ন্যাসী) নামের ভেদমাত্র।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে,—তাপ-পুণ্ড্র-নাম-মন্ত্র-যাগ—এই পাঁচটী সংস্কারের নাম—পঞ্চ-সংস্কার। গৃহী যদি সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন তিনি ঐ পঞ্চ-সংস্কার প্রাপ্ত হন। পঞ্চসংস্কার-প্রাপ্ত পুরুষ যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চাহেন, তখন সন্ন্যাস-গুরু ঐ ব্যক্তিকে পঞ্চসংস্কার

তত্র প্রথমঃ সংস্কারঃ—ক্ষৌরার্থে প্রার্থনং

"মস্তকং মুণ্ডয় মুণ্ডিন্ শিখাং সংস্থাপ্য যত্নতঃ।
শ্রদ্ধা মে কৃষ্ণচৈতন্যপাদাব্জে বিক্রয়ঃ স্থিরঃ॥
মাতৃ-পিতৃসমাঃ সর্ব্বে বান্ধবা মে হিতৈষিণঃ।
আশীঃকুরুত তৎপাদে ভক্তিঃ স্যাদ্ভবকৃন্তনী॥
শ্রীচৈতন্য দয়াসিন্ধো ভক্তানুগ্রহকারক!
দাসো ভবামি, গৃহাণ্তু পতিতং মাং সমুদ্ধর॥"
ইত্যুক্ত্বা মুণ্ডনং কারয়েৎ ॥৩৫॥

তত দ্বিতীয়ঃ সংস্কারঃ—তীর্থস্নানং

ততো জলাশয়ে গত্বা প্রথমমাচম্য করন্যাসমঙ্গন্যাসং প্রাণায়ামঞ্চ কৃত্বা স্নানং কুর্য্যাৎ। গুরুস্তু মন্ত্রানুচার্য্য স্নানং

প্রাপ্ত জানিয়া অবশিষ্ট পাঁচটী সংস্কার প্রদান করেন। সেই পাঁচটী সংস্কার এই—১। মুণ্ডন, ২। তীর্থস্নান, ৩। কৌপীনগ্রহণ, ৪। কৌপীন-প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, ৫। অচ্যুত-গোত্র স্বীকার ॥৩৪॥

প্রথম সংস্কার—ক্ষৌরপ্রার্থনা। গুরুর আশ্রমের নিকট যে নরসুন্দরকে পাওয়া যায়, তাহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে হয়।—'হে নরসুন্দর! যত্নপূর্ব্বক শিখা সংরক্ষণ করিয়া আমার মস্তক মুণ্ডন কর। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের পাদপদ্মে স্থির বিক্রয় হউক,—আমার এইরূপ শ্রদ্ধা। আমার মাতৃপিতৃতুল্য হিতৈষী বান্ধবসকল আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরণে আমার ভবখণ্ডিনী ভক্তি উদিত হউক। হে ভক্তানুগ্রহকারি, দয়াসিন্ধো শ্রীচৈতন্যপ্রভো! আমি তোমার দাস, আমাকে গ্রহণ কর, পতিতকে উদ্ধার কর।' এইরূপ প্রার্থনা করিয়া মুণ্ডন করাইবে ॥৩৫॥

কারয়েৎ। (ক) আচমনমাহ,—প্রথমং হস্তৌ দ্বৌ প্রক্ষাল্যা-চমনং কুর্য্যাৎ। (তদ্ যথা,)—দক্ষিণহস্তে জলং সংস্থাপ্য 'ওঁ কেশবায় নমঃ' ইত্যুক্ত্বা আচম্য তজ্জলং ত্যজেৎ। 'ওঁ নারায়ণায় নমঃ' ইত্যুক্ত্বা আচম্য তদ্বৎ ত্যজেৎ। এবং 'ওঁ মাধবায় নমঃ' ইত্যুক্ত্বা আচম্য ত্যজেদেব। ততঃ 'ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' ইতি দ্বাভ্যাং দ্বৌ হস্তৌ প্রক্ষাল্য, ততঃ 'ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ' ইতি দ্বাভ্যাং মুখং সংমৃজ্য, ততঃ 'ওঁ বামনায় নমঃ, ওঁ শ্রীধরায় নমঃ' ইতি দ্বাভ্যাং অধরৌ সংমৃজ্য, ততঃ 'ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ' ইত্যনেন হস্তৌ পুনঃ প্রক্ষাল্য, ততঃ 'ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ' ইত্যনেন পাদদ্বয়ং প্রক্ষাল্য, ততঃ 'ওঁ দামোদরায় নমঃ' ইত্যনেন মস্তকং সংপ্রোক্ষ্য, ততঃ 'ওঁ বাসুদেবায় নমঃ' ইত্যনেন (পঞ্চাঙ্গুল্যগ্রেণ) মুখং

তারপর দ্বিতীয় সংস্কার—তীর্থস্নান। মুণ্ডনের পর জলাশয়ে গিয়া আচমন, করন্যাস, অঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া স্নান করিবে। আচার্য্য মন্ত্রপাঠ করাইয়া স্নান করাইবেন। (ক) আচমন—প্রথমে দুই হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আচমন করিবে। যথা,—দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া 'ওঁ কেশবায় নমঃ' মন্ত্রে পান করিয়া অবশেষ ত্যাগ করিবে। পুনঃ 'ওঁ নারায়ণায় নমঃ' মন্ত্রে তদ্রূপ করিবে। আবার 'ওঁ মাধবায় নমঃ' মন্ত্রেও ঐরূপ করিবে। তারপর 'ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' বলিয়া দুই হস্ত প্রক্ষালন; 'ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ' মন্ত্রে মুখ মার্জ্জন; 'ওঁ বামনায় নমঃ, ওঁ শ্রীধরায় নমঃ' মন্ত্রে ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জন; 'ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ' বলিয়া পুনঃ হস্তদ্বয় প্রক্ষালন; 'ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ' বলিয়া পদদ্বয়

সংস্পৃশ্য, ততঃ 'ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ, ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ' ইতি দ্বাভ্যাং (তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ) দক্ষিণক্রমেণ নাসিকে সংস্পৃশ্য, ততঃ 'ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ, ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ' ইতি দ্বাভ্যাং (অনামিকাঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ) দক্ষিণক্রমেণ নেত্রে সংস্পৃশ্য, ততঃ 'ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ, ওঁ নৃসিংহায় নমঃ' ইতি দ্বাভ্যাং (কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেণ) দক্ষিণক্রমেণ কর্ণৌ সংস্পৃশ্য, ততঃ 'ওঁ অচ্যুতায় নমঃ' ইত্যনেন (করতলেন) নাভিং সংস্পৃশ্য, ততঃ 'ওঁ জনার্দ্দনায় নমঃ' ইত্যনেন (পঞ্চাঙ্গুল্যগ্রেণ) হৃদয়ং সংস্পৃশ্য, ততঃ 'ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ' ইত্যনেন (পঞ্চাঙ্গুল্যগ্রেণ) শিরঃ সংস্পৃশ্য, ততঃ 'ওঁ হরয়ে নমঃ' ইত্যনেন দক্ষিণবাহুং সংস্পৃশ্য, ততঃ 'ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ' ইত্যনেন বামবাহুং সংস্পৃশেৎ।

ততঃ (খ) করন্যাসং কুর্য্যাৎ, যথা—ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গোবিন্দায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, গোপীজন মধ্যমাভ্যাং বষট্, বল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুং, স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্।

প্রক্ষালন; 'ওঁ দামোদরায় নমঃ' মন্ত্রে মস্তক প্রোক্ষণ; 'ওঁ বাসুদেবায় নমঃ' মন্ত্রে মুখ স্পর্শ; 'ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ, ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ' বলিয়া (দক্ষিণ-ক্রমে) নাসিকাদ্বয় স্পর্শ; 'ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ, 'ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ' বলিয়া (দক্ষিণ-ক্রমে) নেত্রদ্বয় স্পর্শ; 'ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ, ও নৃসিংহায় নমঃ' মন্ত্রে (দক্ষিণ-ক্রমে) কর্ণদ্বয় স্পর্শ; 'ওঁ অচ্যুতায় নমঃ' মন্ত্রে নাভি স্পর্শ; 'ওঁ জনার্দ্দনায় নমঃ' মন্ত্রে হৃদয় স্পর্শ; 'ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ' মন্ত্রে মস্তক স্পর্শ; 'ওঁ হরয়ে নমঃ' মন্ত্রে দক্ষিণ বাহু স্পর্শ; 'ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ' মন্ত্রে বামবাহু স্পর্শ করিবে।

ততঃ (গ) (ষড়্) অঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ, যথা—ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ, কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা, গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্, গোপীজন কবচায় হুং, বল্লভায় নেত্রায় বষট্, স্বাহা অস্ত্রায় ফট্।

অথবা, প্রকারান্তরে করন্যাসাঙ্গন্যাসাবাহ। করন্যাসো যথা,—ক্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ, ক্লৈং মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ক্লোং অনামিকাভ্যাং নমঃ, ক্লোং কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্লং করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥ অঙ্গন্যাসো যথা,ক্লীং উদরায় নমঃ, ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লুং কণ্ঠকূপায় নমঃ, ক্লৈং শিরসে স্বাহা, ক্লোং শিখায়ৈ বষট্, ক্লৌং কবচায় হুং, ক্লং করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥

ততঃ (ঘ) প্রাণায়ামঃ। কামবীজেন প্রণবেন কুর্য্যাৎ।—ওঁ কামবীজস্য প্রজাপতি ঋষিঃ, দেবী গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণচৈতেন্যা দেবতা, ক-কারো বীজং, ল-কারঃ কীলকং, ঈ-কারঃ শক্তিঃ, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ, [এবং ঋষ্যাদিকং স্মৃত্বা বীজমভ্যস্যেৎ।] অস্য ন্যাসঃ,—ওঁ কামবীজায় নমঃ, শিরসি প্রজাপত্যৃষয়ে নমঃ, শিখায়ৈ দেবী গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, আস্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবতায়ৈ নমঃ, হৃদি ক-কারবীজাত্মনে নমঃ, দক্ষিণকুচে ল-কারকীলকায় নমঃ, বামকুচে ঈ-কারশক্তয়ে নমঃ, হৃদি প্রাণায়ামবিনিয়োগায় নমঃ। পুনঃ হৃদি পূরকো দ্বাত্রিংশৎ, কুম্ভকশ্চতুঃষষ্টিঃ, রেচকঃ ষোড়শঃ ॥৩৬॥

(খ) তারপর মূলোক্ত ক্রমে ও মন্ত্রে করন্যাস করিবে। (গ) অনন্তর মূলোক্ত ক্রমে ও মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। অথবা মূলোক্ত প্রকারান্তরবিধিতে করাঙ্গন্যাস করিবে। (ঘ) অতঃপর মূলোক্ত ক্রমে কামবীজের

ততস্তৃতীয়ঃ সংস্কারঃ—হরিমন্দিরতিলকং

ততো দ্বাদশভিঃ কুর্য্যান্নামভিঃ কেশবাদিভিঃ।
দ্বাদশাঙ্গেষু বিধিবদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি বৈষ্ণবঃ॥

দ্বাদশতিলকবিধিঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডে, যথা—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে॥
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥
তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবায় মূর্দ্ধনি॥

কিঞ্চ—ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্।
ললাটাদি ক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে॥
আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদা।

দ্বারা প্রাণায়াম করিবে। পুনরায় হৃদয়ে দ্বাত্রিংশ বীজসংখ্যায় পূরক, চৌষট্টি সংখ্যায় কুম্ভক এবং ষোড়শ সংখ্যায় রেচক করিবে ॥৩৬॥

তৃতীয় সংস্কারে—হরিমন্দিরতিলক করাইবে। বৈষ্ণবগণ কেশবাদি দ্বাদশ বিষ্ণুনামদ্বারা ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে বিধি-অনুসারে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে। পাদ্মোত্তরখণ্ডে দ্বাদশতিলকবিধি—'ওঁ ললাটে কেশবায় নমঃ' ইত্যাদি। আরও কথিত আছে—সকলের পক্ষেই ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ পরমবিধি। ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া ধারণ করা বিধি। নাসিকামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটান্ত পর্য্যন্ত মৃত্তিকাদ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড

নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে ॥
(সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলং অন্তরালং প্রকল্পয়েৎ)।
তথাচ—আ-কুর্য্যাদূর্দ্ধরেখে দ্বে কুর্য্যাৎ কেশসমন্তিকে ।
তমালমূলবচ্ছিরো রেখাদ্বয়সুযোজিতম্ ॥
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ।
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ ॥
নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনম্।
মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরম্ ॥
হরিমন্দিরামিত্যেবং মন্যতে তত্ত্ববিজ্জনঃ।
পুণ্ড্রং স্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং, তৎ শাস্ত্রে বহুবিধং স্মৃতম্ ॥
অশ্বত্থপত্রসঙ্কাশং, বেণুপত্রাকৃতি তথা।
পদ্মকুট্মলসন্নিভং, মোহনং তৃতীয়ং স্মৃতম্ ॥

মোহনমিতি কৈশ্চিদতিশোভনমভিপ্রেতং, কৈশ্চিন্মোহকারিত্বাদ্বিরুদ্ধঞ্চেতি, দীপশিখাকারতয়া চান্যাঙ্গে পুণ্ড্রমঙ্কিতম্।

করিবে। নাসিকার তিন ভাগকে নাসামূল বলিয়া থাকে। (ভ্রূর মূল হইতে অন্তরাল অঙ্কন করিবে)। আরও—দুইটী রেখা বরাবর কেশ-পর্য্যন্ত অঙ্কন করিবে। রেখাদ্বয়কে সুযোজিত করিয়া তমালমূলের ন্যায় শির করিবে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বামপার্শ্বে ব্রহ্মা, দক্ষিণপার্শ্বে সদাশিব এবং মধ্যে বিষ্ণু আছেন। অতএব মধ্যভাগ লেপন করিবে না। নাসামূল হইতে কেশপর্য্যন্ত দীর্ঘ, মধ্যে ছিদ্রযুক্ত, সুদৃশ্য ঊর্দ্ধপুণ্ডকে 'হরিমন্দির' বলিয়া জানিবে। তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি ইহাকে হরিমন্দিরই বলেন। 'পুণ্ড'-শব্দে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রই বুঝায়, শাস্ত্রে উহা বহুবিধ বলিয়া কথিত। যথা,—

অস্য চ বিষ্ণুপঞ্জরন্যাসে প্রণবপূর্ব্বস্তং সবিন্দ্বকারাদিদ্বাদশবর্ণৈঃ দ্বাদশাদিত্যৈশ্চ * সহিতানি কেশবাদিদ্বাদশনামানি ন্যসেৎ। যথা—(১) ওঁ অং ধাতৃসহিতায় কেশবায় নমঃ ললাটে, (২) ওঁ আং অর্য্যমাসহিতায় নারায়ণায় নমঃ উদরে, (৩) ওঁ ইং মিত্র-সহিতায় মাধবায় নমঃ বক্ষসি, (৪) ওঁ ঈং বরুণসহিতায় গোবিন্দায় নমঃ কণ্ঠকূপকে, (৫) ওঁ উং অংশুসহিতায় বিষ্ণবে নমঃ দক্ষিণকুক্ষৌ, (৬) ওঁ ঊং ভগসহিতায় মধুসূদনায় নমঃ দক্ষিণবাহৌ, (৭) ওঁ ঋং বিবস্বৎসহিতায় ত্রিবিক্রমায় নমঃ দক্ষিণকন্ধরে, (৮) ওঁ ৠং ইন্দ্রসহিতায় বামনায় নমঃ বামপার্শ্বকে, (৯) ওঁ ঌং পূষসহিতায় শ্রীধরায় নমঃ বামবাহৌ, (১০) ওঁ ৡং পর্জ্জন্য-সহিতায় হৃষীকেশায় নমঃ বামকন্ধরে, (১১) ওঁ এং ত্বষ্টৃসহিতায় পদ্মনাভায় নমঃ পৃষ্ঠে, (১২) ওঁ ঐং বিষ্ণুসহিতায় দামোদরায় নমঃ কট্যাং ॥ ইতি ॥

অশ্বত্থপত্রাকার, বংশপত্রাকার ও পদ্মকুট্‌মলাকার। তৃতীয় প্রকারটীকে 'মোহন' বলে। 'মোহন' পুণ্ড্র অতি সুন্দর বলিয়া কাহারও কাহারও অভিপ্রেত, মোহকারী বলিয়া ইহাকে কেহ কেহ বিরুদ্ধ মনে করেন। অন্যান্য অঙ্গে দীপশিখাকার পুণ্ড্র অঙ্কিত করিবে।

হরিমন্দির-তিলকের বিষ্ণুপঞ্জরন্যাসে প্রণবপূর্ব্বক, সবিন্দু দ্বাদশ-স্বরবর্ণ ও দ্বাদশ-আদিত্যনামের সহিত দ্বাদশ-কেশবাদি বিষ্ণুনামের ন্যাস

---

* দ্বাদশাদিত্যাঃ,—ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশুর্ভগস্তথা।
বিবস্বানিন্দ্রঃ পূষা চ পর্জ্জন্যস্ত্বষ্টৃ বিষ্ণবঃ॥ ইতি॥

এবং ন্যাসং সমাচর্য্য সম্প্রদায়ানুসারতঃ।
ন্যসেৎ কিরীটমন্ত্রঞ্চ মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ॥

তৎপ্রক্ষালনতোয়েন যথা—ওঁ কিরীট-কেয়ূর-হার-মকর-কুণ্ডল-চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মহস্ত - পীতাম্বরধর-শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষঃস্থল-শ্রীভূমিসহিতস্বাত্মজ্যোতির্দীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমো নমঃ ॥৩৭॥

ততশ্চতুর্থসংস্কারঃ—নাম-মুদ্রাদিধারণম্

অত্র নামপদেন হরেকৃষ্ণাদি-হরিনামরূপমন্ত্রগ্রহণম্, তথা শ্রীহরিনামাদি-ভগবন্নাম্না নির্মিতমুদ্রাদিধারণঞ্চ বিহিতম্ যদুক্তং প্রাচীনৈঃ,—

অবাপ্তপঞ্চসংস্কারো লব্ধদ্বিবিধভক্তিকঃ।
সাক্ষাৎকৃত্য হরিং তস্য ধাম্নি নিত্যং প্রমোদতে ॥

পঞ্চ সংস্কারা যথা,—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥

করিবে। যথা—মূলে দ্রষ্টব্য। সাম্প্রদায়িক বিধিক্রমে এইরূপে ন্যাস করিয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধির জন্য মস্তকে কিরীটমন্ত্র ন্যাস করিবে। মূলোক্ত 'ওঁ কিরীট-কেয়ূর' ইত্যাদি মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক প্রক্ষালন জল মস্তকে দিবে ॥৩৭॥

অতঃপর চতুর্থ সংস্কারে—নাম-মুদ্রাদি-ধারণ। এইস্থলে নাম-অর্থে হরেকৃষ্ণাদি হরিনামরূপ মন্ত্র-গ্রহণ; হরিনামাদি ভগবন্নাম-নির্ম্মিত মুদ্রা-ধারণও বিহিত। প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—যিনি পঞ্চসংস্কারে দীক্ষিত এবং বৈধ ও রাগানুগা দ্বিবিধ ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি

তাপোঽত্র তপ্তচক্রাদি-মুদ্রাধারণমুচ্যতে।
তেনৈব হরিনামাদি-মুদ্রা চাপ্যুপলক্ষ্যতে॥

তথাচ স্মৃতৌ,—

হরিনামাক্ষরৈর্গাত্রমঙ্কয়েচ্চন্দনাদিভিঃ।
স লোকপাবনো ভূত্বা তস্য লোকমবাপ্নুয়াৎ॥
শ্রীগোপীচন্দনেনৈব চক্রাদীনি বুধোঽন্বহম্।
ধারয়েচ্ছয়নাদৌ চ তপ্তানি কিল তানি হি॥
শ্রীমন্নারায়ণাখ্যস্য মন্ত্রদীক্ষেয়মীদৃশী।
মৎস্যাদীনাং তথা তত্তন্নাম্নাস্ত্রমুদ্রিকা শুভা॥
শ্রীকৃষ্ণোপাসকানন্তকার্ষ্ণানাং শীতমুদ্রিকা।
গোপীমৃদাদিনা ধার্য্যা শ্রীকৃষ্ণনামনির্ম্মিতা॥

তাপ ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ। অমী তাপাদয়ঃ সংস্কারাঃ পঞ্চ। তাপাদীন্ ব্যাচষ্টে তেনেতি,—তাপাদিধারণেনচ তপ্তচক্রাদিধৃতিং

শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ করতঃ তাঁহার ধামে নিত্য আনন্দ লাভ করেন। পঞ্চসংস্কার, যথা—তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র, যাগ—এই পাঁচটী সংস্কার পরম একান্তিতা লাভের হেতু। এস্থলে 'তাপ' বলিতে তপ্ত চক্রাদির মুদ্রা-ধারণকে বুঝায়; ইহার দ্বারা হরিনামাদির মুদ্রাও উপলক্ষিত॥ স্মৃতিতে তদ্রূপ আছে—যিনি চন্দনাদিদ্বারা হরিনামাক্ষর-মুদ্রা অঙ্গে ধারণ করেন, তিনি লোকপাবন হইয়া শ্রীহরির ধাম প্রাপ্ত হন। পণ্ডিত ব্যক্তি প্রত্যহ গোপীচন্দনদ্বারা দেহে চক্রাদি ধারণ করিবেন। ঐ সকল চক্রাদির তপ্ত মুদ্রা ধারণ শয়নাদি দ্বাদশীতিথিতে কর্ত্তব্য। শ্রীনারায়ণ-মন্ত্রে দীক্ষায় এইরূপ তপ্তমুদ্রাদি ধারণের বিধি আছে। শ্রীমৎস্যাদি

কলিমলিনমনসাং দুষ্করাং মন্বানঃ পতিতানামুদ্ধিধীষুর্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশ্চন্দনাদিনা ভগবন্নামমুদ্রাদিধৃতিং প্রাচামপি স্বীকৃতামুপাদীক্ষৎ। সা পঞ্চসংস্কারবাক্যে তপ্তচক্রাদিধারণেনোপলক্ষিতেতি ভাবঃ। পুণ্ড্রমিতি হরিমন্দিরাদিতিলকম্। তিলকং তমালপত্রচিত্রযুক্তং বিশেষকং পুণ্ড্রমিতি হলায়ুধঃ। যদ্যপি শয়নাদৌ তানি চক্রাদীনি তপ্তানীত্যুক্তং তথাপি শিষ্টাচারাভাবান্ন ব্যবহ্রিয়তে ॥৩৮॥

ততঃ পঞ্চমঃ সংস্কারঃ—কৌপীনশুদ্ধিঃ—

কৌপীনকরণপ্রমাণং যথা—তত্রৈব,

স্তনাৎ স্তনান্তরং প্রস্থং দীর্ঘন্তু কটি-বেষ্টণম্।
গ্রন্থ্যর্থং মুষ্টিযুগলং পট্টযুগবিনির্মিতম্ ॥

অবতারগণের মন্ত্রদীক্ষাতেও সেই সকল ভগবদবতারের শুভ নাম ও অস্ত্রের মুদ্রাধারণ বিধি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণোপাসক সকল কৃষ্ণভক্তের পক্ষে গোপীচন্দনাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণনামের শীতল মুদ্রা ধারণ বিহিত।

'তাপঃ পুণ্ড্রং' ইত্যাদি বাক্য পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ড প্রভৃতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এই তাপাদির নাম পঞ্চ সংস্কার। 'তাপোঽত্র' ইত্যাদি শ্লোক হইতে তাপাদির ব্যাখ্যা। 'তেন' ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য এই—তাপাদি-ধারণের বিধিহেতু তপ্ত-চক্রমুদ্রাদি ধারণ কলিকলুষিতচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে দুঃসাধ্য বিচার করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পতিতজীবের উদ্ধার-মানসে প্রাচীন আচার্য্যগণেরও স্বীকৃত চন্দনাদি দ্বারা ভগবানের নাম-মুদ্রাদি ধারণের বিধান করিয়াছেন। ইহা পঞ্চসংস্কার-বাক্যে তপ্তচক্রাদিধারণ-শব্দে উপলক্ষিত হইয়াছে। 'পুণ্ড্র' অর্থে হরি-

কৌপীনস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতামাহ,—

লজ্জারূপা ভগবতী কৌপীনং ভবতারণম্ ।
ডোরশ্চানন্তরূপোঽসৌ ধারণে শুভদায়কঃ ॥
ভাবভক্তিজনৈর্ধার্য্যং কৌপীনং যোনিসম্মতম্ ।
দক্ষিণগ্রন্থিসংযুক্তং অনন্তরূপডোরকম্ ॥
চতুর্দ্দশমুষ্টিদীর্ঘং প্রস্থং প্রাদেশমাত্রকম্ ।
কৃত্বা তু তৎ প্রযত্নেন সংস্কারং কারয়েত্ততঃ ॥
কৌপীনং পৃথ্বীরূপোক্তং ডোরশ্চানন্ত এব হি ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈব বাসুকী পবনোঽনলঃ ॥
সোমঃ শুক্রঃ সুরাচার্য্যঃ কৌপীনে নব দেবতাঃ ।

মন্দিরাদি তিলক। হলায়ুধ বলেন,—তমালপত্রের চিত্রযুক্ত তিলকের পর্য্যায়-শব্দ বিশেষক, পুণ্ড্র। যদিও শয়নাদি দ্বাদশী তিথিতে তপ্তচক্রাদি ধারণ বিহিত, তথাপি অধুনা শিষ্টাচারাভাবে তাহার ব্যবহার নাই ॥৩৮॥

অনন্তর পঞ্চম সংস্কারে—কৌপীন। কৌপীন করিবার প্রমাণ, যথা উক্ত শাস্ত্রেই—দুইখণ্ড বস্ত্রে কৌপীন হয়। ইহার প্রস্থ—একস্তন হইতে অন্যস্তন পর্য্যন্ত ব্যবধানের পরিমাণ, দৈর্ঘ্য—কটি-বেষ্টন পরিমাণ ও গ্রন্থির জন্য দুই মুষ্টি অধিক। কৌপীনের অধিষ্ঠাতৃদেবতা কথিত হইতেছে,—লজ্জারূপা ভগবতী ভবতারণ কৌপীন, অনন্তরূপী ডোর ধারণে শুভপ্রদ। ভাবভক্তির অধিকারী ব্যক্তিগণ যোনি-সম্মত দক্ষিণগ্রন্থিযুক্ত, অনন্তরূপ ডোরসহিত কৌপীন ধারণ করিবেন। চতুর্দ্দশ মুষ্টি দীর্ঘ, প্রাদেশমাত্র প্রশস্ত কৌপীন সযত্নে প্রস্তুত করিয়া উহার সংস্কার করিবে। কৌপীন—পৃথিবীরূপী, ডোর—অনন্তরূপী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বাসুকী, পবন, অগ্নি,

কৈশ্চিদত্র ত্রয়ঃ প্রোক্তা ব্রহ্মাদ্যা নাপরাঃ কিল ॥
গ্রন্থিমধ্যে স্থিতো বিষ্ণুঃ পার্শ্বে চ ব্রহ্মরুদ্রকৌ।
বহির্ব্বাসো বিষ্ণুশক্তিস্তয়াচ্ছাদ্যং সুযত্নতঃ ॥
এতচ্চ কৌপীনং ডোরং ম্রক্ষিতং হরিচন্দনৈঃ।
চন্দনেনাপি সংপ্রোক্ষ্য শুদ্ধ্যর্থং শোধয়েৎ পুনঃ ॥
"গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থানি যানি লোকগতানি তু।
কৌপীনং পরিশুধ্যন্তু সর্ব্বসিদ্ধিকরাণি ভোঃ ॥"

ঋক্‌পরিশিষ্টে বৈরাগ্যখণ্ডে চ সপরিকরং কৌপীনং নির্দ্দিষ্টং—

কৌপীনং যুগলং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারিণীম্।
শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ ॥

বাসো বহির্ব্বাসঃ। শরীরত্রাণেতি—ঝুলি-শিরস্ত্রবসনমপীতিজ্ঞেয়ম্।

'ওঁ কৌপীনশুদ্ধিমন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, হংসো দেবতা, ব্রহ্ম বীজং, বৈষ্ণবী শক্তিঃ, কৌপীনশুদ্ধিবিধানার্থং জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ কৌপীনাধিষ্ঠাতৃ-লজ্জানন্তরূপায় নমঃ'—ইতি দশধা জপ্ত্বা, পুনঃ 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কৌপীনাধিষ্ঠাতৃলজ্জানন্ত-

---

চন্দ্র, শুক্র, বৃহস্পতি—কৌপীনে এই নয় দেবতা বিরাজমান। কাহারও মতে ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয় কৌপীনে অবস্থিত, অপর দেবতাগণ নহে। গ্রন্থিমধ্যে বিষ্ণু এবং দুই পার্শ্বে ব্রহ্মা ও রুদ্র অবস্থিত। বহির্ব্বাস—বিষ্ণুশক্তি, উহা দ্বারা কৌপীনকে অতিযত্নে আচ্ছাদন করিবে। এই কৌপীন ও ডোরকে হরিচন্দনে মাখিয়া শুদ্ধির জন্য চন্দনে প্রোক্ষণ করিয়া 'গঙ্গাদি-সর্ব্বতীর্থানি' ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে পুনঃ শোধন করিবে।

রূপায় নমঃ' ইতি সম্পূজ্য প্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ।—'ওঁ কেপীনাধিষ্ঠাতৃদেবতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, ইহাবরুন্ত্স্ব ইহাবরুন্ত্স্ব, ইহ পরমীকুরু ইহ পরমীকুরু, ইহ কৌপীনেঽধিষ্ঠানং কুরু স্বাহা ॥'৩৯॥

ততঃ ষষ্ঠঃ সংস্কারঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা

এবং সংশোধ্য তৎ সর্ব্বং প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কারয়েৎ, ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠানন্তরং স্বেষ্টদেবেঽস্য সমর্পণম্। তৎ সর্ব্বমিত্যনেন কৌপীনাঙ্গভূত-দণ্ডাদিকমপি সংগৃহীতং, তদ্ যথা—

পালাশং বৈণবং বিল্বং ত্রিদণ্ডমুপজীবয়েৎ।*
তেষামেকতরং কিম্বা বৈণং বাপি সমাচরেৎ ॥
কমণ্ডলুং তথাঽন্যদ্বা তুম্বি-কার্য্যাদিনির্ম্মিতম্।
এতদন্যচ্চ তৎসর্ব্বং বিপত্তৌ চ সমাচরেৎ ॥

কৌপীনাঙ্গভূতত্বাদেতেষাং শুদ্ধিঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা চ কৌপীনস্যেব তত্তৎকরণেন সিধ্যতীতি জ্ঞেয়ম্।

ঋক্-পরিশিষ্টে বৈরাগ্যখণ্ডে সপরিকর কৌপীন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—কৌপীন, যুগল-বস্ত্র, শীতনিবারণী কন্থা (ধারণ করিবে); শরীর-রক্ষার্থে পাদুকা পরিধানপূর্ব্বক গমন করিবে। বাসঃ-শব্দে বহির্ব্বাস। শরীরত্রাণ ইত্যাদি পদ হইতে ঝুলি, শিরোবস্ত্রও বুঝিতে হইবে।

মূলোক্ত মন্ত্রে কৌপীনের পূজা ও প্রতিষ্ঠা করিবে ॥৩৯॥

---

* প্রভু বলে—"যাহে সর্ব্বদেব-অধিষ্ঠান।
সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ-খান!" (চৈঃ ভাঃ অঃ ২।২২৫)

উহার বিবৃতি—গুণাবতারত্রয়ের অর্চ্চামূর্ত্তিরূপে পরম পবিত্র ত্রিদণ্ডকে চিন্ময়বিচারে পূজ্যবুদ্ধি করিতে হয়।

অথ প্রাণপ্রতিষ্ঠামাহ,—

'ওঁ অস্য কৌপীন-প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য পুলস্ত্য ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ, সাবিত্রী দেবতা, কামো বীজং, বারাহী শক্তিঃ, কৌপীন-প্রতিষ্ঠাজপে বিনিয়োগঃ, বর্ণধর্মাদিবিহীনকারিণি কৌপীনেঽস্মিন্ ওঁ আং হ্রীং ক্রোং হ্রীং সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বানীন্দ্রিয়াণি চ মহাত্মনা সুখং প্রতিষ্ঠন্তু স্বাহা'—ইতি অষ্টোত্তর-দশধা জপ্ত্বা, পশ্চাৎ 'ওঁ আং ক্রোং হ্রীং সুসিদ্ধায় কৌপীনায় এতদ্ গন্ধপুষ্পাদিকং নমোঽস্তু স্বাহা' ইতি।

কৌপীনধার্য্যাধিকারী যথা,—

বিজিতষড়্গুণো * যস্তু দম্ভহিংসাদিবর্জ্জিতঃ।
মৈত্র-কারুণ্যশীলশ্চ বিগতেচ্ছো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

অতঃপর ষষ্ঠসংস্কার—প্রাণপ্রতিষ্ঠা। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তৎসমস্ত সংশোধন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর নিজ-ইষ্টদেবে উহা সমর্পণ করিবে। 'তৎ-সর্ব্বং' এই পদে কৌপীনের অঙ্গীভূত দণ্ডাদিও গ্রহণীয়। দণ্ডাদির ব্যবস্থা, যথা—পলাশ, বেণু ও বিল্ব,—এই তিন প্রকারের তিনটী দণ্ডে মিলিত ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবে, অথবা ইহাদের যে-কোন একটীর, অথবা কেবল বংশের ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবে। তদ্রূপ কমণ্ডলু, তুম্বি বা কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত (জলপাত্র) গ্রহণীয়। বিপদ্কালে এই সমস্ত অনুরূপও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কৌপীনের অঙ্গীভূত এই সকলের শুদ্ধি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা কৌপীনের ন্যায় সেই সেই অনুষ্ঠানের দ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া জানিবে।

---

* ক্ষুৎ-পিপাসে শোকমোহৌ জরামৃত্যু ষড়ূর্ম্ময়ঃ। (ভাঃ ১১।১১।৩১ স্বামি-টীকা)।

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুভক্ত্যাদিসাধকঃ।
তস্মৈ দেয়ং প্রযত্নেন যাচিতে সতি সাধুভিঃ॥

বিপক্ষে চ—

দম্ভায় ভক্তিহীনায় শঠায় পরহিংসকে।
ন দাতব্যং ন দাতব্যং দত্তে তু ধর্মনাশনম্॥

এতদ্‌বর্জ্জনবৎ দোষযুক্‌-কৌপীনাদিবর্জ্জনমপি কুর্য্যাৎ,—

কুৎসিতং মলিনং বাসো বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ।
কষায়রহিতং বস্ত্রং বহির্ব্বাসাদিকং শুভম্॥

অনন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা।—মূলোক্ত বিধি ও মন্ত্রে কৌপীনাদির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও অর্চ্চন করিবে।

কৌপীনধারণে অধিকারী বিচার, যথা—যিনি ষড়্‌গুণজয়ী, দম্ভহিংসাদি শূন্য, মৈত্র ও কারুণ্যগুণে পূর্ণ, নিষ্কাম, জিতেন্দ্রিয়, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং ভগবদ্‌ভক্ত্যাদি সাধনে তৎপর, তাদৃশ ব্যক্তিকে প্রার্থনাক্রমে সযত্নে কৌপীন দেওয়া যাইতে পারে। নিষেধপক্ষে—দাম্ভিক, ভক্তিহীন, শঠ, পরহিংসক ব্যক্তিকে কখনই দিবেন না, দিলে গুরুর ধর্ম্মনাশ হইবে।

কৌপীনধারী সন্ন্যাসী দুই প্রকার—বিদ্বৎ-সন্ন্যাসী ও বিবিৎসা-সন্ন্যাসী। বিজিতষড়্‌গুণ ইত্যাদি গুণে যিনি স্বভাব লাভ করিয়াছেন, তিনি বিদ্বৎ-সন্ন্যাসী। তাঁহার কৌপীন শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীদাস গোস্বামীর ন্যায় অত্যন্ত সুলভ। যিনি পঞ্চসংস্কার প্রাপ্ত হইয়া সাধনক্রমে দম্ভত্যাগ, ভক্তিলাভ, সরলতা অর্জ্জন ও পরহিংসা বর্জ্জন করিতেছেন, তিনি তাঁহার বৈরাগ্যপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য শাস্ত্রোক্ত এই সংস্কারক্রম গ্রহণ-পূর্ব্বক বিবিৎসা-সন্ন্যাসী হইয়া ক্রমোন্নতিতে পরমহংসত্বও লাভ করিতে

কৌপীনডোরং সূচীবেধযুক্তং কষায়িতং তন্মলিনঞ্চ বাসঃ।
এতন্ন পূতং মুনিভিঃ প্রগীতং ধৃত্বা ভবেৎ শোভনকাচিকঃ পরম্॥

যদ্যপ্যত্র সন্ন্যাসার্থং দশসংস্কারণমুক্তং, তথাপি তাপাদি-যাগান্তং দীক্ষাঙ্গভূতং, তদপরঞ্চ সন্ন্যাসাঙ্গভূতম্। তস্মাদেব পূর্ব্বপ্রাপ্তপঞ্চসংস্কারং বা তৎকালগৃহীতপঞ্চসংস্কারং বা যোগ-পট্টাদিকং ধারয়েৎ।

সন্ন্যাসার্থং প্রার্থনং, যথা—

কৌপীনং ব্রহ্মনির্ম্মিতমনন্তাৎ প্রাপ্তবাংশ্ছিবঃ।
ততোঽস্মান্নারদঃ প্রাপ্তো মহাযোগী ভবেৎ স্বয়ম্॥
শৌনকাদি ঋষিস্তস্মাত্ততঃ কেশবভারতী।
তস্মাৎ প্রাপ্তে গৌরচন্দ্রঃ স দদৌ ভক্তশাখিনি॥

পারেন,—ইহাই তাৎপর্য্য। অভক্ত ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কৌপীন-গ্রহণে মহা অনর্থ উৎপন্ন হয়।

এইরূপ অনধিকারীর বর্জ্জনের ন্যায় দোষযুক্ত কৌপীনাদিও বর্জ্জনীয়। কুৎসিত মলিন বস্ত্র, কাষায়রহিত বস্ত্র এবং সুন্দর বহির্ব্বাসাদি বিশেষভাবে বর্জ্জন করিবে। সূচীবিদ্ধ ও কষায়িত ডোর-কৌপীন, মলিন বস্ত্র - এই সকলকে মুনিগণ অপবিত্র বলেন। এ সকল ধারণ করিলে শোভনকাচিক (সুন্দরপোষাকধারী অভিনেতা) হইতে হয়।

যদিও এস্থলে সন্ন্যাসের নিমিত্ত দশসংস্কার বিহিত হইয়াছে, তথাপি তন্মধ্যে তাপ হইতে যাগ-পর্য্যন্ত পাঁচটী দীক্ষার অঙ্গভূত, অপর পাঁচটী সন্ন্যাসের অঙ্গভূত। অতএব পূর্ব্বে পঞ্চসংস্কারপ্রাপ্ত, অথবা সেই সময়ে পঞ্চসংস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যোগপট্টাদি দিবে।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং শাখাশাখানুভেদতঃ।
ধারয়িত্বা মহাযোগী ভবেৎ কিল ন সংশয়ঃ॥
"মায়াতরঙ্গে সংসারে পতিতং মাং সমুদ্ধর।
কৌপীনং দেহি শুদ্ধ্যর্থং ভবতাপনিবারণম্॥
কৌপীনগ্রহণেনাহং পূতোঽস্মীত্যচিরাদিহ।"
প্রৈষেত্যুচ্চারণাৎ পূর্ব্বং ত্যক্তং কিঞ্চিন্ন গৃহ্ণীয়াৎ॥

ইত্যুক্তদিশা "প্রৈষ" ইত্যুচ্চারয়িত্বা যোগপট্টাদিকং গ্রাহয়েদেব। 'ভো গুরো! ভিক্ষুপযোগং যোগপট্টাদিকং মাং গ্রাহয়' ইতি প্রার্থিতস্তং বদেৎ—"যদ্যেবং তর্হি 'প্রৈষ' ইতি বারত্রয়ং পঠস্ব ভদ্র।" "প্রৈষোঽস্মি' ইতি ত্রিবারমুক্ত্বা করপুটাঞ্জলীভূয় স্থিতেন তেন গুর্ব্বাদিস্বেষ্টদেবতান্তান্ সর্ব্বান্ পূজয়িত্বা,—ততঃ স্বেষ্টদেবাৎ পূর্ব্বন্যস্তং কৌপীনাদিকং সংপ্রার্থ্য, সংগ্রাহ্য, তদানীং তত্র সন্ন্যাসিনঃ স্পর্শয়িত্বা চ প্রার্থকং ধারয়েৎ।

সন্ন্যাসের নিমিত্ত প্রার্থনা, যথা—শ্রীসদাশিব অনন্তদেব হইতে ব্রহ্মনির্ম্মিত কৌপীন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে নারদ প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং মহাযোগী হন। তাহার পর শৌনকাদি ঋষি, তৎপরে কেশব-ভারতী প্রাপ্ত হন। শ্রীগৌরসুন্দর কেশব-ভারতী হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভক্তবৃক্ষকে (অর্থাৎ ভক্তগণকে) দিয়াছেন। এইরূপে শাখানুশাখাক্রমে পরম্পরাপ্রাপ্ত কৌপীন ধারণ করিয়া নিঃসন্দেহে মহাযোগী হইতে পারা যায়। "মায়াতরঙ্গময় সংসারে পতিত আমাকে উদ্ধার করুন। আমার সংশোধনের জন্য আমাকে ভবতাপনিবারক কৌপীন প্রদান করুন। কৌপীন গ্রহণ করিয়া এই সংসারে আমি অচিরে

ধারণানন্তরঞ্চ—

'ওঁ ক্লীং গোপীভাবাশ্রয়ায় স্বাহা' ইতি সন্ন্যাসমন্ত্রং দদ্যাৎ। ততঃপরং ত্রিগৃহং পঞ্চগৃহং সপ্তগৃহং বা ভিক্ষয়েৎ। ভিক্ষা যথা,—প্রথমতো গৃহিণো গৃহং গত্বা—'ভো মাতর্ভগবতি ভিক্ষাং দেহি' ইত্যুক্ত্বা ভিক্ষাং কৃত্বা প্রত্যাগত্য, প্রাপ্তং যদ্ভৈক্ষ্যং বস্তু তৎ সন্ন্যাসদাত্রে গুরবে সমর্প্য যথাবদাশ্রমধর্মান্ কুর্য্যাৎ ॥৪০॥

ততঃ সপ্তমঃ সংস্কারঃ—নামকরণং

নামাত্র কথিতং সদ্ভি হরেভৃর্ত্যত্ববোধকম্।
হরিদাসাদিকমিতি কৃষ্ণদাসাদিকং তথা ॥

পবিত্র হই।" প্রৈষ-বাক্য উচ্চারণের পূর্ব্বে পরিত্যক্ত কোন কিছুই আর গ্রহণ করিবে না। উক্ত দিগ্‌দর্শনানুসারে গুরু প্রৈষ-বাক্য উচ্চারণ করাইয়া যোগপট্টাদি গ্রহণ করাইবেন। "হে গুরুদেব! ভিক্ষুপযোগী যোগপট্টাদি আমাকে প্রদান করুন',—শিষ্য এইরূপ প্রার্থনা করিলে গুরু বলিবেন,—"যদি তোমার এইরূপ ইচ্ছা হয়, তবে হে ভদ্র! তিনবার 'প্রৈষ' বল।" শিষ্য 'প্রৈষোঽস্মি' এই বাক্য তিনবার উচ্চারণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিলে, গুরুদেব তাহার দ্বারা গুরু হইতে নিজ ইষ্টদেব পর্য্যন্ত সকলের পূজা করাইবেন। অনন্তর পূর্ব্বস্থাপিত কৌপীনাদি নিজ ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করাইয়া গ্রহণ করাইবেন এবং তত্রস্থ সন্ন্যাসীদিগকে স্পর্শ করাইয়া প্রার্থীকে পরিধান করাইবেন।

কৌপীনধারণের পর মূলোক্ত সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান করিবেন। তারপর তিন, পঞ্চ বা সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করাইবেন। ভিক্ষার বিধি—প্রথমে গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া 'মাতঃ ভগবতি! ভিক্ষা দিন' বলিয়া ভিক্ষা

'নিত্যানন্দপদদ্বন্দ্বং যেষাং হৃৎকর্ণিকালয়ে।
তেষাং দাসানুদাসোঽহং, প্রসীদন্তু সদৈব হি॥'
গুণজ্ঞব্রাহ্মণো দাসশ্চুল্লীভট্টপ্রয়োগতঃ।
দীয়তেঽস্মৈ, দাস্‌ দানে ইতি রূপং বিদুর্বুধাঃ॥
শ্রীকৃষ্ণসেবী বিপ্রস্তু দাসাখ্যং ধারয়েৎ সুধীঃ।
সনৎকুমারতন্ত্রোক্তত্বাদত্যন্তঞ্চ শোভনম্‌॥৪১॥
ততঃ অষ্টমঃ সংস্কারঃ—বিষ্ণুমন্ত্রধারণং,
ন্যাসপ্রকরণে প্রাজ্ঞঃ সন্ন্যাসগ্রাহকশ্চ যঃ।
যচ্ছেদষ্টাদশার্ণন্তু বামকর্ণে ভবান্তকম্‌॥

করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সন্ন্যাসদাতা গুরুকে সমর্পণ-পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম-ধর্ম্ম আচরণ করিবে॥৪০॥

অনন্তর সপ্তম সংস্কার—নামকরণ। এই বিষয়ে সাধুগণ শ্রীহরির ভৃত্যত্ববোধক হরিদাস, কৃষ্ণদাস ইত্যাদি নামের উপদেশ করিয়াছেন। 'যাঁহাদের হৃদয়কর্ণিকায় শ্রীনিত্যানন্দের চরণযুগল নিত্য বিরাজিত, আমি তাঁহাদের দাসানুদাস, তাঁহারা সর্ব্বদা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্‌' —(ইহাই নামের তাৎপর্য্য)। চুল্লীভট্টের প্রয়োগানুসারে—গুণজ্ঞ ব্রাহ্মণের 'দাস'-উপাধি হয়। দাস্‌ ধাতুর অর্থ—দান করা, যাহাকে দান করা যায়—এই অর্থে দাস-পদ পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসেবক সুধী-ব্রাহ্মণ দাস-পদবী গ্রহণ করিবেন, যেহেতু ইহা সনৎকুমার-তন্ত্রসম্মত, ইহা অতীব শোভন॥৪১॥

তাৎপর্য্য এই—কলিকালে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মের চিদ্‌-স্বরূপ ধারণা করিতে না পারিয়া ব্রহ্মের দাসত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু চিত্তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ

মন্ত্রো যথা,—

"ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।"

গোপীভাবাশ্রিতো মন্ত্রঃ সন্ন্যাসে শক্তিবোধকঃ।
যোন্যাকৃতিধারণেন তদ্ভাবসাধকো যতঃ ॥
'শ্রীকৃষ্ণতোষমাত্রার্থং গোপীভাবসমন্বিতম্।
এতদ্ধর্ম্মং সমাশ্রিতো' ব্রুয়াদ্বারত্রয়ং জনঃ ॥৪২॥

ততো নবমঃ সংস্কারঃ—অচ্যুতগোত্রস্বীকরণং (তচ্চ তিলকাদি-ধারণেন নির্ণেয়ং), সুসিদ্ধ আশ্রমধর্মে তু সতি 'জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বাহনপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥ ইতি (ভাঃ ১১।১৮।২৮) বচনাৎ চতুরাশ্রমা-তীতাবধূতাপরপর্য্যায়পরমহংসো ভবেদিতি চরমঃ। 'মদ্ভক্তঃ স্বেচ্ছয়া চরে'দিত্যস্মাদপীতি। কিন্তু সামান্যবৈষ্ণবচিহ্নঞ্চ মালা-মুদ্রাতিলকাদিকং অনাপদি ন ত্যজেদেব।

ভগবদ্ভক্তি স্বীকারপূর্ব্বক আপনাদিগকে ভগবদ্দাসত্বে অভিষিক্ত করেন। জীবমাত্রই কৃষ্ণদাস। সন্ন্যাসগ্রহণেও সেই দাসত্ব ব্যতীত অন্য কোন সম্পত্তি নাই।

অতঃপর অষ্টম সংস্কার—বিষ্ণুমন্ত্র-ধারণ। সন্ন্যাস-বিধিতে প্রাজ্ঞ ও সন্ন্যাস-প্রদাতা আচার্য্য শিষ্যের বামকর্ণে ভবনাশক অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিবেন। মন্ত্র—মূলে দ্রষ্টব্য। সন্ন্যাসে গোপীভাবাশ্রিত মন্ত্র শক্তিবোধক, যেহেতু ইহা কৌপীন-ধারণদ্বারা সেই গোপীভাব সাধন করিয়া দেয়। 'শুধু শ্রীকৃষ্ণতোষণের জন্যই আমি গোপীভাবাশ্রিত এই সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিলাম'—সন্ন্যাসগ্রহণকারী ইহা তিনবার বলিবে ॥৪২॥

যজ্ঞোপবীতবৎ ধার্য্যা তুলসীকাষ্ঠমালিকা।
তুলসীমালিকোরস্কং ন স্পৃশেয়ুর্যমোদ্ভটাঃ ॥
যে কণ্ঠলগ্নতুলসী-নলিনাক্ষমালা
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ।
যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রা-
স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি ॥

বিপক্ষে দোষশ্চ—

ন ধারয়ন্তি যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ ॥

বিশেষতো মাধ্যাহ্নাহ্নিকাদৌ হরিপূজাদাবাবশ্যকমেব পঞ্চ মালাধারণম্। যথা,—

গুঞ্জা ধাত্রী চ পদ্মাক্ষং শ্যামা চ পট্টডোরিকা।
অমীভির্নির্ম্মিতাং মালামাহ্নিকে ধারয়েৎ সুধীঃ ॥ ইতি ॥

তারপর নবম সংস্কার—অচ্যুতগোত্র-স্বীকার (তাহা তিলক-মালাদি ধারণ-দ্বারা নিরূপণীয়)। সন্ন্যাসাশ্রম-ধর্ম্ম সুসিদ্ধ হইলে—‘বিরক্ত জ্ঞানী অথবা নিরপেক্ষ মদ্ভক্ত আশ্রম-চিহ্ন-সহিত আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিধি-নিষেধের অতীত হইয়া বিচরণ করেন’—এই ভাগবত-প্রমাণানুসারে চারি আশ্রমের অতীত অবধূত পরমহংস হইবে,—ইহাই চরম অবস্থা। ‘আমার ভক্ত স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করেন’—এই প্রমাণ হইতেও উহা বিচারিত হয়। কিন্তু পরমহংসাবস্থায়ও সর্ব্বসাধারণ বৈষ্ণব-চিহ্ন মালা-মুদ্রা-তিলকাদি আপদ্কাল ব্যতীত কখনও ত্যাগ করিবে না।

সন্ন্যাসধর্ম্মহীনস্তু ন পরমহংসকো ভবেৎ।
অস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তি সদ্বিদুষাং মতঃ॥
স্বসুখোৎপাদিকা ভক্তির্যেষাং কৃষ্ণে ন বিদ্যতে।
তেষাং যো ধর্ম্মসম্পন্নঃ স স্যাৎ পরমহংসকঃ॥

কিন্ত্বত্রৈব হরিভক্তানামচ্যুতগোত্রত্বং মুখ্যং অন্যত্র গৌণমিত্যাপি বোদ্ধব্যম্।

"যদ্ গোত্রমাশ্রিতেনাপি কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
অধুনা তৎ পরিত্যজ্য ভবাম্যচ্যুতগোত্রকঃ॥
পিতৃগোত্রাদ্ যথা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রিতা।
তথৈবাচ্যুতগোত্রেণ ভবাম্যচ্যুতগোত্রকঃ॥
'ওঁ অচ্যুতগোত্রায় স্বাহা' ইতি, 'অচ্যুতগোত্রোঽহমস্মি'॥"
ইতি বদেচ্চ।

অচ্যুতগোত্রস্য মহিমা, যথা সপ্তম স্কন্ধে—
সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥৪৩॥

তুলসীকাষ্ঠমালিকা যজ্ঞোপবীতের ন্যায় (নিত্য কণ্ঠে) ধারণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহার কণ্ঠে তুলসীমালা, যমদূতগণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তুলসী ও পদ্মবীজের মালা যাঁহাদের কণ্ঠে লগ্ন, যাঁহাদের ললাটফলকে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শোভা পায়, যাঁহাদের বাহুমূল শঙ্খ-চক্র-পরিচিহ্নিত, সেই সকল বৈষ্ণব জগৎকে আশু পবিত্র করেন। বিপক্ষে দোষ এই—যে-সকল হেতুবাদী পাপবুদ্ধি ব্যক্তি তুলসী-মালিকা ধারণ করে না, তাহারা শ্রীহরির কোপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া নরক হইতে নিস্তার পায় না।

ততো দশম সংস্কারঃ—যাগ (শালগ্রামার্চ্চনং)

স হি শ্রীহরিপূজনপ্রকারঃ সর্ব্বাশ্রমগতঃ সাধারণধর্ম্ম এব। ইতি ॥৪৪॥

গৃহীতসম্প্রদায়িসন্ন্যাসবৈষ্ণবানাং পঞ্চত্বপ্রাপ্তৌ শরীরত্যাগে তু তদানীং দেহে সমাধিমন্ত্রং লিখেৎ—

'ওঁ ক্লীং শ্রীং হ্রীং শ্রীং লবণমৃদ্‌যুজি ভুবি শ্বভ্রে স্বাহা।

পশ্চাত্তীর্থোদকে ভূবিবরে তদ্দেহং স্থাপয়েৎ। বিবরপরি-

বিশেষতঃ মধ্যাহ্নে আহ্নিকাদি কার্য্যে ও হরিপূজাদিতে পঞ্চমালা ধারণ আবশ্যক। যথা—গুঞ্জা, ধাত্রী (আমলকী), পদ্মবীজ, তুলসী ও পট্টডোর; ইহাদের দ্বারা গ্রথিত মালা সুধী ব্যক্তি আহ্নিককালে ধারণ করিবেন।

সন্ন্যাস-বিহীন ব্যক্তি কখনও পরমহংস হইতে পারেন না। সজ্জন বিজ্ঞগণের মতে সন্ন্যাসধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আর নাই। কৃষ্ণপাদ-পদ্মে যাঁহাদের নিজ-সুখোৎপাদিকা ভক্তি নাই, তাঁহাদের মধ্যে যিনি (সন্ন্যাস) ধর্ম্মসম্পন্ন, তিনিই পরমহংস হইতে পারেন। এই স্থলেই হরিভক্তগণের মুখ্যতঃ অচ্যুতগোত্রত্ব, অপরের গৌণ—ইহাই বুঝিতে হইবে। "যেই গোত্রের আশ্রয়ে আমি এতাবৎকাল শুভাশুভ করিয়াছি, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক এখন আমি অচ্যুতগোত্র হইলাম। কন্যা যেরূপ পিতৃগোত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বামি-গোত্রে গোত্রিত হয়, তদ্রূপ আমিও অচ্যুতগোত্রে প্রবেশপূর্ব্বক অচ্যুতগোত্রীয় হইলাম। ওঁ অচ্যুতগোত্রায় স্বাহা, ওঁ অচ্যুতগোত্রোঽহমস্মি" ইহা বলিবে। অচ্যুতগোত্রের মহিমা ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে, যথা—সপ্তদ্বীপের একমাত্র দণ্ডধারীর আদেশ ব্রাহ্মণ-কুল ও অচ্যুতগোত্রীয় ভিন্ন অন্য সকলের উপর অপ্রতিহত ছিল ॥৪৩॥

মাণঞ্চ পাদাধিকপুরুষপরিমিতম্। দহেচ্চেৎ তৎ, তথাপি কিঞ্চিৎ তদস্থ্যাদিকং তীর্থাদৌ সমাজ-সংজ্ঞকে ভূবিবরে সংস্থাপয়েচ্চ,—'নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ' ইত্যনুসারেণ ॥৪৫॥

সংস্কারদীপিকানাম্নী সন্ন্যাসার্থা সতাং মতা।
নির্ম্মিতা গৌরদাসানামেকান্তধর্ম্মসিদ্ধয়ে ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টগোস্বামিকৃতা সংক্রিয়াসারদীপিকান্তর্গতা সংস্কারদীপিকা সমাপ্তা।

অনন্তর দশম সংস্কার—যাগ (শালগ্রামার্চ্চন),—শ্রীহরির অর্চ্চনই যাগ। হরিপূজাবিধি সর্ব্বাশ্রমগত সাধারণ ধর্ম্মমাত্র ॥৪৪॥

সাম্প্রদায়িক-সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে শরীরত্যাগকালে দেহে তখন সমাধিমন্ত্র লিখিবে। মন্ত্র মূলে দ্রষ্টব্য। পরে তীর্থজলে ভূগর্ভে সেই দেহ স্থাপন করিবে। গর্ত্তের পরিমাণ পুরুষপরিমাণ হইতে এক পাদভাগ অধিক। যদি দেহ দগ্ধ করা হয়, তাহা হইলেও 'দ্বারকাদি ধামে, গঙ্গা প্রভৃতিরও সন্নিকটে বাস কর্ত্তব্য'—এতদনুসারে উহার অস্থ্যাদি তীর্থাদিতে ও সমাজ-নামক ভূগর্ভে সংস্থাপন করিবে ॥৪৫॥

শ্রীগৌরদাসগণের ঐকান্তিক-ধর্ম্ম-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সাধুসম্মত সন্ন্যাস-বিষয়ক এই সংস্কারদীপিকা গ্রন্থ রচিত হইল।

শ্রীগোপালভট্টগোস্বামি-কৃত সংক্রিয়াসারদীপিকার অন্তর্গত সংস্কার-দীপিকা সমাপ্ত।

মহাভাগবত-পরমহংস ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সংস্কার-দীপিকার বিষয়-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক
আশ্রমাদিনিষেধ অবৈষ্ণবপর	২
সাম্প্রদায়িক ও তান্ত্রিক বৈষ্ণব	৩
গৃহীর সংজ্ঞা	৩
সন্ন্যাসীর সংজ্ঞা	৩
দশনামা ব্রহ্মসন্ন্যাসী	৪
পরমহংস অবধূতের মহিমা	৫
বৈষ্ণবীদীক্ষায় বিপ্রত্ব	৬
স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম	১১
শূদ্রাদিরও সন্ন্যাস-ব্যবস্থা	১৬
গুরুপরম্পরা	১৮
সন্ন্যাসের বিধিবাক্য	২০
সন্ন্যাসের সংস্কার	২১
ক্ষৌর-সংস্কার (১)	২৩
তীর্থস্নান (২)	২৩
আচমন	২৪
করন্যাস	২৫
অঙ্গন্যাস	২৬
প্রাণায়াম	২৬
হরিমন্দিরতিলক (৩)	২৭
বিষ্ণুপঞ্জরন্যাস	২৯
নাম-মুদ্রাধারণ (৪)	৩০
পঞ্চ সংস্কার	৩০
কৌপীনশুদ্ধি (৫)	৩২
প্রাণপ্রতিষ্ঠা (৬)	৩৫
কৌপীনাধিকারী	৩৬
সন্ন্যাস-প্রার্থনা	৩৮
নামকরণ (৭)	৪০
বিষ্ণুমন্ত্রধারণ (৮)	৪১
অচ্যুতগোত্র স্বীকার (৯)	৪২
শালগ্রামার্চ্চন (১০)	৪৫
সমাধিমন্ত্র	৪৫

সংস্কার-দীপিকার শ্লোক-সূচী

শ্লোক	পত্রাঙ্ক
অ	
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ	১৮
অধুনা তৎ পরিত্যজ্য	৪৪
অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে	৬
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাৎ	১০, ৪৪
অপি চেৎ সুদুরাচারো	৮
অবাপ্তপঞ্চসংস্কারো	৩০
অবিপ্রো বা সবিপ্রো বা	৪
অবৈষ্ণবপরং	২
অমীভির্নির্ম্মিতাং	৪৩
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ	৩০
অশ্বত্থপত্রসঙ্কাশং	২৮
অষ্টমং বামকর্ণেঽগ্রে	২২
অষ্টাদশাক্ষরস্যৈব	২২
অস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো	৪৪
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং	১২
অহোবত শ্বপচোঽতঃ	৯
আ	
আ-কুর্য্যাদূর্দ্ধরেখে	২৮
আরভ্য নাসিকামূলং	২৭
আশীঃ কুরুত তৎপাদে	২৩
উ	
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে	২৭
এ	
এতচ্চ কৌপীনং ডোরং	৩৪
এতদন্যচ্চ তৎসর্ব্বং	৩৫
এতদ্ধর্ম্মং সমাশ্রিতো	৪২
এতন্ন পূতং মুনিভিঃ	৩৮
এতাং সমাস্থায়	১২
এতৈর্দশভিঃ সংস্কারৈঃ	২২
এবং ন্যাসং সমাচর্য্য	৩০
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং	৩৯
ক	
কন্থাং বহসি দুর্বুদ্ধে	১৩
কমণ্ডলুং তথাঽন্যদ্বা	৩৫
কাষায়রহিতং বস্ত্রং	৩৭
কুৎসিতং মলিনং বাসো	৩৭
কৃত্বা তু তৎ প্রযত্নেন	৩৩
কৈশ্চিদত্র ত্রয়ঃ প্রোক্তা	৩৪
কৌপীনং দেহি শুদ্ধ্যর্থং	৩৯
কৌপীনং পরিশুধ্যন্তু	৩৪
কৌপীনং পৃথ্বীরূপোক্তং	৩২
কৌপীনং ব্রহ্মনির্ম্মিতং	৩৮
কৌপীনং যুগলং বাসঃ	৩৪
কৌপীনগ্রহণেনাহং	৩৯
কৌপীনডোরং সূচীবেধযুক্তং	৩৮

শ্লোক	পত্রাঙ্ক	শ্লোক	পত্রাঙ্ক
গ		ততো দ্বাদশভিঃ	২৭
গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থানি	৩৪	ততো লক্ষ্মীপতিং	১৯
গার্হস্থ্যকৃত্যসংপ্রাপ্তৌ	১	তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু	২৭
গুঞ্জা ধাত্রী চ পদ্মাক্ষং	৪৩	তথা দীক্ষাবিধানেন	৬
গুণজ্ঞব্রাহ্মণো দাসঃ	৪১	তথৈবাচ্যুতগোত্রেণ	৪৪
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো	৩৭	তপঃ শ্রুতিশ্চ যোনিশ্চ	৭
গোপীভাবাশ্রিতো মন্ত্রঃ	৪২	তমালমূলবচ্ছিরো	২৮
গোপীমৃদাদিনা	৩১	তস্মাৎ প্রাপ্তো গৌরচন্দ্রঃ	৩৮
গ্রন্থিমধ্যে স্থিতো বিষ্ণুঃ	৩৩	তস্মৈ দেয়ং প্রযত্নেন	৩৭
গ্রন্থ্যর্থং মুষ্টিযুগলং	৩২	তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম	৩০
চ		তাপাদিদশসংস্কার	৩
চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো	৭	তাপাদিপঞ্চসংস্কার	৩
চতুর্থং চন্দনৈর্গাত্রে	২১	তাপাদিপঞ্চসংস্কারৈঃ	২২
চতুর্দ্দশমুষ্টিদীর্ঘং	৩২	তাপোঽত্র তপ্তচক্রাদি	৩১
চন্দনেনাপি সংপ্রোক্ষ্য	৩৪	তুলসীমালিকোরস্কং	৪৩
জ		তৃতীয়ং হরিমন্দিরং	২১
জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো	১২	তেনৈব হরিনামাদি	৩১
ড		তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ	৯
ডোরশ্চানন্তরূপোঽসৌ	৩৩	তেষাং দাসানুদাসোঽহং	৪১
ত		তেষাং যো ধর্ম্মসম্পন্নঃ	৪৪
তচ্ছিষ্যান্	১৯	তেষামেকতরং কিম্বা	৩৫
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্	১৫	ত্যক্তবর্ণাশ্রমো	৪
ততোঽস্মান্নারদঃ	৩৮	ত্রিবিক্রমং কন্ধরে	২৭

শ্লোক	পত্রাঙ্ক
দ	
দক্ষিণগ্রন্থিসংযুক্তং	৩৩
দম্ভায় ভক্তিহীনায়	৩৭
দাসো ভবামি	২৩
দীয়তেঽস্মৈ, দাস্থ দানে	৪১
দেবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং	১৯
দেবমীশ্বরশিষ্যং	১৯
দ্বাদশাঙ্গেষু	২৭
ধ	
ধারয়িত্বা মহাযোগী	৩৯
ধারয়েচ্ছয়নাদৌ	৩১
ন	
ন দাতব্যং ন দাতব্যং	৩৭
ন ধারয়ন্তি যে মালাং	৪৩
নবমঃ চাচ্যুতগোত্র	২২
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে	৪৩
ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ	৭
নামাত্র কথিতং সদ্ভিঃ	৪০
নাসাদিকেশপর্য্যন্তম্	২৮
নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগা	২৮
নিত্যানন্দপদদ্বন্দ্বং	৪১
নিমাঞ্যাখ্যয়া	১৯
নির্ম্মিতা গৌরদাসানাম্	৪৫
নিষেধবচনং যদ্যৎ	২
ন্যসেৎ কিরীটমন্ত্রঞ্চ	৩০
ন্যাসপ্রকরণে প্রোক্তঃ	৪১
প	
পঞ্চমং কৌপীনশুদ্ধিং	২১
পদ্মকুট্মলসন্নিভং	২৮
পালাশং বৈণবং	৩৫
পিতৃগোত্রাদ্ যথা কন্যা	৪৪
পুণ্ড্রং স্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং	২৮
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য	১৮
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ	২৭
প্রৈষেত্যুচ্চারণাৎ পূর্ব্বং	৩৯
ব	
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু	২৭
বহির্ব্বাসো বিষ্ণুশক্তিঃ	৩৪
বামপার্শ্বে স্থিতো	২৮
বিজিতষড়্গুণো যস্তু	৩৬
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ	২৭
বৈষ্ণবস্তু দ্বিধা প্রোক্তঃ	৩
বৈষ্ণবোঽহং	৪
বৈষ্ণবো ভক্তিমান্ন্যাসী	৪
ব্রহ্মচর্য্যাদি কৃতো তু	১
ব্রহ্মসন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞো	৪

শ্লোক	পত্রাঙ্ক
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈব	৩৩
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাম্	১
ভ	
ভাবভক্তিজনৈর্ধৈর্য্যং	৩২
ম	
মৎস্যাদীনাং তথা	৩১
মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং	২৮
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ	২৮
মস্তকং মুণ্ডয় মুণ্ডিন্	২৭
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য	৯
মাতৃ-পিতৃসমাঃ	২৩
মায়াতরঙ্গে সংসারে	৩৯
মুণ্ডনং প্রথমং	২১
মৈত্রকারুণ্যশীলশ্চ	৩৬
য	
যচ্ছেদষ্টাদশার্ণস্তু	৪১
যজ্ঞোপবীতবৎ ধার্য্যা	৪৩
যত্র জ্ঞানবিরাগ	১৫
যথা কাঞ্চনতাং যাতি	৬
যদ্ গোত্রমাশ্রিতেনাপি	৪৪
যস্মিন্ পারমহংস্যম্	১৫
যে কণ্ঠলগ্নতুলসী	৪৩
যে বাহুমূলপরিচিহ্নিত	৪৩
যোগ্যাকৃতিধারণেন	৪২
ল	
লজ্জারূপা ভগবতী	৩২
ললাটাদিক্রমেণৈব	২৭
ললাটে কেশবং	২৭
শ	
শরীরত্রাণকামো	৩৪
শালগ্রামার্চ্চনং	২২
শিখা যজ্ঞোপবীতং	১৩
শূদ্রজাতিবিদুরস্তু	৯
শৌনকাদিঋষিঃ	৫৮
শ্রদ্ধা মে কৃষ্ণচৈতন্য	২৩
শ্রীকৃষ্ণতোষমাত্রার্থং	৪২
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন	১৯
শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি	১৮
শ্রীকৃষ্ণসেবী বিপ্রস্তু	৪১
শ্রীকৃষ্ণোপাসকানাস্তু	৩১
শ্রীগুরুং পূজয়িত্বা	১৯
শ্রীগোপীচন্দনেনৈব	৩১
শ্রীচৈতন্য দয়াসিন্ধো	২৩
শ্রীধরং বামবাহৌ	২৭
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র	১৮
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং	১৫

শ্লোক	পত্রাঙ্ক
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ	১৮
শ্রীমন্নারায়ণাখ্যস্ত	৩১
শ্রীলাদ্বৈতং গদাধরং	১৯
স	
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং	৬
সংস্কারদীপিকানাম্নী	৪৫
সংস্কারভেদসম্প্রাপ্ত্যা	২২
সংস্কারাদিবিহীনত্বাৎ	২
সংস্কারান্ কারয়েদ্	১৯
স কস্মাদ্ ব্রহ্মচর্য্যাদি	২
সনৎকুমারতন্ত্রোক্ত	৪১
সন্ন্যাসধর্ম্মহীনস্ত	৪৪
সন্ন্যাসী চ দ্বিধৈবাদৌ	৪
সপ্তমং হরিদাসাদি	২২
সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলং	২৮
সম্প্রদায়ী দ্বিভেদঃ স্যাৎ	৩
সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ	১০, ৪৪
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা	৭
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ	১০
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা	১২, ৪২
স লোকপাবনো	৩১
সাক্ষাৎকৃত্য হরিং	৩০
সাধুরেব স মন্তব্যঃ	৮
সামান্যস্তান্ত্রিকো জ্ঞেয়ো	৩
সোমঃ শুক্রঃ সুরাচার্য্যঃ	৩২
স্তনাৎ স্তনান্তরং	৩২
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা	৯
স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাম্	১
স্বসুখোৎপাদিকা ভক্তিঃ	৪৪
স্মর্ত্তব্যঃ সততং	১০
হ	
হরিদাসাদিকমিতি	৪০
হরিনামাক্ষরৈঃ	৩১
হরিভক্তিবিহীনশ্চ	৭
হরিমন্দিরমিত্যেবং	২৮